

দেওয়া গেলে সেই ভূমির খাজানার দায়ী থাকিবে। যে ব্যক্তি ঐ ভূমির খাজানা পাইবার অধিকারী সে কিম্বা তাহার গোমস্তা ঐ নোটিস গ্রহণ করিতে ও তাহা পাইবার রসীদে স্বাক্ষর করিতে স্বাক্ষর না করিলে, ভূমি যে কালেক্টর সাহেবের এলাকার থাকে রাইয়ত তাঁহার নিকটে শাদা কাগজে দরখাস্ত করিতে পারিবে। তাহা হইলে তিনি ১৪ ধারার বিধিমতে ঐ ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার গোমস্তাকে ঐ নোটিস দেওয়াইবেন।

এই আইনমতে বাকী খাজানা বলিয়া কি জ্ঞান হইবে তাহার কথা।

২১ ধারা। পাটা কি কবুলিয়তমতে খাজানার কোন কিস্তি যে দিনে দেনা পড়ে সেই দিনে কি তাহার পূর্বে না দেওয়া গেলে, কিম্বা কিস্তি দিবার সময় নিরূপণ না হইলে অবধারিত আচারমতে যে সময়ে দেনা পড়ে সেই সময়ে কি তাহার পূর্বে না দেওয়া গেলে, তাহা এই আইনেতে বাকী জ্ঞান হইবে ও লিখিত নিয়ম পত্রে প্রকারান্তরের নিয়ম না থাকিলে ঐ বাকীর উপর বৎসবে শতকরা বার টাকার হিসাবে সুদ চলিবে ইতি।

বাকীর নিমিত্তে রাইয়তকে উঠাইয়া দিতে পারিবার কথা।

২২ ধারা। বাদ্গালা সনের শেষে অথবা বিষয়বিশেষ ফসলি কি বিলায়তি সনের জৈষ্ঠ মাসের শেষে কোন রাইয়তের খাজানা পাওনা থাকিলে যে ভূমির খাজানা বাকী হয় তাহাহইতে ঐ রাইয়তকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু রাইয়তের দখলী স্বত্ত্ব থাকিলে কিম্বা পাটাক্রমে ভূমি ভোগ হইয়া সেই পাটার মিছাদ না ফুরাইলে এই আইনের বিধানমতে ডিক্রী কি হুকুম জারী করণভিন্ন, তাহাকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে না ইতি।

ইজারাদারের টাকা বাকী নির্ণয় হইলে তাহার ইজারা ব্যর্থ হইতে পারিবার কথা ও উপবিধি।

২৩ ধারা। কোন ইজারাদারের অথবা ভূমিতে চিরকালীন কিম্বা যাহা হস্তান্তর করা যাইতে পারে এমন সম্পর্ক যাহার না থাকে এমন অন্য পাটাদারের খাজানা বাকী পড়িয়াছে নির্ণয় হইলে, সেই পাটাদারের পাটা বাতিল হইতে পারিবে ও সেই পাটাদারকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। পরন্তু এই আইনের বিধানমতে ডিক্রী কি হুকুমজারী করিয়া ঐ পাটা বাতিল হইতে ও পাটাদারকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, নতুবা নয় ইতি।

খাসমহালের সরবরাহকর্তাদের কি তহনীলদারদের নামে কি

তাছারদের দ্বারা মোকদ্দমার কথা।

২৪ ধারা। জমীদার প্রভৃতি যে ব্যক্তির ভূমির খাজানা পাইয়া থাকে এই

আইনের বিধানমতে তাহারদের দ্বারা কিম্বা তাহারদের নামে যে সকল মোকদ্দমা করা যাইতে পারে, খাসমহালের সরবরাহকার কি তহসীলদার দ্বারা কি তাহারদের নামেও করা যাইতে পারিবে। সেই মহাল গবর্ণমেন্টের কিম্বা সাধারণ ব্যক্তির সম্পত্তি হইলেও পারিবে।

ভূমি জরীপ ও মাপ করিতে ভূম্যধিকারির স্বত্বের কথা।

২৫ ধারা। মহালের কি তালুকের প্রত্যেক অধিকারির ও অন্য যে ব্যক্তি মহালের কি তালুকের জমা পাইয়া থাকে, তাহার সাধারণ রূপে সেই মহালের কি তালুকের কি তাহার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমির জরীপ ও মাপ করাইবার অধিকার আছে। কিন্তু ভূমির দখলিকারদের সঙ্গে স্পষ্ট নিয়ম দ্বারা জরীপ কি মাপ করা নিষিদ্ধ হইলে করিবে না।

তালুক দার প্রভৃতির পরিবর্তন হইলে রেজিষ্টারীর কথা।

২৬ ধারা।—মফঃসলী সকল তালুকদারের প্রতি, এবং জমিদারের ও চাষির মধ্যবর্তি যে ব্যক্তির হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা সহিত ভূমিতে চিরকালীন সম্পর্ক প্রাপ্ত হয়, তাহাদের প্রতি এই আদেশ হইতেছে যে ঐ তালুক কি ভূমি কি তাহার কোন অংশ বিক্রয় দানাদি দ্বারা হস্তান্তর করা গেল জমীদারের সিরিস্তায় কিম্বা আপনাদের উপরিস্থ যে প্রজাকে তালুকের কি ভূমির খাজানা দিতে হয় তাহাদের সিরিস্তায় ঐ হস্তান্তর করণের কথা ও ঐ ভূমিতে উত্তরভোগিত্বের কথা এবং উত্তরাধিকারিত্ব স্থলে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভূমি বিভাগের কথা রেজিষ্টারী করান; এবং প্রত্যেক জমিদারের ও উক্ত উপরিস্থ প্রজার প্রতি এই আদেশ হইতেছে যে উক্ত হস্তান্তর কার্য সরলভাবে করা গেলে তাহা এবং উক্ত উত্তরভোগিত্বের ও বিভাগের কথা রেজিষ্টারী করান ও প্রকারান্তরের তাহা সফল করেন। কিন্তু তদ্রূপ কোন ভূমিসম্পর্কের যে খাজানা দিতে হয়, কোন জমীদারের কি উপরিস্থ প্রজার সেই খাজানার প্রতি সেই খাজানার বিভাগ কি বণ্টনের কথা রেজিষ্টারী করাইতে কিম্বা তাহা সফল করিতে আজ্ঞা হইবে না। এবং জমীদারের কিম্বা উপরিস্থ প্রজার লিখিত অনুমতি না হইলে, উক্ত খাজানার বিভাগ কি বণ্টন সিদ্ধ ও দৃঢ় হইবে না।

কোন মোকদ্দমার মিয়াদের কথা।

২৭ ধারা। খাজনা কিম্বা বিধানানুযায়িত্তি আবওয়াব কি কর বলপূর্বক অন্যায়মতে গ্রহণ হওয়াতে, কিম্বা যে খাজনা দেওয়া গেল তাহার রসীদ না দেওয়াতে কয়েদ কি প্রকারান্তরে আটক করণদ্বারা ভয় দর্শাইয়া খাজনা গ্রহণ হওয়াতে, কিম্বা অতিরিক্ত খাজনার দাওয়া হওয়াতে হানিপুরণের যে সকল মোকদ্দমা করা যায় এবং খাজনা কম করিবার সকল মোকদ্দমা এবং বাকী খাজনা না

দেওন কিম্বা কোন চুক্তির নিয়ম লঙ্ঘনরূপ যে কার্য্যহেতুক প্রজাকে উঠাইয়া দেওয়া যাইতে কিম্বা তাহার পাট্টা অসিদ্ধ করা যাইতে পারে তৎপ্রযুক্ত প্রজাকে উঠাইয়া দিবার কিম্বা পাট্টা রহিত করিবার সকল মোকদ্দমা, এবং যে ব্যক্তির খাজনা পাইবার অধিকার থাকে তৎকর্তৃক রাইয়তকে কি ইজারদারকে কি প্রজাকে ভূমি ইজারা কি ভূসম্পর্ক হইতে বেআনুমতে উঠাইয়া দেওয়া গেলে সেই ভূমি প্রভৃতির পুনরায় দখল পাইবার সকল মোকদ্দমা, এবং জমীদার প্রভৃতির প্রতি এই আইন কিম্বা অন্য কোন আইনমতে বাকী খাজনার নিমিত্তে ক্রোক করিবার যে ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে তদনুযায়ি কার্য্য করাতে কিম্বা উক্ত ক্ষমতামতে কার্য্যস্থলে যে ক্রিয়া করা যায় তাহা হইতে যে মোকদ্দমা উত্থাপন হয়, সেই সকল মোকদ্দমার হেতু হইবার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে, তৎপরে নয়।

পাট্টা প্রভৃতি পাইবার মোকদ্দমার মিয়াদের কথা।

২৮ ধারা। পাট্টা কি কবুলিয়ত পাইবার ও খাজনার যে হারানুসারে সেই পাট্টা কি কবুলিয়ত দিতে হইবে তাহা নির্দ্ব্যর্থ্য করিবার মোকদ্দমা ভূমি দখলে থাকিবার কোন সময়ে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

বাকী খাজনার নিমিত্ত মোকদ্দমার মিয়াদের কথা।

২৯ ধারা। বাকী খাজনার নিমিত্ত মোকদ্দমা, বাঙ্গলা সনের বাকীর দাওয়া হইলে সেই সনের শেষ দিন অবধি, কিম্বা ফসলী কি বিলায়তী সন হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ দিন অবধি তিন বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে। পরন্তু পূর্বে সনে যে হারে খাজনা দেওয়া গাইত ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ১৩ ধারামত কিম্বা এই আইনের ১৪ ধারামতে নোটিস দিলে পর খাজনা বৃদ্ধি হইয়া যদিও অধিক হারে খাজনা পাইবার মোকদ্দমা হয় ও উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতে সেই খাজনা বৃদ্ধির মঞ্জুর না হইয়া থাকে, তবে যে সনের ঐ বর্দ্ধিত খাজনার দাওয়া হয় বাঙ্গলা সন হইলে তাহার শেষ অবধি, কিম্বা ফসলী কি বিলায়তী সন হইলে জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ অবধি তিন মাসের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে।

টাকার কি কাগজপত্রের কি হিসাবের নিমিত্তে গোমস্তার নামে মোকদ্দমার মিয়াদের কথা।

৩০ ধারা। গোমস্তার হাতে যে টাকা কিম্বা যে হিসাব কি কাগজ পত্র থাকে তাহা পাইবার মোকদ্দমা তাহার কর্ম্ম থাকিবার কোন সময়ে কিম্বা কর্ম্ম গেলে পর এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু বাহার নালিশ করিবার অধিকার থাকে ঐ গোমস্তা সেই প্রকারের টাকা পাইয়াছে এই কথা প্রতারণাক্রমে তাহার কাছে গোপন করা গেলে, কিম্বা গোমস্তা কোন প্রতারণার হিসাব দিলে, ঐ ব্যক্তি প্রথম যে সময়ে ঐ প্রতারণা জানিতে পাইল সেই সময় অবধি এক

বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। কিন্তু ঐ গোমস্তার কর্ম্য যাইবার পর তিন বৎসরের অধিক কোন সময়ে সেই প্রকারের মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

টাকা গচ্ছিত করার নোটিস দেওয়া গেলে পর ছয় মাসের মধ্যে অধিক বাকীর নিমিত্ত মোকদ্দমার কথা।

৩১ ধারা। এই আইনের কিম্বা বঙ্গদেশের মস্তিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের ১৮৬২ সালের ৬ আইনের বিধানমতে খাজনার টাকা গচ্ছিত করা গেলে, গচ্ছিত করিবার তারিখের পূর্বে যে খাজনা পাওনা ছিল, ঐ গচ্ছিতকারির কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্তগণের নামে ঐ খাজনার নিমিত্ত মোকদ্দমা ১৮৬২ সালের উক্ত ৬ আইনের ৫ ধারার কিম্বা এই আইনের ৪৭ ধারার লিখিত নোটিস জারী করিবার তারিখ অবধি ছয় মাসের মধ্যে হইতে পারিবে, নতুবা নয়।

কোন কোন স্থলে নাএব কি গোমস্তাকে ১৮৫৯ সালের ৮ আইনমতে ক্ষমতা-প্রাপ্ত মোক্তার জ্ঞান করিবার কথা।

৩২ ধারা। এই আইনের ২৭, ২৮, ২৯, কি ৩০ ধারাতে মোকদ্দমার যে যে হেতুর উল্লেখ হইয়াছে, কোন নাএব কি গোমস্তা আপনার কর্তার স্বাক্ষরিত কোন লিপিবদ্ধা বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে উক্ত কোন হেতুমূলক সকল মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে ১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইনের ১৩ ধারার অর্থমতে ঐ কর্তার স্বীকৃত মোক্তার জ্ঞান হইবে। যে আদালতে উপস্থিত হয় কি প্রার্থনা করে, কর্তা সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের মধ্যে থাকিলেও এই বিধির বাধা নাই।

এই আইনমত মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইবার কথা।

৩৩ ধারা। এই আইন কোন স্থানে প্রচলিত হওন সময়ে মস্তিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনেরল সাহেবের ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের কিম্বা বঙ্গদেশের মস্তিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের ১৮৬২ সালের ৬ আইনের বলে যে সকল মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাঘটিত যে কার্য্য উপস্থিত থাকে তন্নিম্ন সেই সময়াবধি ঐ স্থানের কালেক্টরী আদালতের সেই সকল মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা রহিত হইবে। সেই সময়াবধি সেই স্থানে উক্ত একতর আইন কিম্বা এই আইনমতে উদ্ভিত কোন হেতুতে যে সকল মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহা দেওয়ানী আদালতের বিচারাধিপত্যানুসারে ঐ আদালতের বিচার্য্য হইবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধনের আইনানুসারে কার্য্য হইবার কথা।

৩৪ ধারা। এই আইনের প্রকরাস্তরের বিধান না থাকিলে, মস্তিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনেরল সাহেবের প্রণীত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইন নামে ১৮৫৯ সালের আর্ট আইনের বিধানমতে এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার

কার্য্যপ্রণালী বিষয়ে মন্ত্রীসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অধিক ও অন্য যেৎ ব্যবস্থা এইক্ষণে প্রবল আছে, কিম্বা সময়েৎ করা যাইবে সেইৎ ব্যবস্থামতে এই আইন হইতে উৎখিত হেতু মূলক প্রত্যেক মোকদ্দমার ও ভদ্রাটিক সকল কার্য্যের বিধান হইবে। এবং উক্ত আইনের ও উক্ত অন্য সকল ব্যবস্থার সমস্ত বিধান উক্ত মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

কোনৎ মোকদ্দমা সম্পর্কীয় বিচারাধিপত্যের কথা।

৩৫ ধারা। পাটা কি কবুলিয়ৎ পাইবার ও পাটা অসিদ্ধ করিবার, এবং খাজনার হার নির্ণয় করিবার মোকদ্দমা, খাজনা কি আওয়ায কি কর বেআইন মতে বলপূর্ব্বক লওয়া প্রযুক্ত, ও যে কর দেওয়া গেল তাহার রসীদ না দেওয়া প্রযুক্ত, ও ভয় দর্শাইয়া খাজনা লওয়া, ও অধিক খাজনার দাওয়া প্রযুক্ত, ও খাজনার কম করিবার নিমিত্ত ও বাকী খাজনার নিমিত্ত ও ২৬ ধারামতে ভূমির হস্তান্তর করণ কিম্বা উত্তরভোগিত্ব কি বিভাগ রেজিস্ট্রী করিবার অসম্মতি প্রযুক্ত যে মোকদ্দমা হয়, তাহার হেতু যে ভূমি কি অন্য স্থাবর সম্পত্তিসম্পর্কীয় হয় তাহা পাইবার মোকদ্দমা যে আদালতের গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে ঐৎ মোকদ্দমার হেতু সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের মধ্যে উৎখিত হইয়াছে জ্ঞান হইবে ও সেই আদালতে উপস্থিত করা যাইবে, অন্য আদালতে নয়।

মোকদ্দমার হেতু ভিন্ন আদালতের ক্ষমতাহীন স্থানে উৎখিত
হইলে সেই স্থলের বিধান।

৩৬ ধারা। ইহার পূর্ব্বধারার উল্লিখিত মোকদ্দমার হেতু যে স্থানে উৎখিত হয় ঐ ধারার বিধানমতে সেই স্থান যে ভূমির দ্বারা নির্ণয় করা যায়, সেই ভূমি ভিন্নৎ আদালতের বিচারাধিপত্যের মধ্যে থাকিলে, ঐ ভূমি পাইবার মোকদ্দমার ন্যায় ১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইনের ১১ ও ১২ ধারার বিধান সেই মোকদ্দমার প্রতি বর্ত্তিবে।

ভূমির মাপ হইবার প্রতিবন্ধকতা হইলে ইতিকর্ত্তব্যতার কথা।

৩৭ ধারা। যে ব্যক্তির ভূমি মাপ করিবার অধিকার থাকে সে তাহা মাপ করিতে মনস্থ করিলে যদি ঐ ভূমির দখলিকার তাহার বাধা দেন, কিম্বা যে ভূমি তদ্রূপে মাপ হইতে পারে কোন কোরপা প্রজা কি রাইয়ত সেই ভূমি ভোগ কি চাষ করিয়া তাহার মাপ করিবার মনস্থের নোটিস পাইলে ও যদি উপস্থিত হইয়া সেই ভূমি দেখাইয়া দিতে সম্মত না হয় তবে যে ব্যক্তি ঐ ভূমি মাপ করিবার অধিকারের দাওয়া করে, ঐ ভূমি পাইবার মোকদ্দমা হইলে যে আদালতের বিচারাধিপত্য থাকিত সেই আদালতে আপনার সেই ভূমি মাপ করিবার অধিকার স্থাপন করিবার মোকদ্দমা করিতে পারিবেন, ও সেই আদালত ঐ মাপ করিবার অধিকার

শ্রবণ করিয়া নির্ণয় করিবেন ও আবশ্যক হইলে ঐ কোরপা প্রজার কি রাইয়তের উপস্থিত হইবার আজ্ঞা করিবেন কিম্বা উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিবেন। কোন কোরপা প্রজার কি রাইয়তের উপস্থিত হইবার আজ্ঞা প্রচার হইলে পর, যদি সে উপস্থিত হইয়া ভূমি দেখাইয়া না দেয় তবে তাহার অনুপস্থানে যে মাপ কিম্বা অন্য যে ক্রিয়া করা যায় তাহা ঠিক নয় বলিয়া আপত্তি করিতে পারিবে না।

খাজনার দায়ী কে ইহা নিশ্চিত না হইলে ভূমি মাপ
করিবার কথা।

৩৮ ধারা। কোন ভূম্যধিকারী কি তালুকদার কিম্বা অন্য যে ব্যক্তির মহালের কি ভূমির খাজনা পাইবার অধিকার থাকে সে, ঐ ভূমির কিম্বা তদন্তগত কোন অংশের খাজনা দিবার দায়ী কে হয় ইহা নিশ্চয় করিতে না পারিয়া যদি ঐ মহালের কি তালুকের কিম্বা তাহার কোন অংশের অন্তর্গত ভূমি মাপ করিতে না পারে তবে সেই ভূমি পাইবার মোকদ্দমা যে আদালতের বিচারাবিগত্রে থাকিত সেই আদালতে প্রার্থনা করিবে ও আবশ্যক খরচা গচ্ছিত করিলে সেই আদালত ঐ ভূমি মাপ হইবার আজ্ঞা করিবেন। ও ঐ ভূমি যে কালেক্টর সাহেবের এলাকার মধ্যে থাকে তাহার নিকট সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি এবং উক্ত প্রকারে গচ্ছিত খরচার টাকা পাঠাইবেন। তাহাই হইলে কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমি মাপ করিতে প্রবর্ত্ত হইয়া তাহা যে ব্যক্তিদের দখলে থাকে ইহা নিশ্চয় করিয়া তাহাদের নাম লিখিয়া রাখিবেন। অথবা অধিকারী কিম্বা উক্ত অন্য ব্যক্তি বিশেষ প্রার্থনা করিলে কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমির পাড়া ও পেটাও পাড়া ও তন্নিমিত্ত যে হারে খাজনা দিতে হয় ও ব্যক্তির ঐ খাজনার দায়ী ইহা নিরূপণ ও নির্ণয় করিয়া লিখিয়া রাখিবেন। কিন্তু উক্ত অধিকারির কি অন্য ব্যক্তির প্রার্থনা না হইলে তাহা করিবেন না। কালেক্টর সাহেব উপযুক্ত অনুসন্ধান করিলেও যদি সেই ভূমি মাপ করাইতে না পারেন, কিম্বা তাহা যে ব্যক্তিদের দখলে থাকে তাহাদের নাম নিরূপণ কি লিপিবদ্ধ করিতে না পারেন কিম্বা পূর্বোক্ত মতে বিশেষ প্রার্থনা করাগেলে কোন কোন ব্যক্তি সেই ভূমির কি তাহার কোন অংশের পাড়া কি পোটাও পাড়া পাইয়াছে ইহা যদি নিরূপণ করিতে না পারেন তবে তদ্রূপ কোন স্থলে যে ব্যক্তির প্রার্থনামতে সেই অনুসন্ধান হইয়াছে সেই ব্যক্তির প্রতি ভূমি বর্ত্তিল কালেক্টর সাহেব এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন উক্ত কালেক্টর সাহেব ঐ ভূমির কিম্বা তাহার কোন অংশের দখলকার বলিয়া কোন ব্যক্তির নাম লিপিবদ্ধ করিলে পর কিম্বা ভূমি প্রার্থকের প্রতিবর্ত্তিল ইহা প্রকাশ করিলে পর যদি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে কোন ব্যক্তি পূর্বে উপস্থিত না হইবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দর্শাইয়া ন্যায় বিচারের ক্রটি হইয়াছে, এই বিষয়ে

কালেক্টর সাহেবের হৃদ্বোধ জন্মায় তবে তিনি যে বিধান ও নিয়ম উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া ন্যায় বিচারানুসারে সেই আজ্ঞা মতানুসর কি রহিত করিতে পারিবেন।

মাপ হইলে পর বাহা কর্তব্য তাহার কথা ।

৩৯ ধারা । কালেক্টর সাহেব সেই মাপ ও লিপিকরণ কার্য সমাপ্ত করিলে পর যে আদালতের আজ্ঞামতে ঐ মাপ করা যায় সেই আদালতে সুবিধামতে তুরা করিয়া মাপাদির প্রতিলিপি পাঠাইবেন । ঐ আদালত তাহা গ্রহণ করিয়া রিকার্ড করিবেন এবং ঐ পতিলিপি যে আদালতে যে দিনে পাঠান যায়, ঐ আদালত সেই দিনে আজ্ঞা করিলে তাহার উপর যেমন আপীল হইতে পারে, কালেক্টর সাহেবের ৩৮ ধারার বিধানমত প্রত্যেক নিষ্কাশিত উপর তেমনি আপীল হইতে পারিবে । কিন্তু সেই স্থলভিন্ন ঐ কালেক্টর সাহেব ৩৮ ধারার বিধানমতে যে প্রত্যেক নিষ্কাশিত করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে ।

কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার কথা ।

৪০ ধারা । সাক্ষিদের সাক্ষ্য ও সাক্ষিদীগকে উপস্থিত করাওন ও দলীল আনাইয়া দেখাওন ও সাক্ষিদের পরীক্ষা পরিশ্রমিক ও দণ্ডবিষয়ক ১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইনের ও তৎসংশোধনার্থ আইনের ও বঙ্গদেশস্থ দেওয়ানী আদালতে অন্য যে আইন কি যে যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তাহার বিধান কোন কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে ৩৮ ধারা মত সকল কার্যের প্রতি বর্তিবে । উক্ত সকল কি অন্যত্র আইন ও তৎক্রমে আদালতের প্রতি যে সকল শক্তি ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে পূর্বোক্ত কালেক্টর সাহেবের সেই সকল শক্তি ও ক্ষমতা থাকিবে ।

পরগনার দণ্ড লইয়া মাপ করিবার কথা ।

৪১ ধারা । এই আইনমতে মাপ করিতে হইলে, ভূমি যে পরগনায় থাকে সেই পরগনার খাচী মানদণ্ডদ্বারা মাপিতে হইবে ।

মোকদ্দমার রেজিস্ট্রারের কথা ।

৪২ ধারা । এই আইনের বিধানমতে উপস্থিত সকল মোকদ্দমা আদালতে বিশেষ রেজিস্ট্রারী বহিতে লিখিতে হইবে ।

বাকী খাজানার মোকদ্দমার আবেদনপত্র লিখিবার পাঠ ।

৪৩ ধারা । ইহার পরে বাকী খাজানা আদায়ের নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে তাহার নালিশের আরজীতে অর্থাৎ আবেদন পত্রে এই এই কথা লিখিতে হইবে, ভূমি যে গ্রামে ও যে মহালে ও যে পরগনার কিম্বা স্থান বিশেষের অন্য যে খণ্ডে থাকে তাহার নাম । ভূমির বার্ষিক খাজানা । যে বৎসরের নিমিত্তে দাওয়া হয় তাহার কিছু খাজানা পূর্বে পাওয়া গেলে যত

টাকা। যত টাকা বাকী আছে ও যত কালের বাকী বলিয়া ব্যক্ত হয় রাইয়তের স্থানে বাকী পাওনা প্রকাশ হইলে ভূমির পরিমাণ ও গবর্ণমেন্টের জরিপী নক্সায় ক্ষেত্রের নম্বর থাকিলে লাঘ্য মতে প্রত্যেক ক্ষেত্রের নম্বর আবেদনপত্রে লিখিতে হইবে।

কোন কোন স্থলে বাদির শতকরা ২৫ টাকার অনধিক হানিপূরণ দিতে আদালতের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৪ ধারা। ইহার পরে এই আইনের বিধানমতে খাজানার নিমিত্ত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, প্রতিবাদী যুক্তিমতে কি সম্ভাবিত কোন কারণ না থাকিলেও আপনার দেনা টাকা দেয় নাই কি দিতে সম্মত হয় নাই ও মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্বে বাদীকে কিম্বা তাহার নিয়মিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত গোমাস্তাকে সেই টাকা দিবার প্রস্তাব করে নাই অথবা প্রস্তাব করিলেও বাদী কিম্বা ঐ গোমাস্তা তাহা গ্রহণ করিতে স্বীকার না করিতে মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্বে সেই টাকা নিম্নলিখিত মতে আদালতে গচ্ছিত করে নাই, আদালত ইহা জানিতে পারিলে বাদির পক্ষে খাজানার ও খরচার যত টাকা ডিক্রী হয়, তদতিরিক্ত ডিক্রীর নিরূপিত খাজানার উপর শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত টাকা বিহিত বোধ করেন বাদির হানিপূরণ স্বরূপ তত টাকা পাইবার আজ্ঞা কবিত্তে পারিবেন। হানিপূরণের আজ্ঞা হইলে সেই টাকা এবং মোকদ্দমার খাজানার ও খরচার যত টাকা ডিক্রী হইল ও তাহা যত কাল না দেওয়া যায়, ডিক্রীর তারিখ অবধি তত কাল সেই টাকার উপর বৎসরে শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ চলিবে।

প্রতিবাদির নামে অনুচিতমতে নালিশ হইলে, দাওয়ার উপর শতকরা ২৫ টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতিপূরণ পাইবার আজ্ঞার কথা।

৪৫ ধারা। ইহার পরে এই আইনের বিধানমতে খাজানার নিমিত্ত কোন কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, বাদী প্রতিবাদীর নামে যুক্তিমত ও সম্ভাবিত কারণ না থাকিলেও মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছে, অথবা মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার পূর্বে প্রতিবাদী নিম্নলিখিত মতে আদালতে যত টাকা নিয়মিত রূপে গচ্ছিত করিল আদালত ঐ গচ্ছিত করিবার তারিখে ঐ বাদির কেবল তত টাকা পাওনা নির্ণয় করিলেন, আদালত ইহা জানিতে পাইলে, ঐ বাদির দাওয়ার সমুদয় টাকার উপর শতকরা পঁচিশ টাকার অনধিক যত বিহিত বোধ করেন প্রতিবাদির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তত টাকা পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐ আদালতের ডিক্রীক্রমে টাকা দিবার আজ্ঞা হইলে যে প্রকারে আদায় হইতে পারে বাদির স্থানে সেই টাকা এবং আদায় না হওন পর্য্যন্ত তাহার উপর বৎসর শতকরা ১২ টাকার হিসাবে সুদ সেই প্রকারে আদায় হইতে পারিবে।

কোরপা প্রজা কি রাইয়ত খাজানা দিবার প্রস্তাব করিলে পর, তাহার নামে নালিশ না হইলেও জমীদারের নিকটে আপনার যাছা দেনা স্বীকার করে তাহা আদালতে গচ্ছিত করিবার কথা।

৪৬ ধারা। কোরপা প্রজা কি রাইয়ত যে ভূমি কি অন্য স্থাবর সম্পত্তি ভোগ কি চাষ করে, জমীদারের নিকট কিছা অন্য যে ব্যক্তি ঐ ভূমির খাজানা পাইয়া থাকে তাহার নিকট যে তারিখে আপনার যত টাকা দেনা জ্ঞান করে সেই ভূম্যদির খাজানা আদায়ের মাল কাছারীতে কি অন্য যেস্থানে নিয়ত খাজানা দেওয়া যায় সেই স্থানে সেই তারিখ পর্য্যন্ত সেই সমস্ত টাকা অর্পণ করিলে, ও তদ্রূপে যে টাকা দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রহণ না করা গেলে, ও তৎক্ষণাৎ সমুদয় টাকা পাই-লাম বলিয়া রসীদ না দেওয়া গেলে, সেই পেটাও প্রজার কি রাইয়তের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত না হইলেও, যে আদালতে ঐ খাজানার নিমিত্তে মোকদ্দমা গ্রাহ্য হইতে পারে সেই কোরপা প্রজা কি রাইয়ত সেই আদালতে জমীদারের কিছা পূর্বোক্ত অন্য ব্যক্তির নামে ঐ টাকা জমা করিয়া গচ্ছিত করিতে পারিবে। ঐ কোরপা প্রজার ও রাইয়তের সম্পর্কে,

আদালতে ঐ টাকা গচ্ছিত করণ জমীদারকে কিছা স্বত্ববান অন্য ব্যক্তিকে দেওয়ার তুল্য হইবার কথা।

এবং তাহার দ্বারা কিছা তাহার অধীনে যে সকল ব্যক্তি দাওয়া করে তাহারদের সম্পর্কে, সেই টাকা গচ্ছিত করা সর্ব্বতোভাবে জমীদারকে কিছা ঐ অন্য ব্যক্তিকে দেওয়ার তুল্য হইবে ও তৎকার্য্যের সেই সম্পূর্ণ ফল হইবে।

আদালতে টাকা দিবার ও বাহির করিবার কার্য্য প্রণালীর কথা।

৪৭ ধারা। ঐ কোরপা প্রজা কি রাইয়ত কিছা তাহার মোক্তার প্রার্থনা পত্র লিখিলে, এবং এই আইনের A চিহ্নিত তফসীলে যে পাঠ নির্দ্ধারিত হইয়াছে, সেই পাঠে কিছা গতিক বিবেচনার সাধ্যমতে ঐ পাঠানুসারে নির্দেশ বাক্য লিখিলে, ঐ আদালতে সেই গচ্ছিত টাকা গ্রাহ্য হইবে ও আদালত আপনার মোহর সহিত ঐ টাকার রসীদ দিবে। যে ব্যক্তি ঐ নির্দেশ বাক্য লেখে সে যাছা মিথ্যা জানে কি বোধ করে কিছা যাছা সত্য না জানে কি বোধ না করে ঐ নির্দেশ পত্রে এমত কোন কথা থাকিলে মিথ্যা প্রমাণ দেওন কি স্মৃতি করণাপরাধের দণ্ডের যে আইন যে সময়ে প্রবল থাকে তদনুসারে সেই ব্যক্তির দণ্ড হইতে পারিবে। আদালত তদ্রূপ গচ্ছিত টাকা পাইলে তাহার নামে জমা হইয়াছে, এই আইনের B চিহ্নিত তফসীলের পাঠে সেই ব্যক্তিকে নোটিস দিবে। ঐ নোটিস তাহার নামে দেওয়া যায় আদালত তাহাকে কিছা তাহার নায়েবকে কি গোমস্তাকে কি অন্য প্রতিনিধিকে ঐ নোটিস দেওয়াইলে তাহা দিবার ফী লাগিবে না। যদি তদ্রূপ প্রতি

নিষিদ্ধে ঐ নোটিস দেওয়াইলে তাহা দিবার কী লাগিবে না। যদি তদ্রূপ প্রতিনিধি না থাকে, তবে নোটিসের প্রতিলিপি উক্ত আদালত ঘরে লাগাইয়া এবং যে ভূমি সম্পর্কে ঐ টাকা গচ্ছিত করা যায় সেই ভূমির খাজানা আদায়ের মাল কাছারীতে কিম্বা খাজানা যে স্থানে নিয়ত দেওয়া থাকে সেই স্থানে অন্য প্রতিলিপি লাগাইয়া নোটিস দেওয়া যাইবে। যাহার নামে দেওয়া যায় সেই কিম্বা নিয়মিতরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত তাহার প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া ঐ গচ্ছিত টাকা প্রার্থনা করিলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে দেওয়া যাইবে।

নালিশের পূর্বে যে টাকা দিবার প্রস্তাব হইল নালিশের পরে প্রতিবাদির খরচাভিন্ন সেই টাকা আদালতে গচ্ছিত করিবার কথা।

৪৮ ধারা। প্রতিবাদী বাদীর যত টাকা পাওনা জ্ঞান করে যদি ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত হইবার পূর্বে বাদীকে সেই টাকা দিবার প্রস্তাব করিয়া থাকে, তবে এই আইনের বিধানমতে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলেও সেই টাকা আদালতে দিতে পারিবে। টাকা দিবার সময় পর্য্যন্ত বাদির যত খরচা হয় প্রতিবাদির তাহার কোন অংশ দিতে হইবে না। ও সেই টাকা আদালত হইতে অর্গোণে বাদীকে দেওয়া যাইবে। বাদী ঐ টাকা পাইলে পর যদি মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছুক হয়,

বাদী মোকদ্দমা চালাইয়া অধিক না পাইলে খরচার কথা।

ও আদালতে যত টাকা গচ্ছিত করা গিয়াছে যদি শেষে তাহার অধিকের ডিক্রী না পায়, তবে ঐ মোকদ্দমায় প্রতিবাদির সমস্ত খরচের দায় বাদির শিরে পড়িবে। কিন্তু আদালতে যত টাকা দেওয়া গিয়াছে বাদী যদি শেষে তাহার অধিক পায়, তবে মোকদ্দমার সমস্ত খরচ প্রতিবাদির শিরে পড়িবে।

পূর্বে টাকা দিবার প্রস্তাব না হইলে প্রতিবাদী যত টাকা দেনা স্বীকার করে তত টাকার উপর খরচা সমেত ঐ টাকা দিবার কথা।

৪৯ ধারা। এই আইনের বিধানমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে প্রতিবাদী নালিশ হইবার পূর্বে টাকা দিবার প্রস্তাব না করিলেও বাদির যত টাকা পাওনা জ্ঞান করে, আদালতে সেই টাকা দিতে পারিবে ও সেই টাকা দিবার সময় পর্য্যন্ত বাদির যত খরচ হইয়াছে তাহাও দিবে। (যত টাকা অর্পণ করা যায় আবশ্যক হইলে আদালত তত টাকা পাইবার আদৌ উপস্থিত মোকদ্দমার খরচার ন্যায় ঐ খরচা নিরূপণ করিবেন)। ও আদালত হইতে সেই টাকা অর্গোণে বাদীকে দেওয়া যাইবে। বাদী সেই টাকা পাইলেও যদি মোকদ্দমা চালাইতে ইচ্ছুক করে,

বাদী মোকদ্দমা চালাইলে খরচার কথা।

ও আদালতে যত টাকা গচ্ছিত করা গেল শেষে যদি তাহার অধিক না

পায়, তবে ঐ টাকা গচ্ছিত করিবার পর প্রতিবাদির যত খরচ হয় তাহা বাদির শিরে পড়িবে। যত টাকা আদালতে গচ্ছিত করা গেল বাদী শেষে তাহার অধিক পাইলে, যত টাকার ডিক্রী পায় তত টাকার মোকদ্দমা আদৌ উপস্থিত করা গেলে যত খরচা লাগিত প্রতিবাদির তত খরচা দিতে হইবে। কিন্তু পূর্বে খরচার যত টাকা আদালতে দিয়াছে তাহা বাদ দেওয়া যাইবে।

নিষ্পত্তির পূর্বে ধৃত করিবার পরওয়ানা না হইবার কথা।

৫০ ধারা। মফঃসলী তালুকের কিম্বা অন্য যে ভূমি হস্তান্তর করা যাইতে পারে তাহার বাকী খাজনার নিমিত্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, যদি ঐ মোকদ্দমায় ডিক্রী হইয়া ঐ ডিক্রীজারী ক্রমে সেই ভূমি বিক্রয় হইতে পারে, তবে সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার পূর্বে ধৃত করিবার পরওয়ানা বাহির হইবে না।

ভূমি পাইবার মোকদ্দমায় ওয়াসিলাতের দাওয়া হইবার কথা।

৫১ ধারা। এই আইনের কোন বিধানমতে যে ব্যক্তির ভূমি দখল পাইবার স্বত্ত্ব থাকে সে আপনার আবেদনপত্রে ভূমির ওয়াসিলাতের দাওয়া করিতে পারিবে।

উঠাইয়া দিবার কিম্বা পাট্টা রহিত করিবার মোকদ্দমার কথা।

৫২ ধারা। রাইয়তের খাজনা না দেওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তি তাহাকে উঠাইয়া দিতে কিম্বা তাহার পাট্টা রহিত করিতে ইচ্ছুক হইলে একি মোকদ্দমায় তাহাকে উঠাইয়া দিবার কি পাট্টা রহিত করিবার এবং বাকী আদায়ের নিমিত্তেও প্রার্থনা করিতে পারিবে।* কিম্বা পূর্বে যে বাকীর ডিক্রী পাইয়া জারী করে নাই তাহাকে উঠাইয়া দিবার কি তাহার পাট্টা রহিত করিবার মোকদ্দমায় ঐ ডিক্রী সেই খাজনার বাকীর প্রমাণস্বরূপ দেখাইতে পারিবে। রাইয়তকে উঠাইয়া দিবার কিম্বা পাট্টা রহিত করিবার উক্ত সকল মোকদ্দমায় যে ডিক্রী করা যায়, যত টাকা বাকী আছে তাহা সেই ডিক্রীতে নির্দিষ্ট থাকিবে। যদি সেই টাকা ও তাহার উপর সুদ ও মোকদ্দমার খরচা ডিক্রীর তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে আদালতে দেওয়া যায়, তবে ডিক্রীজারীর কার্য স্থগিত থাকিবে।

কোন মোকদ্দমার অর্গোণে আদালতের ডিক্রী জারী করিবার

আজ্ঞা হইবার কথা।

৫৩ ধারা। জমীদার কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ভূমির খাজনা পাইয়া থাকে সে দখলের স্বত্বহীন কোন চাষিকে, কিম্বা নিরূপিত মিয়াদের নিমিত্ত ভোগ করিবার অধিকার বিশিষ্ট কোন ইজারদারের কি অন্য ব্যক্তির পাট্টার উপর কি অধিকারের সময় গত হইলে পর তাহাকে, কিম্বা কোন গোমস্তার গোমস্তাগিরি শেষ হইলে পর ঐ গোমস্তাকে উঠাইয়া দিবার, কিম্বা কোন আইন কি আক্টুদ্বারা যে ক্রোক করণের কি উঠাইয়া দেওনের স্পষ্ট কমতা চাইয়াছে তাহা প্রবল করিবার কোন মোক-

দ্বয়। উপস্থিত করিলে যদি আদালত বাদীর পক্ষে ডিক্রী করেন, তবে ১৮৫৯ সালের উক্ত ৮ আইনের ২১২ ধারার উল্লিখিত পাঠে তাহার প্রার্থনাপত্র দিবার আবশ্যিক নাই। বাদী প্রয়োজনমত খরচা আদালতে অর্পণ করিলে আদালত অর্গোণে ঐ ডিক্রী জারীক্রমে তাহাকে দখল দেওয়াইবার আজ্ঞা করিবেন। কিন্তু এই আইনের ৫২ ধারা যেহেতু স্থলে খাটিতে পারে সেই সেই স্থলে ডিক্রীর তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে তদ্রূপ আজ্ঞা হইতে পারিবে না।

উক্ত স্থলে আপীলের অপেক্ষায় ডিক্রীজারী স্থগিত না হইবার কথা।

৫৪ ধারা। আদালত কোন আপীল হওয়ার অপেক্ষায় তদ্রূপ আজ্ঞা প্রবল-করণ স্থগিত রাখিবার কোন প্রার্থনা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন না। এবং ঐ আজ্ঞা যে ডিক্রীক্রমে প্রচারিত হয় সেই ডিক্রী যত কাল অসিদ্ধ করা না যায়, যে ব্যক্তিকে সেই আজ্ঞাক্রমে উঠাইয়া দেওয়া গেল তাহাকে ততকাল পুনরায় দখল দেওয়া যাইতে পারিবে না।

ডিক্রীতে পাঠা দিবার আজ্ঞা হইলেও যদি না দেওয়া যায়, তবে আদালতের তাহা দিবার কথা।

৫৫ ধারা। ডিক্রীতে পাঠা দিবার আজ্ঞা হইলে ডিক্রীদ্বারা যে ব্যক্তির প্রতি সেই পাঠা দিবার আদেশ হয়, সে তাহা দিতে স্বীকার না করিলে কি বিলম্ব করিলে, আদালত ডিক্রীর নিয়মানুসারে আদালতের স্বীকার ও মোহর সহিত পাঠা দিতে পারিবেন। ও সেই পাঠা পূর্বোক্ত ব্যক্তির দত্ত পাঠার তুল্য বলবৎ ও ফলবৎ হইবে।

ডিক্রীমতে কবুলিয়ত দিতে অস্বীকার হইলে তাহার কথা।

৫৬ ধারা। কবুলিয়ত দিবার ডিক্রী হইলে ডিক্রীদ্বারা যে ব্যক্তির প্রতি সেই কবুলিয়ত করিয়া দিবার আদেশ থাকে, সে তাহা করিয়া দিতে স্বীকার না করিলে তাহার স্থানে যত টাকা খাজনার দাওয়া হইতে পারে সেই ডিক্রী তদ্বিময়ের প্রমাণ হইবে, এবং আদালতের স্বীকার ও মোহর সহিত সেই ডিক্রীর প্রতিলিপি উক্ত ব্যক্তির রূত কবুলিয়তের তুল্য বলবৎ ও ফলবৎ হইবে।

ব্যক্তি এবং সম্পত্তি উভয়ের উপর একি সময়ে পরওয়ানা বাহির না হইবার কথা।

৫৭ ধারা। এই আইনমতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় তাহাতে ডিক্রীমত খাতকের উপর অথবা তাহার সম্পত্তির উপর ডিক্রী জারীর পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবে, কিন্তু ব্যক্তি ও সম্পত্তি উভয়ের উপর একিকালে বাহির হইবে না।

নিষ্পত্তির তারিখ অবধি তিন বৎসর গত হইলে পর ডিক্রীপ্রভৃতি
সাধন করিবার কার্য্য না হইবার কথা।

৫৮ ধারা। এই আইনের ২৭, ২৮, ২৯ কি ৩০ ধারার উল্লিখিত মোকদ্দমার
হেতুর মধ্যে কোন হেতুতে মোকদ্দমা হইয়া যে নিষ্পত্তি করা যায় তাহার তারিখ
অবধি তিন বৎসর গত হইলে পর ঐ নিষ্পত্তি সাধন করিবার কোন প্রকারের পর-
ওয়ানা বাহির হইবে না। কিন্তু পাঁচ শত টাকার অধিকের নিষ্পত্তি, হইলে আদা-
লতের ডিক্রীজারী হইবার সময়ের যে সাধারণ বিধি প্রবল আছে সেই সময়ের
মধ্যে ঐ নিষ্পত্তি সাধন হইতে পারিবে।

পেটা ও তালুক বিক্রয় হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

৫৯ ধারা। অগমপত্র কিম্বা দেশাচারক্রমে যে পেটা ও তালুক বিক্রয় করণ দ্বারা
হস্তান্তর করা যাইতে পারে, সেই তালুকের বাকী খাজনার নিমিত্তে ডিক্রী হইলে
এবং ডিক্রীমত মহাজন সেই পেটা ও তালুক ক্রোক ও নীলাম করিবার প্রার্থনা
করিলে, সেই পেটা ও তালুক বিক্রয় হইবার আজ্ঞা হইলেই আদালত যে ঘরে উপ-
বিষ্ট হন সেই ঘরের, এবং ঐ পেটা ও তালুকের ভূমি যে জিলার অন্তর্গত থাকে
সেই জিলার কালেক্টর সাহেব ও জজ সাহেব যে যে ঘরে কাছারী করেন সেই সেই
ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে, এবং ঐ ভূমির কোন প্রকাশ স্থানে এবং ঐ ভূমি যে
নগরের কি গ্রামের মধ্যে কি নিকটে থাকে সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ
স্থানে আদালত এই মর্মে নোটিস লাগাইয়া দিবেন যে, ঐ আদালত ঘরে ঐ
নোটিস লটকাইবার বিশ দিনের অন্তর নির্দ্ধারিত কোন দিনে ঐ পেটা ও তালুক
বিক্রয় করা যাইবে।

পেটা ও তালুক বিক্রয় করিবার নোটিসের মর্ম্ম।

৬০ ধারা। উক্ত পেটা ও তালুকের অন্তর্গত ভূমি যে গ্রামে ও মহলে ও পর-
গণায় কিম্বা দেশসংক্রান্ত অন্য যে বিভাগে থাকে, যে মোকদ্দমার ডিক্রী করা
যায় সেই মোকদ্দমার আবেদনপত্রের কথা উল্লেখ করিয়া সেই গ্রামপ্রভৃতির নাম,
এবং সেই পেটা ও তালুকের বার্ষিক যত খাজনা দিতে হয়, ও উক্ত ডিক্রীর বলে
মোর্টে যত টাকা আদার হইতে পারে, এই সকল কথা সেই নোটিসে নির্দ্ধারিত
করিতে হইবে।

অন্য পরওয়ানা প্রবল থাকিতে পেটা ও তালুক নীলাম করিবার
নিষেধের কথা।

৬১ ধারা। ঐ পেটা ও তালুকের, বাকী খাজনার নিমিত্তে ডিক্রী হইলে যদি
তৎপূর্বে ডিক্রীমত খাজকের উপর কিম্বা তাহার অস্থাবর সম্পত্তির উপর পরওয়ানা
বাহির হইয়া থাকে তবে সেই পরওয়ানা যত কাল বলবৎ থাকে ঐ ডিক্রীজারীক্রমে
সেই পেটা ও তালুক তত কাল বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হইবে না। ঐ ডিক্রীজারী

ক্রমে পেটাও তালুকের নীলাম হইলে পরও যদি ডিক্রীর কিছু টাকা পাওনা থাকে, তবে দরখাস্ত দ্বারা ঋতকের স্থাবর কি অস্থাবর অন্য সম্পত্তির উপর পরওয়ানা বাহির হইতে পারিবে।

পেটাও তালুকে বাহ্যার স্বার্থ থাকে তাহার দ্বারা নীলাম স্থগিত হইবার কথা।

৬২ ধারা। পেটাও তালুকের বাকীদার দখলীকার কিম্বা তাহার পক্ষে কোন ব্যক্তি কিম্বা ঐ পেটাও তালুক রক্ষা করণে বাহ্যার স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি নীলাম আরম্ভ হইবার পূর্বে কোন সময়ে যদি আদালতে ডিক্রীমত পাওনা টাকা দেয় ও ঐ টাকা দিবার তারিখ পর্য্যন্ত তাহার ক্ষুদ্র ও পরওয়ানার সমস্ত খরচ দেয়, তবে নীলাম হইবে না। এবং পেটাও তালুকের নীলাম স্থগিত করিবার জন্যে পেটাও তালুকের বাকীদার দখলীকার ভিন্ন অন্য ব্যক্তির টাকা দিলে ১৮১৯ সালের ৮ আইনের ১৩ ধারামতে তাহাদের সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার যে বিধান আছে এই ধারামতে তদ্রূপ দেওয়া টাকার বিষয়ে সেই বিধান বর্ত্তিবে।

তৃতীয় ব্যক্তি সেই পেটাও তালুকের ন্যায়মত অধিকারী বলিয়া দাওয়া করিলে নীলাম স্থগিত করিয়া দাওয়ার তদন্ত ও নিষ্পত্তি করা আদালতের কর্তব্যের কথা।

৬৩ ধারা। - উক্ত পেটাও তালুকের বাকী-দাওয়ার জন্যে যে ডিক্রী করা যায় সেই ডিক্রীজারীক্রমে সেই পেটাও তালুক ক্রোক করা গেলে পর কিন্তু নীলাম হইবার পূর্বে যদি তৃতীয় ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া, সেই পেটাও তালুকের অধিকারী আমি বাহ্যার বিপক্ষে ডিক্রী পাওয়া গিয়াছে তিনি নহেন, ও ডিক্রী যে সময়ে পাওয়া গিয়াছিল সেই সময়ে ঐ তালুক বৈধমতে আমার অধিকারে ছিল বলিয়া দাওয়া করে, তবে সেই তৃতীয় ব্যক্তি আদালতে ডিক্রীর উল্লিখিত টাকা গচ্ছিত না করিলে কিম্বা তাহার উপযুক্ত প্রতিভূ না দিলে আদালত সেই বিক্রয় বিলম্ব করিবেন না।

যে হস্তান্তরকরণ রেজিস্টরী না হয় তাহা স্বীকার না হইবার কথা।

কিন্তু এই আইনের কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তাহার বিধানানুসারে, যে পেটাও তালুকের হস্তান্তর করণ জমীদারের কি উপরিস্থ প্রজার সিরিস্তায় রেজিস্টরী করিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহা তদ্রূপে রেজিস্টরী না করা গেলে কিম্বা রেজিস্টরী না করিবার যথোচিত কারণ আদালতের হস্তোধে যতে প্রকাশ না করা গেলে সেই হস্তান্তর করণ স্বীকার হইবে না।

অবিভক্ত মহালের কি তালুকের অংশীদের পক্ষে যে ডিক্রী হয় তাহা জারী করিবার কথা।

৬৪ ধারা। সাধারণ অবিভক্ত মহালের কি মফঃসলী তালুকের কি তদ্রূপ অন্য ভূমির অংশির নিকট ঐ অবিভক্ত মহালের কি তালুকের কি ভূমির অন্তর্গত পেটাও তালুকে তাহার অংশের খাজানা দেনা হইলে যদি তন্নিমিত্ত তাহার পক্ষে ডিক্রী হইয়া থাকে, তবে মোকদ্দমা যে আদালতে উপস্থিত করা গেল সেই আদালতের বিচারাধিপত্যের মধ্যে ডিক্রীমত খাতকের অস্থাবর সম্পত্তি থাকিলে তাহা সমুদয় ঐ ডিক্রীক্রমে ক্রোক বিক্রয় না করা গেলে ও তাহা বিক্রয় হইয়াও ঐ ডিক্রীর টাকা শোধ করিবার অকুলান প্রমাণ হইলে, ঐ ডিক্রীজারী করিয়া ঐ পেটাও তালুক বিক্রয় করিবার আজ্ঞা হইবে না তদ্রূপস্থলে ৫৯ ধারার লিখিত প্রকারের পেটাও তালুক হইলে তাহা ঐ ধারার নির্দিষ্টমতে বিক্রয় না হইয়া আদালতের সাধারণ কার্য্য প্রণালীমতে ঐ ডিক্রীজারীক্রমে ক্রোক ও বিক্রয় করা যাইতে পারিবে। এবং স্থাবর সম্পত্তির বাকী খাজানার ডিক্রীভিন্ন অন্য ডিক্রীক্রমে ঐ স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় হইলে বিক্রয়ের যদ্রূপ ফল হয় উক্ত পেটাও তালুক বিক্রয়েরও সেই ফল হইবে।

নিষ্পত্তি সাধনের কথা।

৬৫ ধারা। যে পেটাও তালুকের বিক্রয় হইতে পারে তাহার বাকী খাজানার নিমিত্ত পাওনা টাকা ভিন্ন এই আইনমতে অন্য টাকা আদায়ের কোন ডিক্রীজারী হইলে, মোকদ্দমা যে জিলার উপস্থিত করা গেল সেই জিলার মধ্যে খাতকের কিবা তাহার অস্থাবর সম্পত্তির বিপক্ষে ডিক্রীজারী হইয়া যদি ডিক্রীমত টাকা পাওয়া যাইতে না পারে, তবে ডিক্রীমত মহাজন ঐ খাতকের কোন স্থাবর সম্পত্তির বিপক্ষে ডিক্রী জারী হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

কোন স্থল ব্যতিরেকে দায়ভিন্ন ক্রেতার পেটাও তালুক পাইবার কথা।

৬৬ ধারা। এই আইনের ৫৯ ও ৬০ ধারার বিধানমতে যে পেটাও তালুক বিক্রয় করা যায় ঐ পেটাও তালুক যে নিয়মপত্রবারা করা গেল তদনুসাবে কিবা যে ব্যক্তি ঐ পেটাও তালুক করিলেন তিনি তৎপশ্চাৎ আপনার ও স্বীয় স্থলাভিষিক্ত ও অসৈনিক গণের পক্ষে ক্ষমতাপত্র লিখিয়া দিলে যদি তদনুসারে ঐ পেটাও তালুকের প্রতি কোন দায় বর্ডাইবার স্বত্ব স্পষ্টরূপে প্রদত্ত না হয় তবে পূর্বোক্ত পেটাও তালুকের কোন ভোগি ব্যক্তির কি তাহার স্থলাভিষিক্তের কি অসৈনীর কোন ক্রিয়াদ্বারা যে সকল দায় বর্ত্তিয়াছে ক্রেতা সেই সকল দায়-

ভিন্ন ঐ তালুক প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু ক্রেতা এই ধারার লিখিত কোন কথা খোদকত্তা রাইয়তদিগকে কিম্বা নিবাসী ও মৌরসী কৃষকদিগকে উঠাইয়া দিবার স্বত্বপ্রাপ্ত হয় কিম্বা পেটাও তালুকের পূর্বভোগি ব্যক্তি কি তাহার স্থলাভি-
বিক্তগণ প্রকৃত প্রস্তাবে পূর্বোক্ত রাইয়তদিগকে কি কৃষকদিগকে যে পাট্টা
দিয়াছে তাহা রহিত করিবার স্বত্বপ্রাপ্ত হয় এমত জ্ঞান করিতে হইবে না, কিন্তু
পূর্ব ভোগি ব্যক্তি যে উক্ত পাট্টা দিয়াছিল সেই সময়ে অধিক খাজানার
দাওয়া হইতে পারিত ঐ ক্রেতা আপনার খাজানা নির্ণয় করণার্থ নিয়মিতরূপে
মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়া এই কথা প্রমাণ করিতে পারিলে তাহারদিগকে
উঠাইয়া দিতে পারিবে। পূর্বভোগী যে ব্যক্তির খাজানা বাকী পড়াতে ঐ
তালুক বিক্রয় করা যায় সে আপনি ঐ তালুক ক্রয় করিলে এই ধারার কোন
কথা তাহার প্রতি বর্তিবে না।

খরিদার রেজিষ্টরী না করিলে জমীদারের বাহা কর্তব্য তাহার কথা।

৬৭ ধারা। এই আইনমতে যে পেটাও তালুক বিক্রয় করা যায়, তাহার
ক্রেতা নীলামের তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে জমীদারের কি অন্য
ভূম্যধিকারির রেজিষ্টরী বহীতে ক্রেতা বলিয়া আপনার নাম লেখাইবার জন্যে
তাহার নিকটে প্রার্থনা করিবে, এবং বাকীদার যে যে বিধান ও নিয়মমতে ঐ
পেটাও তালুক ভোগ করিত সেই বিধান ও নিয়মানুযায়ী করুলিয়ৎ লিখিয়া
দিবে। পঞ্চদশ দিনের মধ্যে তদ্রূপ প্রার্থনা না করিলে, ঐ জমীদার কিম্বা অন্য
ভূম্যধিকারী উক্ত ক্রেতার নামে করুলিয়ৎ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে
পারিবে।

খাজানার নিমিত্তে ভূমির শস্যাদি বন্ধক থাকা জ্ঞান করিবার কথা।

৬৮ ধারা। ভূমির বত খাজানা দিতে হয় তজ্জন্যে ঐ ভূমির শস্যাদি বন্ধক-
স্বরূপ থাকে এমত জ্ঞান করিতে হইবে। ভূমির চাবিরস্থানে এই আইনের ২১
ধারায় নির্দিষ্ট বাকী খাজানার পাওনা থাকিলে জমীদার কি লাখেবাজদার
কি ইজারদার কি মকঃসলী তালুকদার কি দরইজারদার কিম্বা ঐ চাবির স্থানে
অন্য যে ব্যক্তির অব্যবহিতরূপে খাজানা পাইবার স্বত্ব থাকে সেই ব্যক্তি ইহার
পূর্ব বিধানমতে সেই বাকীর নিমিত্তে মোকদ্দমা না করিয়া,

ক্রোককরণ দ্বারা বাকী খাজানা আদায় করিবার বিধি।

যে ভূমির খাজানা বাকী থাকে নিম্নলিখিত বিধিমতে তাহার শস্যাদি ক্রোক
ও নীলাম করিয়া খাজানা আদায় করিতে পারিবে।

চাষিরা জামিন দিলে তাহাদের শস্যাদি ক্রোক হইতে না

পরিবার কথা। উপবিধি।

পরন্তু যদি কৃষক খাজানা দিবার প্রতিজ্ঞা দিয়া থাকে, তবে যে ভূমির খাজনার

নিমিত্তে প্রতিভূ দেওয়া গেল তাহার শস্যাদি ক্রোক হইতে পারিবে না। আরো সাধারণ মহালের কি মফঃসলী তালুকের কিম্বা অন্য যে তালুকের ভূমি অংশিদিগের মধ্য বিভাগ না হইয়া থাকে, যে সরবরাহকার সেই সমুদায় মহালের কি তালুকের কি ভূমির সকল অংশির পক্ষে খাজনা আদায় করিতে ক্ষমতাপন্ন হয় তাহার দ্বারা না হইলে কোন অংশী ক্রোক করিবার ঐ ক্ষমতামতে কার্য্য করিবে না।

কোন কোন স্থলে ক্রোক হইতে না পারিবার কথা।

৬৯ ধারা। একবৎসরের অধিককালের বাকীর নিমিত্তে ক্রোক হইতে পারিবে না। ও পূর্ব বৎসর যে ভূমির বত খাজনা ছিল ঐ খাজনার অধিক দিবার করুলিয়ত লিখিয়া না দিলে সেই ভূমির ঐ খাজনার অধিক টাকার জন্যে ক্রোক হইতে পারিবে না।

কোর্ট ওয়ার্ডস প্রভৃতির অধীন সরবরাহকারদের ক্রোক করিবার শক্তিক্রমে কার্য্য করিবার কথা।

৭০ ধারা। জমীদারদিগকেও চাষিদের স্থানে অন্য যে ব্যক্তিদের খাজনা পাইবার স্বত্ত্ব থাকে তাহাদিগকে ৬৮ ধারাক্রমে ক্রোক করিবার যে ক্ষমতা দেওয়া গেল, কোর্টওয়ার্ডসের অধীন কার্য্যাদ্যক্ষেত্র ও খাস ভহসীলের মহালের সরবরাহকারেরা ও ভহসীলদারেরা ও আইনমতে ভূমস্পত্তির অধ্যক্ষতা কার্য্যের ভার প্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, আরও উক্ত ব্যক্তির যে নায়েবদিগকে ও গোমস্তাদিগকে কি অন্য কর্ম্মকারকদিগকে খাজনা আদায় করিবার কার্য্যে নিযুক্ত করেন তাহারদিগকে মোস্তারনামা দিয়া সেই কর্ম্মের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া গেলে, তাহারাই ঐ শক্তিমতে কার্য্য করিতে পারিবে।

উপবিধি।

পরন্তু সেই নায়েব কি গোমস্তা কি অন্য কর্ম্মকারক সেই শক্তিক্রমে কার্য্য করিবার ছলে কোন বেআইনী কর্ম্ম করিলে ঐ কর্ম্মদ্বারা যে ক্ষতি হয় তন্নিমিত্তে ঐ কর্ম্মকারক যেমন দায়ী তাহার মুনিবও তেমন দায়ী হইবে।

যে শস্যাদি ক্ষেত্রে থাকে ও যাহা কাটিয়া মরাইতে রাখা যায় নাই তাহার ক্রোক হইতে পারিবার কথা।

৭১ ধারা। ক্ষেত্রের যে শস্য ও ভূমির উৎপন্ন অন্য যে ফলাদি কাটিয়া কি তুলিয়া লওয়া যায় নাই ও শস্য কি অন্য ফলাদি কাটিয়া কি তুলিয়া মাঠের কি বাটার কোন খামারে কি শস্য ঝাড়িবার অন্য স্থান প্রভৃতিতে রাখা যায় এই আইনের বিধানমত ক্রোক করিবার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির তাহা ক্রোক করিতে পারিবে। কিন্তু যে ভূমির খাজনা বাকী আছে ও সেই ভূমির সম্বন্ধে একি পাঠাতে যে ভূমি ভোগ হইতেছে তাহার শস্য কি উৎপন্ন ফলাদি ছাড়া অন্য

কোন শস্য কি ফলাদি এই আইনমতে ক্রোক হইতে পারিবে না ও শস্য কি অন্য ফলাদি ক্রমাণের দ্বারা গোলাজাত হইলে পর তাহা ও অন্য কোন দ্রব্য এই আইনমতে ক্রোক হইতে পারিবে না।

ক্রোক করিবার সময়ে কি তৎপূর্বে বাকীদারকে দেওয়া প্রভৃতির নোটিস দিবার কথা।

৭২ ধারা। এই আইনমত ক্রোক করিবার সময়ে কি তৎপূর্বে ক্রোককারী ব্যক্তি বাকীদারকে বাকী খাজনার দাওয়ার পত্র দেওয়াইবে ও যে কারণে দাওয়া হয় তাহার হিসাব সঙ্গে দিবে। যদি হইতে পারে তবে সেই দাওয়ার পত্র ও হিসাব নিজ বাকীদারকেই দেওয়া যাইবে। কিন্তু তাহার পলায়ন কি গোপনে থাকা প্রযুক্ত তাহাকে দেওয়া যাইতে না পারিলে তাহার নিয়ত বাস স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

বাকী না দেওয়া গেলে কি দিবার প্রস্তাব না হইলে তৎসমান মূল্যের দ্রব্য ক্রোক হইবার কথা।

৭৩ ধারা। যত টাকার দাওয়া হয় তাহা অব্যাজ্ঞে না দেওয়া গেলে কিম্বা দিবার প্রস্তাব না হইলে ক্রোককারি ব্যক্তি ক্রোক করণের খরচা সমেত ঐ বাকী টাকার সমান মূল্যের পূর্বোক্ত দ্রব্য ক্রোক করিতে পারিবে ও সেই দ্রব্যের নির্ধণ কি বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার এক কপা ঐ দ্রব্যে স্বামীকে দিবে কিম্বা সে না থাকিলে তাহার নিয়ত বাস স্থানে লাগাইয়া দিবে।

ক্ষেত্রের শস্যাদি ক্রোক হইলে ক্রমাণের দ্বারা কাটিবার ও মরাইতে রাখিবার কথা কিম্বা না করিলে ক্রোককারীর তাহা করিবার কথা।

৭৪ ধারা। ক্ষেত্রের শস্য ও ভূমির উৎপন্ন অন্য ফলাদি কাটিবার কি তুলিবার পূর্বে ক্রোক হইতে ক্রমাণ তাহা কাটিয়া কি তুলিয়া যে মরাইতে কি অন্য স্থানে রাখিয়া থাকে সেই স্থানে গোলাজাত করিয়া রাখিতে পারিবে। ইহাতে ক্রমাণের ক্রটি হইলে ক্রোককারি ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দ্বারা সেই শস্য ও ফলাদি কাটিয়া কি তুলিয়া লইবে, ও পূর্বোক্ত মরাইতে কি অন্য স্থানে কিম্বা নিকট অন্য উপযুক্ত স্থানে সংগ্রহ করিবে। ইহার মধ্যে বাহা হউক ঐ ক্রোক করা দ্রব্য রক্ষার জন্যে কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া তাহার জিম্মায় রাখিবে। কোন শস্য কি ফলাদির স্বাভাবিক গুণ হেতুক গোলাজাত করা যাইতে না পারিলে তাহা কাটিবার কি তুলিবার পূর্বে নিম্নলিখিত বিধানমতে বিক্রয় হইতে পারিবে। কিন্তু এমন স্থলে ঐ শস্য কি ফলাদি কি তাহার কোন অংশ কাটিবার কি তুলিবার উপযুক্ত হইবার পূর্বে ন্যূনকম্পে ২০ দিন থাকিতে ক্রোক করিতে হইবে।

কোন বাধা হইলে কি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে আদালতের নিকটে
ক্লোক করিবার সাহায্য প্রার্থনা করিবার কথা ।

৭৫ ধারা । ক্লোককারকের বাধকতা হওয়াতে কি হইবার সম্ভাবনা থাকিতে
সরকারী কোন আমলার সাহায্য চাহিলে যে খাজনার নিমিত্তে ক্লোক করিতে
উদ্যত হয়, এই আইনের বিধান মতে সেই খাজনার যোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার
ক্ষমতাপন্ন আদালতে দরখাস্ত করিতে পারিবে । ও আদালত আবশ্যক জ্ঞান
করিলে ঐ ক্লোক করিবার কার্যেতে ক্লোক কারকের সাহায্য করিবার জন্যে এক
জন আমলাকে পাঠাইতে পারিবেন ।

যাহাদের ক্লোক করিবার ক্ষমতা থাকে আপনাদের চাকরদিগকে ক্লোক
করিবার ক্ষমতা লিখিয়া দিবার কথা ।

৭৬ ধারা । ৬৮ ধারা কিম্বা ৭০ ধারামতে যে ব্যক্তির শস্যাদি ক্লোক করিবার
ক্ষমতা থাকে সে ক্লোক করিবার কার্যেতে কোন চাকরকে কি অন্য ব্যক্তিকে
নিযুক্ত করিলে লেখাপড়া করিয়া সেই চাকরকে কি অন্য ব্যক্তিকে তাহা করিবার
ক্ষমতা দিবে । ঐ ক্ষমতাপত্র সাদা কাগজে লিখিয়া দিতে পারিবে । যে ব্যক্তি
ক্ষমতা দেয় তাহার নামে ঐ ক্লোক করা যাইবে ও তাহার শীরে দায় পড়িবে ।

নীলামের দিনের পূর্বে বাকীদার ক্লোক করিবার খরচা সমেত ঐ বাকী
দিতে চাহিলে ক্লোক উঠাইয়া লইবার কথা ।

৭৭ ধারা । ঐ শস্যাদি ক্লোক হইলে পর ও নিম্ন লিখিত বিধানমতে তাহার
নীলাম হইবার নিরূপিত দিনের পূর্বে ঐ শস্যাদির স্বামির নিকট যত বাকীর
দাওয়া হইয়াছে যদি ক্লোক করিবার খরচা সমেত ঐ বাকী দিতে প্রস্তাব করে,
তবে ঐ ক্লোককারক তাহা লইয়া তৎক্ষণাৎ ক্লোক উঠাইয়া দিবে ।

নীলাম করিবার প্রার্থনার কথা ।

৭৮ ধারা । যে খাজনার নিমিত্তে ক্লোক করা যায় সেই খাজনার যোকদ্দমা
যে আদালতে গ্রাহ্য হইতে পারে ক্লোক কারক ক্লোক করা কোন শস্য কি ফলাদি
গোলাজাত করিবার সময়াবধি পাঁচ দিনের মধ্যে কিম্বা সেই শস্য কি ফলাদির
স্বাভাবিক গুণ বিবেচনার তাহা গোলাজাত করা যাইতে না পারিলে ক্লোক করি-
বার সময়াবধি পাঁচ দিনের মধ্যে, সেই আদালতে ঐ শস্যাদির নীলাম করিবার
প্রার্থনা করিবে ।

দরখাস্ত লিখিবার পাঠের কথা ও বাকীদারকে নোটিস দিবার খরচ
ক্লোককারকের আমানৎ করিবার কথা ।

৭৯ ধারা । ঐ প্রার্থনা লিখিয়া দিতে হইবে ও ক্লোকী দ্রব্যের নির্ঘণ্ট কি
বর্ণনা ও বাকীদারের নাম ও বাসস্থান ও যত টাকা বাকী ও যে তারিখে ক্লোক

করা যায় ও ক্রোকী দ্রব্য যে স্থানে রাখা গেল এই সকল কথা এই প্রার্থনাপত্রে লিখিতে হইবে। নিম্নলিখিত বিধানমতে বাকীদারকে যে নোটিস দিতে হইবে তাহার যত খরচ আবশ্যিক এই ক্রোককারক প্রার্থনাপত্রের সঙ্গে আদালতে সেই খরচ দিবে।

দরখাস্ত পাইলে দেওয়ানী আদালতের কার্য প্রণালীর কথা।

৮০ ধারা। যে আদালতের নিকটে উক্ত প্রার্থনা করা যায় সেই আদালত ইহার পূর্বে ধারার বিধানমতে প্রার্থনাপত্র পাইলেই এই সম্পত্তি বিক্রয় করিবার জন্যে এক জন আমলাকে নিযুক্ত করিবেন। ও যাহার দ্রব্য ক্রোক করা গেল তাহাকে এই আইনের ৮ চিহ্নিত ভকসীলের পাঠে কি তাহার মর্মানুসারে নোটিস দেওয়াইবেন, তন্মধ্যে তাহার প্রতি এই আজ্ঞা থাকিবে যে সে এই দাওয়ার টাকা দেয় অথবা এই নোটিস পাইবার তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে সেই দাওয়ার প্রতিবাদ করিবার জন্যে এই আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আরো আদালত সেই সময়ে আদালত ঘরের কোন প্রকাশস্থানে ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দিবেন তন্মধ্যে এই ক্রোক করা সম্পত্তি বিক্রয় করিবার দিন নিরূপণ থাকিবে, কিন্তু সেই দিন প্রার্থনাপত্রের তারিখ অবধি যেন বিংশদিনের ছান না হয়। জারী করিবার জন্যে যে পেয়াদার হাতে নোটিস দেওয়া যায় এই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপিও তাহার হাতে দিবেন। ক্রোক করা সম্পত্তি যে স্থানে রাখা গিয়াছে এই পেয়াদা সেই স্থানে এই ঘোষণাপত্র লাগাইয়া দিবে। এই দ্রব্যের বর্ণনা ও যে দাওয়ার জন্যে তাহার নীলাম হইবে ও যে স্থানে বিক্রয় হইবে এই ঘোষণা পত্রে এই সকল কথা নির্দিষ্ট থাকিবে।

মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে নীলাম স্থগিত করিবার কথা।

৮১ ধারা। পূর্বোক্ত নোটিসমতে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তবে আদালত ক্রোকী দ্রব্য বিক্রয়ের কার্য স্থগিত করিয়া বিক্রয় করিবার নিমিত্তে যে আমলাকে নিযুক্ত করা গেল তাহাকে এই নীলাম স্থগিত হওয়ার সংশ্লিষ্ট পত্র দিবেন।

নীলামের নোটিস প্রচারিত হইবার পূর্বে ক্রোককারকের দাওয়ার প্রতিবাদ করণার্থ মোকদ্দমার কথা।

৮২ ধারা। এই আইনের বিধানমতে যাহার দ্রব্য ক্রোক করা গেল সে এই দ্রব্য ক্রোক হইবার পরেই ও নীলামের নোটিস প্রচারিত হইবার পূর্বে এই ক্রোক কারির দাওয়ার প্রতিবাদ করণার্থ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন। সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে আদালত এই দ্রব্য নীলাম করিবার কার্য স্থগিত রাখিবেন।

ঐ দ্রব্যের স্বামী হুদ ও খরচা সমেত ডিক্রীর টাকা দিবার নিবন্ধ পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছে আদালতের এই মর্মে সংশ্লিষ্ট পত্র পাওয়া গেলে ক্রোক উঠাইয়া লইবার কথা।

৮৩ ধারা। যাহার দ্রব্য ক্রোক করা গেল সেই ব্যক্তি পূর্বোক্ত কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে কিম্বা তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে বখোচিৎ প্রতিভূ দিয়া যত টাকা আমার দেনা বলিয়া ডিক্রী হয় আমি ও আমার প্রতিভূগণ হুদ ও মোকদ্দমার খরচা সমেত ঐ টাকা দিব এই মর্মে নিবন্ধন পত্র লিখিয়া দিতে পারিবে। সেই নিবন্ধন পত্রে স্বাক্ষর করা গেলে আদালত ঐ দ্রব্যের স্বামিকে সেই মর্মে সংশ্লিষ্ট পত্র দিবেন কিম্বা প্রার্থনা হইলে ক্রোককারিকে সেই পত্রের নোটিস দেওয়াইবে। ঐ দ্রব্যের স্বামী ঐ ক্রোককারিকে সেই সংশ্লিষ্ট পত্র দেখাইলে কিম্বা আদালতের আজ্ঞামতে তাহাকে দেওয়া গেলে ঐ সম্পত্তির ক্রোক হইতে মুক্ত করা যাইবে।

ক্রোকের বিবাদ হুচক মোকদ্দমার দাওয়ার মূল্যের কথা।

৮৪ ধারা। ৮০ ও ৮২ ও ৯৬ ধারার কিম্বা ইহার অন্যতর ধারার বিধানমতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, বাকী যত খাজানার নিমিত্তে ক্রোক হয় তাহাই দাওয়ার আনুমানিক মূল্য জ্ঞান হইবে।

নীলামের ঘোষণাপত্রে যে সময় নিরূপণ হইল তাহা গত হইলেও যদি ক্রোক কারির দাওয়ার উপর আপত্তির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সংশ্লিষ্টপত্র না দেওয়া যায়, তবে নীলাম হইতে পারিবার কথা।

৮৫ ধারা। নীলামের ঘোষণাপত্রে যে সময় নির্দ্ধারিত হয় সেই সময়ের মধ্যে যদি আদালতে ক্রোককারির দাওয়ার আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা না যায় এবং নীলামকরণার্থ নিযুক্ত আমলাকে তদ্বিষয়ের সংশ্লিষ্টপত্র না দেওয়া যায়, তবে ঐ আমলা নিম্নলিখিত মতে সেই দ্রব্য কিম্বা তাহার যে অংশ বিক্রয় করা প্রয়োজন তাহা বিক্রয় করিবে। কিন্তু সে ক্রোক করিবার যে খরচা ধরিতে স্বীকার করে তৎসময়ে ঐ দাওয়ার সমুদায় টাকা তাহাকে দেওয়া গেলে বিক্রয় করিবে না।

ক্রোকি দ্রব্য-নীলাম হইবার স্থানের ও নিয়মের কথা।

৮৬ ধারা। ক্রোক করা দ্রব্য যে স্থানে রাখা গেল সেই স্থানে নীলাম হইবে। কিন্তু অতি নিকট কোন গঞ্জে কি বাজারে কি হাটে কি সাধারণ লোকদের গমনাগমনের অন্য স্থানে নীলাম হইলে অধিক মূল্য পাওয়া যাইবে, বিক্রয় করণার্থে নিযুক্ত আমলা এমত বোধ করিলে সেই স্থানে নীলাম হইবে। যে আমলা নীলাম করে তাহার যেমন বিধিত বোধ হয় তেমন ঐ দ্রব্য এক কি অধিক লাট করিয়া নীলাম করা যাইবে। ও সেই দ্রব্যের এক

অংশের নীলাম হইয়া ক্রোক ও নীলাম করিবার খরচা সমেত ঐ দাওয়ার টাকা শোধ হইতে পারিলে অবশিষ্ট দ্রব্যের ঐ ক্রোক তৎক্ষণাৎ উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

উপযুক্ত মূল্যের ডাক না হইলে অন্য দিনে নীলাম হইবার কথা ও তখন যে মূল্যের ডাক হয় সেই মূল্যে বিক্রয় হইবার কথা।

৮৭ ধারা। ঐ দ্রব্য নীলামে ধরা গেলে তাহার উপযুক্ত মূল্যের ডাক হয় নাই বিক্রয়কারি আমলায় এমত বিবেচনা হইলে, ও পরদিন পর্য্যন্ত কিম্বা ঐ নীলামের স্থানে যদি ছাট হইয়া থাকে তৎপশ্চাৎ ছাটের দিন পর্য্যন্ত নীলাম স্থগিত থাকে, সেই দ্রব্যের স্বামির কিম্বা তাহার পক্ষে কর্ম করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তির এমত প্রার্থনা হইলে সেই দিন পর্য্যন্ত স্থগিত করা যাইবে। সেই দিনে ঐ দ্রব্যের যে মূল্যের ডাক হউক সেই মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

মূল্য দিবার কথা।

৮৮ ধারা। এক এক লাট যে মূল্যে বিক্রয় হয় নীলামের সময়ে কিম্বা তৎপরে বিক্রয়কারি আমলা যতশীঘ্র আবশ্যক জ্ঞান কবে ততশীঘ্র ঐ মূল্য নগদ দিতে হইবে। না দেওয়া গেলে ঐ দ্রব্য পুনরায় নীলামে ধরিয়া বিক্রয় করা যাইবে। মূল্যের সমুদয় টাকা দেওয়া গেলে পর বিক্রয়কারি আমলা ক্রেতাকে ক্রীত দ্রব্যের বর্ণনা ও সেই দ্রব্যের যে মূল্য দেওয়া গেল তাহা এক সংশ্লিষ্ট পত্র দিবে।

নীলামের উপর টাকার কথা।

৮৯ ধারা। ক্রোক করা দ্রব্যের নীলাম হইয়া যে টাকা পাওয়া যায় বিক্রয়কারি আমলা তাহা হইতে নীলামের খরচার নিমিত্ত টাকা প্রতি এক আনার হিসাবে লইয়া গবর্ণমেন্টের নামে জমা হইবার জন্যে আদালতে পাঠাইবে। পরে ক্রোককারি ব্যক্তি ক্রোক করিবার ও ৮০ ধারার নির্দিষ্ট নীলামের নোটিশ ও ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার খরচের যে হিসাব দেয় ঐ আমলা তাহা বিবেচনা করিয়া তদ্ব্যতীত টাকা দেওয়া উচিত বোধ করে ঐ ক্রোককারিকে তত টাকা দিবে। যে ব্যাকীর নিমিত্তে ক্রোক করা গেল নীলামের তারিখ পর্য্যন্ত সুদ সমেত ঐ ব্যাকী শোধ করিবার জন্যে অবশিষ্ট টাকা প্রয়োগ হইবে। পরে উদ্বৃত্ত থাকিলে তাহার দ্রব্য নীলাম হইয়াছে তাহাকে দেওয়া যাইবে।

যে আমলায় নীলাম করে তাহাদের ক্রয় করিতে নিষেধের কথা।

৯০ ধারা। এই আইনমতে যে দ্রব্য নীলাম করে তাহারা স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে তাহার কোন দ্রব্য কেন ক্রয় না করে তাহারদের প্রতি ও তাহারদের নিযুক্ত কি তাহারদের অধীন সকল লোকের প্রতি এই নিষেধ।

অনিয়মিত কর্ম আদালতে রিপোর্ট করিবার কথা ।

১১ ধারা । ক্রোককারিয়া এই আইনমত কর্মের ছলে ওরূপের অনিয়মিত কার্য করিলে ঐ ক্রোক করা দ্রব্য বিক্রতার প্রতি আদালতে সেই কথা জ্ঞাত করিলে আদেশ হইল, আর ঐ দ্রব্যের স্বামী ঐ ক্রোকের প্রস্তাবিত নীলামের উপযুক্ত নোটিস পায় নাই, উক্ত আমলা ঐ দ্রব্য নীলাম করিতে উদ্যত হইয়া ইহা জানিতে পাইলে নীলাম স্থগিত করিয়া আদালতে সেই কথা রিপোর্ট করিবে তাহা হইলে আদালত ৮০ ধারা মতে নীলামের অন্য নোটিস ও ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার আজ্ঞা করিবেন কিবা অন্য যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন ।

আমলারা নীলামের স্থানে গেলে পর নীলাম না হইলে খরচ আদায়ের কথা ।

১২ ধারা । উক্ত আমলা নীলাম করিবার জন্য কোন স্থানে গেলে পর ইহার পূর্ব ধারার লিখিত কারণে কিবা ক্রোককারি আপনার দাওয়ার শোধ হওয়ার কথা ঐ আমলাকে জ্ঞাত করে নাই অথচ অগ্রে ঐ দাওয়ার শোধ হইল এই কারণে নীলাম না হইলে ক্রোক করা দ্রব্যের আনুমানিক মূল্য ধরিয়া তাহার উপর টাকা প্রতি এক আনার হিসাবে খরচ লওয়া যাইতে পারিবে । নীলামের যে দিন নিরূপণ হইল সেই দিনেই ক্রোককারির দাওয়ার টাকা শোধ হইলে ঐ দ্রব্যের স্বামির ঐ খরচ দিতে হইবে, ও সেই খরচ পোষাইবার জন্য যত দ্রব্য নীলাম করা আবশ্যক নীলাম করিয়া ঐ খরচ আদায় হইতে পারিবে । অন্য সকল স্থলে ক্রোককারি ব্যক্তির সেই খরচ দিতে হইবে, আদালত এই আজ্ঞা করিয়া তাহার যত টাকা দিতে হইবে সেই আজ্ঞাপত্রে ইহা নির্দ্ধার্য করিবেন, কিন্তু দশ টাকার অধিক নয় । এবং যত টাকা দিবার আজ্ঞা হয় সেই আজ্ঞাই ঐ আদালতের ডিক্রী হইলে ঐ টাকা যে প্রকারে আদায় করা যাইত ক্রোককারি হইতে সেই প্রকারে আদায় করা যাইতে পারিবে ।

আমলাদের কার্য পুনর্বিচার করিয়া আদালতের আজ্ঞা করিবার অপেক্ষার কথা ।

১৩ ধারা । যে আমলারা ক্রোক করা দ্রব্য বিক্রয় করিতে নিযুক্ত হইয়া তাহারা যে আদালত সংক্রান্ত থাকে সেই আদালত কর্তৃক তাহাদের এই আইনমত সকল কার্যের সমালোচন ও তৎসম্পর্কীয় আজ্ঞা হইবার অপেক্ষা থাকিবে । দেওয়ানী আদালত সেই আমলাদের কার্যের যে রিপোর্ট ও বর্ণনাপত্র আবশ্যক বোধ করেন তাহা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

নীলাম হইবার ২য় ঘোষণাপত্রের কথা ।

১৪ ধারা । ক্রোককারির দাওয়ার আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে ও প্রতিভূ দিয়া ঐ দ্রব্য মুক্ত করা না গেলে যদি দাওয়ার টাকা কি

তাহার কোন অংশ দেনা বলিয়া নিষ্পত্তি হয়, তবে আদালত বিক্রয় কার্যে নিযুক্ত আমলাকে ঐ দ্রব্য নীলাম করিবার আজ্ঞা দিবেন ও ক্রোককারিকে সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি দিবেন। ক্রোককারি ব্যক্তি সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি পাইবার পর পাঁচ দিনের মধ্যে প্রার্থনা করিলে ঐ আমলা ১০ ধারার নির্দিষ্ট মতে দ্বিতীয় ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়া ক্রোক করা দ্রব্য বিক্রয় করিবার অন্য দিন নিরূপণ করিবেন। সেই দিন ঘোষণাপত্রের তারিখ অবধি পাঁচ দিনের কম ও দশ দিনের অধিক হইবে না। দেনা বলিয়া গত টাকার ডিক্রী হইয়াছে ক্রোক করিবার খরচা সমেত এবং যে ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিল তাহার প্রতি মোকদ্দার গত খরচা দিবার আজ্ঞা হয় তৎসময়ে সেই টাকা ইতি মধ্যে না দেওয়া গেলে ঐ আমলা ইহার পূর্ক লিখিত বিধিমতে ঐ দ্রব্য নীলাম করিতে প্রবর্ত্ত হইবে।

ক্রোককারির দাওয়ার আপত্তি করিবার মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে পর যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

৯৫ ধারা। ক্রোককারির দাওয়ার আপত্তিসূচক মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে ঐ ক্রোককারি ব্যক্তি আপনি ঐ বাকীর নিমিত্তে মোকদ্দমা করিলে যেমন তাহার প্রমাণ করিতে হইত তেমনি তাহার বাকীর প্রমাণ করিতে হইবে। সেই দাওয়ার টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ দেনা আছে দৃষ্ট হইলে, আদালত ক্রোককারির সপক্ষে ঐ টাকার এবং মোকদ্দমার খরচার গত টাকা বিধিত বোধ করেন তত টাকার ডিক্রী করিবেন। ও ক্রোক যদি উঠাইয়া দেওয়া না গিয়া থাকে, তবে ইহার পূর্ক ধারামতে দ্রব্য নীলাম করিয়া ঐ টাকা আদায় হইতে পারিবে। সেই নীলাম হইবার পর কিছু বাকি পাওনা থাকিলে বাকীদারের উপর কিম্বা তাহার অন্য কোন দ্রব্যের উপর ডিক্রীজারী করিয়া ঐ টাকা আদায় হইবে। যদি প্রতিভূ দিয়া ঐ দ্রব্য মুক্ত করা গিয়া থাকে, তবে বাকীদারের ও প্রতিভূর উপর ও তাহাদের দ্রব্যের উপর ডিক্রীজারী করিয়া ঐ বাকী আদায় হইবে। পরন্তু ঐ ক্রোক অকারণে ও ক্রেশ দিবার জন্য হইয়াছে ইহা নির্ণয় হইলে, আদালত ক্রোক করা দ্রব্যের মুক্ত হইবার আজ্ঞা করিবেন ও তন্নিম্ন মোকদ্দমার ভাব গতিক বুঝিয়া বাদির ক্ষতিপূরণার্থে গত টাকা উচিত বোধ হয় তাহার তত টাকা পাইবার ও ক্রোককারির দ্বারা মোকদ্দমার খরচা দেওয়ার ডিক্রী করিতে পারিবেন।

এক ব্যক্তির বাকী খাজনা প্রযুক্ত অন্যের দ্রব্য ক্রোক করা গেলে ক্রোককারী প্রভৃতির নামে মোকদ্দমা করিবার কথা।

৯৬ ধারা। কোন ব্যক্তির স্থানে খাজনা পাওনা আছে বলিয়া দ্রব্য ক্রোক করা গেলে যদি অপর ব্যক্তি আপনার বলিয়া ঐ দ্রব্যের দাওয়া করে তবে ঐ দ্রব্যের ভোগস্বত্ব কাহার আছে ইহার বিচার হইবার জন্যে সেই ব্যক্তি ঐ ক্রোক

কারির ও ঐ অন্য ব্যক্তির নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। কোন ব্যক্তির স্থানে খাজনা পাওনা আছে বলিয়া তাহার দ্রব্য ক্রোক হইলে সে যে আদালতে যে প্রকারে এবং মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সময়ে ও তৎপ্রযুক্ত নীলাম স্থগিত হইবার যে নিয়ম মতে মোকদ্দমা করিতে পারে সেই আদালতে সেই প্রকারে ও সেই নিয়মমতে ঐ মোকদ্দমা করিবে। তদ্রূপ মোকদ্দমা উপস্থিত হইয়া দ্রব্যের মূল্যের নিমিত্তে প্রতিভূ দেওয়া গেলে সেই দ্রব্য মুক্ত করা যাইতে পারিবে। যদি দাওয়া ডিসমিস হয়, তবে আদালত ঐ ক্রোককারির উপকারের জন্যে এবং আদালতের বিবেচনায় মোকদ্দমার যত টাকা খরচা বিহিত হয় ক্রোক কারি সেই টাকা পাইবার জন্যে দ্রব্য নীলাম করিবার কিম্বা বিষয়বিশেষে দ্রব্যের মূল্য আদায় করিবার আজ্ঞা করিবেন যদি সেই দাওয়া সপ্রমাণ হয়, তবে আদালত ঐ ক্রোক করা সম্পত্তির মুক্ত হইবার ডিক্রী করিয়া ঐ দাওয়ার খরচার ও ভাবগতিক বুঝিরা ক্ষতিপূরণের যত টাকা বোধ হয় তাহারও আজ্ঞা করিবেন। পরন্তু এই আইনমতে ক্রোক হইবার যোগ্য যে শস্যাদি ক্রোক করণ সময়ে বাকীদার চাষির অধিকারে পাওয়া যায়, তাহার উপর পূর্ব বিক্রয় কি বন্ধকের উপলক্ষে কি প্রকারান্তরে কোন দাওয়া হইলেও তদ্বারা ভূমির খাজনা পাইবার স্বত্বান ব্যক্তির অগ্রগণ্য দাওয়ার বাধা হইবে না। ও কোন আদালতের নিষ্পত্তি কি ডিক্রী জারীকৃত যে ক্রোক করা যায়, তাহাও সেই অগ্রগণ্য দাওয়ার বিপক্ষে বলবৎ হইবে না।

নীলাম হইতে দ্রব্য রক্ষা করিবার উপযুক্ত সময়ের মধ্যে নালিশ করিতে না পারিলে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিবার কথা।

৯৭ ধারা। টাকা ন্যায্যমতে পাওনা না হইলে কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্থানে প্রাপ্য কিম্বা কথিতমতে প্রাপ্য বলিয়া তাহা আদায় করিবার জন্যে কোন ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করা গেলেও বিশিষ্ট কোন কারণে ঐ দাওয়ার প্রতিবাদ করণার্থে কিম্বা বিষয় বিশেষে সম্পত্তিতে স্বত্বের বিচার করণার্থে ৮২ ও ৯৬ ধারার নিরূপিত সময়ের মধ্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে অপারক প্রযুক্ত যদিও ঐ সম্পত্তি বিক্রয়ও করা যায় তথাপি আপনাতঃ দ্রব্য বেআইনীমতে ক্রোক ও নীলাম হইয়াছে বলিয়া ঐ ব্যক্তি এই আইনমতে ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবে।

ক্রোককারির বেআইনী কর্তৃ দ্বারা ক্ষতি হইলে নালিশ করিবার কথা।

৯৮ ধারা। খাজনা বাকী আছে বলিয়া তাহা আদায় করিবার জন্যে যে ব্যক্তি ক্রোক করিবার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির লিখিত অনুমতিক্রমে যে ব্যক্তি ঐ কর্মে নিযুক্ত হয় সে যদি এই আইনের বিধানভিন্ন প্রকারান্তরে কোন দ্রব্য

ক্রোক কি বিক্রয় করে কি করার কিম্বা ক্রোককারি ব্যক্তি ঐ ক্রোক করা দ্রব্য উচিতমতে রাখিবার ও রক্ষা করিবার জন্যে উপযুক্তমতে সাবধান না থাকিতে যদি ক্রোক করা দ্রব্য হারায় কি নষ্ট হয় কি তাহার হানি হয় কিম্বা এই আইনের কোন বিধান মতে ক্রোক যে সময়ে উঠাইয়া দেওয়া না যায়, তবে তদ্বারা দ্রব্যের স্বামির যে ক্ষতি হইয়া থাকে সে এই আইন মত সেই ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা করিতে পারিবে।

বেআইনীমত ক্রোকের কথা।

৯৯ ধারা। এই আইনের ৬ ও ৭০ ধারাক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করিবার ক্ষমতাপন্ন না হইয়া তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির লিখিত অনুমতিক্রমে সেই কর্মে নিযুক্ত না হইয়া যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের ছলে দ্রব্য ক্রোক কিবিক্রয় করে কি করার তবে সেই ক্রোক কি বিক্রয় করাতে ঐ দ্রব্যের স্বামির যে ক্ষতি হইয়া থাকে সে এই আইনমতে সেই ব্যক্তির স্থানে ক্ষতিপূরণ পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবে। ঐ মোকদ্দমায় সেই ব্যক্তির হানিপূরণার্থে যত টাকা দিবার আজ্ঞা হয়, তন্নিম্ন তাহার নামে যে কার্খ্যের অভিযোগ হয় তাহা অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশাপরাধের তুল্য না হইলে তাহার তিন শত টাকা পর্য্যন্ত অর্ধদণ্ড কিম্বা দুই মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

ক্ষতি পূরণের মোকদ্দমা করিবার সময়ের কথা।

১০০ ধারা। পরন্তু ইহার পূর্বে তিন ধারার কোন ধারামতে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় মোকদ্দমার হেতু হইবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে তাহার আরম্ভ করিতে হইবে।

ক্রোক প্রভৃতির বাধা করা গেলে যাহা কর্তব্য তাহার কথা।

১০১ ধারা। এই আইনমতে সম্পত্তির ক্রোক নিয়মিতরূপে করা গেলে যদি কেহ তাহার বাধকতা করে কিম্বা ক্রোক করা কোন দ্রব্য বলপূর্ব্বক কি গোপনভাবে স্থানান্তর করে তবে যে খাজানার নিমিত্তে ঐ ক্রোক করা যায় যে আদালত সেই খাজানার মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন ঐ বাধা হইবার কিম্বা সেই দ্রব্য লইয়া যাইবার তারিখ অবধি পনের দিনের মধ্যে সেই আদালতে নালিশ হইলে ঐ আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করাইবেন। ঐ অপরাধের প্রমাণ হইলেও সেই দ্রব্যের স্বামীই অপরাধী হইলে ঐ আদালত দেওয়ানী জেলখানায় তাহাকে দরমাস পর্য্যন্ত কিম্বা খরচখরচা সমেত ক্রোককারির পাওনা সমুদয় টাকা যাবৎ না দেওয়া যায় কিম্বা আদালতের পরওয়ানাক্রমে অপরাধির দ্রব্য ক্রোক ও নীলাম হইয়া যাবৎ ঐ অপরাধ নির্ণয় হয় সে ঐ দ্রব্যের স্বামী ভিন্ন অন্য ব্যক্তি হইলে সে সেই ক্রোককারিকে ঐ দ্রব্যের মূল্য দিবে তন্নিম্ন তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত

অর্থদণ্ড হইতে পারিবে সেই টাকা না দিলে তাহার দুই মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে ।

জিলার জজ সাহেব ১০০ টাকার হান টাকার ডিক্রী করিলে যদি খাজানা

বৃদ্ধি করিবার কিম্বা ভূমির স্বত্বের কোন কথা না থাকে, তবে

আপীল না হইবার কথা ।

১০২ ধারা । জিলার জজ সাহেব প্রথমতঃ কিম্বা আপীলক্রমে উপস্থিত করা মোকদ্দমার বিচার করিয়া নিষ্পত্তি করিলে যে টাকার জন্যে নালিশ হয় তাহা কিম্বা যে সম্পত্তির দাওয়া হয় তাহার মূল্য এক শত টাকার অধিক না হইলে এবং সেই মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে রাইয়তের কি প্রজার খাজানা বৃদ্ধি কি পরিবর্তন করিবার স্বত্ব নির্ণয়, কিম্বা ভূমিতে ঘাষাদের কোন স্বত্বের কি সম্পর্কের পরস্পর বিপক্ষ দাওয়া থাকে তাহাদের মধ্যে ঐ ভূমির স্বত্বের কি সম্পর্কের কোন কথা নির্ণয় হইলে এই আইনের কোন কথাক্রমে আপীল করিবার কোন ক্ষমতা দেওয়া গেল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ।

বিচারের পুনর্দৃষ্টি হইবার কথা ।

১০৩ ধারা । এই আইনের বিধানমতে উপস্থিত মোকদ্দমায় যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করা যায় তাহার পুনর্দৃষ্টি হইবার প্রার্থনা হইলে, ঐ নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিন গত হইলে পর কোন আদালত সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য করিবেন না কিন্তু এই ধারার কোন কথা বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাইকোর্টের প্রতি বর্তে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের বিচারাদিপত্য না থাকার কথা ।

১০৪ ধারা । ক্ষুদ্র মোকদ্দমার বিচার করণার্থে যে আদালত উপবিষ্ট হন; এই আইন প্রচলিত না হইলে যে সকল মোকদ্দমা সেই আদালতের বিচার্য্য না হইত এই আইনের বিধানমতে উপস্থিত করা সেই মোকদ্দমা যে ঐ আদালতের বিচার্য্য হইবে এই আইনের কোন কথাতে এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ।

বিনাখরচে পরওয়ানা দিবার ক্ষমতার কথা ।

১০৫ ধারা । এই আইনমত কোন মোকদ্দমায় যে পরওয়ানা আবশ্যিক হয় কোন ব্যক্তি তাহার খরচ দিতে অক্ষম, আদালত ইহা স্বত্বোধমতে জানিলে বিনা খরচে ঐ পরওয়ানা জারী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

আইনের ব্যাপকতার কথা ।

১০৬ ধারা । বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব কলিকাতা গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশ করণদ্বারা উক্ত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের শাসিত দেশের অন্তর্গত যে২ জিলার মধ্যে এই আইন প্রচলিত করেন সেই২ জিলায় প্রবল

হইবে। তাহা হইলে উক্ত আক্তাতে এই আইন প্রচলিত হইবার আরম্ভের যে দিন ও যে সময় নির্দ্ধারিত হয় সেই দিন ও সেই সময়াবধি ঐ উল্লিখিত জিলার প্রবল হইতে আরম্ভ হইবে।

এই আইন যে স্থানে চলে তন্মধ্যে কোন কোন আইন রহিত
হইবার কথা।

১০৭। এই আইন যে সময়ে ও যদবধি কোন জিলাতে প্রচলিত হয় তৎকালে ও তদবধি সেই জিলাতে D চিহ্নিত তফসীলের নানা বিধানের কার্য্য ও বল রহিত হইবে। কিন্তু তাহার যে২ কথা দ্বারা অন্য কোন আইন রহিত কি মতান্তর করা যায় সেই২ কথা প্রবল থাকিবে এবং এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্বে যে মোকদ্দমা কি কার্য্য কালেক্টর সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে রহিত হইবে না।

যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে পূর্ক্বে ব্যবহারমতে তাহার চলন
হইবার কথা।

১০৮ ধারা। D চিহ্নিত তফসীলে যে২ আইনের উল্লেখ হইয়াছে তাহার কি তন্মধ্যে কোন আইনের বিধানক্রমে কোন স্থানে যে কালেক্টর সাহেবের কি অন্য কার্য্যকারকের বিচারাবিধিতা থাকে সেই স্থানে এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যদি পূর্ক্বেক্ত আইনের কি তন্মধ্যে কোন আইনের বিধানমতে ঐ কালেক্টর সাহেব প্রভৃতির সম্মুখে মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাঘটিত অন্য কার্য্য উপস্থিত থাকে তবে ঐ মোকদ্দমা কি মোকদ্দমাঘটিত কার্য্য এবং তদুপরি সকল আপীল এই আইন প্রচলিত না হওয়ার ন্যায় শুনা যাইবে ও নিষ্পত্তি হইবে, ও তদুপস্থিত ডিক্রী কি আক্তা প্রবল করা যাইবে, ও এই আইন না হওয়ার ন্যায় ব্যবহার ও কার্য্য প্রণালী হইবে।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ভূসম্পর্কের আইনদ্বারা যে ক্ষমতা প্রদান করা গিয়াছে
এই আইনদ্বারা তাহার ব্যাঘাত না হওয়ার কথা।

১০৯ ধারা। মন্ত্রিসভাবিধিত শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেব ছোটনাগপুরের অন্তর্গত কোন কোন ভূসম্পর্ক নির্ণয় করণ ও তাহার বিধানকরণ ও তাহা লিপিবদ্ধ করণের আইন নামে যে আইন প্রণয়ন করেন সেই আইনক্রমে স্পেশাল কমিশনারী পদে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কিম্বা ছোটনাগপুর খণ্ডের কমিস্যনার সাহেবের প্রতি যে শক্তি ও ক্ষমতা প্রকাশ করা গিয়াছে, এই আইনের কোন কথাদ্বারা সেই শক্তির কি ক্ষমতার লোপ কি খর্ব্বতা হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে না।

১৮৬৮ সালের ৭ আইন রক্ষা করিবার কথা।

১১০ ধারা। এই আইনের লিখিত কোন কথাক্রমে ভূমির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে২ দায় বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তদাদায় করণার্থ বন্ধ-

দেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সাহেবের ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের বিধানের ব্যাঘাত হইবে না ।

সংক্ষেপ নামের কথা ।

১১১ ধারা । এই আইন ভূম্যধিকার ও প্রজ্ঞাবিষয়ক কার্য্য প্রণালীর ১৮৬৯ সালের আইন নামে খ্যাত হইবে ।

৪৭ ধারার উল্লিখিত ।

A তফসীল ।

অমুক স্থানবাসী (আনন্দ বড়াল) আমি ধর্ম্মতঃ কহিতেছি যে, অমুক স্থানে আমি ঈশ্বরচন্দ্রের অধীনে কি তাঁহার স্থানে যে ভূমি লইয়া দখল কি চাষ করিয়া থাকি সেই ভূমির খাজনা তাঁহার যে মাল কাছারীতে (কিহা অন্য স্থানে) নিয়ত দেওয়া গিয়া থাকে সেই স্থানে আপনি (কিহা আমার কর্ম্মকারক চন্দ্রনাথের দ্বারা) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক মানাবধি অমুক মাস পর্য্যন্ত উক্ত ভূমির বত খাজনা আমার নিকটে পাওনা আছে তাহা সমুদয়ে এত টাকা উক্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে দিতে চাহিলাম । আরো কহিতেছি আমি উক্ত ঈশ্বরচন্দ্রকে উক্ত টাকা দিতে চাহিলে তিনি তাহা লইতে স্বীকার করিলেন না (কিহা তৎকালে আমাকে সেই সম্পূর্ণ টাকার রসীদ দিলেন না) আরো কহিতেছি অমুক মানাবধি অমুক মাস পর্য্যন্ত উক্ত ভূমির খাজনা বলিয়া উক্ত যে এত টাকা দিতে চাহিয়া-ছিলাম ও এইকণে আদালতে দিতে ইচ্ছা করি আমার জ্ঞানমতে সেই টাকা উক্ত ঈশ্বরচন্দ্রের নিকটে আমার সম্পূর্ণ দেনা এবং ঐ ভূমির খাজনার নিমিত্তে ঐ ঈশ্বর-চন্দ্রের আর টাকা ধারি না ।

৪৭ ধারার উল্লিখিত ।

B তফসীল ।

অমুক স্থানের আদালত ।

সাল

তাং

অমুক স্থানবাসী শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সমীপেষু ।

ইহার মধ্যে যে নির্দেশ পত্র পাঠান যাইতেছে তদুপলক্ষে তোমাকে জ্ঞাত করা গেল যে ঐ পত্রের লিখিত এত টাকা এইকণে এই আদালতে গচ্ছিত আছে এবং ভূমি কিহা নিয়মিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত তোমার কর্ম্মকারক দরখাস্ত করিলে ঐ টাকা পাইতে পারিবা । তোমার আরও জানিতে হইবে যে উক্ত ভূমির খাজনার নিমিত্তে যদি উক্ত আনন্দ বড়ালের উপর তোমার আর কোন দাবী দাওয়া থাকে, তবে সেই দাওয়া কি দাবী স্থাপন করিবার নিমিত্তে এই তারিখ অবধি ইংরাজী পাঁজিমতে ছয় মাসের মধ্যে এই আদালতে তোমার মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইবে নতুবা তোমার দাওয়া একেবারে রহিত হইবে ।

এই স্থলে A চিত্রিত তফসীলের নির্দেশ বাক্যের প্রতিলিপি লিখিতে হইবে।

৮০ ধারার উল্লিখিত।

C তফসীল।

ক্রোক করা দ্রব্যের স্বামিকে যে নোটিস দিতে হইবে তাহার পাঠ।

অমুক আদালত।

আনন্দ ক্রোককারক।

দ্রব্যের স্বামির নাম ও বর্ণনা ও বাসাদি।

তোমার স্থানে উক্ত আনন্দের এত টাকা খাজনা পাওনা আছে বলিয়া নিম্নভাগে যে ক্রোক করা দ্রব্য বর্ণিত হইয়াছে তিনি সেই খাজনা আদায় করিবার জন্যে তাহা বিক্রয় হইবার প্রার্থনা করিয়াছেন এই হেতুক তোমার প্রতি আদেশ হইতেছে তুমি উক্ত আনন্দকে উক্ত টাকা দেও অথবা এই নোটিস পাইবার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিনের মধ্যে সেই দাওয়ার প্রতিবাদ করিবার জন্যে অমুক স্থানের আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত কর। ইহা না করিলে ঐ দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে।

সাল

তাং

(১০৭ ও ১০৮ ধারার উল্লিখিত)

D তফসীল।

এই আইন যে যে প্রদেশে প্রচলিত করা যায় সেই সেই প্রদেশে
যে যে আইন নিষ্ফল হইবে তাহা।

আইনের তারিখ ও নম্বর।	আইনের নাম।	যে অংশ রহিত হইল।
১৮৫৯ সালের ১০ আইন।	ফোর্ট উলিয়মের রাজধানীর অধীন বাঙ্গলাদেশে খাজনা আদায় করিবার আইন সংশোধন করিবার ১৮৫৯ সালের ১০ আইন সংশোধনার্থ	সম্পূর্ণ আইন। সম্পূর্ণ আইন।
বঙ্গদেশের জিহুত লে- প্টেনেন্ট গবর্ণর সা- হেব মন্ত্রিসভার প্রণীত ১৮৬২ সাল ৬ আমন্ত্রি- সভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের জিহুত লেপ্টেনেন্ট গব- র্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৬৭ সালের ৪ আইন।	বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত জিহুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহে- বের প্রণীত ১৮৬২ সালের ৬ আইনের অর্থ করণ ও সংশোধন করিবার এবং কোনও নিষ্পত্তি সিদ্ধ করিবার।	সম্পূর্ণ আইন।

মস্তি সভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইন ১৮৬৯ সালের আগষ্ট মাসের ১৩ই তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

১৮৬৯ সালের ১৮ আইন।

১৮৬৯ সালের ইক্সাম্পের সাধারণ আইন।

কোন কোন নিদর্শনপত্রের উপর ইক্সাম্পের মাসুল ধার্য্য করণের আইন।

প্রথম অধ্যায়।

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন “১৮৬৯ সালের ইক্সাম্পের সাধারণ আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

আইন ষত দূর ব্যাপ্ত হইবে তাহার কথা।

এই আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে।

আইন যে অবধি চলিবে তাহার কথা।

এই আইন ১৮৭০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রবল হইবে।

২ ধারা। ১৮৭০ সালের ১৪ আইনের দ্বারা রদ হইয়াছে।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। এই আইনে তৎসমুদ্রুক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় তফসীলে বিষয় বিবেচনায় কিসা পূর্বা পূর্ব কথা বুঝিয়া নিম্নলিখিত শব্দের নিম্নলিখিত অর্থ অসঙ্গত না হইলে, সেই অর্থ ধরিতে হইবে।

(১) আইনক্রমে শপথ করাইবার ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তির সম্মুখে শপথ কি বর্ষভর প্রতিজ্ঞাপূর্বক যে নির্দেশবাক্য লিখনক্রমে ব্যক্ত হয় “আফিডেবিট” শব্দে সেই কথাও গণ্য।

(২) মধ্যস্থের কিসা প্রমাণ পুস্তকের লিখনক্রমে যে নিষ্পত্তি, “সীমাংসা” শব্দের মধ্যে তাহাও গণ্য।

(৩) চ্যাকভিস যে হুণ্ডী ও অন্য যে নিদর্শনপত্র দ্বারা কোন ব্যক্তির প্রতি অন্য

ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট কতক টাকা দিবার আদেশ হয়, “বিল অফ এক্সচেঞ্জ” শব্দে সেই হুণ্ডী প্রভৃতিও গণ্য।

(৪) কোন নিদর্শনপত্রে যে মাল নির্দিষ্ট থাকে জাহাজের স্বামী কি তাঁহার এজেন্ট তাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন ও ঐ পত্রের লিখিত কিম্বা লকিত বন্দরে ও ব্যক্তির নিকটে পৌঁছাইয়া দিবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বাক্ষর করিলে, “বিল অফ লেডিং” শব্দের মধ্যে সেই নিদর্শনপত্রও গণ্য।

(৫) কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে এত টাকা দেওয়ার্থে আপনাকে আবদ্ধ করে কিন্তু নির্দিষ্ট কোন ক্রিয়া করা গেলে কিম্বা বিষয় বিশেষে ক্রিয়ানা করা গেলে ঐ নিবন্ধ বার্থ হইবে এই নিয়মে যে নিদর্শনপত্র করা যায় “বাণ্ড” অর্থাৎ নিবন্ধপত্র শব্দের মধ্যে সেই প্রত্যেক লিপিও গণ্য।

(৬) সমুদ্রগামী কোন জাহাজ লকিতস্থানে যাইতে পারে এই নিমিত্তে ঐ জাহাজের অধ্যক্ষ জাহাজ প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া ঋণগ্রহণপূর্বক যে নিদর্শনপত্র করিয়া দেন “বার্টমরি বাণ্ড” শব্দের মধ্যে সেই প্রত্যেক লিপিও গণ্য।

(৭) টগ্গ জিঁমরের ভাড়ার নিমিত্তে যে নিয়মপত্র করা যায় তন্নিহ্ন যে নিদর্শনপত্রক্রমে জাহাজ ভাড়া লওনিয়ার নির্দিষ্ট কার্যের নিমিত্তে জাহাজ কি তাহার প্রধান কোন অংশ ভাড়া করিয়া লওয়া যায়, “চার্টার পার্টি” শব্দের মধ্যে সেই প্রত্যেক লিপিও গণ্য।

(৮) কোন ব্যাঙ্কের কিম্বা বণিকের প্রতি কিম্বা বণিকের ন্যায় কর্মকারি কোন ব্যক্তির প্রতি যে নিদর্শনপত্রক্রমে তন্নির্দিষ্ট টাকা চাহিবামাত্র দিবার আদেশ হয়, “চ্যাক” শব্দে এমত প্রত্যেক লিপিও গণ্য।

(৯) কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের সীমার মধ্যে “কালেক্টর” শব্দে কলিকাতার কিম্বা মান্দ্রাজের কিম্বা বোম্বাইয়ের কালেক্টর সাহেবকে বুঝাইবে। ও সেই নগরের সীমার বহির্ভূত স্থানে জিলার কালেক্টর সাহেবকে বুঝাইবে এবং যে ডিপুটী কমিসানর কিম্বা কোন কার্য্যকারক জিলার কালেক্টরের তুল্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হন, তিনিও সেই শব্দের মধ্যে গণ্য।

(১০) অধমর্গ যে নিদর্শনপত্র করিয়া উত্তমর্গদের লাতার্থে আপনার সম্পত্তি হস্তান্তর করেন, কিম্বা যে নিদর্শনপত্রদ্বারা ঋণের উপর প্রতিজ্ঞাত কএক টাকা কি ডিবিডেণ্ড উত্তমর্গদের নিশ্চিতমতে পাইবার নিয়ম করা যায় কিম্বা যে নিদর্শনপত্রক্রমে পরিদর্শকদের তত্ত্বাবধানে কিম্বা অনুমতিপত্রক্রমে উত্তমর্গদের লাতার্থে অধমর্গের ব্যবসায় চালাইবার বিধান করা যায়, “সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র” শব্দের মধ্যে অধমর্গের সম্পাদিত এমত প্রত্যেক লিপিও গণ্য।

(১১) কোম্পানির কিম্বা বণিক সমবায়ের শ্যার হস্তান্তর করণপত্র, বন্ধকীপত্র, নিরূপণপত্র পাউ, বন্ধকী সম্পত্তি পুনঃপ্রদানপত্র, সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র, দানপত্র, এবং যে বিনিময়পত্র ও বিভাগপত্র হইয়া বিনিময়ের কি বিভাগের

সমতাহেতুক অর্থহান না হয়, সেই সকল পত্র ভিন্ন যে নিদর্শনপত্রক্রমে বর্তমান ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পত্তির আদান প্রদান হয়, “হস্তান্তর করণপত্র” শব্দে সেই লিপি বুঝায়।

(১২) যে হস্তান্তর করণপত্রের ও নিরূপণপত্রের ও বন্ধকীপত্রের ও পাট্টার অনুলিপি দাতা কি নিরূপক কি বন্ধকদাতা কি পাট্টাদায়ক কর্তৃক সম্পাদিত না হইয়া পত্রসম্পর্কীয় অন্য ব্যক্তি কর্তৃক সম্পাদিত হয়, “অনুলিপি” শব্দে সেই প্রকারের অনুলিপি বুঝায়। পাট্টা হইলে ঐ শব্দে কবুলিয়ৎ ও গণ্য।

(১৩) কোন গনিতে কি আড়তে কি ঘাটে যে দ্রব্য থাকে, সেই দ্রব্যোতে যে নিদর্শনপত্রক্রমে তন্নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির কি তদীয় দ্রব্য গ্রহীতার কিম্বা ঐ লিপি-ধারির স্বত্ব প্রমাণ হয়, সেই দ্রব্য যে কোম্পানির কিম্বা ব্যক্তির রক্ষণে থাকে সেই নিদর্শনপত্র তৎকর্তৃক কি তাঁহার পক্ষে স্বাক্ষরিত কি সংশিত হইলে ‘ডাকওয়ারণ্ট’ শব্দের মধ্যে সেই প্রত্যেক লিপি গণ্য।

(১৪) “ছাপা” শব্দে মুদ্রিত ও ‘পাতরে মুদ্রিত’ শব্দ গণ্য।

(১৫) কোন ব্যক্তি যে নিদর্শনপত্রক্রমে অন্যকে কোন স্থাবর সম্পত্তি ভাড়া দেয় কি দিতে স্বীকার করে কিম্বা অন্যের স্থানে তাহা গ্রহণ করে কি করিতে স্বীকার করে “পাট্টা” শব্দের মধ্যে কবুলিয়ৎ ভিন্ন সেই প্রত্যেক লিপিও গণ্য।

(১৬) কোন ব্যক্তি অন্যের নামে এই মর্মে পত্র দেন যে এই পত্র বাঁহার পক্ষে লিখিয়া তাঁহাকে বিশ্বাসপূর্বক টাকা প্রভৃতি দিবা, “লেটার অফ ক্রেডিট” (অর্থাৎ বিশ্বাসপত্র) শব্দের মধ্যে সেই পত্র গণ্য।

(১৭) উত্তমর্ণেরা নির্দিষ্টকালের নিমিত্তে অবমর্ণের উপর দাওয়া স্থগিত রাখিয়া তাঁহাকে স্বীয় বিবেচনামতে কর্ম্য চালাইতে দিবেন, সাধু ও খাতকের মধ্যে এই মর্মে যে নিয়মপত্র করা যায়, “লেটার অফ লাইসেন্স” অর্থাৎ অনুমতিপত্র শব্দের মধ্যে সেই নিয়মপত্রও গণ্য।

(১৮) যে নিদর্শনপত্রক্রমে টাকা পরিশোধ করিবার প্রতিজ্ঞাস্বরূপ সম্পত্তি বন্ধক রাখিবার প্রমাণ হয় “বন্ধকীপত্র” শব্দের মধ্যে সেই লিপিও গণ্য।

(১৯) “নিগোসিয়েবল ইন ট্রেনেট” অর্থাৎ ক্রেয়বিক্রেয়পত্র এই শব্দের মধ্যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও প্রমিসরি নোট ও চ্যাক গণ্য।

(২০) মোটেরি পবলিক স্বীয় পদসংক্রান্ত কার্য্য সম্পাদনক্রমে যে কোন লিপি কি পৃষ্ঠ লিপি করেন কি যে মোট কি এন্ট্রি লেখেন কি উক্ত যে লিপ্যা-দিতে স্বাক্ষর করেন, “নোটেরিয়াল আক্ট” এই শব্দে সেই লিপি কি পৃষ্ঠলিপি কি নোট কি এন্ট্রি বুঝায়। এবং কাউন্সল কি টর্নি কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি আইনমতে নোটেরি পবলিক স্বরূপ কর্ম্য করিতে সক্ষম হন, ঐ শব্দের মধ্যে তাঁহার রূত কি স্বাক্ষরিত ভদ্রপ প্রত্যেক লিপি গণ্য।

(২১) কাগজ, এই শব্দের মধ্যে বেলম কি পাচমেন্ট কিম্বা অন্য যে দ্রব্যে নিদর্শনপত্র লেখা যায়, সেই দ্রব্যও গণ্য।

(২২) স্থাবর সম্পত্তিতে যে ব্যক্তিদের অবিভক্ত কি সাধারণ স্বার্থ থাকে কিম্বা সমাংশী কি অবিভক্ত হিন্দু পরিবারস্থ ব্যক্তি হইয়া স্বাহারদের স্বার্থ থাকে তাঁহারা যে নিদর্শনপত্রক্রমে আপনাদের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ করেন কিম্বা করিতে সম্মত হন “বিভাগপত্র” শব্দের সেই লিপি বুঝায়। বাঁটওয়ারাও সেই শব্দে গণ্য।

(২৩) কোন ব্যক্তি প্রিমিয়ম অর্থাৎ নিয়মাবীন অগ্রিম টাকা পাইয়া যে নিদর্শনপত্রে অন্য ব্যক্তির অলঙ্কিত কিম্বা অনুভাবিত ঘটনাদ্বারা সম্ভাবিত ক্ষতি কি হানি কি দায় হইতে ক্ষেম প্রতিবিধান করেন, বিমাপত্র শব্দে সেই নিদর্শনপত্র বুঝায়। এই শব্দে জীবনের উপর বিমা গণ্য নহয়।

(২৪) প্রক্সি ভিন্ন যে লিপি দ্বারা লিপিকারক অন্য ব্যক্তিকে আপনার পক্ষ হইয়া কর্ম করিতে ক্ষমতা দেন, “বোক্তারনামা” শব্দে সেই লিপিও গণ্য।

(২৫) লিপিকারক যে লিপিদ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ঐ লিপির নিরূপিত সময়ের মধ্যে কিম্বা দাওয়া হইবাযাত্রা কিম্বা দৃষ্টিমাত্রে অবধারিত টাকা নিরপেক্ষরূপে দিতে অঙ্গীকার করেন প্রমিসরি নোট, অর্থাৎ ঋণদানপত্র শব্দে সেই প্রত্যেক লিপিও গণ্য।

(২৬) “সম্পত্তি” শব্দে ত্রিটনীয় তারতবর্ষের অন্তর্গত সম্পত্তি বুঝায়।

(২৭) কোন বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি ঋণদানপত্র উপস্থিত করা গেলে তাহা অমান্য হইয়াছে, নোটের পবলিক কিম্বা তাঁহার ন্যায় কর্ম করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি ঐ হুতী প্রভৃতিতে এই মর্মের যে নির্দেশ বাক্য লেখেন, “প্রটেক্ট” শব্দে সেই নির্দেশবাক্য বুঝায়।

(২৮) জাহাজের অধ্যক্ষ ক্ষতি বিণয় করিবার কিম্বা সম্পত্তি রক্ষা করণ-প্রযুক্ত পারিতোষিক নিরূপণ করিবার উদ্দেশে ঐ জাহাজ সম্পর্কীয় যাত্রার বৃত্তান্তসূচক যে নির্দেশ বাক্য লেখেন, এবং স্বাহারা জাহাজ ভাড়া করিয়া লন কিম্বা স্বাহাদের নামে মাল পুঁজিছে জাহাজ বোঝাই না করিবার কিম্বা মাল না নামাইবার দোষে জাহাজের অধ্যক্ষ তাঁহাদের বিবয়ে যে নির্দেশ বাক্য লেখেন, “জাহাজের অধ্যক্ষের প্রটেক্ট” এই কথাই মধ্যে সেই নির্দেশ বাক্যও গণ্য।

(২৯) কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে সভায় মত জানাইবার নিমিত্তে যে লিপি দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ক্ষমতা দেন “প্রক্সা” শব্দে সেই লিপি বুঝায়।

(৩০) কোন ব্যক্তি যে লিপি দ্বারা অন্য ব্যক্তির উপর কিম্বা নির্দিষ্ট সম্পত্তির উপর দাওয়া পরিত্যাগ করেন “মুক্তিপত্র” শব্দে সেই লিপিও গণ্য।

(৩১) জাহাজে যে মাল বোঝাই করা গিয়াছে কি করা যাইবে, সেই মাল শব্দের প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া বোঝাই মাল লঙ্কিত বন্দরে পুঁজিছিলে ঋণশোধ করা

যাইবে । যে লিপিদ্বারা এমত স্বর্ণ গ্রহণ হয় “রিস্ট্রিগেণ্টশিয়া বাণ্ড,, শব্দে সেই লিপিও গণ্য ।

(৩২) স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি যদ্রূপে উদ্দিষ্ট ও বর্ণিত হইবে ইহা যে নিদর্শনপত্রদ্বারা নিরূপণ করা যায় কিম্বা নিরূপণ করিবার নিয়ম হয় “নিরূপণপত্র” শব্দে উইলভিন্ন সেই লিপি বুঝায় ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

এই আইন মতে ইন্সট্যাম্পের যে মান্সুল লওয়া যাইতে পারে তাহার বিধি ।

তফসীলে বত মান্সুল নিরূপণ হইল তাহাই লইবার কথা ।

৪ ধারা । ১৮৭০ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবসে ও তৎপরে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে এই আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসীলের উল্লিখিত যে প্রত্যেক নিদর্শনপত্র করা যায়,

এবং সেই দিবসে কি তৎপরে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহিভূত স্থানে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন সম্পত্তি সম্পর্কীয় যে নিদর্শনপত্র করা যায়,

এই আইনের প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় তফসীলে উক্ত প্রত্যেক নিদর্শনপত্রের যত মান্সুল উপযুক্ত বলিয়া নিরূপণ হইয়াছে, তাহার তত টাকা ইন্সট্যাম্পের মান্সুল ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের প্রতি দাতব্য হইবে ।

আটাল ইন্সট্যাম্পের দ্বারা মান্সুল যে যে রূপে আদায় করা যাইবে তাহার কথা ।

৫ ধারা । (ক) এই আইনানুসারে যে সকল লিপির এক আনা মান্সুল লাগে তাহা এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহিভূত স্থানে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ ও স্বর্ণদানপত্র করা যায় তাহা এবং নিম্নলিখিত বিধান অবলম্বন করিয়া কোম্পানির ও বণিক সমবায়ের শ্যারের পৃষ্ঠলিপিদ্বারা ঐ শ্যারের হস্তান্তর করণপত্র, আটাল ইন্সট্যাম্পে ইন্সট্যাম্প করা যাইতে পারিবে ।

ছাপা ইন্সট্যাম্পদ্বারা ।

(খ) এই আইনদ্বারা অন্য যে প্রত্যেক নিদর্শন পত্রের ইন্সট্যাম্প লাগে ঐ পত্র যে কাগজে লেখা যায় তাহাতে ইন্সট্যাম্পের ছাপ দেওয়া যাইবে, কিম্বা মন্ত্রিসভাদিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে এই বিষয়ের

যে বিধি করেন, তদনুসারে কালেক্টর সাহেব কিম্বা ইফ্টাম্পের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব ঐ ইফ্টাম্পের চিহ্ন দিবেন। *

* (খ) প্রকরণের উল্লিখিত নিদর্শনপত্রে ছাপান ইফ্টাম্পের পরিবর্তে আটাল ইফ্টাম্প বসাইতে উভয় পক্ষ ইচ্ছুক হইলে কালেক্টরির কাছারিতে কি ইফ্টাম্প আকিমে দস্তখতের পূর্বে দাখিল করিলে হইতে পারিবে। ৩১৯ নং গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন। ১৮৭০/১৩ জানুয়ারি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের ফিনান্স্যান ডিপার্টমেন্টের ১৮৭০। ২৮ জানুয়ারির ৭৫১ নম্বরের জ্ঞাপন পত্র রহিত করিয়া নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন হইল।

সাধারণ ইফ্টাম্প বিষয়ক ১৮৬১। ১৮ আইনের প্রথম দ্বিতীয় তফসীলে যে ২ দলীলের উল্লেখ হইয়াছে নিম্নলিখিত দলীল ছাড়া সেই দলীলে ফিনান্স্যান ডিপার্টমেন্টের ১৮৬৮। ২৯ এপ্রিলের ২৭৭৮ নং জ্ঞাপন পত্রের নির্দিষ্ট লীল ও কালা রদের ইফ্টাম্প কিম্বা ইফ্রলণ্ডে প্রস্তুত ছাপান ইফ্টাম্প দিতে হইবে অন্য প্রকারের ইফ্টাম্প নয়। বর্জিত দলীল এই ২।

(ক) ঐ আইনের ৫ ধারার (ক) প্রকরণমতে যে সকল নিদর্শনপত্রে আটাল ইফ্টাম্প দেওয়া যাইতে পারে তাহা

(খ) ঐ ধারার (খ) প্রকরণমতে যে সকল নিদর্শনপত্রে ইফ্টাম্প দেওয়ার চিহ্ন কালেক্টর সাহেব কিম্বা ইফ্টাম্পের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব কর্তৃক বসান যাইতে পারে তাহা

১৮৭৪। ১৯ জুনের ৩৯০৮ নং বিজ্ঞাপন গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১৫৯ পৃষ্ঠা।

১৮৬৯। ১৮ ধারার (খ) প্রকরণমতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য করত ১৮৭৫। ২৩ জুলাইর ২২৫৮ নং ও ১৮৭৬। ৭ জুলাইর ১৪৫৮ নং জ্ঞাপন পত্র রহিত করিয়া তিনি এই আজ্ঞা করিলেন। উক্ত আইনমতে দলীলের উপর যে ইফ্টাম্প লাগে নিম্ন লিখিত কর্তৃপক্ষেরা তাহা বসাইবার ক্ষমতাপন্ন হইলেন।

কলিকাতার কালেক্টর সাহেব

কারাচির ঐ ঐ

কলিকাতার ইফ্টাম্পের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব

মালদ্বাজের ঐ ঐ

বোম্বাইর ঐ ঐ

রাঙ্গুনের ঐ ঐ

মৌলভেনের ঐ ঐ

আক্যাবের ঐ ঐ

উত্তর পশ্চিম } ঐ ঐ

দেশের (ইফ্টাম্পের কমিসানর সাহেব)

ইক্যাম্পের মামুল যে পক্ষের দিতে হইবে তাহার কথা ।

৩ ধারা । পরস্পর প্রকারান্তরের কোন নিয়ম না হইলে উপযুক্ত ইক্যাম্পের মূল্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের দিতে হইবে, যথা :—

প্রথম । বিমাপত্র ও বন্ধকপত্র ও নিরূপণপত্র ও হস্তান্তরকরণপত্র ও পাট্টা ও কেসুলে বিনিময়ের কি বিভাগের সমতাহেতুক টাকা দেওয়া যায় সেই স্থলে বিনিময়পত্র ও বিভাগপত্র, ও যাচাই কি মূল্য নিরূপণপত্র ও মীমাংসাপত্র ও প্রতিলিপি ও তাহার দ্বিতীয় লিপি কিম্বা তাহা হইতে গৃহীত কথা, এই সকল ভিন্ন এই আইনের ১ তকনীর উল্লিখিত নিদর্শনপত্র হইলে, যে পক্ষ তাহা লেখেন কি সম্পাদন করেন তিনি দিবেন ।

দ্বিতীয় । বিমাপত্র হইলে যে পক্ষের ক্ষতিপূরণের নিয়ম হয়, তিনি দিবেন ।

তৃতীয় । নিরূপণপত্র হইলে, ঘননিরূপক তাহা দিবেন ।

চতুর্থ । হস্তান্তর করণপত্র কি বন্ধকপত্র কি পাট্টা হইলে, দাতা কি বন্ধকদাতা কিম্বা পাট্টাদার দিবেন ।

পঞ্চম । কবুলিয়ার হইলে পাট্টাদাতা দিবেন ।

ষষ্ঠ । বিভাগপত্র হইলে, তল্লিখিত সম্পত্তিতে যাঁহাদের যে অংশ থাকে তাঁহারা আপন আপন অংশানুসারে দিবেন ।

সপ্তম । বিনিময়পত্র হইলে, যদি বিনিময়ের সমতাহেতুক টাকা ও দেওয়া যায়, তবে যে ব্যক্তি ঐ টাকা দেন তিনি ইক্যাম্পের মূল্য দিবেন ।

বিল অফ এক্সচেঞ্জের উপর ইক্যাম্পের কথা ।

৭ ধারা । এই আইনেতে বিল অফ এক্সচেঞ্জের উপর যে মামুল ধার্য্য হইয়াছে তাহা (ক) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে লিখিত হইয়া যে বিলের টাকা সেই দেশের মধ্যে আদেয় হয়, (খ) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে লিখিত হইয়া যে বিলের টাকা ঐ দেশের বাহিরে আদেয় হয় ও (গ) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে লিখিত হইয়া তন্মধ্যে যে বিল স্বাকৃত হয় কিম্বা যে বিলের টাকা দেওয়া যায় কিম্বা যে বিলের পৃষ্ঠলিপি করা যায় কিম্বা যে বিল হস্তান্তর করা যায় কি প্রকারান্তরে বাহার ক্রয়বিক্রয়াদি হয় সেই সকল বিলের ঐ মামুল লওয়া যাইবে ।

পঞ্জাবের ... { ইক্যাম্পের সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেব
রেজিস্ট্রী করণ কার্য্যের ইনস্পেক্টর জেনেরল সাহেব
আদালতের ... { ঐ
পোলিটিকাল রেসিডেন্ট সাহেব

১৮৭৬। ১ সেপ্টেম্বরের ২৬২৩ নং বিজ্ঞাপন (ঐ ১৬৫ পৃষ্ঠা)।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে যে বিল করা যায়
তাহার কথা।

৮ ধারা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি
ঋণদানপত্র করা যায় যদি তাহাতে এই আইনের নির্দ্ধারিত ইন্স্টাম্প না থাকে,
তবে এই আইনমতে ঐ ঐ পত্রের যত মান্সুল লাগে পত্রধারী তাহা স্বীকার করা-
ইবার কিম্বা টাকা আদায় করিবার জন্যে উপস্থিত করণের কিম্বা পৃষ্ঠলিপি কর-
ণের কি তাহা হস্তান্তর কিম্বা বিক্রয়াদি করণের পূর্বে সেই মান্সুলের চিহ্নচক
উপযুক্ত এক কি অধিক আর্টাল ইন্স্টাম্প বসাইবেন।

যে পত্রধারা সূদের নিয়ম করা যায় তাহার কথা।

৯ ধারা। কোন নিদর্শনপত্রের নিয়মের মধ্যে যদি সূদ দিবার স্পষ্ট বিধান
থাকে তবে তাহাতে সূদের উল্লেখ না হইলে যত মান্সুল লাগিত সূদের নিয়ম
হইলেও তদধিক লাগিবে না।

ভিন্নদেশীয় মুদ্রা উল্লেখ করিয়া মূল্য ব্যক্ত হইলে তাহার কথা।

১০ ধারা। এই আইনমতে যে নিদর্শনপত্রের ইন্স্টাম্প লাগে তাহার যে মূল্য
প্রকাশ কিম্বা যে টাকার নিয়ম করা গেল, যদি তাহা পৌণ্ডস্টরলিং কিম্বা কেরেন্সী
পৌণ্ড কিম্বা ক্লার্ক কিম্বা ডলর এই২ মুদ্রার উল্লেখে ব্যক্ত হয়, তবে এই আইনের
কার্যার্থে ঐ মূল্যাদি মিমলিখিত হারানুসারে ধরিতে হইবে, যথা,—

এক পৌণ্ডস্টরলিং কিম্বা কেরেন্সী পৌণ্ড দশ টাকার তুল্য।

এক শত ক্লার্ক চল্লিশ টাকার তুল্য।

মেক্সিকো কিম্বা চীনদেশীয় এক ডলর দুই টাকা চারি আনার তুল্য।

মরিচের এক ডলর দুই টাকার তুল্য।

যে বিষয়ের লিপি হয় তাহার মূল্য নির্দ্ধারিত না হইলে, বিবেচনামতে
ইন্স্টাম্প বসাইবার কথা।

১১ ধারা। এই আইনমতে মূল্যানুসারে যে নিবন্ধপত্রের কি বন্ধকীপত্রের কি
নিরূপণপত্রের ইন্স্টাম্প লাগে ও বর্ত্ত ধারামতে যাহা উল্লিখিত কি ব্যক্ত হইয়াছে,
সেই পত্র যে টাকার কি বিষয়ের হয় যদি তাহার মূল্য নিশ্চিত করা যাইতে না পারে,
তবে সেই ধারামতে যে পত্রের ঐ ইন্স্টাম্প দেওয়া কর্তব্য ঐ লিপিতে কত টাকার
ইন্স্টাম্প উপযুক্ত বলিয়া বসান যাইবে তিনিই তাহা নিরূপণ করিতে পারিবেন।

কিন্তু সেই নামধের অন্য নিদর্শনপত্রে মূল্য কি টাকা ব্যক্ত থাকিলে অত্যধিক
যত টাকার কি যে মূল্যের নিমিত্তে উক্ত বিবেচনামতে ইন্স্টাম্প যথোপযুক্ত হয়, ঐ
ব্যক্তি উক্ত পত্রের দ্বারা তদধিক আদায় করিতে পারিবেন না।

বার্ষিক বৃত্তি দিবার নিবন্ধ পত্রাদির কথা।

১২ ধারা। অনির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত বার্ষিক বৃত্তি কিম্বা অন্য টাকা নিরূপিত সময়ে২ দিবার প্রতিভূস্বরূপ যে নিবন্ধপত্র কি ঋণদানপত্র কি বন্ধকীপত্র করা যায় এই আইনের কার্যার্থে এক বৎসরের দাতব্য উক্ত টাকার দশগুণ যত হয় উক্ত পত্র দ্বারা সর্বশুদ্ধ তত টাকার নিয়ম হইল জ্ঞান হইবে।

সম্পত্তির মূল্য বার্ষিক বৃত্তিস্বরূপ হইলে তাহার কথা।

অনির্দিষ্ট কালের নিমিত্ত যে বার্ষিক বৃত্তি কি অন্য টাকা নিরূপিত সময়ে২ দাতব্য হয়, তাহা হস্তান্তরকরণপত্রের উল্লিখিত মূল্যস্বরূপ ব্যক্ত হইলে এই আইনের কার্যার্থে ঐ মূল্য এক বৎসরের দাতব্য ঐ টাকার দশ গুণের তুল্য ধরিতে হইবে।

একি ব্যাপারের ভিন্ন২ প্রকারের লিপির ব্যবহার হইলে তাহার কথা।

১৩ ধারা। কোন ব্যাপার সমাধা করণার্থে যদি দুই কি তদধিক প্রকারের নিদর্শনপত্রের প্রয়োজন হয়, ও তন্মধ্যে বন্ধকীপত্র কি হস্তান্তরকরণপত্র কি নিরূপণপত্র কি পাড়া করা প্রয়োজন, তবে উক্ত ব্যাপারে সম্পাদিত বন্ধকীপত্র কি নিরূপণপত্র কি হস্তান্তরকরণপত্র কি পাড়া ইহার মধ্যে যেটি মুখ্য তাহার উপর এই আইনমত উপযুক্ত ইফ্যাম্প লাগিবে। অন্য প্রত্যেক পত্রের উপর ১ টাকার ইফ্যাম্প লাগিবে।

অনেক নিদর্শনপত্র থাকিলে এই ধারার কার্যের নিমিত্তে কোনটি প্রধান জ্ঞান হইবে, যাঁহারদের সংস্রব থাকে তাঁহারা এই কথা নিরূপণ করিবেন। কিন্তু এই আইনক্রমে উক্ত সকল লিপির ভিন্ন২ মূল্যের ইফ্যাম্প থাকিলে যাহার উপর অধিক লাগে তাহা প্রধান জ্ঞান হইবে।

কোন লিপি ৩ ধারার অবধারিত দুই কি তদধিক অর্থের মধ্যে ধরিতে পারিলে তাহার কথা।

১৪ ধারা। কোন নিদর্শনপত্র তিন ধারার নির্দ্ধারিত অর্থক্রমে দুই কি তদধিক নামের পত্রের মধ্যে ধরা বাইতে পারে, এমতে লেখা গেলে, সেই২ নাম যে যে নিদর্শনপত্রের হয় এই আইনমতে তাহার ভিন্ন মূল্যের ইফ্যাম্প বাধ্য হইলে যাহার ইফ্যাম্প অধিক ঐ নিদর্শনপত্রে সে ইফ্যাম্প লাগিবে।

কিন্তু যদি দুই কি তদধিক বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন মূল্য লইয়া একি লিপির মধ্যস্থতায় সেই২ বিষয় বিক্রয়ক্রমে হস্তান্তর করা যায় কি তাহার পাড়া দেওয়া যায় কি তাহা দান করা কি বন্ধক দেওয়া যায়,

অথবা এক বিষয় বিক্রয়ক্রমে হস্তান্তর করা কি তাহার পাড়া দেওয়া কি তাহা দান করা যায় ও অন্য বিষয় বন্ধক রাখা যায়,

তবে এই আইনমতে ঐ হস্তান্তরকরণপত্রের ও পাটার ও দানপত্রের ও বন্ধকী-পত্রের যত ইন্সাম্প লাগে উক্ত পত্রের উপর মোটে সেই সকল ইন্সাম্প লাগিবে।

যে যে লিপির উপর ইন্সাম্প লাগিবে না তাহার কথা।

১৫ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে নিম্নলিখিত নিদর্শনপত্রের ইন্সাম্প লাগিবে না যথা,—

১। গবর্ণমেন্টের মালগুজারি ভূমির কিসা [মাল্দ্রাজ ও বোম্বাই দেশে] ইনাম জমীর কৃষককে খাজনার যে রসীদ কি নিষ্কৃতিপত্র দেওয়া যায় তাহা।

২। কোন ব্যাঙ্কে কি বণিকের হস্তে কিম্বা যে ব্যক্তি বণিকের ন্যায় কর্ম করেন তাহার হস্তে যে টাকা কিম্বা টাকার যে প্রতিভূপত্র গচ্ছিত করা যায় ও বাহার হিসাব পাইবার অপেক্ষা থাকে ঐ টাকা প্রভূতির যে রসীদ দেওয়া যায় তাহা।

কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই টাকা প্রভূতির হিসাব বাহাকে দিতে হইবে, তন্নিম্ন অন্য ব্যক্তি হইতে কিম্বা অন্যের স্থানে তাহা পাইবার কোন কথা ব্যক্ত না হয়।

আরো প্রয়োজন যে কোন কোম্পানির কি বণিকসমবায়ের কিম্বা প্রস্তাবিত কি অনুভাবিত কোম্পানির কি বণিকসমবায়ের কোন শ্যার নিরূপণপত্রের নিমিত্তে কি তাহার উপর কিম্বা কূপ কি শ্যার সম্পর্কে টাকা দিবার আদেশ হইলে, তৎসম্বন্ধে যে টাকা দেওয়া যায় কি গচ্ছিত করা যায় তাহার রসীদের কি স্বাকার পত্রের প্রতি এই বর্জনীয় বিধি বর্তে না।

৩। যে তারিখে কোন প্রকারের লিপি করা যায় ত্রিটনীয় ভারতবর্ষে ইন্সাম্প বিবয়ক যে আইন তৎকালে প্রচলিত হয় তদনুসারে সেই লিপির উপযুক্ত ইন্সাম্প থাকিলে তন্মধ্যে মূল্যের যে কথা নির্দিষ্ট হইরাছে তৎপ্রাপ্তির কিম্বা তল্লিখিত মূল্য টাকা কি মূল্য কি বার্ষিক বৃত্তি প্রাপ্তির যে রসীদ কি নিষ্কৃতিপত্র তৎপূর্বে কি তন্মধ্যে লেখা যায় তাহা।

৪। ক্রয়বিক্রয় পত্রের ও সামুদ্রিক বিমা পত্রের ও অগ্নিজন্ম কতি নিবারণার্থ বিমাপত্রের পৃষ্ঠলিপিদ্বারা যে হস্তান্তরকরণপত্র করা যায় তাহা।

৫। বিল অফ এক্সচেঞ্জের সহিত বন্ধক রাখিবারপত্র।

৬। ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট সিকিউরিটীর হস্তান্তরকরণ পত্র।

৭। গবর্ণমেন্টের নিকটে বেতনবিশিষ্ট কোন পদের কর্ম উপযুক্তমতে সম্পাদন করিবার যে নিবন্ধপত্র করা যায় তাহা।

৮। দ্রব্য কি বণিকদ্রব্য বিক্রয় করিবার কিম্বা বিক্রয়করণসংক্রান্ত যে সংবাদ করা যায় সেই সংবাদপত্র কি তন্মধ্যম্পত্র।

৯। চাষিকে যে পাউা দেওয়া যায় তজ্জন্য কোন পারিতোষিক কি মেলায়ী না দেওয়া গেলে সেই পাউা।

১০ তদ্রূপ পাউার কবুলিয়ৎ।

১১। চাষী ভূমির যে ভ্যাগপত্র ভূমাধিকারিকে লিখিয়া দেয় তাহা।

১২। কোন ব্যক্তি পেশমান কিম্বা উপকারার্থ দান আদায় করিতে পারেন কেবল এই কারণে যে আফিডেবিট করা যায় তাহা। *

১৩। আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের স্বীয় পদোপলক্ষে কোন পত্রের যে প্রতিলিপি করিতে কি দিতে হয় তাহা।

১৪। মূলপত্র যাহার হস্তে থাকে কেবল তাঁহার নিজ কর্ম্মের নিমিত্তে কিম্বা তাঁহার কোম্পেন্সের কি টর্নির কি উদ্বীলের ব্যবহারের নিমিত্তে যে প্রতিলিপি করা যায় তাহা।

১৫। গবর্ণমেন্টের দ্বারা কি তৎপক্ষে যে রসীদ কি অন্য নিদর্শনপত্র করা যায় এই ধারামতে অব্যাহতি না পাইলে যদি ঐ রসীদেব ইক্যাম্পের মূল্য গবর্ণমেন্টের দিতে হইত, তবে সেই রসীদ প্রভৃতি।

১৬। বিমাপত্র দিবার আবরকপত্র কি অঙ্গীকার পত্র।

কিন্তু এই আইনেতে ঐ বিমাপত্রের যে ইক্যাম্প নির্দিষ্ট হইয়াছে যদি সেই আবরক কি অঙ্গীকারপত্রে ঐ ইক্যাম্প না থাকে, তবে তদ্বারা টাকা আদায় হইতে পারিবে না, ও যে বিমাপত্রের উল্লেখ হইয়াছে তাহা ঐ পত্র দ্বারা পাওয়া যাইতে পারিবে তন্নিম্ন তাহার অন্য কার্য্য দর্শিবে না।

ইক্যাম্পের মাসুল হান করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা। এই আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসীলে যে যে নিদর্শনপত্রের উল্লেখ হইয়াছে মন্ত্রিসভারস্থিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনেরল সাহেব সময়ে সময়ে ইণ্ডিয়া গেজেটে আজ্ঞা প্রকাশপূর্বক ত্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানে কিম্বা কোন ভাগে সেই সকল কিম্বা তন্মধ্যে কোন নিদর্শনপত্রের, কিম্বা কোন বিশেষ শ্রেণীগত নিদর্শনপত্রের কিম্বা ঐ শ্রেণীগত কোন কোন নিদর্শনপত্রের কিম্বা ঐ তফসীলের উল্লিখিত যে নিদর্শনপত্র বিশেষ কোন শ্রেণীগত ব্যক্তিদের সম্পাদিত হয় কি তাঁহাদের প্রতি দত্ত হয় কিম্বা ঐ শ্রেণীগত বিশেষ কোন ব্যক্তির সম্পাদিত তৎপ্রতি দত্ত হয়, এই আইনে সেই নিদর্শনপত্রের যত ইক্যাম্প নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহা হান কিম্বা ক্ষমা করিতে পারিবেন,

ও এতৎক্রমে যে ক্ষমতাদত্ত হইয়াছে তাহা যত দূর ব্যাপ্ত হয় ততদূর তিনি উক্ত আজ্ঞা রহিত কিম্বা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

* ১৮৭০ সালের জুন মাসের ১০নং বোর্ডের সরকুলার গবর্ণমেন্ট গেজেটের ১১১৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ঐ রহিত কিপারিবর্তন হওয়ার কথা ইতিয়া গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে। *

আদালতের ব্যবহার্য ইন্সট্যাম্প বর্জিত হওয়ার কথা।

১৭ ধারা। মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যে যে ইন্সট্যাম্প ব্যবহার্য হয় তদ্বিবয়ের ঠা কোন আইনমতে যে ইন্সট্যাম্পের মাসুল লাগে, এই অধ্যায়ের কিম্বা এই আইনের কোন তফসীলের কোন কথার দ্বারা তাহার বৈলক্ষ্য হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

* ১৮৭৪ সালের ১৬ আইন দ্বারা রদ।

ঐ জীযুত গবরনর জেনরল ১৮৬৯ সালের ১৮ আইনের ১৬ ধারার ক্ষমতানুসারে যে যে দলীলের ইন্সট্যাম্প হইতে ক্ষম্য করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

চরমপত্র ও স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন অন্য সম্পত্তির যৌতুকপত্র। ১৮৭০। ২৪ জানুয়ারির ৭০৭ নং বিজ্ঞাপন। গবর্ণমেন্ট গেজেটের ৬৯ পৃষ্ঠা।

আকীম উৎপাদক প্রদেশে রায়তদের সঙ্গে পোল্টা চাব করিবার যে নিয়মপত্র। ১৮৭০। ১৭ ফেব্রুয়ারির ১২২৮ নং ঐ ঐ ২১৮ পৃ।

চট্টগ্রাম পাক্ষতীয় দেশে সম্পাদিত নিদর্শন পত্র। ১৮৭২। ২৫ অক্টোবরের ৩৭৬৪ নং ঐ ঐ ১৭৫২ পৃ।

১৮৫১। ৮। ২৫৯ ধারামতে স্থাবর সম্পত্তির খরিদদারকে নিলাম খরিদকরার যে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। ১৮৭০। ২৪ অক্টোবরের ৩৯০৬ নং ঐ ঐ ৩১৯ পৃ।

অবৈতনিক হাস্পাতালের কি দাতব্য ঔষধালয়ের ব্যয় পোষণার্থে লোকেরা টাকা করিয়া মাসে ২ এত টাকার কম দিবেন না এই মর্মে প্রতিজ্ঞা করিয়া যে নিবন্ধ পত্র লিখিয়া দেন। ১৮৭৪ সালের ১৬ জানুয়ারির ৩৮২ নং ঐ ঐ ২৩ পৃ।

এদেশীয় কোন ব্যক্তি ব্রিটনীয় বর্ম্ম দেশের প্রধান কমিশনার সাহেবের অধীনে উক্ত দেশে গিয়া কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত উক্ত প্রধান কমিশনার সাহেবের প্রতিনিধি কর্ম্মকারি স্টেট এমিগ্রেশন স্পেরিটেগেট সাহেবের কিম্বা গবর্ণমেন্টের অন্য কর্ম্মচারকের সঙ্গে যে চুক্তিপত্র করে। ১৮৭৪। ২৩ জানুয়ারির ৫৯৯ নং ঐ ঐ ৩১ পৃ।

সনন্দ অপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিরা কিম্বা সিপাহীরা বেতন কি পেনশন বা স্বত্তি পাইবার যে রসদ দেন কিম্বা উপরোক্ত কোন এক সেনাদলের কি সিপাহীর বেতনের বা স্বত্তির টাকা হইতে তাহা পরিবারের কোন ব্যক্তিকে টাকা দিবার সার্টিফিকেট থাকিলে সেই টাকা পাইবার সার্টিফিকেটধারী যে রসদ দেন। ১৮৭৪। ১৩ ফেব্রুয়ারির ১১০১ নং ঐ ঐ ৪৯ পৃ।

১৮৭৪। ৪ জুনের অতিরিক্ত ইতিয়া গেজেটে যে স্বর্ণ গ্রহণের বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইয়াছে তাহার কোন অংশ দিবার প্রস্তাব পত্র ১৮৭৪। ৫ জুনের ৩৫৮১ নং ঐ ঐ ১৪৪ পৃ।

কোন দলীলক্রমে স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তি।—

(ক) বিক্রয় করিয়া, কিম্বা (খ) পাঠা করিয়া, কিম্বা (গ) যে স্থলে ভ্রব্যের বিনি-

তৃতীয় অধ্যায়।

যে লিপিতে ইষ্টাম্প না দেওয়া যায় কিম্বা অনুপযুক্ত ইষ্টাম্প
দেওয়া যায় তদ্বিবরক বিধি।

যে লিপিতে উপযুক্ত ইষ্টাম্প না দেওয়া যায়, তাহা প্রমাণে অগ্রাহ্য
হওয়ার কথা।

১৮ ধারা। (ক) কোন নিদর্শনপত্র সম্পাদন কালে ত্রিটনীয় ভারতবর্ষে যে
আইন চলন আছে তদনুসারে ঐ পত্রের উপর ইষ্টাম্পের যত মাসুল নির্দ্ধার্য হয়
তাহার অনূন মূল্যের ইষ্টাম্প না থাকিলে,

কোন আদালত, অথবা আইনক্রমে কিম্বা বাদি প্রতিবাদির সম্মতিক্রমে

ময় ইইয়া মূল্য সমান করনার্থে গবর্ণমেণ্ট হইতে টাকা দেওয়া যায় সেই স্থলে
অন্য বিষয়ের বিনিময়ে ভারতবর্ষের পক্ষে মত্বিনভাষিত জীযুত স্টেটসেক্রেটারী
সাছেবের প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া গেলে ১৮৭৪। ৯ অক্টোবরের ৬০৪৬ নং
বিজ্ঞাপন। ঐ ২৫৮ পৃ।

ভারতবর্ষীয় যুদ্ধ সম্পর্কীয় আইন মতে সৈন্যদের নাম লেখাইবার নিয়ম স্বরূপ
যে আফিডেবিট করা যায়। ১৮৭৪। ৩১ ডিসেম্বরের ৭৫১৬ নং ঐ। ১৮৭৫ সালের
গবর্ণমেণ্ট গেজেটের ৯ পৃ।—

দ্বী সশস্ত্র শওন পত্রে যে ১— টাকা ইষ্টাম্প ১৮৭৪। ২ এপ্রিলের ২২০১ নং
বিজ্ঞাপনের দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছিল তাহা রহিত করিলেন। ১৮৭৫। ১৫
জানুয়ারির ১৮৮ নং ঐ। ঐ ১৯ পৃ।—

বানারস ও পাটনার আফিমের এজেন্টের সীমার মধ্যে পোস্তার চাষ করিবার
দানন লইলে নস্বরদার বা খাতাদারদের জামিনের খতে। ১৮৭৫। ২২ জানুয়ারির
৫০৩ নং ঐ। ঐ ২৩ পৃষ্ঠা।

ঋণ দিবার প্রস্তাব পত্রের উপর যে ইষ্টাম্প মাসুল লাগিতে পারে ১৮৭৫
সালের যে মাসের ১৩ তারিখের ইণ্ডিয়াগেজেটে যে ঋণ গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়
প্রকাশ হইল সেই ঋণের কোন অংশ দিবার প্রস্তাব পত্রের। ১৮৭৫। ২০ মের
৯৫২ নং ঐ। ঐ ১১৯ পৃ।—

গবর্ণমেণ্টের বেতন ভোগী কর্মচারি ও তৎপদের কর্ম নির্বাহকারি প্রতিভূ কর্তৃক
যে দলীল সম্পাদন করা যায়। ১৮৭৩। ২২ মের ৩৯১ নং ও ১৮৭৫। ২৩ জুলায়ের
২২৮০ নং বিজ্ঞাপন রহিত হইল। ১৮৭৬। ১৭ জুলায়ের ১৪৮৩ নং ঐ। ঐ ১২৭ পৃ।

সাক্ষ্য গ্রহণ করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন ব্যক্তি অধিকার কি নিবন্ধ, কিম্বা সৃষ্টি কি মতান্তর কি হস্তান্তর কি লোপ করণের ভাবান্বিত পত্র স্বরূপ,

কিম্বা কোন দেওয়ানী মোকদ্দমায় প্রমাণ স্বরূপ সেই লিপি গ্রাহ্য করিবেন না।

ও সেই আদালতে কিম্বা পূর্বোক্ত ব্যক্তি কি রাজকীয় কোন কার্যাকারক কর্তৃক তদনুযায়ী কার্য করা যাইবে না,

ও নিদর্শনপত্র রেজিষ্টর করিবার কোন আইনানুসারে কিম্বা রাজকীয় কোন কার্যালয়ে যে কর্মকারক কার্য করেন তৎকর্তৃক তাহা রেজিষ্টর করা যাইবে না,

ও রাজকীয় কোন কার্যাকারক কর্তৃক সত্যাকৃত হইবে না,

কৌজদারী মোকদ্দমায় গ্রাহ্য হওয়ার কথা।

(খ) যে লিপির উপর ইফ্টাম্পের মান্সুল লাগে, আইনমতে তাহাতে যত

যে সমুদয় দলীল সম্বন্ধে ইফ্টাম্প কম করিয়াছেন তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

যে প্রকারের দলীল।

যত টাকার ইফ্টাম্প।

১। যে দলীলে ৮ টাকার কম মূল্যের ইফ্টাম্প লাগে, সেই দলীল দ্বারা কোন দাওয়া দৃঢ় করা গেলে তাহার নিকৃতি পত্র।

ঐ দলীলে যত টাকার ইফ্টাম্প লাগে নিকৃতি পত্রের ও তত লাগিবে।

২। যে দলীলে ইফ্টাম্পের মান্সুল লাগে প্রথম দলীলদ্বারা সম্পত্তির উপর দাওয়া দৃঢ় করা না গেলে, কিন্তু সেই সম্পত্তির উপর কোন দাওয়া সম্পর্কীয় লাদাবি পত্র ঐ সম্পত্তীর মূল্য ব্যক্ত হইলে ও তাহা ৭০০ টাকার অধিক না হইলে ঐ লাদাবি পত্র

লাদাবি পত্রে সম্পত্তির যে মূল্য ব্যক্ত হইয়াছে ঐ সম্পত্তি হস্তান্তর করণপত্রের নির্দিষ্ট মূল্য তত্বূলা হইলে ঐ হস্তান্তরকরণ পত্রের যত ইফ্টাম্প লাগে ঐ লাদাবি পত্রেরও তত লাগিবে।

৩। * * * * *

১৮৭৪। ২ এপ্রেল তারিখের ২২০১ নং বিজ্ঞাপন। গবর্ণমেন্ট গেজেটের ৯৫ পৃ।

২। স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়ের কার্য সমান করণার্থে টাকা না দেওয়া গেলে ও দিবার কোন নিয়ম না থাকিলে সেই বিনিময় পত্রের উপর উক্ত আইনমতে যে মান্সুল লওয়া যাইতে পারে তাহা কমাইরা ৪ টাকা মাত্র ধরা যাইবে। ১৮৭৪। ৩০ সেপ্টেম্বরের ৫৯৩৪ নং ঐ ২৪১ পৃ।

৩। স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ১৫০০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ১ তফসীল মতে ঐ স্থাবর সম্পত্তির সমান মূল্যের বিনিময়ের টাকা যে হস্তান্তরকরণপত্রে লেখা যায় সেই পত্রের যত টাকা ইফ্টাম্প লাগে ঐ স্থাবর সম্পত্তির দান পত্রের উপর তত টাকার ইফ্টাম্প লাগিবে। ১৮৭৫। ১৬ এপ্রেলের ১৭৯ নং ঐ ৮৯ পৃ।

৪। মূল দলীলে যত ইফ্টাম্প লাগে তাহার অনুলিপিভে (কবুলিয়তে) তাহার অধিক লাগিবে না। ১৮৭৫। ২৩ জুলাইর ২২৫৫ নং ঐ ১৫৯ পৃ।

মাঙ্গুল মুদ্রিত করা কি বসান প্রয়োজন তাহা না দেওয়া গেলেও, কোজদারী মোকদ্দমার কার্যবিধানের আইনের ২২ অধ্যায়মতে মোকদ্দমাচর্চিত যে কার্য্য হয় তন্নিম্ন, কোজদারী কোন মোকদ্দমার সেই লিপি প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য।

ভিন্ন দেশীয় যে বিলে ইফ্যাম্প বসান যায় নাই কি ইফ্যাম্প অকর্ম্মণ্য করা না যায় তাহার কথা।

১৯ ধারা। এই আইনের ৮ ধারামতে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কিম্বা স্বগদানপত্রে আর্টাল ইফ্যাম্প বসান প্রয়োজন কোন ব্যক্তি টাকার পরিশোধে কিম্বা প্রতিভূস্বরূপে কিম্বা ক্রয়করণক্রমে কি প্রকাস্তরে তাহা গ্রহণ করিলে, যে সময়ে লন যদি সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত ইফ্যাম্প বসান না থাকে, ও তাহা এই আইনের আদেশমতে অকর্ম্মণ্য না করা যায়, তবে ২৬ ধারার উল্লিখিত বিধান অবলম্বন করিয়া তিনি সেই বিল কি পত্রদ্বারা টাকা পাইতে পারিবেন না, ও তাহা কোন কর্ম্মেই চালাইতে পারিবেন না।

যে লিপিতে ইফ্যাম্প দেওয়া যায় নাই কিম্বা ন্যূন মূল্যের ইফ্যাম্প দেওয়া গেল, তদ্বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতার কথা।

২০ ধারা। যে লিপিতে ইফ্যাম্পের মাঙ্গুল লাগে, এমত লিপির সম্পাদন সময়ে ব্রিটনির ভারতবর্ষের প্রচলিত আইনেতে তাহার যত মূল্যের ইফ্যাম্প অব-
ধার্য্য হয় তত মূল্যের ইফ্যাম্প কাগজে লিখিত না হইয়া কোন দেওয়ানী আদা-
লতে উপস্থিত করা গেলে, উপযুক্ত ইফ্যাম্পের মূল্য এড়াইবার অভিপ্রায়ে সেই ত্রুটি হয় নাই যদি আদালত ইহা ক্ষদ্বোধমতে জ্ঞাত হয়, তবে সেই ইফ্যাম্পের
মূল্য দেওয়া গেলে, অথবা ঐ লিপি ন্যূন মূল্যের ইফ্যাম্প কাগজে লেখা থাকিলে,
তৎপূরণার্থ অবশিষ্ট টাকা দেওয়া গেলে এবং

দণ্ডস্বরূপ নিম্নলিখিত টাকা দেওয়া গেলে, অর্থাৎ

দণ্ডের কথা।

ঐ লিপি সম্পাদন হইবার তারিখ অবধি এক বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করা
গেলে উপযুক্ত ইফ্যাম্পের কিম্বা তাহার অবশিষ্টাংশের পঞ্চ গুণ ও সেই তারিখ
অবধি এক বৎসরের পর উপস্থিত করা গেলে বিশগুণ টাকা দিলে,
আদালত ঐ লিপির পৃষ্ঠে, উপযুক্ত ইফ্যাম্পের মাঙ্গুল আদার হইয়াছে, এই
কথা সংশিতরূপে লিখিবেন।

কিন্তু তদ্রূপ দণ্ড এক সহস্র টাকার অধিক হইবে না।

ঐ লিপির উপর ইফ্যাম্পের বত মাঙ্গুল আদায় করা কর্তব্য এই বিষয়ে ঐ
সংশিতপত্র সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে, এবং সেই লিপি প্রথমেই উপযুক্ত মূল্যের
ইফ্যাম্প কাগজে লিখিত হওয়ার ন্যায় প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

দেওয়ানী আদালত যে টাকা ও অর্থদণ্ড গ্রহণ করেন তাহার রেজিস্ট্রীর কথা।

২১ ধারা। (ক) উক্ত প্রকারে যে সকল টাকা দেওয়া যায় আদালতে তাহা লিখিবার এক খান বহীতে সেই টাকা জমা করা যাইবে, এবং যে লিপির উপলক্ষে দেওয়া যায় তাহার পৃষ্ঠেও লেখা যাইবে ও বিচারপতি সেই পৃষ্ঠলিপিতে স্বাক্ষর করিবেন।

কালেক্টর সাহেবের নিকট রিটার্নের কথা।

(খ) আদালত তদ্রূপ যত টাকা পান প্রতি মাসের শেষে কালেক্টর সাহেবের নিকটে তাহার রিটার্ন পাঠাইবেন। অর্থাৎ দণ্ডস্বরূপ ও মান্ডুলস্বরূপ যত টাকা আদায় হইয়াছে ও মোকদ্দমার নম্বর ও নাম, ও যে ব্যক্তির স্থানে টাকা পাওয়া গেল, তাহার নাম, ও যে তারিখে পাওয়া গেল ও লিপি যে প্রকারের হয়, এই সকল কথা বিশেষ করিয়া লিখিবেন।

কালেক্টর সাহেবকে টাকা দিবার কথা।

(গ) আদালত তদ্রূপে যে সকল টাকা পান তাহা কালেক্টর সাহেবকে কিম্বা তিনি তাহা লইবার জন্যে সময়ে২ বাহাকে নিযুক্ত করেন তাহাকে দিবেন

যে লিপিতে ইষ্টাম্প না দেওয়া যায় দেওয়ানী কি কোর্জদারী আদালত কর্তৃক তাহা ধৃত হইবার কথা।

২২ ধারা। দেওয়ানী কি কোর্জদারী আদালতে যে লিপি অর্পিত কি প্রদর্শিত হয়, সেই লিপি সম্পাদন কালে ব্রিটনীর ভারতবর্ষে যে আইন প্রচলিত ছিল, তাহাতে সেই লিপির ইষ্টাম্পের যত মান্ডুল অবধারিত হইয়াছে তাহা এড়াইবার অভিপ্রায়ে সেই লিপি ইষ্টাম্প ভিন্ন কিম্বা নূন মূল্যের ইষ্টাম্প কাগজে লেখা গেল, আদালত এইরূপ বোধ করিলে সেই লিপি ধৃত করিয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইবেন, ও কালেক্টর সাহেব অপরাধির নামে অভিযোগ করিবেন।

যে লিপিতে ইষ্টাম্প না দেওয়া যায় রাজকীয় কার্যালয়ে তাহা ধৃত করিবার কথা।

২৩ ধারা। যদি কোন লিপি কোন রেজিস্ট্রী কার্যকারকের সম্মুখে কিম্বা দেওয়ানী কি কোর্জদারী আদালতভিন্ন কোন রাজকীয় কার্যালয়ে উপস্থিত করা যায়, এবং ঐ লিপি সম্পাদন কালে ব্রিটনীর ভারতবর্ষে যে আইন প্রচলিত ছিল সেই আইনমতে ঐ লিপির ইষ্টাম্প লাগিতে পারে কিন্তু ঐ আইনেতে তাহার নিমিত্ত যত মূল্যের ইষ্টাম্প নির্দ্ধারিত হইয়াছে তত মূল্যের কিম্বা তদধিক মূল্যের ইষ্টাম্প দেওয়া যায় নাই ঐ রেজিস্ট্রী কার্যকারক কিম্বা ঐ কার্যালয়ের প্রধান কর্মকারক যদি ইহা দেখিতে পান, তবে তিনি ঐ লিপি ধৃত করিয়া তৎক্ষণাৎ কালেক্টর সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

ইফ্ট্যাম্পভিন্ন কিম্বা নূন মূল্যের ইফ্ট্যাম্প করা লিপি বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের ক্ষমতার ও তৎকর্তৃক নালিশ হইবার কথা।

২৪ ধারা। (ক) কোন লিপিতে কত মূল্যের ইফ্ট্যাম্প লাগিবে ৩৯ ধারামতে ইহা নির্ণয় করণাভিপ্রায়ভিন্ন কোন লিপি উক্ত প্রকারে কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত করা গেলে কিম্বা ২৩ ধারামতে তাঁহার নিকট পাঠান গেলে, দেওয়ানী আদালতের প্রতি ২০ ধারার বিধানক্রমে যে ২ ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে কালেক্টর সাহেব সেই ক্ষমতানুসারে সেই ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন অথবা উপযুক্ত মূল্যের ইফ্ট্যাম্পের মাসুল এড়াইবার অভিপ্রায়ে সেই লিপি ইফ্ট্যাম্পভিন্ন কিম্বা নূন মূল্যের ইফ্ট্যাম্প কাগজে লেখা গেল, তাঁহার এমত বোধ হইলে যত ব্যক্তি ঐ লিপি সম্পাদন করিয়াছেন কালেক্টর সাহেব তাঁহাদের সকলের কিম্বা তন্মধ্যে যত জনকে যোগ্য বোধ করেন তাঁহাদের নামে অভিযোগ করিবেন।

পরন্তু ঐ লিপি সম্পাদন কালে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে যে আইন প্রচলিত ছিল সেই আইনমতে ঐ লিপিতে উপযুক্ত ইফ্ট্যাম্প দেওয়া গিয়াছে, কিম্বা তাহাতে ইফ্ট্যাম্প লাগিবে না ইহা যদি দেখিতে পান, তবে তাহাতে উপযুক্ত ইফ্ট্যাম্প দেওয়া গিয়াছে কিম্বা বিষয় বিশেষে ইফ্ট্যাম্প লাগে না ঐ লিপির পৃষ্ঠে এই মর্ম্মের সংশিত কথা লিখিয়া যে রেজিষ্টরী কিম্বা রাজকীয় অথবা যে কার্য্যকারক তাহা পাঠাইলেন তাঁহার নিকট কিম্বা যে ব্যক্তি কর্তৃক উপস্থিত করা গেল তাঁহাকে তাহা ফিরিয়া দিবেন। ও চঞ্জিশ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া সেই লিপিতে উপযুক্ত ইফ্ট্যাম্প দেওয়া গিয়াছে কিম্বা বিষয় বিশেষে তাহাতে ইফ্ট্যাম্প লাগে না এমত জ্ঞান হইবে।

দণ্ড ক্ষমা করিবার কথা।

(খ) কিন্তু এই ধারার অধীন কোন স্থলে যদি ঐ লিপি সম্পাদন হইবার তারিখের পর এক বৎসরের মধ্যে কালেক্টর সাহেবের নিকট উপস্থিত করা যায়, কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারকের নিকটে আনা গেলে তিনি যদি ২৩ ধারামতে তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকট প্রেরণ করিয়া থাকেন, এবং সেই লিপিতে স্বাক্ষর করিবার কিম্বা তাহা সম্পাদন করিবার পূর্বে তাহাতে উপযুক্ত ইফ্ট্যাম্প দেওয়ার যে ত্রুটি তাহা অকস্মাৎ কিম্বা ভুলক্রমে কি অমনোযোগে কিম্বা অত্যাৱশ্যক কারণে হইয়াছে কালেক্টর সাহেব যদি ইহা হৃদ্বোধমতে জানেন তবে ২০ ধারার নির্দিষ্ট দণ্ড কিম্বা তাহার একাংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

(গ) পরন্তু এই ধারার অধীন কোন স্থলে, বিল অক এক্সচেঞ্জ কিম্বা খণদান পত্রভিন্ন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের রহিত স্থানে সম্পাদিত হওয়ার ভাবাপন্ন লিপি হইলে সেই লিপি তদ্রূপেই সম্পাদিত হইয়াছে এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে পৌঁছিবার তারিখ অবধি তিন মাসের মধ্যে তাঁহার নিকটে উপস্থিত করা গেল যদি

কালেক্টর সাহেব ইহা হৃদয়গ্রস্তুত জানেন তবে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে সম্পাদিত হইলে সেই লিপিতে যত মামুল লাগিত তত মামুল দেওয়া গেলে, তাহার উপর উপযুক্ত ইন্সটাম্পের মামুল আদায় হইয়াছে তিনি এই সংশিত কথা ঐ লিপির পৃষ্ঠে লিখিবেন।

(ঘ) চল্লিশ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া সেই লিপির উপর যত টাকা ইন্সটাম্প আদায় হইতে পারে সেই সংশিত লিপি এই বিষয়ের সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে। এবং সেই লিপি প্রথমেই উপযুক্ত ইন্সটাম্প কাগজে লিখিত হওয়ার ন্যায় গ্রাহ্য হইবে।

যে লিপির উপর দণ্ড আদায় হইয়াছে তাহার সিদ্ধতার কথা।

২৫ ধারা। যদি কালেক্টর সাহেব ২০ ধারা মতে কার্য্য করা বিহিত বোধ করেন তবে দণ্ডের আত্মা করিলে তিনি লিপির পৃষ্ঠে সেই ধারার নির্দিষ্ট সংশিত পত্র লিখিলে পর, কিম্বা সম্পূর্ণ দণ্ড ক্ষমা করিলে লিপির পৃষ্ঠে সেই মর্ম্মের সংশিত পত্র লিখিলে পর, যে রেজিস্টারী কিম্বা রাজকীয় অন্য কার্য্যকারক দ্বারা তাহা প্রেরিত হইয়াছিল কিম্বা যে ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করিয়াছিলেন তাঁহাকে তাহা ফিরিয়া দিবেন।

তাহা হইলে ৪০ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া সেই লিপি প্রথমেই উপযুক্ত মূল্যের ইন্সটাম্প কাগজে সম্পাদিত হওয়ার ন্যায় সিদ্ধ হইবে ও পূর্ব্বাবধি সিদ্ধ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

২২, ২৩, ২৪ কি ২৫ ধারামতে যে লিপি প্রেরণ করা যায় তাহা হারাইবার কথা।

২২, ২৩ কিম্বা ২৪ ধারার কিম্বা এই ধারার পূর্ব্ব ভাগানুসারে যে লিপি পাঠান কি ফিরিয়া পাঠান যায়, তাহা, চালান সময়ে হারাণ গেলে কি নষ্ট হইলে কি তাহার হানি হইলে যে আদালত ও যে কর্ম্মকারক তাহা পাঠাইলেন কি ফিরিয়া পাঠাইলেন তিনি হারাওণের কি নাশের কি হানির দায়ী হইবেন না।

যে লিপিতে এক আনার ইন্সটাম্প লাগে তাহাতে ইন্সটাম্প বসাইবার কথা।

২৬ ধারা। (ক) এই আইনমতে যে বিল অক এক্সচেঞ্জের কি ঋণদানপত্রে কি চ্যাকে কিম্বা বণিকের প্রতি কিম্বা বণিকের সদৃশ কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির প্রতি দাওয়ামাত্র টাকা দিবার যে আদেশপত্রে এক আনার মামুল লাগে, তাহা যদি ইন্সটাম্প ভিন্ন তাঁহার হাতে আইসে, তবে তিনি তাহাতে প্রয়োজন মত আদাল ইন্সটাম্প বসাইয়া এই আইনের আদেশমতে তাহা অকর্ম্ম্য করিতে পারিবেন। তাহা করিলে ঐ মামুল বাহার দেওয়া কর্তব্য ছিল তাঁহার স্থানে আদায় করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ লিপিতে যত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে তাহা হইতে সেই মামুল কাটিয়া লইতে পারিবেন।

(খ) সেই বিলে কি পত্রে কি চ্যাকে কি আদেশপত্রে যে ইক্যাম্প লাগে তৎসম্পর্কে ঐ বিলপ্রভৃতি সিদ্ধ হইবে। কিন্তু ইহাতে ঐ ব্যক্তির কি কুঠীর নিকৃতি হইবে না, ঐ বিল কি ঋণদানপত্র কি চ্যাক কি আদেশ পত্র ইক্যাম্প না দিয়া চালাইবাতে কি দেওয়ার তাহার দণ্ডও হইতে পারিবে।

যে স্থলে রসীদ লইবার প্রয়োজন সেই স্থলে কার্য প্রণালীর কথা।

২৭ ধারা। (ক) বিশ টাকার অধিক ব্যাংকার নিকটে পাওনা থাকে কিম্বা পাওনা বলিয়া দাওয়া হয়, সেই ব্যক্তি কিম্বা তৎপক্ষ কর্মকারক সেই টাকা দিলে পর, এক খণ্ড কাগজ লইয়া তাহাতে এক আনার আটাল ইক্যাম্প বসাইয়া, সেই টাকা ব্যাংকার পাওনা ছিল তাহার স্থানে, কিম্বা যে কর্মকারককে সেই টাকা দেওয়া গেল তাহার স্থানে ঐ কাগজে ঐ টাকার রসীদ এবং ঐ ইক্যাম্পের মূল্য লইতে পারিবেন।

রসীদ দিতে না চাহিলে তাহার কথা।

(খ) ব্যাংকারে সেই টাকা দেওয়া গেল তাহার নিকট চাওয়া গেলে যদি রসীদ না দেন কিম্বা ইক্যাম্পের মূল্য না দেন, তবে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

যে স্থলে পশ্চাৎ ইক্যাম্প করিবার অনুমতি না হইবে তাহার কথা।

২৮ ধারা। এই আইনমতে যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কি ঋণদানপত্রে কিম্বা যে কোন লিপিতে এক আনা মাসুল লাগে তাহা সম্পাদন করা গেলে পর কেবল ৮ ও ২৬ ধারার বিধানমতে ইক্যাম্প বসান কি মুদ্রিত হইতে পারিবে নতুবা নয়। সেই লিপির প্রতি ২০ ও ২৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে না।

তুচ্ছ অধ্যায়।

অপরাধঘটিত দণ্ডের বিধি।

যে কাগজ উপযুক্তমত ইক্যাম্প করা যায় নাই তাহাতে নিদর্শনপত্র করিবার দণ্ডের কথা।

২৯ ধারা। যে বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি ঋণদানপত্রের কি চ্যাকের কিম্বা তদ্রূপ অন্য যে লিপির উপর এই আইনমতে মাসুল লাগে তাহাতে উপযুক্ত ইক্যাম্প না দেওয়া গেলেও যে ব্যক্তি কি কুঠী ঐ নিদর্শনপত্র করে কিম্বা তাহাতে স্বাক্ষর করে কি তাহা চলন করায় কিম্বা ২৬ ধারার নির্দিষ্ট স্থল ভিন্ন তাহা স্বীকার করিয়া তাহার পৃষ্ঠলিপি করে কিম্বা তাহার টাকা দেয় কি গ্রহণ করে,

এবং অন্য যে নিদর্শনপত্রে ওদ্রুপ মাঙ্গুল লাগে তাহাতে উপযুক্ত ইন্সাম্প না দেওয়া গেলেও যে ব্যক্তি ঐ পত্র করে কি সম্পাদন করে কিম্বা সাক্ষীভিন্ন প্রকারান্তরে তাহাতে স্বাক্ষর করে,

সেই প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাহার এক শত টাকা পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে,

কিম্বা উপযুক্ত ইন্সাম্পের দশ গুণ মূল্য এক শত টাকার অধিক হইলে ঐ মূল্যের দশগুণ পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে।

অথবা যদি ন্যূন মূল্যের ইন্সাম্প ব্যবহার হইয়া থাকে তবে ঐ ন্যূনাংশের দশগুণ এক শত টাকার অধিক হইলে সেই ন্যূনাংশের দশগুণ পর্য্যন্ত দণ্ড হইতে পারিবে।

ইন্সাম্প বিনা ভিন্নদেশীয় বিল কি পত্র উপস্থিত প্রভৃতি করিবার

দণ্ডের কথা।

৩০ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে লিখিত কি কৃত যে বিল অফ এক্সচেঞ্জে কি ঋণদানপত্রে এই আইনের আদেশমত ইন্সাম্প না থাকে, যদি কোন ব্যক্তি কি কুটী তাহা স্বীকার করাইবার কিম্বা তাহার টাকা আদায় করিবার নিমিত্তে তাহা উপস্থিত করে কিম্বা তাহা স্বীকার করে কি তাহার টাকা দেয় কি তাহার পৃষ্ঠলিপি করে কি তাহা হস্তান্তর কিম্বা কোন প্রকারের ক্রয় বিক্রয় করে তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

ভিন্নদেশীয় বিলের ইন্সাম্প বিলধারির অকর্মণ্য করণের কথা।

৩১ ধারা। বিল অফ এক্সচেঞ্জে কিম্বা ঋণদানপত্রে ৮ ধারামতে আর্টাল ইন্সাম্প বসান গেলে পর যে ব্যক্তি কি কুটী তাহা স্বীকার করাইবার কি তাহার টাকা আদায় করিবার নিমিত্তে উপস্থিত করে,

ও যে ব্যক্তি কি কুটী ঐ বিলের কি পত্রের পৃষ্ঠলিপি করে কি তাহা হস্তান্তর করে কিম্বা কোন প্রকারে ক্রয় বিক্রয় করে,

সে আপনার হস্ত কি অধিকার কি ক্ষমতা হইতে তাহা যাইতে দিবার পূর্বে, ঐ ইন্সাম্প পূর্বে ব্যবহার হইয়াছে ইহা যেন স্পষ্ট দেখা যায় ও সেই ইন্সাম্প পুনর্বার ব্যবহার হইতে না পারে এমতে ঐ ইন্সাম্প অকর্মণ্য করিবে।

ইন্সাম্প অকর্মণ্য না করিলে দণ্ডের কথা।

এই আইনেতে ঐ ইন্সাম্প বদ্রূপে অকর্মণ্য করিবার আজ্ঞা হইয়াছে যে ব্যক্তির কি কুটীর তদ্রূপ কার্য করা কর্তব্য যে তাহা করিতে সম্মত না হইলে কিম্বা না করিলে তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরাধের জন্যে এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

বিল কিম্বা সামুদ্রিক বিমাপত্র সেট করিয়া করা বাইবার লক্ষণ দর্শাইয়াও
ঐ সেটের সম্পূর্ণ সংখ্যা না করিবার দণ্ডের কথা।

৩২ ধারা। যে বিল অফ এক্সচেঞ্জ কিম্বা সামুদ্রিক বিমাপত্র দুই কি তদধিক
খানির সেট করিয়া লেখা যাওয়ার কি সম্পাদন হওয়ার ভাব দর্শায়, কোন ব্যক্তি
কি কুটী ত্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে তাহা লিখিলে কি সম্পাদন করিলে কিন্তু ঐ
বিল কি বিমাপত্র দ্বারা সেটের যত খানি থাকে বোধ হয়, যদি সেই সময়ে এই
আইনের নির্দিষ্টমতে উপযুক্ত মূল্যের ইন্ডাম্প করা কাগজে ঐ সেটের সম্পূর্ণ
সংখ্যার সেই বিল কি বিমাপত্র না লেখেন কি সম্পাদন না করেন, তবে উক্ত
প্রত্যেক অপরাধের জন্যে তাঁহার এক সহস্র টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

আর্টাল ইন্ডাম্প লিপিকারকের কি স্বাক্ষরকারির অকর্মণ্য
করিবার কথা।

৩৩ ধারা। পূর্বলিখিত অনুমতিক্রমে আর্টাল ইন্ডাম্পের ব্যবহার হইলে যে
লিপিতে তাহা বসান যায় সেই লিপি যে ব্যক্তি করে কি স্বাক্ষর করে, সে আপনার
হস্ত কি অধিকার কি ক্ষমতা হইতে ঐ লিপি বাইতে দিবার পূর্বে, ঐ ইন্ডাম্পের
পুনশ্চ ব্যবহার হইতে না পারে এমতে তাহা অকর্মণ্য করিবেন।

ঐ ইন্ডাম্প অকর্মণ্য না করিবার দণ্ডের কথা।

কোন ব্যক্তি ইন্ডাম্পযুক্ত কোন লিপি করিয়া কি স্বাক্ষর করিয়া পূর্বোক্তমতে
যে ইন্ডাম্প বসান গেল তাহা অকর্মণ্য না করিলে তাহার উক্ত প্রত্যেক অপরা-
ধের জন্যে এক শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

মূল্য লিখিবার কথা।

৩৪ ধারা। (ক) স্থাবর কি অস্থাবর কোন বিষয় বিক্রয় করা গেলে, যে লিপি
দ্বারা বিক্রীত দ্রব্য ক্রেতার প্রতি কিম্বা তাহার আদেশানুসারে অপর ব্যক্তির
প্রতি হস্তান্তর কি অর্পণ করা যায়, তন্মধ্যে মুখ্য লিপিতে কিম্বা একি লিপি
থাকিলে তাহাতে, ঐ দ্রব্যের নিমিত্তে যত টাকা স্পষ্ট রূপে কি চক্রান্তে দেওয়া
গেল কি নির্দিষ্ট হইল কিম্বা দিবার কি নির্দিষ্ট করিবার নিয়ম হইল তত টাকা
অক্ষর দ্বারা বিস্তারিত রূপে ও যথার্থ ভাবে লিখিতে হইবে।

বন্ধকের টাকা ক্রয়ের মূল্য জানি হইবার কথা।

(খ) বন্ধকের কি নিবন্ধের কি অন্য ঋণের কিম্বা স্থূল কি মোটে কৃতক টাকার
দায়ের সহিত কোন সম্পত্তি বিক্রয় ও হস্তান্তর করা গেল,

ক্রেতা যদিও ঐ ঋণের কি টাকার নিমিত্ত ঋণ দায়ী নহেন, কি না হন, এবং
যদিও তাহা দিতে কিম্বা বিক্রেতাকে ক্ষতি হইতে নিষ্কৃতি করিতে নিয়ম না করেন

তথাপি এই আইনের ১ তকমূল অনুসারে যে মানুল লাগে তৎসম্পর্কে সেই স্থান কি টাকা ঐ সম্পত্তির মূল্য কিম্বা বিষয় বিশেষে মূল্যের একাংশ জ্ঞান হইবে।

মূল্য না লিখিবার দণ্ডের কথা।

(গ) সম্পূর্ণ মূল্য পূর্বোক্তমতে প্রকাশ না হইলে, ক্রেতা এবং বিক্রেতা প্রত্যেকের পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে। তন্নিম্ন ঐ লিপির যত মানুল দেওয়া গিয়াছে, সম্পূর্ণ মূল্য যথার্থমতে লেখা গেলে যদি এই আইনমতে ঐ লিপির উপর অধিক ইন্ট্যাম্প লাগিত তবে সেই অধিকাংশের পাঁচগুণ অর্থদণ্ড দিবে।

উকীল প্রভৃতি যথার্থ মূল্য না লিখিলে তাঁহাদের দণ্ডের কথা।

৩৫ ধারা। এই আইনেতে যে লিপির মধ্যে কি বাহার উপরে যথার্থমতে সম্পূর্ণ মূল্য লিখিবার আদেশ হইয়াছে, টর্নি কি উকীল কি প্লীডার কি মোক্তার কি অন্য ব্যক্তি সেই লিপি প্রস্তুত করণার্থে কি তৎসম্বন্ধে কার্যো নিযুক্ত হইয়া,

কিম্বা তল্লিখিত ব্যাপার সম্পর্কীয় কোন পক্ষের নিমিত্তে ঐ ব্যাপার বিষয়ে কি তৎসম্বন্ধে কোন প্রকারে নিযুক্ত হইয়া,

জ্ঞানপূর্বক সেই লিপিতে কি তদুপরে সম্পূর্ণ মূল্য ভিন্ন ন্যূন টাকা লিখিলে কি প্রকাশ করিলে কিম্বা লেখাইলে কি প্রকাশ করাইলে,

উক্ত প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্তে তাঁহার পাঁচশত টাকার অন্যান ও পাঁচসহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইবে।

এই ধারাতে যে টর্নির কি উকীলের কি প্লীডারের কি মোক্তারের অপরাধ নির্ণয় হয়, তিনি সেই অপরাধ নির্ণয় হওনের তারিখ অবধি টর্নি কি উকীল কি প্লীডার কি মোক্তারস্বরূপ কর্ম করিতে অশক্ত হইবেন।

পরন্তু মূল্য পূর্বোক্তমতে যথার্থরূপে লেখা গেলে ঐ লিপির যত ইন্ট্যাম্পের মানুল লাগিত যদি তৎজন্তে তাহার ন্যূন মানুল না দেওয়া গিয়া থাকে তবে এই ধারামতে কোন ব্যক্তির প্রতি কোন দণ্ড কি অকমতা বর্ত্তিবে না।

সহায়তার কথা।

৩৬ ধারা। এই আইন দ্বারা যে অপরাধ দণ্ডনীয় হয়, কোন ব্যক্তি দণ্ডবিধির আইনের অর্থানুসারে সেই অপরাধের সহায়তা করিলে এই আইনে ঐ অপরাধের যে দণ্ড ধার্য হইয়াছে ঐ সহায়ের সেই দণ্ড হইবে।

অর্থদণ্ড আদায় করিবার কথা।

৩৭ ধারা। এই আইনমতে যে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হয় কলিকাতা মাদ্রাজ ও বোম্বাই নগরের সীমার বাহির্ভূত স্থানে অপরাধ করা গেলে কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্যবিধানের আইনের নিদিষ্ট নিয়মানুসারে অর্থদণ্ড আদায় হইতে পারিবে।

ঐসীমার মধ্যে করা গেলে ঐ নগরের পোলীসের কর্মবিধায়ক যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকে সেই আইনমতে আদায় হইবে।

কুঠীর ঐ অর্থদণ্ড হইলে, যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব দণ্ডের আজ্ঞা করেন তিনি ঐ কুঠীর কিম্বা তদাত সকল কি কোন অংশির কোন স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

গোয়েন্দাদের পুরস্কারের কথা।

৩৮ ধারা। এই আইনমতে অপরাধির অর্থদণ্ডদিবার আজ্ঞা হইলে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব অপরাধ নির্ণয় করেন তিনি যে ব্যক্তির নিকট সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়া অপরাধির অপরাধ নির্ণয় করিলেন তাহাকে ঐ অর্থদণ্ডের অর্দ্ধেকের অনধিক দিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

বিচারাধিপত্যবিষয়ক বিধি।

উপযুক্ত ইক্যাম্প বিষয়ে সন্দেহ হইলে তাহা নির্ণয় করিবার কথা।

৩৯ ধারা। এই আইনমতে যে লিপির উপর ইক্যাম্পের মাসুল লাগে, পূর্বে ইক্যাম্প দেওয়া গেলে কি না গেলেও সেই লিপিতে কত টাকার ইক্যাম্প লাগিতে পারে এই বিষয়ে কালেক্টর সাহেবের মত জানিবার মনস্থ করিয়া যদি কোন ব্যক্তি কালেক্টর সাহেবের নিকট তাহা আনিয়া পাঁচ টাকা ফী দেন, তবে ঐ লিপিতে কত টাকার ইক্যাম্প লাগে কালেক্টর সাহেব আপনাব বিবেচনায় তাহা ধার্য্য করিয়া লইবেন। এবং সেই মাসুল দেওয়া গেলে, কিম্বা পূর্বে তাহা দেওয়া গেল, তদধিক উক্ত নির্দ্ধারিত ও নির্ণীত মাসুল পূর্ণ করিবার যত টাকা বাকী থাকে, তাহা এবং ঐ লিপি নূন মূল্যের ইক্যাম্প কাগজে লেখা প্রযুক্ত যদি দণ্ড লাগে তবে সেই দণ্ডের টাকাও দেওয়া গেলে পর, ঐ লিপির এই আইনমত সম্পূর্ণ মাসুল দেওয়া গিয়াছে, এই কথা কালেক্টর সাহেব তাহার পৃষ্ঠে লিখিবেন।

তাহা হইলে সেই লিপিতে উপযুক্ত ইক্যাম্প দেওয়া গেল জ্ঞান হইবে, ও প্রথমেই উপযুক্ত মূল্যের ইক্যাম্প কাগজে লিখিত হওয়ার ন্যায় সকল আদালতে ও রাজকীয় কার্যালয়েও প্রমাণস্বরূপে কিম্বা অন্য কার্য্যে গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

পরন্তু কোন রিল অফ এক্সচেঞ্জ কি খণদানপত্র কিম্বা যে নিদর্শনপত্রের এক আনার মাসুল লাগে তাহা সম্পাদন হইলে পর, ইক্যাম্প বিনা কিম্বা নূন মূল্যের ইক্যাম্প কাগজে কালেক্টর সাহেবের নিকট আনা গেলে, এই ধারার পূর্ব ভাগের

কোন কথাক্রমে সেই লিপির পৃষ্ঠে তাঁহার উক্ত কোন কথা লিখিবার ক্ষমতা হইবে না।

কালেক্টর সাহেবের সংশ্লিষ্টপত্র ও আজ্ঞা পুনর্দৃষ্টি হওয়ার কথা।

৪০ ধারা। কালেক্টর সাহেব এই আইনমতে যে সকল সংশ্লিষ্টপত্র ও আজ্ঞা করেন, তিনি রাজস্বসংক্রান্ত কর্মের তত্ত্ববিধায়ক যে প্রধান কর্তৃপক্ষের অধীন থাকেন তাঁহার নিকটে আপীল হইয়া কিম্বা প্রকারান্তরে তৎকর্তৃক সেই সংশ্লিষ্ট পত্রের ও আজ্ঞার পুনর্দৃষ্টি হইতে পারিবে।

পরন্তু কালেক্টর সাহেব ২৪ কিম্বা ২৫ ধারামতে যে নিদর্শনপত্রের পৃষ্ঠলিপি করিয়াছেন, তাহার রেজিস্ট্রারী হইলে পর, কিম্বা তাহার উপর কি তাহা লইয়া মোকদ্দমাঘটিত অন্য কার্য করা গেলে পর উক্ত প্রকারে পুনর্দৃষ্টি হইয়া যে আজ্ঞা হয় তদ্বারা সেই রেজিস্ট্রারী প্রভৃতি কোন কার্য অসিদ্ধ হইবে না।

হাইকোর্টে বিবাদার্পণের কথা।

৪১ ধারা। (ক) এই আইনমতে রাজস্বসংক্রান্ত কর্মের তত্ত্ববিধায়ক প্রধান কর্তৃপক্ষের সম্মুখে যে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায় সেই মোকদ্দমা মান্দ্রাজ কি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে উদ্ভূত হইলে ঐ কর্তৃপক্ষ তাহার বিবরণ লিখিয়া তদ্বিষয়ে আপনার যে মত হয় সেই মত সহিত ঐ প্রেসিডেন্সীর হাইকোর্টে অর্পণ করিতে পারিবেন। ব্রিটনীর ভারতবর্ষের অন্য কোন স্থানে উদ্ভূত হইলে কলিকাতার হাইকোর্টে অর্পণ করিতে পারিবেন।

(খ) যে হাইকোর্টে অর্পিত হয় তাহার ন্যূনকম্পে তিন জন জজ উক্ত প্রত্যেক মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন। তাঁহাদের মতের ঐক্য না হইলে অধিকাংশের মত প্রবল হইবে।

(গ) মোকদ্দমার যে বিবরণ পাঠান যায় তদ্বারা উদ্ভূত বিবাদ নির্ণয় হইতে পারে হাইকোর্টের এমত হুদ্বোধ না হইলে রাজস্বসংক্রান্ত কর্মের যে কর্তৃপক্ষ ঐ বর্ণনা লিখিলেন তাঁহার অধিক কথা লিখিবার কিম্বা হাইকোর্ট তৎপক্ষে বাহা পরিবর্তন করিতে আদেশ করেন তাহা করিবার জন্যে তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা কিরিয়া পাঠাইতে পারিবেন।

(ঘ) হাইকোর্ট উক্ত মোকদ্দমা শ্রবণ করিয়া তদুপস্থাপিত বিবাদ নিষ্পত্তি করিয়া তদ্বিষয়ে আপনার বিচার প্রকাশ করিবেন। ঐ নিষ্পত্তি যে হেতুমূলক হয় তাহাও সেই বিচারে লিখিবেন। ও রাজস্বসংক্রান্ত যে কর্তৃপক্ষ ঐ মোকদ্দমার বর্ণনা করিলেন, আদালতের মোহর ও রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরযুক্ত ঐ বিচারের প্রতিলিপি তাঁহার নিকটে পাঠাইবেন। তিনি তাহা প্রাপ্ত হইলে ঐ বিচারানুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবেন।

দণ্ড ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪২ ধারা। এই আইনমতে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় রাজস্বের তত্ত্বাবধারক প্রধান কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা হইলে তিনি সেই দণ্ড কিম্বা তাহার একাংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

অভিযোগ উপস্থিত করিবার ও চালাইবার কথা।

৪৩ ধারা। এই আইনক্রমে দণ্ডনীয় অপরাধের যে অভিযোগ হয় তাহা কালেক্টর কর্তৃক অথবা এতৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সাধারণমতে কিম্বা কালেক্টর সাহেব বিশেষমতে অন্য যে কার্য্যকারককে ক্ষমতা প্রদান করেন তৎকর্তৃক উপস্থিত করা যাইবে ও চালাইয়া যাইবে।

মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাদ্বিপত্যের কথা।

৪৪ ধারা। এই আইনমতে যে অপরাধ দণ্ডনীয় হয় কলিকাতা, মান্দাজ ও বোম্বাই নগরের সীমার মধ্যে পোলীসের মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্তৃক তাহার বিচার হইবে। ও ঐ সীমার বহির্ভূত স্থানে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা (কোজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের উল্লিখিত অর্থক্রমে) মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতানুসারে কর্মচারী কর্তৃক কিম্বা অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক তাহার বিচার হইবে।

কিন্তু উক্ত আইনে উক্ত কোন ব্যক্তির যে ক্ষমতা নির্দিষ্ট হইয়াছে তিনি এই আইনমত দণ্ডের আজ্ঞা করিলে তদতিরিক্ত দণ্ড করিবেন না।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

ইন্সট্যাম্প কাগজ অকর্মণ্য কি নষ্ট হইলে তাহা পুনঃপ্রাপণের কথা।

৪৫ ধারা। এই আইনক্রমে * ইন্সট্যাম্প কাগজ যেরূপে পাওয়া যাইতে পারে কোন ব্যক্তি সেইরূপে ঐ কাগজ পাইলে কিম্বা কালেক্টর সাহেব কি ইন্সট্যাম্পের স্তুপারিণ্টেণ্ডেন্ট সাহেব যে কাগজে ইন্সট্যাম্পের চিহ্ন বসাইয়াছেন এমত কাগজ পাইলে পর তাহাতে তাঁহার প্রয়োজন না থাকিলে,

* ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের ১০৪১ নং বিজ্ঞাপন দেখ। গঃ গেজেট ১৮৭৩ ১৩ই জুন। ১২৯ পৃষ্ঠা। হয় মাসের মধ্যে ইন্সট্যাম্প মূল্য কি ইন্সট্যাম্প ফেরত পাইবার প্রার্থনা।

১৮৭৩। ২৩ অক্টোবর। ৩৪৫৪ নং বিজ্ঞাপন। গঃ গেঃ ৩২৯ পৃষ্ঠা দেখ।

১৮৭৪। ১৬ আইনের দ্বারায় রদ।

কিন্তু তদ্রূপে প্রাপ্ত কাগজ নষ্ট কিম্বা নিয়মিতভাবে কার্যের অনুপযুক্ত হইলে,

যে জিলাতে ঐ কাগজ ক্রয় করা গেল, ক্রয় করিবার পর এক বৎসরের মধ্যে প্রার্থক কি অন্য ব্যক্তি সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের নিকটে প্রার্থনা করিয়া ও সেই কাগজ তাঁহাকে ফিরিয়া দিয়া উজ্জ্বল্যে যে টাকা গবর্ণমেন্ট দিয়াছেন তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

অথবা কাগজ নষ্ট কি কার্যের অনুপযুক্ত হইলে যদি তৎস্বামী সেই প্রকারের কি সেই মূল্যের অন্য ইন্ডাম্প কাগজ পাইতে চাহেন, তবে যে কাগজে এক কি অধিক নূতন ইন্ডাম্প মুদ্রিত করিতে হইবে কালেক্টর সাহেব সেই কাগজের মূল্য পাইলে তাঁহাকে কি তাঁহার পক্ষ কর্তৃকারককে ঐ কাগজ দিবেন।

কি হইলে ইন্ডাম্প কাগজ নষ্ট বলিয়া জ্ঞান হইতে পারিবে তাহার কথা।

৪৬ ধারা। ইন্ডাম্প কাগজ কিম্বা কালেক্টর সাহেব কি ইন্ডাম্পের সুপার-টেণ্ডেণ্ট সাহেব যে কাগজে ইন্ডাম্পের চিহ্ন বসাইয়াছেন এমত কাগজ নিম্ন-লিখিত স্থলে ৪৫ ধারার অধীনে নষ্ট কি কার্যের অনুপযুক্ত জ্ঞান হইবে,—

ঐ কাগজের লিখিত কথার শেষ স্বাক্ষর ও সম্পাদন না হইয়া যদি অকস্মাৎ বিঘ্ন প্রযুক্ত তাহা কার্যের অনুপযুক্ত হয়।

কিন্তু তাহাতে লিপি কি প্রতিলিপি করিবার পর ও শেষস্বাক্ষর ও সম্পাদন হইবার পূর্বে যদি সেই লিপির কি প্রতিলিপির কোন ভুল প্রকাশ প্রযুক্ত ঐ কাগজ অকর্মণ্য হয়,

কিন্তু সেই লিপিক্রমে যে ব্যাপার সাধন করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহা সকল করণার্থে যে পক্ষের স্বাক্ষর করা আবশ্যক তাঁহার মৃত্যু কিম্বা অসম্মতি হেতুক যদি ঐ লিপি অসম্পূর্ণ ও অকর্মণ্য হয়,

কিন্তু ঐ কাগজে লিখিত কোন লিপিদ্বারা যে পদ কি ন্যাস ভার অর্পিত হয় তৎসম্পর্কীয় অসম্মতি হেতুক যদি ঐ লিপির অভিপ্রায় নিষ্ফল হয়,

কিন্তু লিপিতে যে ব্যাপারসিদ্ধ কি প্রমাণীকৃত হইবার অভিপ্রায় থাকে, মূল্য না দেওয়া প্রযুক্ত যদি সেই ব্যাপার সিদ্ধ কি প্রমাণীকৃত হইতে না পারে,

কিন্তু সেই কাগজে লিখিত লিপিদ্বারা যে ব্যাপার সাধন করিবার অভিপ্রায় হয় যদি উপযুক্ত মূল্যের অন্য ইন্ডাম্প কাগজে লেখা অন্য লিপিদ্বারা সেই ব্যাপার হইয়া থাকে,

কিন্তু ক্রয়বিক্রয় লিপি হইলে তল্লিখিত টাকা বাঁহার প্রাপ্য হয় তাঁহাকে কিন্ত তাঁহার পক্ষ অন্য ব্যক্তিকে না দেওয়াতে কিন্ত কারণান্তরে যদি সেই লিপির ব্যবহার না হইয়া থাকে,

কিন্তু সেট করিয়া যে বিল লেখা যায়, উক্ত বিল অক্ষত ও অক্ষত হইলে যদি স্বীকার করাইবার কিন্ত টাকা আদায় করিবার জন্যে উৎসাহিত না করা যায়।

মূল্য ব্যক্ত না হইলে মোকদ্দমার কথা।

৪৭ ধারা। বিক্রয় স্থলে, কিম্বা যে বিনিময়ের সমতা হৈতুক টাকা দেওন স্থলে কিম্বা পাটার নিমিত্তে পারিতোষিক দেওন স্থলে যদি ঐ মূল্যাদির সমস্ত টাকা এই আইনের নির্দ্ধারিতমতে স্বার্থরূপে লিখিত না হয়, তবে ঐ মূল্যের টাকার যে অংশ পূর্বোক্তমতে ব্যক্ত না হইয়াছে সেই অংশ কিম্বা তাহার কোন অংশ লিপিতে ব্যক্ত না হইলে, ক্রেতা কিম্বা মূল্য পূরণার্থে যিনি বিনিময়ের টাকা দেন তিনি, কিম্বা বিষয় বিশেষে পাটা ঐহীতা কিম্বা স্বার্থপক্ষে তদীয় স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সেই সমুদয় টাকা পাইবার জন্যে বিক্রেতার কিম্বা ঐ টাকা ঐহীতার কিম্বা বিষয় বিশেষে পাটাদাতার কিম্বা স্বার্থপক্ষে তাহার স্থলাভিষিক্তের নামে নালিশ করিয়া সেই টাকা তিরিয়া পাইতে পারিবেন।

এবং এই ধারার পূর্ব কোন ধারায় তাবাস্তুরের কথা থাকিলেও সেই মোকদ্দমার ঐ হস্তান্তর করণপত্র কি বিনিময় লিপি কি পাটা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

ইস্ট্যাম্প বিক্রয় করণের বিধি করিবার কথা।

৪৮ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা ইস্ট্যাম্পের মাসুল বিধয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৭০ সালের কোর্ট ফিস* আইনমতে যে ইস্ট্যাম্পের ও ইস্ট্যাম্প কাগজের প্রয়োজন হয় প্রত্যেক স্থানীয় গবর্নমেন্ট আপনার শাসিত দেশের মধ্যে তাহা বিক্রয় করিবার, ও যে ব্যক্তিদের দ্বারা বিক্রয় হইবে ইচ্ছা নির্ণয় করিবার ও সেই ব্যক্তিদের পরিশ্রমিক নিরূপণ করিবার বিধি করিবেন এবং সময়ে সময়ে সেই বিধি পরিবর্তন করিতে ও তাহাতে নুতন বিধি সংযোগ করিতে পারিবেন।

বিধির অনুমোদন ও প্রকাশ করণের কথা।

সেই বিধি ও সেই পরিবর্তিত ও নুতন বিধি মন্ত্রিসভাভিষ্ঠিত ভারতবর্ষের ত্রিভুত গবর্নর জেনেরল সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়া স্থান বিশেষের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা গেলে আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

বিধি না মানিবার দণ্ডের কথা।

উক্ত ইস্ট্যাম্প ও ইস্ট্যাম্প কাগজ বিক্রয় করণার্থ নিযুক্ত কোন ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া উক্ত কোন বিধি অমান্য করিলে, তাহার ছয় মাসের অনধিককাল বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কিম্বা পাঁচ শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড, কিম্বা ঐ উভয় দণ্ড হইতে পারিবে।

একি ছাপা ইস্ট্যাম্প ব্যবহার করিবার কথা।

৪৯ ধারা। কোন নিদর্শনপত্রে বত মূল্যের ইস্ট্যাম্প লাগিতে পারে, তাহার

* ১৮৭০। ৭ আইনের ৩৪ ধারা দেখ।

চিহ্নস্বরূপে ৫ ধারামতে ছাপা ইন্সট্যাম্পের ব্যবহার হইলে, ঐ মূল্য কিমাত্র ইন্সট্যাম্প দ্বারা প্রকাশ করা যাইবে। কিন্তু যদি ঐ মূল্য সহস্র টাকার অধিক হয় তবে ছাপা দুই কি তাহার অধিক যে যে ইন্সট্যাম্পের মূল্য মোটে ঐ টাকার সমান হয় তাহা দেওয়া যাইবে।

পরন্তু কালেক্টর সাহেবের নিকট কিম্বা ৪৮ ধারামতে নিম্নুক্ত ইন্সট্যাম্প বিক্রেতার নিকট প্রার্থনা হইলেও যদি সহস্র টাকার নূন মূল্যের একি ছাপা ইন্সট্যাম্প কাগজ পাওয়া যাইতে না পারে, তবে সেই কার্য্যকারক সেই মর্ম্মের সংশ্লিষ্টপত্র লিখিয়া দিলে, ঐ ইন্সট্যাম্প যে ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল দুই কি তাহার অধিক যত ছাপা ইন্সট্যাম্প মোটে সেই মূল্যের তুল্য হয় তিনি তত ইন্সট্যাম্প দ্বারা ঐ মূল্য ব্যক্ত করিবেন।

অনেক ইন্সট্যাম্প কাগজ ব্যবহার করিবার কথা।

৫০ ধারা। এই আইনমতে যে লিপির ইন্সট্যাম্প লাগে যদি ৪৯ ধারানুসারে দুই কি তদধিক কেতা ইন্সট্যাম্প কাগজ ব্যবহার হইয়া থাকে, তবে তদ্রূপ যত কেতার ব্যবহার হয় তাহার প্রত্যেক কেতায় লিপির কোন অংশ লিখিতে হইবে।

আইন অনুবাদিত হইয়া তাহার স্থতীপত্র করা যাইবার ও অল্প মূল্যে বিক্রয় করিবার কথা।

৫১ ধারা। স্থানীয় প্রত্যেক গবর্ণমেণ্ট আপনাদে শাসিত দেশের প্রচলিত প্রধান প্রধান ভাষায় এই আইন মনোযোগে অনুবাদ করাইবেন। উক্ত প্রত্যেক অনুবাদের শেষে অক্ষরক্রমিক স্থতীপত্র দেওয়া যাইবে। এবং অনুবাদ ও স্থতীপত্র মুদ্রিত হইয়া সর্ব সাধারণের নিকটে চারি আনার অনধিক মূল্যে বিক্রয় করা যাইবে।

১ তফসীল।

যে যে লিপির মূল্যানুসারে ইন্ডাম্পের মা'মূল লাগিবে তাহা।

লিপির বর্ণনাপত্র।		উপযুক্ত ইন্ডাম্প।		
		কেবল একখান হইলে	দুই খানির মোট হইলে প্রত্যেক পাত্রে যত লাগে	তিন খানির মোট হইলে প্রত্যেক পাত্রে যত লাগে
১। বিল অফ এক্সচেঞ্জ দেখাইবামাত্র টাকা দিতে না হইলে।	বিল কি নোট ১০০ টাকার অধিক না হইলে ...	১০	১০	১০
	১০০ টাকার অধিক ও ২০০ টাকার অনধিক হইলে...	৬০	১০	১০
	২০০ টাকার অধিক ও ৩০০ ...	৬০	৬০	১০
	৩০০ ঐ ৩০০ ...	১৬০	৬০	৬০
	৬০০ ঐ ৯০০ ...	১১/০	১/০	৬০
	৯০০ ঐ ১২০০ ...	৬০	১৬০	১০
	১২০০ ঐ ১৫০০ ...	৬৬/০	১১০	১/০
	১৫০০ ঐ ২৫০০ ...	১১/০	৬০	১১০
	২৫০০ টাকার উর্দ্ধ ১০,০০০			
	টাকা পর্যন্ত প্রতি ২৫০০			
২। প্রমিসরি নোট অর্থাৎ স্বর্ণদানপত্র দেখাইবামাত্র টাকা দিতে না হইলে।	শতের কি তাহার হ্রাসংশের	১১/০	৬০	১১০
	১০,০০০ টাকার উর্দ্ধ ৩০,০০০			
	টাকা পর্যন্ত প্রতি ৫০০০ সহ			
	অ কি তাহার হ্রাসংশের...	৩	১১/০	১
	৩০,০০০ টাকার উর্দ্ধ প্রতি			
৩। বিমাপত্র।	১০,০০০ টাকার কি তাহার হ্রাসংশের ...	৩	৩	২
	যদি ১,০০০ টাকার অনধিকের			
	বিমা হয় ...	১০	৬০	
	তদধিক প্রত্যেক সহস্রের কি তাহার হ্রাসংশের	১০	৬০	

লিপির বর্ণনা।	উপযুক্ত ইফ্যান্স।
৪। * কোম্পানির কিছা বণিক সমবায়ের শায়রের হস্তান্তরকরণ পত্র।	এ শায়রের নিমিত্তে ১০০ টাকা- র অধিক দেওয়া গেলে ... ১০ ১০০ টাকার উর্দ্ধ ১,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি শতের কি তাহার হ্যুনাংশের ... ১০ ১০০০ টাকার উর্দ্ধ প্রতি পাঁচ শতের কি তাহার হ্যুনাংশের ... ১০
৫। বাণ্ড অর্থাৎ নিব- ন্ধপত্র। কার্য নিরূপণা- ধিকারিত্ত বিষয়ক নি- বন্ধপত্রভিন্ন অবধারি- ত টাকার নিবন্ধপত্র।	২৫ টাকার অধিকের না হ- ইলে ... ০/০ ২৫ টাকার অধিক ও ৫০ টাকা র অনধিক হইলে ... ১০ ৫০ টাকার অধিক ও ১০০ টা- কার অনধিক হইলে ... ১১০ ১০০ টাকার উর্দ্ধ ১০,০০০ টা- কাপর্যন্ত প্রতিশতের কি তাহা- র হ্যুনাংশের ... ১১০ ১০০০ টাকার উর্দ্ধ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি পাঁচ শতের কি তাহার হ্যুনাংশের ... ২১১০
৬। বটমারি বাণ্ড। ...	১০,০০০ টাকার উর্দ্ধ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি সহস্রের কিছা তাহার হ্যুনাংশের ... ২১১০ ৩০,০০০ টাকার উর্দ্ধ প্রতি ১০ সহস্রের কিছা তাহার হ্যুনাংশ- শের ... ২২১১০
৮। কন্টমের বাণ্ড ...	(ক) ১,০০০ টাকার অধিকের { তত টাকার বাণ্ডের(৫নং) না হইলে ... { যত ইফ্যান্স লাগে তত। (খ) ১,০০০ টাকার অধিকের হইলে { পাঁচ টাকা। (ক) ৩,০০০ টাকার অধিকের { তত টাকার বাণ্ডের(৫নং) না হইলে ... { যত ইফ্যান্স লাগে তত। (খ) ৩,০০০ টাকার অধিকের { হইলে কিছা কত টাকার ইছা { বোল টাকা
১০। বন্ধকীপত্র। তা হাতে যে সম্পত্তির উ- ল্লেখ হইরাছে বন্ধক- দাতা এই পত্র সম্পাদন করণ সময়ে এই সম্পত্তি না দিলে ...	প্রকাশ না হইলে { তত টাকার বাণ্ডের(৫নং) { যত মাসুল তত।

* এই চিহ্ন উক্ত যে লিপির নামের পার্শ্বে থাকে সেই পৃষ্ঠলিপির লিপিব্যাপার।

লিপির বর্ণনাপত্র ।	উপযুক্ত ইক্যাম্প ।
১১। পৃষ্ঠলিপিদ্বারা কি প্রকাশ্যে ঐ সম্পত্তির উপর অধিক দায়হুচক নিদর্শন পত্র ...	{ তত টাকার বাণের (৫নং) যত মানুল তত ।
১২। নিবন্ধপত্র কি বন্ধ-কীপত্র অর্থাৎ কোন পদের কর্তৃ উপযুক্তমতে সম্পাদনার্থ কিম্বা তৎক্রমে যেটাকা পাওয়া যায় তাহার হিসাব দেওনের ঐ পত্র ।	{ তত টাকার বাণের (৫নং যত মানুল তত । যোল টাকা ।
১৩। নিবন্ধপত্র কি বন্ধ-কীপত্রদ্বারা যেসম্পর্ক-রক্ষিত হয় তাহার অর্পণ-পত্র ।	{ (ক) সম্পর্কের টাকা ৩০০০ টাকার অধিক না হইলে ... (খ) অন্য স্থলে ...
১৪। নিরূপণপত্র ...	{ তত টাকার বাণের (৫নং যত মানুল তত । যোল টাকা । উদ্ধারা নিরূপিত সম্পত্তির যত মূল্য হয় তত মূল্যের বাণের (৫নং) যত মানুল তত
১৫। হস্তান্তরকরণ পত্র	৫০ টাকার অধিক দত্ত কি রক্ষিত না হইলে ... ১১০
১৬। বন্ধকীপত্র । তাহাতে যে সম্পত্তির উল্লেখ হইয়াছে বন্ধকদাতা ঐ পত্র সম্পাদন করণ সময়ে ঐ সম্পত্তি দিলে ...	৫০ টাকার অধিক ১০০ টাকার অনধিক হইলে ... ১০
১৭। পৃষ্ঠলিপিদ্বারা কি প্রকাশ্যে ঐ সম্পত্তির উপর অধিক দায়হুচক নিদর্শন পত্র ...	১০০ টাকার উদ্ধ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি শতের কিম্বা তাহার হানাংশের ... ১০
	১০০০ টাকার উদ্ধ ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি পাঁচ শতের কিম্বা তাহার হানাংশের ... ৫০
	১০,০০০ টাকার উদ্ধ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতি সহস্রের কি তাহার হানাংশের ... ৫০
	৩০,০০০ টাকার উদ্ধ ১০০০০০ টাকা পর্যন্ত প্রতিদশ সহস্রের কি তাহার হানাংশের ... ৫০
	১০০০০০ টাকার উদ্ধ প্রতি বিশ সহস্রের কি তাহার হানাংশের ... ৫৫

লিপির বর্ণনাপত্র।

উপযুক্ত ইফ্যাম্প

১৮। স্থাবর সম্পত্তির
বিনিময় কি বিভাগপত্র।
বিনিময়ের কি বিভাগের
সমতা হেতুক টাকা দে
য়াগেলে

(ক) এক বৎসরের স্থান কালের
পাট্টা ব্যক্ত হইলে

(খ) এক বৎসরের অস্থান কিন্তু
তিন বৎসরের অনধিক কা-
লের পাট্টা ব্যক্ত হইলে

(গ) তিন বৎসরের অধিক কা-
লের পাট্টা ব্যক্ত হইলে কিয়
কাল নিরূপণ না হইলে ...

(ঘ) অর্থ কি পারিতোষিক প্রাপ্ত
হইয়া পাট্টা দেওয়া গেলে ও
কর নিরূপণ না হইলে ...

(চ) অর্থ কি পারিতোষিক প্রাপ্ত
হইয়া বামিক কর নিরূপিত হই-
য়া পাট্টা দেওয়া গেলে ...

২ তফদীলমতে স্থাবর-
সম্পত্তির বিনিময় পত্রের
কিছু বিভাগ পত্রের
যত ইফ্যাম্পের মাসুল
লাগে তদতিরিক্ত তত
টাকার হস্তান্তর করণ-
পত্রের (১৫ নং) যত ই-
ফ্যাম্প লাগে তত।

এ পাট্টাক্রমে সর্বস্বত্ব
যত টাকা দিতে হইবে
তত টাকার বাণ্ডের
(৫ নং যত ইফ্যাম্প
লাগে তত

এ পাট্টাক্রমে প্রথম
বৎসর সর্বস্বত্ব যত টা-
কা দিতে হইবে তত টা-
কার বাণ্ডের যত ই-
ফ্যাম্প লাগে তত।

এ পাট্টাক্রমে প্রথম বৎ-
সর সর্বস্বত্ব যত টাকা
দিতে হইবে তত টাকার
হস্তান্তর করণ পত্রের
যত ইফ্যাম্প লাগে
তত।

তত টাকার হস্তান্তর
করণ পত্রের যত ইফ্যা-
ম্প লাগে তত।

অর্থ কি পারিতোষিক
না দেওয়া গেলে পাট্টা-
র যত ইফ্যাম্প লাগিত
তদতিরিক্ত এ অর্থের
কি পারিতোষিকের
তুল্য টাকার হস্তান্তর
করণপত্রের যত ইফ্যা-
ম্প লাগে তত।

১৯। পাট্টা

লিপির বর্ণনা।	যত ইফ্যাম্প।
২০। পাট্টার ত্যাগপত্র { (ক) পাট্টার উপর ১৬ টাকার অনধিক ইফ্যাম্প লাগিলে ... (খ) অন্যস্থলে ...	{ পাট্টার (১৯ নং) যত ই ফ্যাম্প লাগে তত। ১৬ টাকা।
২১। যাচাইপত্র কি মূল্য নিরূপণপত্র। কোন সম্পত্তির কি ত- দাত সম্পর্কে ... কিম্বা সম্পত্তির বার্ষিক কি মাসিক মূল্যের ... কিম্বা প্রয়োজন মতে সারাইবার ... কিম্বা গৃহাদি নির্মাণে যেইফ্যাকাদির ব্যবহার হয় কি হইরে ... কিম্বা কর্মকারকদের ক- মের	{ (ক) যাচাই কি নিরূপিত মূল্য ৫০০ টাকার অধিক না হইলে } ১০ আনা। (খ) ৫০০ টাকার অধিক হইলে এক টাকা।
২২। মীমাংসাপত্র ... { (ক) মীমাংসাপত্রে বিবাদীয় যে টাকা কিম্বা সম্পত্তির যে মূল্য ব্যক্ত হয় তাহা ৫০০ টা- কার অধিক না হইলে ... (খ) ৫০০ টাকার অধিক হই- লে কিম্বা টাকা কি মূল্য ব্যক্ত না হইলে ...	{ ১০ আনা। ১ টাকা।
২৩। প্রতিলিপি, দ্বি- তীয়লিপি কি তাহা হইতে গৃহীত যে কথা সাক্ষির স্বাক্ষর বস্তু প্রতিলিপি কি দ্বিতীয় লিপি কি গৃহীত কথা বলিয়া প্রকাশ হয়।	{ (ক) মূলপত্রের উপর ৫ টাকার অধিক ইফ্যাম্প না লাগিলে কিম্বা ইফ্যাম্পমাত্র না লাগিলে } ১০ আট আনা। (খ) মূলপত্রে ৫ টাকার অধিক কিন্তু ২০ টাকার অনধিক ই- ফ্যাম্প লাগিলে ... ১- টাকা। (গ) ঐ ইফ্যাম্প ২০ টাকার অধিক হইলে কিন্তু ৫০ টাকার অনধিক হইলে ... ২- টাকা। (ঘ) ঐ ইফ্যাম্প ৫০ টাকার অধিক হইলে ... ৪- টাকা।

১ তফসীল।

যে বিল অক এক্সচেঞ্জ কি ঋণদানপত্র ২০০,০০০ টাকার অধিকের না হয়
তাহার উপর এই তফসীলমতে যত ইন্স্যাম্প লাগে তাহা
দর্শাইবার টেবিল।

		উপযুক্ত ইন্স্যাম্প।		
		কেবল এক- খান হইলে।	এক সেটে দু- ই খানি থা- কিলে প্রত্যে- ক পত্রে যত লাগে	এক সেটে তি- ন খানি থাকি- লে প্রত্যেক পত্রে যত লাগে
যত টাকার অধিক	যত টাকার অনধিক			
.....	১০০	/০	/০	/০
১০০	২০০	৬/০	/০	/০
২০০	৩০০	১/০	৬/০	/০
৩০০	৪০০	১৬/০	১/০	৬/০
৪০০	৫০০	১১/০	১/০	১/০
৫০০	৬০০	৬/০	১৬/০	১/০
৬০০	৭০০	১১/০	৬/০	১/০
৭০০	৮০০	৩/০	১১/০	১/০
৮০০	৯০০	৪১/০	২/০	১১/০
৯০০	১০,০০০	৬/০	৩/০	২/০
১০,০০০	১৫,০০০	৯/০	৪১/০	৩/০
১৫,০০০	২০,০০০	১২/০	৬/০	৪/০
২০,০০০	২৫,০০০	১৫/০	৭১/০	৫/০
২৫,০০০	৩০,০০০	১৮/০	৯/০	৬/০
৩০,০০০	৪০,০০০	২৪/০	১২/০	৮/০
৪০,০০০	৫০,০০০	৩০/০	১৫/০	১০/০
৫০,০০০	৬০,০০০	৩৬/০	১৮/০	১২/০
৬০,০০০	৭০,০০০	৪২/০	২১/০	১৪/০
৭০,০০০	৮০,০০০	৪৮/০	২৪/০	১৬/০
৮০,০০০	৯০,০০০	৫৪/০	২৭/০	১৮/০
৯০,০০০	১০০,০০০	৬০/০	৩০/০	২০/০
১০০,০০০	১,১০,০০০	৬৬/০	৩৩/০	২২/০
১,১০,০০০	১,২০,০০০	৭২/০	৩৬/০	২৪/০
১,২০,০০০	১,৩০,০০০	৭৮/০	৩৯/০	২৬/০
১,৩০,০০০	১,৪০,০০০	৮৪/০	৪২/০	২৮/০
১,৪০,০০০	১,৫০,০০০	৯০/০	৪৫/০	৩০/০

		উপযুক্ত ইস্ট্যাম্প ।		
		কেবল এক- খান হইলে ।	এক সেটে দুইখানি থা- কিলে প্রত্যে- ক পত্রে যত লাগে ।	এক সেটে তিন খানি থাকিলে প্র- ত্যেক পত্রে যত লাগে ।
যত টাকার অধিক	যত টাকার অনধিক			
১,৫০,০০০	১,৬০,০০০	৯৬	৪৮	৩২
১,৬০,০০০	১,৭০,০০০	১০২	৫১	৩৪
১,৭০,০০০	১,৮০,০০০	১০৮	৫৪	৩৬
১,৮০,০০০	১,৯০,০০০	১১৪	৫৭	৩৮
১,৯০,০০০	২,০০,০০০	১২০	৬০	৪০

১ তফসীল ।

ঐ তফসীলমতে ৪,০০,০০০ টাকা পর্য্যন্ত নিবন্ধপত্রের উপর যে ইস্ট্যাম্প
লাগে তাহা দর্শাইবার তফসীল ।

যত টাকার অধিক	যত টাকার অনধিক	উপযুক্ত ইস্ট্যাম্প
.....	২৫	৯/০
২৫	৫০	১০
৫০	১০০	১১/০
১০০	২০০	১২/০
২০০	৩০০	১৩/০
৩০০	৪০০	১৪/০
৪০০	৫০০	১৫/০
৫০০	৬০০	১৬/০
৬০০	৭০০	১৭/০
৭০০	৮০০	১৮/০
৮০০	৯০০	১৯/০
৯০০	১০০০	২০/০
১০০০	১৫০০	২১/০
১৫০০	২০০০	২২/০
২০০০	২৫০০	২৩/০
২৫০০	৩০০০	২৪/০
৩০০০	৩৫০০	২৫/০
৩৫০০	৪০০০	২৬/০
৪০০০	৪৫০০	২৭/০
৪৫০০	৫০০০	২৮/০
৫০০০	৫৫০০	২৯/০
৫৫০০	৬০০০	৩০/০

যত টাকার অধিক ... যত টাকার অনধিক

উপযুক্ত ইন্টার্পল

৬০০০	...	৬৫০০	৩২ ০
৬৫০০	...	৭০০০	৩৫
৭০০০	...	৭৫০০	৩৭ ০
৭৫০০	...	৮০০০	৪০
৮০০০	...	৮৫০০	৪২ ০
৮৫০০	...	৯০০০	৪৫
৯০০০	...	৯৫০০	৪৭ ০
৯৫০০	...	১০,০০০	৫০
১০,০০০	...	১১,০০০	৫২ ০
১১,০০০	...	১২,০০০	৫৫
১২,০০০	...	১৩,০০০	৫৭ ০
১৩,০০০	...	১৪,০০০	৬০
১৪,০০০	...	১৫,০০০	৬২ ০
১৫,০০০	...	১৬,০০০	৬৫
১৬,০০০	...	১৭,০০০	৬৭ ০
১৭,০০০	...	১৮,০০০	৭০
১৮,০০০	...	১৯,০০০	৭২ ০
১৯,০০০	...	২০,০০০	৭৫
২০,০০০	...	২১,০০০	৭৭ ০
২১,০০০	...	২২,০০০	৮০
২২,০০০	...	২৩,০০০	৮২ ০
২৩,০০০	...	২৪,০০০	৮৫
২৪,০০০	...	২৫,০০০	৮৭ ০
২৫,০০০	...	২৬,০০০	৯০
২৬,০০০	...	২৭,০০০	৯২ ০
২৭,০০০	...	২৮,০০০	৯৫
২৮,০০০	...	২৯,০০০	৯৭ ০
২৯,০০০	...	৩০,০০০	১০০
৩০,০০০	...	৪০,০০০	১১২ ০
৪০,০০০	...	৫০,০০০	১২৫
৫০,০০০		৬০,০০০	১৩৭ ০
৬০,০০০		৭০,০০০	১৫০
৭০,০০০	...	৮০,০০০	১৬২ ০
৮০,০০০	...	৯০,০০০	১৭৫
৯০,০০০	...	১০০,০০০	১৮৭ ০
১০০,০০০	...	১,১০,০০০	২০

যত টাকার অধিক

যত টাকার অনধিক

উপযুক্ত ইফ্যাম্প

১,১০,০০০	...	১,২০,০০০	২১২॥০
১,২০,০০০	...	১,৩০,০০০	২২৫
১,৩০,০০০	...	১,৪০,০০০	২৩৭॥০
১,৪০,০০০	...	১,৫০,০০০	২৫০
১,৫০,০০০	...	১,৬০,০০০	২৬২॥০
১,৬০,০০০	...	১,৭০,০০০	২৭৫
১,৭০,০০০	...	১,৮০,০০০	২৮৭॥০
১,৮০,০০০	...	১,৯০,০০০	৩০০
১,৯০,০০০	...	২,০০,০০০	৩১২॥০
২,০০,০০০	...	২,১০,০০০	৩২৫
২,১০,০০০	...	২,২০,০০০	৩৩৭॥০
২,২০,০০০	...	২,৩০,০০০	৩৫০
২,৩০,০০০	...	২,৪০,০০০	৩৬২॥০
২,৪০,০০০	...	২,৫০,০০০	৩৭৫
২,৫০,০০০	...	২,৬০,০০০	৩৮৭॥০
২,৬০,০০০	...	২,৭০,০০০	৪০০
২,৭০,০০০	...	২,৮০,০০০	৪১২॥০
২,৮০,০০০	...	২,৯০,০০০	৪২৫
২,৯০,০০০	...	৩,০০,০০০	৪৩৭॥০
৩,০০,০০০	...	৩,১০,০০০	৪৫০
৩,১০,০০০	...	৩,২০,০০০	৪৬২॥০
৩,২০,০০০	...	৩,৩০,০০০	৪৭৫
৩,৩০,০০০	...	৩,৪০,০০০	৪৮৭॥০
৩,৪০,০০০	...	৩,৫০,০০০	৫০০
৩,৫০,০০০	...	৩,৬০,০০০	৫১২॥০
৩,৬০,০০০	...	৩,৭০,০০০	৫২৫
৩,৭০,০০০	...	৩,৮০,০০০	৫৩৭॥০
৩,৮০,০০০	...	৩,৯০,০০০	৫৫০
৩,৯০,০০০	...	৪,০০,০০০	৫৬২॥০

১ তফসীল।

যে হস্তান্তরকরণপত্রে ৪,০০,০০০ টাকার অনধিক মূল্য নিরূপণ হয় এই তফসীলমতে তাহার যত ইফ্যাম্প লাগিবে তাহার টেবিল।

যত টাকার অধিক

যত টাকার অনধিক

উপযুক্ত ইফ্যাম্প।

৫০	৫০	৫০	৫০
১০০	১০০	১০০	১০০
২০০	২০০	২০০	২০০
৩০০	৩০০	৩০০	৩০০
৪০০	৪০০	৪০০	৪০০
৫০০	৫০০	৫০০	৫০০
৬০০	৬০০	৬০০	৬০০
৭০০	৭০০	৭০০	৭০০
৮০০	৮০০	৮০০	৮০০

যত টাকা অধিক ... যত টাকা অনধিক

উপযুক্ত ইফ্যান্স

৮০০	...	৯০০	৯-
৯০০	...	১০০০	১০-
১০০০	...	১৫০০	১৫-
১,৫০০	...	২,০০০	২০-
২,০০০	...	২,৫০০	২৫-
২,৫০০	...	৩,০০০	৩০-
৩,০০০	...	৩,৫০০	৩৫-
৩,৫০০	...	৪,০০০	৪০-
৪,০০০	...	৪,৫০০	৪৫-
৪,৫০০	...	৫০০০	৫০-
৫,০০০	...	৫৫০০	৫৫-
৫,৫০০	...	৬০০০	৬০-
৬,০০০	...	৬৫০০	৬৫-
৬,৫০০	...	৭০০০	৭০-
৭,০০০	...	৭,৫০০	৭৫-
৭,৫০০	...	৮,০০০	৮০-
৮,০০০	...	৮,৫০০	৮৫-
৮,৫০০	...	৯,০০০	৯০-
৯,০০০	...	৯,৫০০	৯৫-
৯,৫০০	...	১০,০০০	১০০-
১০,০০০	...	১১,০০০	১০৫-
১১,০০০	...	১২,০০০	১১০-
১২,০০০	...	১৩,০০০	১১৫-
১৩,০০০	...	১৪,০০০	১২০-
১৪,০০০	...	১৫,০০০	১২৫-
১৫,০০০	...	১৬,০০০	১৩০-
১৬,০০০		১৭,০০০	১৩৫-
১৭,০০০		১৮,০০০	১৪০-
১৮,০০০	...	১৯,০০০	১৪৫-
১৯,০০০	...	২০,০০০	১৫০-
২০,০০০	...	২১,০০০	১৫৫-
২১,০০০	...	২২,০০০	১৬০-
২২,০০০	...	২৩,০০০	১৬৫-
২৩,০০০	...	২৪,০০০	১৭০-
২৪,০০০	...	২৫,০০০	১৭৫-
২৫,০০০	...	২৬,০০০	১৮০-

যত টাকার অধিক যত টাকার অনধিক

উপযুক্ত ইক্যাম্প।

২৬,০০০	...	২৭,০০০	১৮৫-
২৭,০০০	...	২৮,০০০	১৯০-
২৮,০০০	...	২৯,০০০	১৯৫-
২৯,০০০	...	৩০,০০০	২০০-
৩০,০০০	...	৪০,০০০	২৫০-
৩০,০০০	...	৫০,০০০	৩০০-
৫০,০০০	...	৬০,০০০	৩৫০-
৬০,০০০	...	৭০,০০০	৪০০-
৭০,০০০	...	৮০,০০০	৪৫০-
৮০,০০০	...	৯০,০০০	৫০০-
৯০,০০০	...	১০০,০০০	৫৫০-
১০০,০০০	...	১,১০,০০০	৬২৫-
১,২০,০০০	...	১,৪০,০০০	৭০০-
১,৪০,০০০	...	১,৬০,০০০	৭৭৫-
১,৬০,০০০	...	১,৮০,০০০	৮৫০-
১,৮০,০০০	...	২,০০,০০০	৯২৫-
২,০০,০০০	...	২,২০,০০০	১০,০০-
২,২০,০০০	...	২,৪০,০০০	১০,৭৫-
২,৪০,০০০	...	২,৬০,০০০	১১,১৫০-
২,৬০,০০০	...	২,৮০,০০০	১১,২২৫-
২,৮০,০০০	...	৩,০০,০০০	১১,৩০০-
৩,০০,০০০	...	৩,২০,০০০	১১,৩৭৫-
৩,২০,০০০	...	৩,৪০,০০০	১১,৪৫০-
৩,৪০,০০০	...	৩,৬০,০০০	১১,৫২৫-
৩,৬০,০০০	...	৩,৮০,০০০	১১,৬০০-
৩,৮০,০০০	...	৪,০০,০০০	১১,৬৭৫-

২ তফসীল।

যে যে লিপির ইক্যাম্প অবধারিত আছে।

লিপির বর্ণনা

উপযুক্ত ইক্যাম্প

- ১।—দাওয়া ছইবামাত্র ২০ টাকার অধিক দিব্যার বিল অফ একচেঞ্জ
 কি শরণদানপত্র কি চ্যাক কি অর্ডর ... } এক আনা*
- ২।—লেটর অফ ক্রেডিট অর্থাৎ বিশ্বাসপত্র ... }

* এই মানসল আটাল ইক্যাম্প দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে।

লিপির বর্ণনা।

উপযুক্ত ইফ্যান্স

৩।—সম্বিদপত্র কিম্বা সম্বিদপত্রের মধ্যস্থক লিপি। অর্থাৎ কোন গবর্ণমেন্ট সিক্যুরিটি কিম্বা কোম্পানির কি বণিক সমবায়ের শ্যার কিম্বা বিল অফ এক্সচেঞ্জ বিক্রয় করণ সম্পর্কীয় ঐ পত্র।

৪।—সার্টফিকট অর্থাৎ যে সংশিতপত্র কি অন্য লিপি কোন কোম্পানির কি বণিক সমবায়ের কিম্বা প্রস্তাবিত কোম্পানির কি বণিক সমবায়ের কোন শ্যার কি স্টক কি ফাঁকে ঐ সংশিতপত্রপ্রভৃতি গৃহীত তার কিম্বা অন্য ব্যক্তির স্বত্ব কি অধিকার, কিম্বা তদ্রূপ কোন কোম্পানির কি বণিক সমবায়ের শ্যারের কি স্টকের কি ফাঁকের অধিকারী হইবার স্বত্ব কি অধিকার নির্ণয়করণ সূচক হয় তাহা।

* ৫।—নোট কি মধ্যস্থক লিপি অর্থাৎ বিশ টাকার কি তাহার অধিকের কোন হিসাব কি ঋণ কি দাওয়া কিম্বা হিসাবের কি ঋণের কি দাওয়ার কোন অংশ নির্দিষ্ট হইয়া তাহার বাকী টাকা গিয়াছে কিম্বা তাহা পাওনা আছে এই মর্মের যে নোট কি স্বরণার্থ লিপি কোন খাতায় কি অন্য দলীলে লেখা যায় কিম্বা স্বতন্ত্র কাগজে লেখা যায় তাহার

এক আনা*

৬।—শিপিং অর্ডার অর্থাৎ কোন জাহাজে মাল চলাইবার জন্যে কি তৎসম্পর্কীয় আদেশপত্র

৭।—রসীদ কি উদ্ধারপত্র অর্থাৎ ঋণ পরিশোধার্থে বিশ টাকার অধিক টাকা কি অধিক মূল্যের মাল দেওয়া গেলে কি সমর্পণ করা গেলে তাহার রসীদ কি উদ্ধারপত্র

৮।—প্রাপ্তি অর্থাৎ মত জানাইবার অনুমতিপত্র যথা—

(ক) যে কোম্পানির কি বণিক সমবায়ের সম্পত্তি কি মূল ধন অংশাংশে বিভক্ত ও হস্তান্তর করণীয় হয় তদন্তর্গত ব্যক্তিদের, ...

(খ) মুনিসিপল কমিস্যনরদের, ...

(গ) সমবায়িত সমাজগত শান্তিরক্ষার্থ জুজিসদের, ...

(ঘ) পরোপকারার্থ কোন আলয়ের অধিকারিদের ও মেম্বরদের কি ধনদাতার সভার একি অধিবেশনে মত জানাইবার অনুমতিপত্র।

৯।—বিল অফ লেডিং

১০।—ডাকওয়ার্ট, ...

চারি আনা

১১।—অন্য যে সম্বিদপত্রের, কি সম্বিদপত্রের, যে মধ্যস্থকপত্রের অন্য বিধান এই আইনেতে হয় নাই তাহার, ...

কিন্তু উভয়পক্ষের মধ্যে কোন সম্বিদপত্র প্রমাণে যদি ঐ পত্র লেখককর্তৃক হই কি তদধিক পত্র উপস্থিত করা যায়, তবে তদ্ব্যতীত কোন এক পত্রে সম্বিদপত্রের তুল্য ইফ্যান্স থাকিলে তাহাই যথেষ্ট

আট আনা

১২।—জাহাজের অধ্যক্ষের দ্বারা প্রোটেক্টের নোটস, ...

১৩।—মোক্কারনামা, রেজিফরী করিবার জন্যে, ...

* এই মাসুল আটাল ইফ্যান্স দ্বারা দেওয়া যাইতে পারে।

† ১৮৭১। যে মাসের বোর্ডের ৯ নং সরকুলার গবর্ণমেন্টের গেজেটের ৯০২ পৃষ্ঠায় দেখ।

লিপির বর্ণনা ।

উপযুক্ত ই-
ফ্যাম্প ।

(ক) একি নিদর্শনপত্র	} আট আনা
(খ) একি ব্যাপার সম্পাদন করণার্থ যত খানি পত্র হউক তাহা উপস্থিত করিবার মোক্তারনামা	
১৪।—আফিডেবিট অর্থাৎ কোন আদালতে উপস্থিত করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায়ে না করা গেলে	
১৫ —প্রতিপোষক পত্র, যাহার অন্য বিধান এই তফসীলে হয় নাই	
*১৬।—এই আইনমতে যে নিদর্শনপত্রের ইফ্যাম্প লাগে এমত কোন পত্রের অনুলিপি, পরন্তু মূলপত্রের উপযুক্ত ইফ্যাম্প দেওয়া গিয়াছে কালেক্টর সাহেব কিম্বা তিনি তদার্থে অন্য যে কার্য্যকারককে ক্ষমতা দেন সেই কার্য্যকারক ইহার সংশ্লিষ্টপত্র না দিলে অনুলিপি পাওয়া যাইতে পারে না। মূল পত্রের সহিত ঐ অনুলিপি উপস্থিত করা গেলে এবং উভয়পত্রমতে সম্পাদিত এবং অন্য অন্য রূপে উপযুক্ত-মতে ইফ্যাম্প করা গেলে ঐ অনুলিপির পৃষ্ঠে সংশ্লিষ্টপত্র লেখা যাইবে	} এক টাকা
১৭।—অংশিত্ত বিলোপ করণ সূচক নিদর্শনপত্র	
১৮।—মোক্তারনামা অর্থাৎ যে ব্যাপার সম্বন্ধীয় কার্য্য হইবে তাহার মূল্য পাঁচ শত টাকার অধিক না হইলে একি কার্য্য করিবার ঐ মোক্তার-নামা	
১৯।—মোক্তারনামা। অর্থাৎ যে ব্যাপারসম্বন্ধীয় কার্য্য হইবে তাহার মূল্য পাঁচ শত টাকার অধিক হইলে একি কার্য্যকরিবার ঐ মোক্তারনামা	
২০।—নিবন্ধপত্র কি বন্ধকীপত্র অর্থাৎ ঐ পত্র সম্পাদন কালে যে আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে প্রচলিত হয়, কোন কর্ম সম্পাদন করিবার নিদর্শনপত্র পূর্বে সেই আইন অনুযায়ী ইফ্যাম্প কাগজে লেখা গেলে, সেই কর্ম করবার প্রতিপোষক প্রতিভূস্বরূপ যে নিবন্ধপত্র করা যায়,...	
২১।—আগম কিম্বা মূল্যবান অন্য নিদর্শনপত্র বন্ধক দিয়া স্বগ্ৰহণ পূর্বক যে নিদর্শনপত্র দ্বারা সেই পত্রের তারিখ অবধি তিন মাসে কি তৎপূর্বে স্বগ্ৰণোপ করিবার নিদর্শনপত্রের প্রমাণ হয় সেই নিদর্শন-পত্রের	} দুই টাকা
২২।—চার্টার পার্ট	
২৩।—নোটেরিয়ল অর্থাৎ নোটের পবলিকের ক্রিয়া... ..	
২৪।—বিল অফ এক্সচেঞ্জের কি স্বগদান পত্রের প্রটেক্ট	
২৫।—জাহাজের অধ্যক্ষের কিম্বা স্বামির প্রটেক্ট	
২৬।—অংশিত্তের নিদর্শনপত্র	
২৭।—বন্ধকী সম্পত্তির পুনশ্চ হস্তান্তর করণপত্র, যে সময়ে সম্পাদন হয় সেই সময়ে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে যে আইন প্রচলিত থাকে, মূল বন্ধকীপত্রের সেই আইন অনুসারে ইফ্যাম্প হইলে	} চারি টাকা

* ১৮৭০। ফেব্রুয়ারি মাসের বোর্ডের ২ নং সেকুন্ডার গবর্নমেন্ট গেজেটের ২১৪ পৃষ্ঠায় দেখ।

১৬ ধারার নিম্নে নোট দেখ।

লিপির বর্ণনা।

উপযুক্তইচ্ছাম্প

২৮।—সাধু খাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র	আট টাকা
২৯।—উত্তমর্ণদের অনুমতিপত্র, অর্থাৎ খাতকদিগকে স্বগণশোধ করিবার অধিক সময় দেওয়ার পত্র	
৩০।—যুক্তিপত্র	
৩১।—দত্তকপুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতিপত্র	
৩২।—মোক্তারনামা, এই তফসীলে বাহ্যার অন্য বিধান হয় নাই	
৩৩।—কোম্পানির সামাজিক পত্রের নিয়মপত্র	ষোল টাকা
৩৪।—কোম্পানির সমাজ পত্রের মর্গাস্বকপত্র	
৩৫।—নিয়োগপত্র অর্থাৎ উইলভিন্ন কোন লিপিদ্বারা ন্যাসধারির কিম্বা স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তিতে স্বামিদের ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণ পূর্ব্বক যে নিয়োগপত্র করা যায় তাহার	
৩৬।—নির্দেশপত্র অর্থাৎ উইলভিন্ন কোন লিপিদ্বারা স্থাবর কি অস্থাবর কোন সম্পত্তির কি তৎসংক্রান্ত কোন ব্যবহারের ন্যাসের নির্দেশপত্র	
*৩৭।—স্থাবর সম্পত্তির দান পত্র	
৩৮।—স্থাবর সম্পত্তির বিনিময়পত্র বিনিময়ের সমতাহেতুক টাকা দেওয়া না গেলে ও দিবার অঙ্গীকার না হইলে	একশত টাকা
৩৯।—স্থাবর সম্পত্তির বিভাগপত্র, বিভাগের সমতাহেতুক টাকা দেওয়া না গেলে ও দিবার অঙ্গীকার না হইলে	
৪০।—কোন দ্রব্য গঠনের নূতন ধারার নির্দেশপত্র অর্পণ করিবার অনুমতিপত্র কিম্বা ভারতবর্ষের মধ্যে সেই নবকল্পিত দ্রব্য একলা করিবার ও ব্যবহার ও বিক্রয় করিবার অনুমতি সময় বৃদ্ধি করণের প্রার্থনাপত্র	
৪১।—ক্লার্কের নিয়মপত্র। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন হাইকোর্টের আর্টিকল স্বরূপ গ্রহা হইবার অভিপ্রায়ে প্রথমে ক্লার্কের কর্ম্ম করিতে যে চুক্তি পত্রদ্বারা বন্ধ হন তাহার	

৩ তৃতীয় তফসীল।†

* ১৬ ধারার নিম্নে নোট দেখ।

† এই তফসীল এবং এই আইনের ২ ধারা ১৮৭০ সালের ১৪ আইনের দ্বারা রহিত হইয়াছে।

১৮৭০ সালের ৭ আইন।

অর্থাৎ

আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন।

১৮৭০ সালের মার্চ মাসের ১১ তারিখে মন্ত্রিসভাধষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল সাহেব অনুমোদন করিয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়।

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন “আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপকতার কথা।

তাঁহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হইবে, *

প্রারম্ভের কথা।

ও ১৮৭০ সালের অপ্রিল মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রচলিত হইবে।

২ ধারা।—(১৮৭০ সালের ১৪ আইন দ্বারা রদ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজধানীর হাইকোর্টেও ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে যে যে রসুম
লওয়া যাইবে তাহার বিধি।

আদালতী অবগণ করিবার ক্ষমতা পক্ষে হাইকোর্টের রসুমের কথা।

৩ ধারা। যে যে হাইকোর্ট পেটেন্টপত্র দ্বারা স্থাপিত হইয়াছে, শ্রীশ্রীমতী মহারাজী বিক্টোরিয়ার চক্ৰিশ ও পঁচিশ বৎসরের আইনের ১০৪ অধ্যায়ের ১৫ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতার বলে সেই-ই কোর্টের (সরিক ও আর্টগি ভিন্ন) ক্লার্ক ও কর্মকারকদিগকে যৎকালে যে রসুম দাতব্য হয়,

* সাঁওতাল পরগণার বন্দোবস্তের কার্যালয়ে এই আইন খাটিবে না।

অথবা উক্ত প্রত্যেক আদালতে এই আইনের প্রথম তফসীলের ১১ নম্বরমতে ও দ্বিতীয় তফসীলের ৭, ১২, ১৪, ১৬, ২০ ও ২১ নম্বরমতে যে রসুম আদায় হয়,

রাজধানীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের রসুমের কথা।

এবং রাজধানীস্থ ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতে ও তৎসংক্রান্ত নানা কার্যালয়ে যৎকালে যে রসুম লওয়া যাইতে পারে,

তাহা নিম্নলিখিতমতে আদায় করা যাইবে।

হাইকোর্টের সাধারণাধীনে বিচারাধিপত্যসম্পর্কে যে লেখ্যাদি অর্পণ

করা যায় তাহার রসুমের কথা।

৪ ধারা। যাহার উপর রসুম লওয়া যাইতে পারে এই আইনের প্রথম কি দ্বিতীয় তফসীলে এমত যে কোন প্রকারের লেখ্য নির্দিষ্ট থাকে উক্ত একতর তফসীলে উপযুক্ত রসুম বলিয়া যত টাকা নির্দ্ধারিত হইয়াছে সেই লেখ্যের উপর তাহার ন্যূন দেওয়া গেলে, উক্ত কোন হাইকোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শ্রবণ করিবার সাধারণাধীনে ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরণকালে,

অথবা ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার সাধারণাধীনে ক্ষমতাক্রমে কার্য্যকরণকালে,

আপীলী বিচারাধিপত্য সম্পর্ক।

অথবা উক্ত কোর্টের দুই কি তদধিক জন জজের নিষ্পত্তির উপর কিম্বা ডিবিজন কোর্ট হইলে তাঁহাদের নিষ্পত্তির উপর আপীল সম্পর্কে উক্ত কোর্টের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করণকালে,

অথবা ঐ কোর্টের তত্ত্বাধীন আদালতের নিষ্পত্তির উপর আপীল সম্পর্কে ঐ কোর্টের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্য করণকালে,

প্রথম গ্রহণের ও পুনর্দৃষ্টির কোর্ট স্বরূপ।

অথবা প্রথম গ্রহণের কি পুনর্দৃষ্টি করণের আদালতস্বরূপ ঐ কোর্টের বিচারাধিপত্যক্রমে কার্য্যকরণকালে,

তৎসম্মুখে আনীত কোন মোকদ্দমায় উক্ত লেখ্য অর্পণ করা যাইবে না ও দেখান যাইবে না ও লিপিবদ্ধ করা যাইবে না ও ঐ কোর্ট কর্তৃক গ্রাহ্য হইকে না ও দেওয়া যাইবে না।

রসুম দেওয়া আবশ্যক কি না ও কত দেওয়া কর্তব্য এই বিষয়ের মতভেদ

হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫ ধারা। এই অধ্যায়মতে রসুম যে দেওয়া গেল ইহার তত্ত্ব লওয়া যে কার্য্যকারকের কর্তব্য রসুম দেওয়া প্রয়োজন কি না ও কত দেওয়া উচিত এই বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে কোন বাদির কি অর্জনির বিবাদ হইলে, উক্ত কোন হাই কোর্টে

সেই বিবাদ টাকসিং আফিসরের প্রতি অর্পিত হইবে ও তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু তিনি সেই প্রশ্ন সাধারণের স্বার্থ ঘটিত জ্ঞান করিলে ঐ হাইকোর্টের টাক জজিসের, কিম্বা তিনি তৎপক্ষে সাধারণ কি বিশেষভাবে হাইকোর্টের যে জজকে নিযুক্ত করেন তাঁহার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে সেই বিবাদ অর্পণ করিবেন।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার উক্ত কোন আদালতে সেরূপ বিবাদ হইলে, আদালতের ক্লার্কের প্রতি অর্পিত হইবে। তাঁহার নিষ্পত্তি চূড়ান্ত। কিন্তু সেই প্রশ্ন সাধারণের স্বার্থ ঘটিত জ্ঞান করিলে তিনি ঐ আদালতের প্রধান জজের চূড়ান্ত নিষ্পত্তির নিমিত্তে অর্পণ করিবেন।

এই ধারার প্রথম প্রকরণের অর্থক্রমে কে টাকসিং আফিসর হইবেন, টাক জজিস সাহেব ইহা নির্দেশ করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

অন্য আদালতের ও রাজকীয় কার্যালয়ের রসুমের কথা।

মকঃসল আদালতে কি রাজকীয় কার্যালয়ে যে লেখ্য উপস্থিত করা যায় তাহার রসুমের কথা।

৬ ধারা। যাহার উপর রসুম লওয়া যাইতে পারে এই আইনের প্রথম কি দ্বিতীয় তফসীলে এমত যে কোন প্রকারে লেখ্য নির্দিষ্ট হইল উক্ত একতর তফসীলে তাহার উপযুক্ত রসুম * বলিয়া যত টাকা অবধারিত হইয়াছে, ঐ লেখ্যের উপর তাহার নূন দেওয়া গেলে সেই লেখ্য পূর্বোক্ত কোর্ট ও আদালতভিন্ন কোন আদালতে অর্পণ করা যাইবে না ও দেখান যাইবে না ও লিপিবদ্ধ হইবে না ও রাজকীয় কোন কার্যাকারক কর্তৃক গ্রাহ্য হইবে না ও দেওয়া যাইবে না।

বিশেষঃ মোকদ্দমার কত রহম লাগিবে তাহার হিসাব করিবার কথা।

৭ ধারা। নিম্নলিখিত মোকদ্দমায় এই আইনমতে কত রসুম দিতে হইবে, ইহা নিরূপণ করিবার বিধি এই—

টাকার মোকদ্দমায়।

(১) টাকার মোকদ্দমায়—যত টাকার দাওয়া হয় তদনুসারে। (ইহার মধ্যে ছানিপুরণের ও মূল্য প্রাপণের টাকা ও ভরণপোষণের ও বার্ষিক বৃত্তির ও অন্য যে টাকা নিরূপিত সময়ান্তরে দেওয়া যায় তাহার বাকীর নিমিত্ত মোকদ্দমা ধর্তব্য।

* রসুম দিবার জন্য ইন্টাঙ্ক্পের সংখ্যা সম্বন্ধে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৫ সালের ৩রা মে তারিখের বিজ্ঞাপন দেখ।

ভরণপোষণের ও বার্ষিক বৃত্তির মোকদ্দমায়।

(২) ভরণপোষণের ও বার্ষিক বৃত্তির ও অন্য যে টাকা নিরূপিত সময়ান্তরে দেওয়া যায় তন্নিমিত্ত মোকদ্দমায়—বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যানুসারে। এক বৎসরের নিমিত্তে যত টাকার দাওয়া হয় ঐ মূল্য তাহার দশগুণ ধরিতে হইবে।

অন্য যে অস্থাবর সম্পত্তির বাজার দর করা যায় তাহার মোকদ্দমায়।

(৩) টাকা ভিন্ন অন্য যে অস্থাবর বিষয়ের বাজারদর করা যায় তাহার মোকদ্দমায়—আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার সময়ে বাজারে সেই বিষয়ের যে মূল্য হয় তদনুসারে।

(৪) এই এই মোকদ্দমায়, অর্থাৎ—

যাহার বাজার দর নাই এমত অস্থাবর বিষয়ের নিমিত্ত।

(ক) আগম বিষয়ক লেখ্য প্রভৃতি যে অস্থাবর বিষয়ের বাজারদর নাই তন্নিমিত্ত মোকদ্দমায়,

সাধারণ পরিবারীয় সম্পত্তির অংশ পাইবার স্বত্ব প্রবল করণার্থ।

(খ) সম্পত্তি সাধারণ পরিবারীয় বলিয়া তাহার অংশ পাইবার অধিকার প্রবল করণার্থ মোকদ্দমায়,

নির্দেশ করণার্থ ডিক্রী ও তজ্জাত উপকার প্রাপনার্থ।

(গ) নির্দেশহুচক যে ডিক্রী কি আজ্ঞার ফলস্বরূপ উপকার প্রার্থনা হয় তাহা পাইবার মোকদ্দমায়,

নিষেধ হওনার্থ।

(ঘ) নিষেধহুচক আজ্ঞা প্রাপণার্থ মোকদ্দমায়,

পথ প্রভৃতির নিমিত্ত।

(চ) এই আইনে যাহার অন্য বিধান হয় নাই ভূমি হইতে উৎপাদিত এমত উপকার পাইবার স্বত্ব নির্ণয়ার্থ মোকদ্দমায়,

হিসাবের নিমিত্ত।

(ছ) হিসাবের নিমিত্ত মোকদ্দমায়,

আবেদনপত্রে কি আপীলের মর্মান্বকপত্রে যে মূল্য ব্যক্ত ধরিয়া উপকার প্রার্থনা হয় তদনুসারে।

তদ্রূপ সকল মোকদ্দমায় অর্থাৎ প্রার্থিত উপকারের যে মূল্য ধরেন তাহা ব্যক্ত করিবেন। এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনের ৩১ ধারায় “দাওয়া” শব্দের পরিবর্তে “প্রার্থিত উপকার” এই শব্দ প্রয়োগ হওনের ন্যায় ঐ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

ভূমির ও বাটার ও বাগানের অধিকার পাইবার ।

(৫) ভূমির ও বাটার ও বাগানের অধিকার পাইবার মোকদ্দমায় বিবাদীয় বিষয়ের মূল্যানুসারে । এই মূল্য ধরিবার বিধি এই,

ভূমি হইলে,

(ক) এই ভূমি গবর্ণমেন্টের নিকট বার্ষিক রাজস্বদায়ী সম্পূর্ণ মহাল কিম্বা মহালের নির্দিষ্ট অংশ হইলে,

কিম্বা তদ্রূপ মহালের একাংশ হইয়া উক্ত প্রকারের রাজস্ব স্বতন্ত্র ধার্য্য হইয়াছে ইহা বলিয়া কালেক্টরের রেজিষ্টারে লেখা গেলে,

ও সেই রাজস্ব স্থায়িরূপে অবধারিত হইলে, এই রাজস্বের দশগুণ ।

(খ) ভূমি গবর্ণমেন্টের নিকট বার্ষিক রাজস্ব দায়ী সম্পূর্ণ মহাল কিম্বা মহালের অবধারিত অংশ হইলে, কিম্বা এই মহালের একাংশ হইয়া রেজিষ্টরীতে উক্ত প্রকারে লেখা গেলে,

ও সেই রাজস্ব অবধারিত কিন্তু চিরস্থায়ি নয় এমন স্থলে,

এই রাজস্বের পাঁচ গুণ ।

(গ) ভূমি তদ্রূপ রাজস্বদায়ী না হইলে, কিম্বা অংশতঃ এই রাজস্ব হইতে মুক্ত হইলে, কিম্বা এই রাজস্বের পরিবর্তে তাহার উপর অবধারিত অন্য টাকার দাবী থাকিলে,

ও আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখেরপূর্বে যে বৎসর গত হইল সেই বৎসরে এই ভূমি হইতে নিট লভ্য উৎপন্ন হইলে,

এই নিট লভ্যের পঞ্চদশ গুণ ধরিতে হইবে ।

কিন্তু নিট লভ্য উৎপন্ন না হইলে, আদালত তত্ত্ব ল্য প্রকারের চতুঃপার্শ্বস্থ ভূমির মূল্য লক্ষ্য করিয়া এই ভূমির যে মূল্য নিরূপণ করেন তদনুসারে ধরা যাইবে ।

(ঘ) এই ভূমি গবর্ণমেন্টের রাজস্বদায়ী মহালের একাংশ হইলেও সেই মহালের নির্দিষ্ট অংশ না হইয়া উপরের লিখনমতে তাহার স্বতন্ত্র রাজস্ব ধার্য্য না হইলে, এই ভূমির বাজার দর অনুসারে ।

বোম্বাই রাজধানী সম্পর্কীয় উপবিধি ।

পরন্তু বোম্বাইয়ের মজিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে এই ভূমির মূল্য ধরিবার এই বিধি ।

(১) ত্রিশ বৎসরের অনধিক কালের বন্দোবস্তমতে ভূমি ভোগ হইয়া গবর্ণমেন্টের নিকট সম্পূর্ণ করদায়ী হইলে, জরীপ অনুসারে যত টাকা কর ধার্য্য হইয়াছে তাহার পাঁচ গুণ ।

(২) ভূমি চিরস্থায়ি বন্দোবস্ত কিম্বা ত্রিশ বৎসরের অধিক কালের বন্দোবস্তমতে ভোগ হইয়া গবর্ণমেন্টের নিকট সম্পূর্ণ কর দিলে জরীপ অনুসারে যত টাকা কর ধার্য্য হইয়াছে তাহার দশ গুণ । এবং

(৩) জরীপ অনুসারে বার্ষিক ষত টাকা কর ধার্য্য হয় যদি তাহার সমুদয় কি একাংশ ক্ষমা হইয়া থাকে, তবে যে কর কিছা করের যে অংশ তদ্রূপে ক্ষমা হইল তাহার দশগুণের অতিরিক্ত এই উপবিধির (ক) অথবা বিষয় বিশেষে (খ) প্রকরণমতে ঐ মূল্য নিরূপণ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি প্রজা রাজস্বদায়ী যে কোন ভূমির নিমিত্তে গবর্ণমেণ্টের নিকট পৃথক অদ্বীকারপত্র লিখিয়া দেন কিছা পৃথক অদ্বীকারপত্র না থাকিলেও যাহার রাজস্ব স্বতন্ত্র ধার্য্য হইয়াছে এই ধারার “মহাল” শব্দে সেই ভূমি বুঝায়,

বাটীর ও বাগানের নিমিত্ত।

(৪) বাটীর কি বাগানের নিমিত্ত মোকদম্য হইলে,—ঐ বাটীর কি বাগানের বাজার দর অনুসারে,

ক্রয় করণের অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ।

(৬) ক্রয় করণের অগ্রস্বত্ব প্রবল করণার্থ মোকদম্য,—যে ভূমির কি ঘরের কি বাগানের সম্পর্কে ঐ স্বত্ত্বের দাওয়া হয় তাহার মূল্যানুসারে। ঐ মূল্য এই ধারার ৫ প্রকরণমতে নিরূপিত হইবে।

ভূমির রাজস্বের আঁসেনীর সম্পর্ক প্রাপণার্থ।

(৭) ভূমির রাজস্বের আঁসেনী স্বরূপ সম্পর্ক প্রাপণার্থ মোকদম্য—আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে যে বৎসর গত হয় সেই বৎসরে তাহার খরচ বাদে নিট লভ্যের পঞ্চদশ গুণ অনুসারে।

ক্রোক অন্যথা করণার্থ।

(৮) ভূমির কিছা ভূমিগত কি রাজস্বসংক্রান্ত সম্পর্কের ক্রোক অন্যথা করিবার মোকদম্য,—সেই ভূমি কি সম্পর্ক যত টাকার নিমিত্তে ক্রোক করা যায় তদনুসারে।

কিন্তু সেই টাকা ভূমির কি সম্পর্কের মূল্যের অধিক হইলে—ঐ ভূমি কি সম্পর্ক প্রাপ্তির নিমিত্ত মোকদম্য হওয়ার ন্যায় রক্ষ্ম বহিতে হইবে।

মুক্ত করণার্থ।

(৯) বন্ধকী সম্পত্তি পাইবার নিমিত্তে বন্ধক গ্রহীতার নামে মোকদম্য

বিক্রয় করণার্থ।

এবং বন্ধকী জব্য বিক্রয় করণার্থে বন্ধক গ্রহীতার মোকদম্য,—

কিছা নিয়মাবীন বিক্রয়ক্রমে বন্ধক দেওয়া গেলে সেই বিক্রয় সিদ্ধ বলিয়া নির্দেশ করণার্থে মোকদম্য,

বন্ধকপত্র দ্বারা মূল ষত টাকা রক্ষিত হওয়ার কথা ব্যক্ত হয় তদনুসারে।

নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনার্থ।

(১০) নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়,—অর্থাৎ

(ক) বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়, যত টাকা দেওয়া যাইবে তদনুসারে,

(খ) বন্ধকের চুক্তি সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়,—যত টাকা রক্ষিত হইবার নিয়ম হয় তদনুসারে।

(গ) পাড়ার চুক্তি সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়—ফাইন কি প্রিমিয়ম অর্থাৎ পাণ কি সেলামী দিবার নিয়ম হইলে তাহার সহিত, মিয়াদের প্রথম বৎসর যত খাজানা দিবার নিয়ম হয়, তাহার মোট টাকানুসারে।

(ঘ) ডিক্রীর নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনার্থ মোকদ্দমায়,—বিবাদীর টাকার কিম্বা সম্পত্তির মূল্যানুসারে,

ভূম্যধিকারির ও প্রজার মোকদ্দমায়।

(১১) ভূম্যধিকারির ও প্রজার নিম্নলিখিত মোকদ্দমায়—যথা,

(ক) প্রজার স্থানে কবুলিয়ৎ পাইবার,

(খ) যে প্রজার ভোগ স্বত্ব থাকে তাহার খাজানা বৃদ্ধি করিবার,

(গ) ভূম্যধিকারির স্থানে পাউ পাইবার,

(ঘ) উঠাইয়া দিবার নোটিসের আপত্তি করিবার,

(চ) যে ভূমি হইতে ভূম্যধিকারি কর্তৃক বেআইনীমতে উঠাইয়া দেওয়া যায় প্রজার তাহা ফিরিয়া পাইবার,

(ছ) খাজানা নুন করিবার মোকদ্দমায়,—

মোকদ্দমা যে ভূমি সম্পর্কীয় হয়, আবেদনপত্র উপস্থিত করিবার তারিখের পূর্বে যে বৎসর গেল সেই বৎসরের খাজানা অনুসারে।

মূল্য নিরূপণের আজ্ঞার উপর আপীলের মর্ধ্যাত্মক পত্রের রসুমের কথা।

৮ ধারা। রাজকীয় কার্গোর নিমিত্ত ভূমিগ্রহণের যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে ভূমির মূল্য নিরূপণ বিষয়ক আজ্ঞার উপর আপীল হইলে, যত টাকার ডিক্রী হয় ও আপেলার্ট যত টাকার দাওয়া করেন ইহার যে বিশেষ * এই আইনমতে সেই আপীলের মর্ধ্যাত্মকপত্রের তদনুসারে রসুম নিরূপণ করা যাইবে।

নিট লভ্য কি বাজারদর নির্ণয় করিবার ক্ষমতার কথা।

৯ ধারা। ৭ ধারার ৫ ও ৬ প্রকরণে যে ভূমির ও বাটীর ও বাগানের উল্লেখ হইয়াছে তাহার বৎসরের নিট লভ্য কিম্বা বাজারদর অন্যায়মতে ধরা গিয়াছে আদালতের এমত জ্ঞান করিবার কারণ থাকিলে তহুজিখিত মোকদ্দমার রসুম নিরূপণ করিবার জন্যে আদালত উপযুক্ত কোন ব্যক্তিকে কমিশ্যন দিয়া স্থানীয় কিম্বা প্ররোজনমত অন্য অনুসন্ধান করিয়া আদালতে রিপোর্ট করিবার আদেশ করিতে পারিবে।

নিট লভ্যের কি বাজার দরের অন্যান্য নিরূপণ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১০ ধারা। (১) তদ্রূপ অনুসন্ধান করা গেলে পর সেই বাজারদর কি নিট লভ্যের অন্যান্য নিরূপণ হইয়াছে আদালত ইহা জানিতে পাইলে, যদি অতিরিক্ত রসুম ধরা গিয়া থাকে, তবে স্বীয় বিবেচনায় সেই অতিরিক্ত অংশ ফিরিয়া দিবেন অথবা যদি অল্প ধরা গিয়া থাকে, তবে ঐ বাজারদর কি নিট লভ্য ন্যায়মতে নিরূপণ হইলে বাদির যত অধিক রসুম দিতে হইত তাহা দিবার আজ্ঞা করিবেন।

(২) এমন স্থলে সেই অধিক রসুম না দেওন পর্য্যন্ত মোকদ্দমা স্থগিত থাকিবে। আদালত যে সময় নির্দ্ধার্য্য করেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ অধিক রসুম না দেওয়া গেলে, মোকদ্দমা ডিসমিস হইবে।

(৩) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ১৮০ ধারায় “পরিস্কার করিবার জন্যে” এই কথার পরে “কিস্বা সম্পত্তির বাজার দর” এই কথা, এবং “খেসারতের টাকা” এই কথার পর “কিস্বা বৎসরের নিট লভ্য” এই কথা থাকার ন্যায় ঐ ধারার অর্থ করিতে হইবে।

ওয়াসিলাতের কি হিসাবের নিমিত্ত মোকদ্দমায় যত টাকা দাওয়া হয় তাহার অধিকের ডিক্রী হইলে কার্য্য প্রণালীর কথা।

১১ ধারা। ওয়াসিলাতের কিস্বা স্থাবর সম্পত্তি ও ওয়াসিলাতের নিমিত্ত কিস্বা হিসাব পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দমায়, যত ওয়াসিলাতের দাওয়া হয় কিস্বা অর্থী প্রার্থিত উপকারের যে মূল্য ধরেন তদধিকের ডিক্রী হইলে, মোকদ্দমায় সেই ডিক্রীর সম্পূর্ণ টাকা ধরা গেলে যত-রসুম লাগিত ও যত দেওয়া গেল উপযুক্ত কার্য্যকারককে ইহার বিশেষ না দেওন পর্য্যন্ত ঐ ডিক্রীমত কার্য্য সাধন হইবে না।

ওয়াসিলাতের টাকা যদি ডিক্রী সাধনকালে নিরূপণ করিবার নিয়ম হইয়া থাকে, তবে তদ্রূপে যে ওয়াসিলাত নিরূপণ করা যায় তাহা দাওয়া করা ওয়াসিলাতের অধিক হইলে, তদ্রূপে নিরূপিত সমস্ত ওয়াসিলাত মোকদ্দমায় ধরা গেলে যত রসুম লাগিত ও যত দেওয়া গেল ইহার বিশেষ না দেওন পর্য্যন্ত ডিক্রী সাধন করিবার আরং কার্য্য স্থগিত থাকিবে। আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ের মধ্যে ঐ অধিক রসুম না দেওয়া গেলে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবে।

মূল্য নিরূপণের বিবাদ নিষ্পত্তির কথা।

১২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে আবেদনপত্রের কিস্বা আপীলের মর্ধ্যাক্ষপত্রের উপর যত রসুম লাগিবে ইহা নির্ণয় করণার্থ মূল্য নিরূপণ বিষয়ক বিবাদ হইলে, যে আদালতে ঐ আবেদনপত্র কি মর্ধ্যাক্ষপত্র দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন। এবং অর্থী প্রত্যর্থির পক্ষে সেই নিষ্পত্তি চূড় হইবে।

(২) কিন্তু তদ্রূপ কোন মোকদ্দমা আপীল শ্রবণের কি প্রার্থনের উত্তর দেও-
নের কি পুনর্দৃষ্টি করণের উপযুক্ত আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, ঐ
বিবাদ অন্যায়মতে নিষ্পত্তি হইলে ও তদ্ব্যতীত রাজস্বের হানির সম্ভাবনা যদি আ-
পীল আদালতের এমত বিবেচনা পাকে, তবে ঐ বিবাদ স্বার্থমতে নিষ্পত্তি
হইলে অধিক যত রসুম লাগিত যে ব্যক্তি রসুম দিয়াছেন তাঁহাকে ঐ আদালত
তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিবেন এই স্থলে ১০ ধারার ২ প্রকরণের বিধি খাটে !

আপীলের মর্ম্মাক্ষকপত্রের রসুম ফিরিয়া পাইবার কথা ।

১৩ ধারা। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যবিধানের আইনের লিখিত কোন
হেতুতে অংশস্থ আদালত কোন আপীল কি আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করিলে যদি
তাহা গ্রাহ্য করিবার আজ্ঞা হয়, কিম্বা মোকদ্দমার আপীল হইয়া যদি ঐ আইনের
৩৫১ ধারার লিখিত কোন হেতুতে তাহা অংশস্থ আদালতের দ্বিতীয় নিষ্পত্তির
জন্যে ফিরিয়া পাঠান যায়, তবে আপীলের মর্ম্মাক্ষক পত্রের যত রসুম দিয়া থাকেন
আপীল আদালত আপেলান্টকে কালেক্টর সাহেবের স্থানে ঐ সমুদয় টাকা
ফিরিয়া পাইবার অনুমতিসূচক সংশ্লিষ্ট পত্র দিবেন * ।

পরন্তু আপীল হইয়া মোকদ্দমা ফিরিয়া পাঠান গেলেও ফিরিয়া পাঠাইবার
সেই আজ্ঞা যদি মোকদ্দমা সংক্রান্ত সম্পূর্ণ বিষয় সম্পর্কীয় না হয়, তবে বিবাদীর
বিষয়ের যে অংশ ফিরিয়া পাঠান গেল সেই অংশের উপর আদৌ যত টাকা রসুম
লাগিতে পারিত ঐ সংশ্লিষ্টপত্রক্রমে আপেলান্ট তাহার অধিক ফিরিয়া পাইতে
পারিবে না ।

ডিক্রীর পুনর্বিচার হইবার প্রার্থনা হইলে রসুম ফিরিয়া দিবার কথা ।

১৪ ধারা। যদি ডিক্রীর তারিখ অবধি নবতিতম (৯০) দিনে কি তৎপরে
ডিক্রীর পুনর্বিচার হইবার প্রার্থনা হয়, ও প্রার্থকের ক্রেটি প্রযুক্ত সেই বিলম্ব না
হইয়া থাকে, তবে উক্ত দিবসের পূর্বে প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করা গেলে যত রসুম

* কোন দেওয়ানী বা রাজস্বসংক্রান্ত আদালতে আরজী উপস্থিত করা গেলে ও
দোষ গুণ দৃষ্টে যুক্তিসঙ্গত মোকদ্দমা প্রকাশ হইলেও যদি আদালতের বিচারপতি
বা কর্তৃপক্ষ গুরুতর দোষ বিনা কেবল দাঁড়াপক্ষে কোন পারিভাষিক দোষ হেতুক
প্রতিবাদিকে সমন না করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করেন, কিন্তু অগ্রাহ্য করিলেও যদি বাদী
দাঁড়ামতে অন্য পাঠে আরজী লিখিয়া সেই প্রতিবাদীর কি প্রতিবাদীদের নামে সেই
মোকদ্দমা চালাইতে পারেন, তবে যে বিচারপতি বা কর্তৃপক্ষ ঐ আরজী অগ্রাহ্য
করিলেন তিনি পূর্বোক্ত কারণে তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন ও তাঁহার বিবেচনামতে
ঐ আরজীতে যে ইন্ডাম্প দেওয়া গেল তাহার মূল্য ফিরিয়া দেওয়া উচিত এই মর্মে
সার্টিফিকেট দিলে ঐ আদালত যে জিলায় থাকে সেই জিলায় কালেক্টর সাহেবের
নিকট ঐ সার্টিফিকেটের সহিত নরখাস্ত দেওয়া গেলে, ঐ ইন্ডাম্প মূল্য ফিরিয়া
পাওয়া যাইতে পারিবে । ২৭৬৮ নং ১৮৭৪ । ৩০ এপ্রিল ।

লাগিত তাহার অধিক বাহা দিয়াছেন, আদালত বিহিত বোধ করিলে কালেক্টর সাহেবের স্থানে প্রার্থকের সেই অধিকাংশ পাইবার অনুমতির সংশিতপত্র দিবেন।

আদালত ভ্রমহেতুক পূর্ব নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করিলে টাকা ফিরিয়া পাইবার কথা।

১৫। বিচার পুনর্দৃষ্ট হইবার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইলে এবং আদালত পুনঃ শ্রবণ কালে আইন কি র্ত্তাস্থ্যটি ভ্রমহেতুক আপনার পূর্ব নিষ্পত্তি অন্যথা কি মতান্তর করিলে প্রার্থনাপত্রের * উপর যত রসুম দেওয়া গেল তাহা ঐ আদালতে অন্য প্রার্থনাপত্রের উপর এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১ নম্বরের (খ) কি (ঘ) প্রকরণক্রমে দাতব্য রসুমের যত অধিক হয় প্রার্থক কালেক্টর সাহেবের স্থানে সেই অধিকাংশ ফিরিয়া পাইবার অনুমতির সংশিতপত্র আদালত হইতে পাইতে পারিবেন।

কিন্তু আদৌ শ্রবণকালে যে প্রমাণ উপস্থিত করা যাইতে পারিত যদি অংশতঃ কি সম্পূর্ণরূপে তদ্রূপ নূতন প্রমাণ ঐ নিষ্পত্তির অন্যথা কি মতান্তর হস্ত্যার কারণ হয় তাহা হইলে এই ধারার পূর্বভাগের কোন কথাক্রমে প্রার্থকের ঐ সংশিতপত্র পাইবার স্বত্ত্ব থাকিবে না।

ডিক্রীর যে অংশের উপর আপীল হয় নাই রেকর্ডাওয়েট সেই বিষয়ের আপত্তি করিলে অতিরিক্ত রসুমের কথা।

১৬ ধারা। দেওয়ানী আদালতে সম্পূর্ণ নিষ্পত্তির উপর আপীল না হইয়া যদি বিবাদীয় বিষয়ের কেবল একাংশ সম্পর্কে হইয়া থাকে, কিন্তু ঐ আপীল প্রভু হওনকালে রেকর্ডাওয়েট দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যবিধানের আইনের ৩৪৮ ধারামতে সেই অংশ ভিন্ন নিষ্পত্তির অন্য অংশের বিষয়ে আপত্তি করেন তাহা হইলে নিষ্পত্তির যে অংশের বিষয়ে তদ্রূপ আপত্তি করেন আপীলে সেই অংশও ধরা গেলে অধিক যত রসুম লাগিত রেকর্ডাওয়েট তাহা না দিলে আদালত সেই আপত্তি শ্রবণ করিবেন না।

বিবিধ বিষয়ঘটিত এক মোকদ্দমার কথা।

১৭ ধারা। একি মোকদ্দমা দুই কি তদধিক ভিন্ন২ বিষয়ঘটিত হইলে এই আইনক্রমে উক্ত প্রত্যেক বিষয়ের স্বতন্ত্র মোকদ্দমায় আবেদনপত্রের কি আপীলের মর্মান্বকপত্রের যত রসুম লাগে, পূর্বোক্ত মোকদ্দমার আবেদনপত্রের কি আপীলের মর্মান্বকপত্রের নিমিত্তে তাহার সমষ্টি লাগিবে।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যবিধানের আইনের ৯ ধারাতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত

হইয়াছে, এই ধারার পূর্ব ভাগের কোন কথা দ্বারা তাহার ব্যতিক্রম হইল জ্ঞান করিতে হইবে না।

অভিযোক্তাদের লিখিত পরীক্ষার কথা।

১৮ ধারা। যদি কোন ব্যক্তি অনায়াসমতে কয়েদ কি অনায়াসমতে আসিদ্ধ হওন অপরাধের কিম্বা অন্য যে অপরাধ হইলে পোলীসের কর্মকারকেরা পরওয়ানা ভিন্ন ধরিতে না পারে এমত অপরাধের অভিযোগ করিয়া এই আইনমত রসুম দেওন পূর্বক দরখাস্ত না দিয়া থাকে, তবে কোজদারী মোকদ্দমার কার্যাবিধানের আইনের বিধানমতে তাহার প্রথম কি একি পরীক্ষা লিপিবদ্ধ হইলে তাহার আট আনা রসুম লাগিবে। কিন্তু আদালত তাহা ক্ষমা করা উচিত বোধ করিলে ক্ষমা করিতে পারিবেন।

কোন লেখা মুক্ত থাকার কথা।

১৯ ধারা। এই আইনের কোন কথাক্রমে নিম্নলিখিত লেখ্যের উপর রসুম লাগিবে না। যথাঃ—

(১) অশ্রীমতি মহারানীর সৈন্যদলের সেনাপতি কিম্বা ওয়ারন্ট আফিসর কি সনদ অপ্রাপ্ত ছদ্মাদির কি সেনা দেওয়ানী কর্মে নিযুক্ত না হইয়া মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কিম্বা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবার জন্যে যে মোক্তারনামা করেন তাহা।

(২) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যাবিধানের আইনের ১১৮ ও ১৬৪ ধারার উল্লিখিত এজেহার।

(৩) মোকদ্দমার প্রথম শ্রবণের পরে আদালত যে লিখিত বর্ণনা দিবার আজ্ঞা করেন তাহা।

(৪) সৈন্যসংক্রান্ত কোর্ট রিকর্ডে যে আবেদনপত্র ও ঐ কোর্টের ডিক্রী সম্পাদন করিবার যে দরখাস্ত উপস্থিত করা যায় তাহা।

(৫) কোর্ট সেন্ট জর্জ (মাল্দ্ভাজ) দেশে গ্রাম্যমুশ্বেকেরা যে মোকদ্দমার বিচার করেন তৎসংক্রান্ত আবেদনপত্র।

(৬) ঐদেশে জিলার পকারতের নিকট মোকদ্দমার আবেদনপত্র ও পরওয়ানা।

(৭) মাল্দ্ভাজের ১৮১৬ সালের ১২ আইনমতে কালেক্টর সাহেবদের নিকট মোকদ্দমার আবেদনপত্র।

(৮) যে সম্পত্তির উপলক্ষে চরমপত্রের প্রামাণিকপত্র কি ডেব্যানিরূপণাধিকারিত্ত্বপত্র কি সংশ্লিষ্টপত্র দেওয়া বাইবে ঐ সম্পত্তির মূল্য ১০০০ টাকার অধিক না হইলে এই আইনের প্রথম তকসীলের ১২ নম্বরক্রমে উল্লিখিত ঐ প্রামাণিকপত্র ও ডেব্যানিরূপণাধিকারিত্ত্বপত্র ও সংশ্লিষ্টপত্র।

(৯) কালেক্টর সাহেবের কিম্বা অন্য যে কার্য্যকারক ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন, তাহার কিম্বা রেবিনিউ বোর্ডের কিম্বা রাজস্ব সংক্রান্ত কমিশ্যনর

সাহেবের নিকটে ভূমির রাজস্ব ধার্যকরণ সম্পর্কীয় কিছা তথ্যটিত স্বত্ব কি স্বার্থ নির্ণয়করণ সম্পর্কীয় বিষয়ের যে প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত করা যায় তাহা ঐ বন্দোবস্তের চূড়ান্ত অবধারণের পূর্বে উপস্থিত করা গেলে সেই প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত।

(১০) ভূমিতে সঁচিবার নিমিত্তে গবর্ণমেন্টের জল পাইবার প্রার্থনাপত্র।

(১১) যে ভূমির রাজস্ব অবধারিত আছে কিন্তু চিরস্থায়ীরূপে নয় নিজ গবর্ণ-মেন্টের নিকট অঙ্গীকারক্রমে বদ্ধ ঐ ভূমিভোগী-ব্যক্তি ভূমির রাজস্বের কর্তৃপক্ষের নিকট ঐ ভূমির চাষ বৃদ্ধি করিবার কিম্বা সেই ভূমি ত্যাগ করিবার অনুমতির যে প্রার্থনাপত্র দেন ঐ প্রার্থনাপত্র।

(১২) ভূমি ত্যাগ কিস্তি খাজানা বৃদ্ধি করণের নোটিস দিবার প্রার্থনাপত্র।

(১৩) কর্মকারকের নিকট ক্রোক করিবার লিখিত ক্ষমতাপত্র।

(১৪) যে দরখাস্তে অপরাধের অভিযোগ কি সন্ধান লেখা থাকে তত্ত্বিন্ন সাক্ষ্য দিবার কিম্বা লেখ্য দেখাইবার জন্যে সাক্ষির কিম্বা অন্য ব্যক্তির উপস্থিত হইবার সময় দেওনের কিম্বা আদালতে উপস্থিত করিবার অব্যবহিত কারণে যে আক্ষি-ডেবিট করা যায় তত্ত্বিন্ন কোন নিদর্শনপত্র দেখাইবার ঐকি অর্পণ করিবার বিষয়ে যে প্রথম প্রার্থনাপত্র হয় তাহা।

(১৫) ফৌজদারী মোকদ্দমায় দর্শন প্রতিভূর নিবন্ধপত্র। নালিশ করিবার
কিছা সাক্ষ্য দিবার প্রতিজ্ঞাপত্র। স্বয়ং কিছা অন্যের উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞা-
পত্র।

(১৬) পোলীসের কর্মকারকের নিকট কি তাঁহার সম্মুখে, কিম্বা মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর সাহেবের শাসিত দেশের অন্তর্গত গ্রামের মণ্ডলের কিম্বা গ্রাম্য পোলীসের নিকটে কি তাঁহার সম্মুখে, অপরাধ বিষয়ক যে দরখাস্ত কি প্রার্থনাপত্র কি অভিযোগপত্র কি সন্ধানবাদ দেওয়া কি অর্পণ করা যায় তাহা।

(১৭) কারাবদ্ধ ব্যক্তির কিম্বা কোন আদালত কি তৎকর্মকারককর্তৃক আসিদ্ধ কি আটক করা ব্যক্তির দরখাস্ত।

(১৮) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থমতে যিহি রাজকীয় কার্যকারক হন তাঁহার কিসা মুনিসিপল কার্যকারকের কিসা রেলওয়ে কোম্পানির কার্যকারকের কি চাকরের দত্ত অভিযোগপত্র।

(১৯) গবর্নমেন্টের বনরক্ষাচেষ্টার অনুমতির কথা। এ বনসম্পর্কীয় অন্য বিষয়ের প্রার্থনাপত্র।

(২০) গবর্ণমেন্টের স্থানে প্রার্থকের পাওনা পাইবার প্রার্থনাপত্র।

(২১) ১৮৫৬ সালের ২০ আইনমত চৌকিদারী টাক্কোর কিসা নগরসংক্রান্ত লোক টাক্কোর উপর আপীলের দরখাস্ত।

(২২) রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে ভূমাদি গ্রহণ বিষয়ক যে আইন যৎকালে

প্রাথমিক থাকে, এমন কোন আইনমতে ক্ষতিপূরণের প্রার্থনাপত্র।

(২৩) ছোটনাগপুরের অন্তর্গত ভূসম্পর্ক নিরূপণ ও তাহার বিধান করণার্থ ও তাহা লিপিবদ্ধ করণার্থ ১৮৬৯ সালের বঙ্গীয় ২ আইনমতে যে স্পেশ্যাল কমিশ্যনার নিযুক্ত হন তাঁহার নিকট দরখাস্ত।

(২৪) ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ৪৫ ও ৪৮ ধারামতে যে দরখাস্ত করা যায় তাহা।*

চতুর্থ অধ্যায়।

পরওয়ানার রসুমের বিধি।

পরওয়ানার খরচের বিধি।

২০ ধারা। হাইকোর্ট সাধ্যমতে ত্বরায় নিম্নলিখিত বিষয়ের বিধি করিবেন।

(১) আপীল ও নিবার ক্ষমতা সম্পর্কে ঐ কোর্ট এবং দেওয়ানী ও রাজস্ব সংক্রান্ত যে ২ আদালত উক্ত ক্ষমতার ব্যাপ্য স্থানে স্থাপিত হইরাছে সেই ২ আদালত যে পরওয়ানা দেন তাহা পর্য্যাপণ ও সাধন করিবার যত রসুম লাগিবে তাহার।

(২) যে অপরাধ হইলে পুলিশসংক্রান্ত কর্মকারক পরওয়ানাভিন্ন দৃত করিতে পারে তন্নিম্ন অন্য অপরাধ হইলে, পূর্বোক্ত সীমার অন্তর্গত কোজদারী আদালত যে পরওয়ানা দেন তাহা পর্য্যাপণ ও সাধন করিবার যত রসুম লাগিবে তাহার।

(৩) যে পেয়াদারা ও অন্য যে ব্যক্তিরা আদালতের অনুমতিক্রমে পরওয়ানা পর্য্যাপণ কি সাধন করিবার কর্মে নিযুক্ত হয় তাহাদের পারিশ্রমিকের।

তদ্রূপ যে সকল বিধি করা যায় হাইকোর্ট সময়ে ২ তাহা পরিবর্তন কি বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

ঐ বিধি দৃঢ় ও প্রকাশ করণের কথা।

উক্ত সকল বিধি ও পরিবর্তিত ও বর্জিত বিধি স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্তৃক স্থিরীকৃত ও মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনারেল সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হইলে পর স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে ৭ প্রকাশিত হইয়া আইনের তুল্য বলবৎ হইবে।

উক্ত প্রকারের প্রণীত বিধি প্রকাশ না হওন পর্য্যন্ত পরওয়ানা পর্য্যাপণ ও সাধন করিবার রসুম বর্তমান নিয়মমতে আদায় হইতে থাকিবে ও এই আইনমত আদায়ের রসুম জ্ঞান হইবে।

* ১৮৭২ সালের ১৫ আইনের ২ ধারা দেখ।

† ১৮৭৪ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি তারিখের কলিকাতা গেজেট। ৪৭৬ পৃ। ও ১৮৭৪ ১০ই জুন তারিখের ঐ গেজেট। ৯৭৯ পৃষ্ঠা। এবং, হাইকোর্টের ১৮৭৪ সালের ৭ই মার্চ তারিখের ১০ নং সরকুলার দেখ।

পরওয়ানার রসুমের নির্দিষ্টপত্রের কথা।

২১ ধারা। পরওয়ানা দিবার ও সাধন করিবার নিমিত্ত যত রসুম দিতে হইবে তাহার নির্দিষ্টপত্র ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় লিখিত হইয়া প্রত্যেক আদালতের কোন প্রকাশ স্থানে লটকান থাকিবে।

জিলার ও তদধীন আদালতে যত জন পেয়াদা থাকিবে তাহার কথা।

২২ ধারা। প্রত্যেক জিলার জজ সাহেবের ও জিলার প্রত্যেক মাজিস্ট্রেট সাহেবের আদালত ও তাঁহার অধীন সকল আদালত হইতে যে পরওয়ানা বাহির হয় তাহা পর্য্যাপণ ও সাধন করিবার নিমিত্তে যত জন পেয়াদাকে নিযুক্ত করা আবশ্যিক তাহা ঐ জিলার জজ সাহেব ও মাজিস্ট্রেট সাহেব নিরূপণ করিবেন ও সময়ে২ পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

কিন্তু হাইকোর্ট কর্তৃক যে বিধি প্রণীত হইয়া স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ও মন্ত্রিসভা-
ধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরেল সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হয় তদ-
বলম্বন করিয়া ঐ সংখ্যা নিরূপণ ও পরিবর্তন করিবেন।

ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতের পেয়াদার সংখ্যার কথা।

(ধর্ম্মাধিকরণ নির্বাহক হাইকোর্টের সাধারণ প্রথম স্থানীয় দেওয়ানী বিচার-
বিপত্তের স্থানীয় সীমার বহির্ভূত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার আদালতবিষয়ক ব্যবস্থা সংগ্রহ
ও সংশোধন করণার্থ) ১৮৬৫ সালের ১১ আইনক্রমে স্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার
প্রত্যেক আদালত এই ধারার কার্য্যপক্ষে জিলার জজ সাহেবের আদালতের
অধীন বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রাজস্বসংক্রান্ত আদালতে যত জন পেয়াদা থাকিবে তাহার কথা।

২৩ ধারা। জিলার কালেক্টর সাহেবের আদালত কিম্বা তাঁহার অধীন আদালত
হইতে যে পরওয়ানা বাহির হয় তাহা পর্য্যাপণ ও সাধন করিবার নিমিত্তে যত জন
পেয়াদা নিযুক্ত করা আবশ্যিক, যে প্রত্যেক কর্ম্মকারক জিলার কালেক্টরের কর্ম্ম
করেন তিনি রাজস্বসম্পর্কীয় কর্তৃত্বকারি প্রধান কর্তৃপক্ষের প্রণীত * ও স্থানীয়
গবর্ণমেন্টের এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরেল সাহেবের
অনুমোদিত বিধি অবলম্বন করিয়া তাহাদের সংখ্যা নিরূপণ করিবেন ও সময়ে২
সেই সংখ্যা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

এই অধ্যায়মতে যে পরওয়ানা দেওয়া হয় তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য

বিধানের আইনমতে জারী করা পরওয়ানা জ্ঞান করিবার কথা।

২৪ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে প্রত্যেক পরওয়ানা পর্য্যাপণ কি সাধন করা
হয় তাহা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের ১৮৮ ধারার এবং ১৮৭২

* ১৮৭০ সালের ২২এ জানুয়ারি তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১৪৬ পৃষ্ঠা দেখ।
১৮৭০ সালের ২১এ জানুয়ারি তারিখের বেঙ্গল গবর্ণমেন্ট বিজ্ঞাপন।

সালের ৮ আইন সংশোধনার্থ ১৮৬১ সালের ২৩ আইনের ২ ধারার অর্থানুযায়ী পরওয়ানা জ্ঞান হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

রসুম আদায় করিবার বিধান।

ইক্যাম্প দ্বারা আদায় করিবার কথা।

২৫ ধারা। ৩ ধারার উল্লিখিত কিম্বা এই আইনমতে আদায় সকল রসুম ইক্যাম্পদ্বারা লওয়া যাইবে।

ইক্যাম্প ছাপা কি আঠাল হইবার কথা।

২৬ ধারা। মন্ত্রিসভাধিকৃতি ভারতবর্ষের ত্রিযুত গবর্নর জেনারেল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনি প্রকাশ করিয়া সময়ে২ যদ্রূপ আজ্ঞা করেন এই আইনমত রসুমের নিদর্শনসূচক সকল কি তন্মধ্য কোন২ ইক্যাম্প তদনুসারে ছাপিয়া কিম্বা আঁটিয়া দেওয়া যাইবে *।

ইক্যাম্প যোগাইবার ও নুতন করিবার ও হিসাব রাখিবার ও সংখ্যার কথা।

২৭ ধারা। স্থানীয় গবর্নমেন্ট সময়ে২

(ক) এই আইনমত ইক্যাম্প যোগাইবার,

(খ) এই আইনমতে যে রসুম লওয়া যাইতে পারে তাহার নিদর্শনসূচক যত খানি ইক্যাম্প ব্যবহার করিতে হইবে তাহার,

(গ) ইক্যাম্পের হানি হইলে কি তাহা নষ্ট হইলে নুতন করিয়া দিবার,

(ঘ) এই আইনমতে যে ইক্যাম্পের ব্যবহার হয় তাহার হিসাব রাখিবার বিধান করিবেন।

কিন্তু হাইকোর্টে ৩ ধারামতে যে ইক্যাম্পের ব্যবহার হইবে তৎসম্পর্কীয় সেই বিধি ঐ কোর্টের চীফ জজিস সাহেবের অনুমোদনক্রমে করা যাইবে।

* ১। ভারতবর্ষীয় গবর্নমেন্টের ১৮৭১। ২২এ ডিসেম্বর তারিখের ৩২৬৪ নং সরকারী আদেশ।

২। ৩ ধারার যে ফীর উল্লেখ আছে তাহা কেবল আঠাল ইক্যাম্প দ্বারা দিতে হইবে। ১৬৭৮ নং ১৮৭৩। ১৮ই জুলাই।

৩। এই আইনমতে যে ফীর দিতে হয় ১৮৭৫। ১ লা এপ্রিল অবধি “কোর্ট ফীর” এই শব্দ যে টিকিটের উপর থাকে এমত আঠাল ইক্যাম্প দ্বারা সেই ফীর দিতে হইবে। উক্ত ফীর মধ্যে ১০ এক আনার কম থাকিলে তাহা ধরিতে হইবে না। ১৫২০ নং ১৮৭৫। ৫ই মার্চ।

উক্ত সকল বিধি স্থান বিশেষে রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।
তাহা হইলে আইনের তুল্য বলবৎ হইবে *।

লেখ্য অনবধানে গ্রাহ্য হইলে তাহাতে ইন্ট্যাম্প বসাইবার কথা।

২৮ ধারা। এই আইনমতে যে লেখ্যের ইন্ট্যাম্প থাকা উচিত তাহাতে উপ-
যুক্ত ইন্ট্যাম্প না দেওয়া গেলে তাহা সিদ্ধ হইবে না।

কিস্তি তদ্রূপ কোন লেখ্যেতে উপযুক্ত ইন্ট্যাম্প না থাকিলেও যদি কোন
আদালতে কি কার্যালয়ে ভ্রম কি অনবধানতাক্রমে গ্রাহ্য কি অর্পণ কি ব্যবহার
করা যায়, তবে কর্তৃত্বকারি জজ কিম্বা বিষয়বিশেষে কার্যালয়ের প্রধান কার্য্য
কারক কিম্বা হাইকোর্ট হইলে ঐ কোর্টের কোন জজ বিহিত বোধ করিলে আপ-
নার আদেশানুসারে ইন্ট্যাম্প করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐ লেখ্যে
তদ্রূপ ইন্ট্যাম্প দেওয়া গেলে প্রথমেই উপযুক্ত ইন্ট্যাম্প থাকার ন্যায় তৎসম্পর্কীয়
সমস্ত কার্য্য সিদ্ধ হইবে।

সংশোধিত লেখ্যের কথা।

২৯ ধারা। কেবল ভ্রম সংশোধনার্থে ও উভয়পক্ষের প্রকৃত অভিপ্রায়ানুযায়ি
করণার্থে উক্ত কোন লেখ্য সংশোধন করা গেলে, তাহাতে নূতন ইন্ট্যাম্প দিবার
প্রয়োজন নাই।

ইন্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করিবার কথা।

৩০ ধারা। যে লেখ্য এই আইনমতে ইন্ট্যাম্প করা প্রয়োজন তাহার ইন্ট্যাম্প
অকর্ম্মণ্য করা না গেলে, ঐ লেখ্য কোন আদালতে কি কার্যালয়ে মোকদ্দমা
ষটিত কোন কার্য্যে অর্পণ করা যাইবে না ও তদনুসারে কোন কার্য্য হইবে না।

আদালত কিম্বা কার্যালয়ের প্রধান কর্ম্মকারক সময়ে ২ যে কর্ম্মকারককে নিযুক্ত
করেন, তিনি তদ্রূপ লেখ্য পাইলেই ঐ ইন্ট্যাম্পের মূল্য নির্দেশের কথা রাখিয়া

* ৫ ধারায় ট্যাক্স আফিসর নামক যে কার্য্যকারকের কথা লেখা আছে, তাহার
বিবেচনায় অকস্মাৎ কি অমনোযোগ হেতুক কোন দলীল পুনশ্চ লিখিয়া দেওয়া
আবশ্যক হইলে ও সেই দলীলে এক কি কয়েক ইন্ট্যাম্প দেওয়া থাকিলে, কিম্বা কোন
দলীলে উপযুক্ত ইন্ট্যাম্প দেওয়া গেলে ও সেই ইন্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য করা গেলে পর
কোর্টে সেই দলীল উপস্থিত কি দাখিল করিবার কারণ রহিত হইয়াছে দেখা গেলে,
তিনি আপনার বিবেচনামতে ঐ এক কি কয়েক ইন্ট্যাম্প বিনা মূল্যে নূতন করিয়া
দিবার সার্টিফিকেট লিখিয়া দিতে পারিবেন। উক্ত প্রকারে যে ইন্ট্যাম্প অকর্ম্মণ্য
করা গেল তাহা কালেক্টর সাহেবের নিকট আনিয়া দেওয়া গেলে যে ব্যক্তি ঐ
সার্টিফিকেট আনেন কালেক্টর সাহেব তাহাকে ঐ সার্টিফিকেটের নির্দিষ্ট মূল্যের অন্য
ইন্ট্যাম্প দিবেন। এতদ্বারা ঐ সার্টিফিকেট উপযুক্ত ক্ষমতাপত্র হইবে। বাঙ্গাল
গবর্ণমেণ্টের ১৮৭৪ সালের ৩০শে মার্চ তারিখের বিজ্ঞাপন দেখ।

ইন্ট্যাম্পের সংখ্যা সম্বন্ধে বাঃ গঃ ১৮৭৫। ৩রা মে তারিখের বিজ্ঞাপন দেখ।

ছেনীদ্বারা মন্তুকাতির প্রতিক্রিয়া কাটিয়া ঐ ইন্সটাম্প অকর্মণ্য করিবেন । যে ভাগ কাটিয়া লওয়া যায় তাহা পোড়াইয়া কি অন্য প্রকারে নষ্ট করিতে হইবে ।

যষ্ঠ অধ্যায় ।

বিবিধ বিধি ।

কোজদারী আদালতে যে প্রার্থনা পত্র দেওয়া যায় তাহার রসুম প্রতিনিয়ত
করিবার কথা ।

৩১ ধারা । (১) যে অপরাধ হইলে পোলীসের কর্মকারক পরওয়ানাভিন্ন
স্থত করিতে পারে, কোন প্রার্থনাপত্রে কি দরখাস্তে তন্নিম্ন কোন অপরাধের অভি-
যোগ কি নালিশ লিখিত হইয়া কোজদারী আদালতে অর্পণ করা গেলে, ঐ আদা-
লত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ড নিরূপণ করেন, তন্নিম্ন ঐ
প্রার্থনাপত্রে কি দরখাস্তে বাদির যত রসুম লাগিয়াছে অপরাধির তাহাও দিবার
আজ্ঞা দিবেন ।

(২) ১৮ ধারার লিখিত স্থলে পরীক্ষার নিমিত্তে বাদির রসুম দিতে হইলে
আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তন্নিম্ন
অপরাধির সেই রসুমও দিবার আজ্ঞা করিবেন ।

(৩) এই ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের উল্লিখিত অন্যতর স্থলে যদি
বাদী পরওয়ানা জারী করিবার রসুম দিয়া থাকেন, তবে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তির
অপরাধ নির্ণয় করিলে যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তন্নিম্ন বাদির সেই রসুম কিরিয়া
দিবার আজ্ঞা করিবেন ।

(৪) এই ধারামতে যে সকল রসুম ভরিয়া দিবার আজ্ঞা হয় তাহা আদাল-
তের অবধারিত অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে ।

১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ৩০৮, ৩০৯, ৩৭১, ৩৭৩, ধারা সংশোধন হইবার কথা ।

৩২ ধারা । দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য বিধানের আইনের ৩০৮ ও ৩০৯
ধারাতে “ইন্সটাম্পের মাসুল” ও “ইন্সটাম্পের” এই ২ কথার পরিবর্তে “আদালতের
রসুমের ১৮৭০ সালের আইনমত রসুম বলিয়া” এই কথা থাকার ন্যায়, এবং ঐ
আইনের ৩৭১ ধারায় “যে মূল্যের ইন্সটাম্প কাগজ” এই যে শব্দ আছে তৎপরিবর্তে
“রসুম দেওয়া গেলে” এই কথা থাকার ন্যায়, এবং ঐ আইনের ৩৭৩ ধারায়
“আপীল যে মূল্যের ইন্সটাম্প কাগজে” ইত্যাদি যে কথা আছে তৎপরিবর্তে
“আপীলের যত রসুম লাগে ঐ দরখাস্তের তত লাগিবে” এই কথা থাকার ন্যায়,
এবং “ইন্সটাম্পের নিমিত্তে” এই কথার পরিবর্তে “রসুম” শব্দ থাকার ন্যায় ঐ ঐ
ধারা পাঠ করিতে হইবে ।

এবং ভারতবর্ষীয় ইন্সকুম টাক্সের আইনের ২০ ধারায় “উক্ত ইন্সটাম্পের মূল্য”

এই কথার পরিবর্তে “দরখাস্তের রসুম” এই কথা থাকার ন্যায় ঐ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

যাহার উপযুক্ত রসুম দেওয়া যায় নাই ফৌজদারী মোকদ্দমায় এমত নিদর্শনপত্র গ্রাহ্য হইবার কথা।

৩৩ ধারা। কোন লেখার উপযুক্ত রসুম না দেওয়া গেলেও ন্যায় বিচারের ক্রটি নিবারণার্থে সেই লেখা অর্পণ করা কি দর্শান আবশ্যিক ফৌজদারী আদালতের প্রধান বিচারপতির এমত বিবেচনা হইলে ৪ কি ৬ ধারার কোন কথাক্রমে তাঁহার অর্পণ করা কি দর্শান নিষিদ্ধ জ্ঞান হইবে না।

ইফ্টাম্প বিক্রয় করিবার বিধি।

৩৪ ধারা। মাধারণ ইফ্টাম্প বিয়ক ১৮৬৯ সালের আইনের ৪৮ ধারায় “ইফ্টাম্পের মাসুল বিয়ক আইন সংশোধনার্থ ১৮৬৭ সালের ২৬ আইন” এই কথার পরিবর্তে “আদালতের রসুমের ১৮৭০ সালের আইন” এই কথা থাকার ন্যায় ঐ ধারা পাঠ করিতে হইবে।

রসুম নূন কি ক্ষমা করিবার কথা।

৩৫ ধারা। এই আইনের প্রথম ও দ্বিতীয় তফসীলে যে রসুম অবধারিত হইয়াছে, ভারতবর্ষের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে২ ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনি প্রকাশ করিয়া ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমস্ত কি কোন২ স্থানে সেই রসুম কিম্বা তাহার কোন অংশ নূন কি ক্ষমা করিতে পারিবেন। *

এবং তদ্রূপে ঐ আজ্ঞা রহিত কি মতাস্তর করিতেও পারিবে। *

* ৩৫ ধারার ক্ষমতানুসারে নিম্ন লিখিত ফী শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল বাহাদুর ক্ষমা করিয়াছেন।

১। কোন আদালতের কি মাজিস্ট্রেট সাহেবের আজ্ঞাক্রমে গবর্নমেন্টের সপক্ষে কোন আড্‌বোকেটকে কি উকীলকে, কিম্বা ফৌজদারী কোন আদালতের সম্মুখে অন্য ব্যক্তি গবর্নমেন্টের পক্ষে কোন মোকদ্দমা কি অনুসন্ধান কার্য চালাইবার নিমিত্তে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে তাঁহাকে কোন দলীলের যেন কল দেওয়া যায় তাহার, ও উক্ত কোন বিচার কি অনুসন্ধান কার্য সম্পর্কে কোন আদালতের কি মাজিস্ট্রেট সাহেবের ব্যবহারের জন্য উক্ত কোন আড্‌বোকেটের কি উকীলের কি অন্য ব্যক্তির প্রতি কোন দলীলের যেন কল লইবার আদেশ থাকে তাহার, রসুম লাগিবে না। ৪৩৬৬ নং ১৮৭০। ২১ অক্টোবর।

২। দ্বিতীয় তফসীলের ৬ নং অনুসারে গবর্নমেন্টের বেতনভোগী কর্মচারীদের আপন কার্য সম্পাদনার্থে নিবন্ধপত্র বা অন্য দলীল লিখিয়া দিতে হয় তাহার ইফ্টাম্প মাসুল লাগিবে না। ৪৭নং ১৮৭১। ৬ই জানুয়ারি।

৩। প্রথম তফসীলের ১১প্রঃ মতে উইলের প্রমাণপত্র বা ত্রব্যনিরূপণাধিকারিত্ব পত্রের জন্য যে ফী আদায় হইতে পারে, মৃত ব্যক্তির অধিকার বা স্বত্ত্বের মধ্যে যে সম্পত্তি তাঁহার নিজের উপকারের নিমিত্ত না হইয়া অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিদের পক্ষে

হাই কোর্টের কোনও কর্মকারকের রসুম রক্ষা করণের কথা।

৩৬ ধারা। কোর্ট উল্লিখিত হাইকোর্টের আর্কোষ্টেন্ট জেনারলকে যে কমি-
সান দিতে হয় এবং ঐ কোর্টের কোন কার্যকারকের প্রতি অবধারিত বেতনের
ন্যস্তরূপ থাকে সেই সম্পত্তি সম্পর্কে ঐ প্রমাণ-পত্রের বা প্রবাসিনরূপাধিকারিত্বপত্রের
সেই ফী লাগিবে না। পরন্তু যদি ন্যাসদারী ব্যক্তি ঐ ন্যস্ত সম্পত্তিতে কোন উপকার
জনক স্বার্থ নিরূপণ বা প্রদান করিতে সক্ষম হন তবে এই বিধি খাটিবে না। ২১৩৫
নং ১৮৭২। ২২এ মার্চ।

৪। কোন ব্যক্তি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞামতে কাগজবদ্ধ হইয়া তাহার উপর
আপীল করিতে চাহিলে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যবিধানের আইনের ১১৬ ধারা-
মতে ঐ আপীলের দরখাস্তের সঙ্গে সেই দণ্ডাজ্ঞার কি আঞ্জার নকল কি সেই আজ্ঞা
করিবার হেতুর যে নকল দেওয়া যায় তাহার উপর। ২৫২০ নং ১৮৭২। ৫ই এপ্রিল।

৫। (ক) ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যবিধানের আইনের ১৯৯ ধারামতে অভি-
যুক্ত ব্যক্তিকে নালিশ পত্রের যে নকল কি তর্জমা দেওয়া যায় তাহার,

(খ) ঐ আইনের ২০১ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জোবানবন্দীর যে নকল দেওয়া
যায় তাহার,

(গ) ফৌজদারী আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা দ্বারা যে ব্যক্তির ল'ভ কি ক্ষতি
হইতে পারে সেই ব্যক্তি জেলে বন্ধ থাকিলে কিম্বা আদালত কোন বিশেষ কারণে
তাহার সেই ডিক্রী কি আজ্ঞার নকল বিনাখরচে পাইবার বিশেষ কারণ জানিলে
তাহাকে উক্ত আইনের ২৭৬ ধারামতে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞার যে নকল ও জুরির নিকট
জজের উপদেশ পত্রের যে নকল দেওয়া যায় তাহার,

(ঘ) ঐ আইনের ৩৫৭ ধারামতে সাক্ষীর পরীক্ষা কালে যে উত্তর দেয় অভিযুক্ত
ব্যক্তিদিগকে সেই উত্তরের যে নকল দেওয়া যায় তাহার,

(ঙ). ঐ আইনের ৪৪৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে নালিশ পত্রের যে নকল
দেওয়া যায় তাহার, ও

(চ) ঐ আইনের ৫৩৮ ধারামতে ভরণপোষণের আজ্ঞা হইলে সেই আজ্ঞার যে
নকল দেওয়া যায় তাহার ফী লাগিবে না। ৯৯৬নং ১৮৭৩। ৬ই জুন।

৬। যে দেওয়ানী আদালত ১৮৫৯ সালের ৮ আইনের ২৫৯ ধারামতে সার্টীফিকেট
দিবেন সেই আদালতের কাগজপত্রের নথিতে ঐ সার্টীফিকেটের নকল রাখিবার
নিমিত্ত ব্যত ফী দিতে হয় তাহা। ৩৯০৬নং ১৮৭৩। ২৪এ অক্টোবর।

৭। ইফ্যাম্পা কাগজ নষ্ট কি অকর্মণ্য হইলে কিম্বা কর্মে আর না লাগিলে গবর্ণ-
মেণ্টে যে মূল্য দিয়া তাহা লওয়া গিয়াছিল সেই মূল্য ফিরিয়া পাইবার জন্য এবং নষ্ট
কি অকর্মণ্য হওয়া ইফ্যাম্পোর পরিবর্তে নূতন ইফ্যাম্পা কাগজ পাইবার নিমিত্ত কালে-
ন্ডের সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলে ঐ দরখাস্তের উপর যে ফী লাগে তাহা।
৩৮১৬নং ১৮৭৩। ১৯এ ডিসেম্বর।

৮। বঙ্গ দেশের জুরিত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশের অন্ত-
র্গত কোন আদালতে পনির টাকার অনধিক খাজানা আদায় করিতে হইলে তাহার
উপর উপযুক্ত এই ফী দিতে হইবে।

অতিরিক্ত যে সকল রক্ষ্ম লইবার অনুমতি আছে, তাহার প্রতি এই আইনের ২ ও ৫ অধ্যায়ের কোন কথাও বর্তিবে না।

আমানতের টাকা।	২৥০ টাকার অধিক না হইলে	এক আনা।
...	২৥৫ টাকার অধিক ও	৫৮ অনধিক না হইলে দুই আনা।
...	৫৮	১০৮ চারি আনা।
...	১০৮	১৫৮ ছয় আনা।

১০৭০নং ১৮৭৪। ১২ই ফেব্রুয়ারি।

৯। গবর্ণমেন্টের লবণ ক্রয় করিবার নিমিত্তে যে প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দেওয়া যায় তাহার উপর। ১২৯৩নং ১৮৭৪। ২০এ ফেব্রুয়ারি।

১০। (ক) কোন ইফেক্টের একাংশ বলিয়া কোন সম্পত্তির বিষয়ে প্রবেট কিম্বা কার্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া গেলে পর, ঐ ইফেক্টের সেই সম্পত্তির বিষয়ে কিম্বা তাহা অন্য যে সম্পত্তির মধ্যে ধরা যায় তাহার বিষয়ে যদি তদ্রূপ অন্য প্রবেট প্রভৃতি দেওয়া যায় তবে প্রথম প্রবেট প্রভৃতির নিমিত্ত যত টাকা ফী দেওয়া গেল তাহা ঐ দ্বিতীয় প্রবেট প্রভৃতির ফী হইতে বাদ দিতে হইবে।

(খ) কোন ইফেক্টের অন্তর্গত কোন সম্পত্তির বিষয়ে প্রবেট কিম্বা কার্যনিরূপণাধিকারিত্বপত্র দেওয়া গেলে পর যদি সেই ইফেক্টের অন্তর্গত সেই সম্পত্তির সমুদয় কি একাংশের নিমিত্ত তদ্রূপ অন্য প্রবেট প্রভৃতি দেওয়া যায় তবে আর ফী লাগিবে না। ২৬২৩নং ১৮৭৪। ২৪এ এপ্রিল।

১১। বন্দোবস্তি কার্যা চলন সময়ে কিম্বা শেষ হইলে ভূম্যধিকারী ও কৃষকদিগকে গ্রামের বন্দোবস্তের কাগজপত্রের যে নকল দেওয়া যায় তাহার উপর ও

বন্দোবস্তের আদালতে আবেদনপত্রের সঙ্গে দাখিল করণার্থে ক্ষেতের যে নির্ঘণ্ট পত্র গ্রামের বন্দোবস্তের কাগজপত্র হইতে তুলিয়া দেওয়া যায় তাহার উপর উক্ত আইনমতে ইফ্যাম্প ফী লাগিবে না। এই বিজ্ঞাপনের কোন কণা (ক) আদালতের কবকারীর নকলের প্রতি ও (খ) ক্ষেতের পূর্বেযুক্ত নির্ঘণ্ট পত্র ভিন্ন, গ্রামের বন্দোবস্তের কাগজপত্রের যে নকল অন্য কোন আদালতে কি কার্য্যালয়ে দাখিল করা যায় তাহার প্রতি বর্তে না। ৪১৯৩ নং ১৮৭৪। ৩রা জুলাই।

১২। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যবিধানের আইনের ৪৬৪ ধারামতে ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তির বা আজ্ঞার নকল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিম্বা নিষ্পত্তি বা আজ্ঞামতে যাহার লাভ কি ক্ষতি হয় তাহাকে দেওয়া গেলে যদি সেই ব্যক্তি জেলে থাকে কিম্বা আদালত বিশেষ কোন কারণে বিনা খরচে সেই নকল দেওয়া উচিত জ্ঞান করেন তবে সেই নকলের উপর। ৭৩১৭ নং ১৮৭৪। ১৮ই ডিসেম্বর।

১৩। আইনমতে যত রক্ষ্ম দিতে হয় পুণ্য সেই রক্ষ্ম দেওয়া গেলে ১৮৫৮। ৪০ আইন কিম্বা ১৮৬৪ ২০ আইন মতে যে কোন মহাল সরবরাহ করিবার সার্টিফিকেট দেওয়া গেল সেই মহাল সম্পর্কে পরে কোন কারণে হুতন সার্টিফিকেট দিতে হইলে সেই হুতন সার্টিফিকেট দিবার নিমিত্ত আর রক্ষ্ম লাগিবে না। ৮৫৫ নং ১৮৭৫। ৫ই ফেব্রুয়ারি।

১ তফসীল।

মূল্যানুযায়ী রসুম।*

নম্বর।	উপযুক্ত রসুম
	টাকা
বিবাদীর টাকা কি বিবাদীর বিষয়ের মূল্য ৫ টাকার অধিক না হইলে ...	১০/-
এ টাকা কি মূল্য ৫ টাকার অধিক হইলে, ১০০ টাকা পর্যন্ত ৫ টাকার উদ্ধ প্রতি ৫ টাকার কি তাহার হানাংশের ...	১০/-
এ টাকা কি মূল্য ১০০ টাকার অধিক হইলে ১০০০ টাকা পর্যন্ত ১০০ টাকার উদ্ধ প্রতি ১০০ টাকার কি তাহার হানাংশের ...	৫/-
এ টাকা কি মূল্য ১০০০ টাকার অধিক হইলে, ৫০০০ টাকা পর্যন্ত ১০০০ টাকার উদ্ধ প্রতি শতের কি তাহার হানাংশের ...	৫/-
এ টাকা কি মূল্য ৫০০০ টাকার অধিক হইলে ১০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৫০০০ টাকার উদ্ধ প্রতি আড়াই শতের কি তাহার হানাংশের ...	১০/-
এ টাকা কি মূল্য ১০,০০০ টাকার অধিক হইলে ২০,০০০ টাকা পর্যন্ত ১০,০০০ টাকার উদ্ধ প্রতি পাঁচ শতের কি তাহার হানাংশের ...	১৫/-
এ টাকা কি মূল্য ২০,০০০ টাকার অধিক হইলে ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত ২০,০০০ টাকার উদ্ধ প্রতি সহস্রের কি তাহার হানাংশের ...	২০/-
এ টাকা কি মূল্য ৩০,০০০ টাকার অধিক হইলে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৩০,০০০ টাকার উদ্ধ প্রতি দুই সহস্রের কি তাহার হানাংশের ...	২০/-
এ টাকা কি মূল্য ৫০,০০০ টাকার অধিক হইলে ৫০,০০০ টাকার উদ্ধ প্রতি পাঁচ সহস্রের কি তাহার হানাংশের ...	২৫/-

১। এই আইনের ৩ ধারার উল্লিখিত আবেদনপত্র কি আপীলের মর্যাস্বক পত্র ভিন্ন যে আবেদনপত্র কি আপীলের যে মর্যাস্বকপত্র দেওয়ানী কি রাজস্বসংক্রান্ত কোন আদালতে উপস্থিত করা যায় ও এই আইনে যাহার প্রকারান্তরের বিধান হয় নাই তাহা।†

* যে কার্গজে কোর্টকি বসাইতে হইবে তাহা ১৩। ইঞ্চি লম্বা ও ৮। ইঞ্চি ওসার হইবে। মূল্য এক পয়সা। ১৮৭২ সালের ২৮এ জুন তারিখের হাইকোর্টের ২২নং সনক্যালার।

† মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে কত রসুম লাগিবে ইহা নির্ণয় করণার্থ এই তফসীল সংযুক্ত টেবিল দেখ।

মহর।

উপযুক্ত রস্ম

টাকা

কিন্তু আবেদন পত্রের কি আপীলের
মর্যাস্বকপত্রের উপর ৩০০০ টাকার অ-
ধিক রস্ম লওয়া যাইতে পারিবে না।*

২। (মোকদ্দমার
মিগ্রাদ নিরূপণার্থ)
১৮৫৯ সালের ১৪ আ-
ইনের ১৫ ধারামত
অধিকার পাইবার
মোকদ্দমার আবেদন-
পত্র।†

৩। (১৮৭১। ৮ আ-
ইন দ্বারা রদ।

৪। ডিক্রীর তা-
রিখ অবধি নবতিতম
দিনে কি তৎপরে ডি-
ক্রীর পুনর্বিচার হই-
বার প্রার্থনা হইলে।

৫। ডিক্রীর তা-
রিখ অবধি নবতিতম
দিনের পূর্বে ডিক্রীর
পুনর্বিচার হইবার
প্রার্থনাপত্র।

৬। যে নিষ্পত্তি
কি আজ্ঞা ডিক্রী নছে
ও ডিক্রির তুলা বল-
বৎ নছে তাহার প্রতি-
লিপি কি অনুবাদ।

হাইকোর্ট ডিন্ন কোন দেওয়ানী আ-
দালতের কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত আদাল-
তের বা কার্যালয়ের কর্তৃত্বকারি কার্য-
কারকের কিম্বা বিচার কি কার্যসম্পাদক
অন্য কর্তৃপক্ষের সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা
হইলে,—

(ক) বিবাদীয় টাকা কি দ্রব্যের মূল্য
৫০ টাকা কি তাহার হ্রান হইলে ...

(খ) ঐ টাকা কি মূল্য ৫০ টাকার
অধিক হইলে

হাইকোর্টের সেই নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা
হইলে

পূর্বোক্তমত যত
রস্ম ধার্য হইয়া-
ছে তাহার অ-
র্ধেক।

আবেদন পত্রের
কিম্বা আপীলের
মর্যাস্বক পত্রের উ-
পর যত রস্ম লা-
গে তত।

আবেদন পত্রের
কিম্বা আপীলের
মর্যাস্বক পত্রের উ-
পর যত রস্ম লা-
গে তাহার অর্ধেক

10

11

12

* ১৮৭০। ২০ আইন ও ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ২ ধারা দেখ।

† বিশেষ উপকারবিষয়ক ১৮৭৭ সালের ১ আইনের ২ ধারামতে স্থাবর সম্পত্তির
অধিকার পাইবার মোকদ্দমার আবেদনপত্রে এই আইনের প্রথম তফসীলের ১ প্রকর-
ণের উল্লিখিত আবেদনপত্রের নির্দিষ্ট রস্মের অর্ধেক লাগিবে। ২১২৭নং ১৮৭৬।
২৭ এ জুলাই।

নম্বর।

উপস্থিত রসুম।

৭। ডিক্রীর কিম্বা
ভুক্তুল্য বলবৎ আ-
জ্ঞার প্রতিলিপি।

এ ডিক্রী কি আজ্ঞা হাইকোর্ট ভিন্ন
কোন দেওয়ানী আদালতের কি রাজস্ব-
সংক্রান্ত কোন আদালতের হইলে,—

(ক) এ ডিক্রী কি আজ্ঞা যে মোকদ্দমার
করা যায় তদ্ব্যবহিত বিবাদীয় টাকা কি
দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকা কি তাহার হান
হইলে

(খ) এ টাকা কি মূল্য ৫০ টাকার
অধিক হইলে

হাইকোর্টের এ ডিক্রী কি আজ্ঞা
হইলে

টাকা

৥০

১-

২-

৮। সাধারণ ইফ্টাম্প
বিষয়ক ১৮৬৯ সালের
আইন মতে যে লেখ্যের
উপর ইফ্টাম্পের মা-
নুল লাগে, মোকদ্দমার
কি মোকদ্দমা ঘটিত
কার্যের কোন পক্ষ
সেই মূল পত্র লইয়া
তৎস্থানে প্রতিলিপি
রাখিলে এ প্রতি-
লিপি।

(ক) মূলপত্রের উপর আটজানার অধিক
ইফ্টাম্পের মানুল না লাগিলে

(খ) অন্য স্থলে — — —

মূলপত্রে যত
লাগে তত

৥০

৯। এই আইনের রা-
জস্ব কি আদালত সং-
ক্রান্ত মোকদ্দমাঘটিত
কার্যের কি আজ্ঞার যে
প্রতিলিপির বিধানান্তর
হয় নাই সেই প্রতি-
লিপি। কিম্বা কোন
দেওয়ানী কি ফৌজ-
দারী কি রাজস্বসং-
ক্রান্ত আদালত কি
কার্যালয় হইতে কিম্বা
দেশখণ্ডের কার্যাসম্পা-
দনাধিকারি কোন প্র-
ধান কর্তৃপক্ষের কার্যা-
লয় হইতে গৃহীত কোন
হিসাব, বর্ণনাপত্র, রি-
পোর্ট প্রভৃতির প্রতি-
লিপি *।

৩৬০ শব্দ প্রতি, কিম্বা ৩৬০ শব্দের
হ্যানাংশের প্রতি — — —

৥০

নম্বর।

উপযুক্ত রসুম

টাকা

১০। বঙ্গদেশস্থ ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসীডেন্সির বালকাদির ও তদীয় সম্পত্তির রক্ষা করিবার সুবিধান করণার্থ ১৮৫৮ সালের ৪০ আইনমতে কিম্বা বোম্বাই প্রেসীডেন্সিতে বালকাদির ও তদীয় সম্পত্তির রক্ষা করিবার সুবিধান করণার্থ ১৮৬৪ সালের ২০ আইন মতে দ্রব্য নিরূপণাধিকারিদের যে সংশিতপত্র দেওয়া যায় তাহা।

যে টাকার কি সম্পত্তির বিষয়ে ঐ সংশিতপত্র দেওয়া যায়, তাহা কি তাহার মূল্য ৫০০ টাকার অধিক না হইলে — — ৫—

ঐ টাকা কি মূল্য ৫০০ টাকার অধিক কিন্তু ১০০০ টাকার অনধিক হইলে — — ১০—
১০০০ টাকার উর্দ্ধ প্রতি সহস্রের কি তাহার হ্রাসংশের — — ৫—

১১। চরম পত্র সংযুক্ত কি তস্তিন্ন চরমপত্রে প্রামাণিক পত্র কিম্বা দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্র পত্র।

১২। উত্তরাধিকারিদের গতিকৈ পাওনাটাকা আদায় করা সুগম করণের ও মৃত ব্যক্তিদের স্থলাভিষিক্ত লোকদিগকে যাহারা আপনহক্কা টাকা পরিশোধ করিয়া দেয় তাহারদের বেঝুকি হওনার্থ ১৮৬০ সালের ২৭ আইনমতে কিম্বা আদালত কর্তৃক উত্তরাধিকারিদের ও চরমপত্র সাধকের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের স্বীকৃত হওয়ার ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের ও ধনাধ্যক্ষদের নিয়ন্ত্রিত হওয়ার বিধান করণার্থ বোম্বাই দেশের চলিত ১৮২৭ সালের ৮ আইনমতে যে সংশিতপত্র দেওয়া যায় তাহা *।

যে টাকার কি সম্পত্তির নিমিত্তে উক্ত প্রামাণিক কি দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্র কি সংশিতপত্র দেওয়া যায় সেই টাকা কি সেই সম্পত্তির মূল্য ১০০০ টাকার অধিক হইলে

ঐ টাকার কি মূল্যের উপর শতকরা ২— টাকা।

* কোন মৃত ব্যক্তির সমস্ত সম্পত্তির মোট ধরিয়া যদি তাহার দ্রব্যনিরূপক কোন

মন্তব্য । তদ্রূপ সংশিতপত্র যে ব্যক্তিকে দেওয়া যায়, তিনি কিম্বা তাঁহার স্থলাভি-
বিক্ত ব্যক্তি ঐ সংশিতপত্রক্রমে যে সকল
টাকা আদায় কি সংগ্রহ করেন ঐ সংশিত-
পত্র পাঠবার তারিখ অবধি দ্বাদশ মাস
গত হইলে পর, ও তৎপশ্চাৎ ঐ সংশিত-
পত্র দাতা আদালত যে সময়ে আজ্ঞা করেন
সেই সময়ে শপথক্রমে ঐ সকল টাকার
বর্ণনাপত্র অর্পণ করিবেন ।

ঐ সংশিতপত্র যে ব্যক্তিকে দেওয়া
গেল তিনি শপথক্রমে ঋণের যত টাকা কি
অন্য সম্পত্তির যত মূল্য ব্যক্ত করিলেন
তদধিক টাকা সংগৃহীত কি আদায় হইলে,
আদালত সেই পত্র বার্থ করিয়া তাহাকে
যতন সংশিতপত্র লইয়া এই তফসীল অনু-
সারে অধিক যত রসুম নির্দ্ধারিত হইয়াছে
তাহা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন ।

নিরূপিত সময়ের মধ্যে ঐ বর্ণনাপত্র
অর্পণ করা না গেলে আদালত সেই সং-
শিতপত্র বার্থ করিতে পারিবেন ।

মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে মূল্যানুসারে যে রসুম দিতে হইবে
তাহার হিসাব করিবার টেবিল ।

বিবাদীর টাকা কি মূল্য বাছার অধিক হইলে	ও বাছার অন- ধিক হইলে	যত রসুম লাগে ।	বিবাদীর টাকা কি মূল্য বাছার অধিক হইলে	ও বাছার অন- ধিক হইলে	যত রসুম লাগে ।
.....	৫	১০/	৬	৬৫	৪৫০/০
৫	১০	৬	৬৫	৭০	৫১০
১০	১৫	১০/	৭০	৭৫	৫১১/০
১৫	২০	১১/	৭৫	৮০	৬
২০	২৫	১৫/০	৮০	৮৫	৬১০/০
২৫	৩০	২১/০	৮৫	৯০	৬৬০
৩০	৩৫	২১১/০	৯০	৯৫	৭১০
৩৫	৪০	৩১০/০	৯৫	১০০	৭১০
৪০	৪৫	৩১০/০	১০০	১১০	৮১০
৪৫	৫০	৩৬০	১১০	১২০	৯
৫০	৫৫	৪০/০	১২০	১৩০	৯৬
৫৫	৬০	৪১০	১৩০	১৪০	১০১/০

ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি সম্পর্কে উইলের প্রমাণপত্রের কি দ্রব্য নিরূপণাধিকারি পত্রের উপর
ইন্টাঙ্ক দিয়া থাকেন তবে নানা দেশের কি প্রদেশের স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অধীন
রাজস্ব সক্রান্ত কর্মকারী প্রধান কর্তৃপক্ষ সাহেব বিহিত বোধ করিলে ঐ সম্পত্তির যে
অংশের দ্বারা মৃত ব্যক্তির ঋণ শোধ করা যায় সেই অংশটির উপর ইন্টাঙ্কের মূল্য
ফিরিয়া দিতে পারিবেন । ২৫০৪ নং ১৮৭৩ । ১৮ই এপ্রিল ।

বিবাক্তিগ টাকা	ও যাচার অন-	যত রক্ষম	বিবাক্তিগ টাকা	ও যাচার অন-	যত রক্ষম
কি মূল্য যাচার	ধিক হইলে	নাগে।	কি মূল্য যাচার	ধিক হইলে	নাগে।
অধিক হইলে			অধিক হইলে		
১৪০	১৫০	১১।০	৬৩০	৬৪০	৪৮
১৫০	১৬০	১২	৬৪০	৬৫০	৪৮৫০
১৬০	১৭০	১২৫০	৬৫০	৬৬০	৪৯৥০
১৭০	১৮০	১৩৥০	৬৬০	৬৭০	৫০।০
১৮০	১৯০	১৪।০	৬৭০	৬৮০	৫১
১৯০	২০০	১৫	৬৮০	৬৯০	৫১৫০
২০০	২১০	১৫৫	৬৯০	৭০০	৫২৥০
২১০	২২০	১৬৥০	৭০০	৭১০	৫৩।০
২২০	২৩০	১৭।০	৭১০	৭২০	৫৪
২৩০	২৪০	১৮	৭২০	৭৩০	৫৪৫০
২৪০	২৫০	১৮৫০	৭৩০	৭৪০	৫৫৥০
২৫০	২৬০	১৯৥০	৭৪০	৭৫০	৫৬।০
২৬০	২৭০	২০।০	৭৫০	৭৬০	৫৭
২৭০	২৮০	২১	৭৬০	৭৭০	৫৭৫০
২৮০	২৯০	২১৫০	৭৭০	৭৮০	৫৮৥০
২৯০	৩০০	২২৥০	৭৮০	৭৯০	৫৯।০
৩০০	৩১০	২৩।০	৭৯০	৮০০	৬০
৩১০	৩২০	২৪	৮০০	৮১০	৬০৫০
৩২০	৩৩০	২৪৫০	৮১০	৮২০	৬১৥০
৩৩০	৩৪০	২৫৥০	৮২০	৮৩০	৬২।০
৩৪০	৩৫০	২৬০	৮৩০	৮৪০	৬৩
৩৫০	৩৬০	২৭	৮৪০	৮৫০	৬৩৫
৩৬০	৩৭০	২৭৫০	৮৫০	৮৬০	৬৪৥০
৩৭০	৩৮০	২৮৥০	৮৬০	৮৭০	৬৫।০
৩৮০	৩৯০	২৯।০	৮৭০	৮৮০	৬৬
৩৯০	৪০০	৩০	৮৮০	৮৯০	৬৬৫০
৪০০	৪১০	৩৫	৮৯০	৯০০	৬৭৥০
৪১০	৪২০	৩৬।০	৯০০	৯১০	৬৮।০
৪২০	৪৩০	৩৭।০	৯১০	৯২০	৬৯
৪৩০	৪৪০	৩৮	৯২০	৯৩০	৬৯৫০
৪৪০	৪৫০	৩৮৫০	৯৩০	৯৪০	৭০৥০
৪৫০	৪৬০	৩৯৥০	৯৪০	৯৫০	৭১।০
৪৬০	৪৭০	৩৯।০	৯৫০	৯৬০	৭২
৪৭০	৪৮০	৩৯	৯৬০	৯৭০	৭২৫
৪৮০	৪৯০	৩৯৫০	৯৭০	৯৮০	৭৩৥
৪৯০	৫০০	৩৯৥০	৯৮০	৯৯০	৭৪।০
৫০০	৫১০	৩৯।০	৯৯০	১,০০০	৭৫
৫১০	৫২০	৩৯	১,০০০	১,১০০	৮০
৫২০	৫৩০	৩৯৫০	১,১০০	১,২০০	৮৫
৫৩০	৫৪০	৪০৥০	১,২০০	১,৩০০	৯০
৫৪০	৫৫০	৪১।০	১,৩০০	১,৪০০	৯৫
৫৫০	৫৬০	৪২	১,৪০০	১,৫০০	১০০
৫৬০	৫৭০	৪২৫০	১,৫০০	১,৬০০	১০৫
৫৭০	৫৮০	৪৩৥০	১,৬০০	১,৭০০	১১০
৫৮০	৫৯০	৪৪।০	১,৭০০	১,৮০০	১১৫
৫৯০	৬০০	৪৫	১,৮০০	১,৯০০	১২০
৬০০	৬১০	৪৫৫০	১,৯০০	২,০০০	১২৫
৬১০	৬২০	৪৬৥০	২,০০০	২,১০০	১৩০
৬২০	৬৩০	৪৭।০	২,১০০	২,২০০	১৩৫

বিবাদীর টাকা কি মূল্য যাচার অধিক হইলে	ওয়াচার অন- ধিক হইলে	যত রসুম লাগে।	বিবাদীর টাকা কি মূল্য যাচার অধিক হইলে	ওয়াচার অন- ধিক হইলে	যত রসুম লাগে।
২,২০০	২,৩০০	১৪০	১০,৫০০	১১,০০০	৫০৫
২,৩০০	২,৪০০	১৪৫	১১,০০০	১১,৫০০	৫২০
২,৪০০	২,৫০০	১৫০	১১,৫০০	১২,০০০	৫৩৫
২,৫০০	২,৬০০	১৫৫	১২,০০০	১২,৫০০	৫৫০
২,৬০০	২,৭০০	১৬০	১২,৫০০	১৩,০০০	৫৬৫
২,৭০০	২,৮০০	১৬৫	১৩,০০০	১৩,৫০০	৫৮০
২,৮০০	২,৯০০	১৭০	১৩,৫০০	১৪,০০০	৫৯৫
২,৯০০	৩,০০০	১৭৫	১৪,০০০	১৪,৫০০	৬১০
৩,০০০	৩,১০০	১৮০	১৪,৫০০	১৫,০০০	৬২৫
৩,১০০	৩,২০০	১৮৫	১৫,০০০	১৫,৫০০	৬৪০
৩,২০০	৩,৩০০	১৯০	১৫,৫০০	১৬,০০০	৬৫৫
৩,৩০০	৩,৪০০	১৯৫	১৬,০০০	১৬,৫০০	৬৭০
৩,৪০০	৩,৫০০	২০০	১৬,৫০০	১৭,০০০	৬৮৫
৩,৫০০	৩,৬০০	২০৫	১৭,০০০	১৭,৫০০	৭০০
৩,৬০০	৩,৭০০	২১০	১৭,৫০০	১৮,০০০	৭১৫
৩,৭০০	৩,৮০০	২১৫	১৮,০০০	১৮,৫০০	৭৩০
৩,৮০০	৩,৯০০	২২০	১৮,৫০০	১৯,০০০	৭৪৫
৩,৯০০	৪,০০০	২২৫	১৯,০০০	১৯,৫০০	৭৬০
৪,০০০	৪,১০০	২৩০	১৯,৫০০	২০,০০০	৭৭৫
৪,১০০	৪,২০০	২৩৫	২০,০০০	২১,০০০	৭৯০
৪,২০০	৪,৩০০	২৪০	২১,০০০	২২,০০০	৮০৫
৪,৩০০	৪,৪০০	২৪৫	২২,০০০	২৩,০০০	৮২০
৪,৪০০	৪,৫০০	২৫০	২৩,০০০	২৪,০০০	৮৩৫
৪,৫০০	৪,৬০০	২৫৫	২৪,০০০	২৫,০০০	৮৫০
৪,৬০০	৪,৭০০	২৬০	২৫,০০০	২৬,০০০	৮৬৫
৪,৭০০	৪,৮০০	২৬৫	২৬,০০০	২৭,০০০	৮৮০
৪,৮০০	৪,৯০০	২৭০	২৭,০০০	২৮,০০০	৮৯৫
৪,৯০০	৫,০০০	২৭৫	২৮,০০০	২৯,০০০	৯১০
৫,০০০	৫,১০০	২৮০	২৯,০০০	৩০,০০০	৯২৫
৫,১০০	৫,২০০	২৮৫	৩০,০০০	৩১,০০০	৯৪০
৫,২০০	৫,৩০০	২৯০	৩১,০০০	৩২,০০০	৯৫৫
৫,৩০০	৫,৪০০	২৯৫	৩২,০০০	৩৩,০০০	৯৭০
৫,৪০০	৫,৫০০	৩০০	৩৩,০০০	৩৪,০০০	৯৮৫
৫,৫০০	৫,৬০০	৩০৫	৩৪,০০০	৩৫,০০০	১,০০০
৫,৬০০	৫,৭০০	৩১০	৩৫,০০০	৩৬,০০০	১,০১৫
৫,৭০০	৫,৮০০	৩১৫	৩৬,০০০	৩৭,০০০	১,০৩০
৫,৮০০	৫,৯০০	৩২০	৩৭,০০০	৩৮,০০০	১,০৪৫
৫,৯০০	৬,০০০	৩২৫	৩৮,০০০	৩৯,০০০	১,০৬০
৬,০০০	৬,১০০	৩৩০	৩৯,০০০	৪০,০০০	১,০৭৫
৬,১০০	৬,২০০	৩৩৫	৪০,০০০	৪১,০০০	১,০৯০
৬,২০০	৬,৩০০	৩৪০	৪১,০০০	৪২,০০০	১,১০৫
৬,৩০০	৬,৪০০	৩৪৫	৪২,০০০	৪৩,০০০	১,১২০
৬,৪০০	৬,৫০০	৩৫০	৪৩,০০০	৪৪,০০০	১,১৩৫
৬,৫০০	৬,৬০০	৩৫৫	৪৪,০০০	৪৫,০০০	১,১৫০
৬,৬০০	৬,৭০০	৩৬০	৪৫,০০০	৪৬,০০০	১,১৬৫
৬,৭০০	৬,৮০০	৩৬৫	৪৬,০০০	৪৭,০০০	১,১৮০
৬,৮০০	৬,৯০০	৩৭০	৪৭,০০০	৪৮,০০০	১,১৯৫
৬,৯০০	৭,০০০	৩৭৫	৪৮,০০০	৪৯,০০০	১,২১০
৭,০০০	৭,১০০	৩৮০	৪৯,০০০	৫০,০০০	১,২২৫
৭,১০০	৭,২০০	৩৮৫	৫০,০০০	৫১,০০০	১,২৪০
৭,২০০	৭,৩০০	৩৯০	৫১,০০০	৫২,০০০	১,২৫৫
৭,৩০০	৭,৪০০	৩৯৫	৫২,০০০	৫৩,০০০	১,২৭০
৭,৪০০	৭,৫০০	৪০০	৫৩,০০০	৫৪,০০০	১,২৮৫
৭,৫০০	৭,৬০০	৪০৫	৫৪,০০০	৫৫,০০০	১,৩০০
৭,৬০০	৭,৭০০	৪১০	৫৫,০০০	৫৬,০০০	১,৩১৫
৭,৭০০	৭,৮০০	৪১৫	৫৬,০০০	৫৭,০০০	১,৩৩০
৭,৮০০	৭,৯০০	৪২০	৫৭,০০০	৫৮,০০০	১,৩৪৫
৭,৯০০	৮,০০০	৪২৫	৫৮,০০০	৫৯,০০০	১,৩৬০
৮,০০০	৮,১০০	৪৩০	৫৯,০০০	৬০,০০০	১,৩৭৫
৮,১০০	৮,২০০	৪৩৫	৬০,০০০	৬১,০০০	১,৩৯০
৮,২০০	৮,৩০০	৪৪০	৬১,০০০	৬২,০০০	১,৪০৫
৮,৩০০	৮,৪০০	৪৪৫	৬২,০০০	৬৩,০০০	১,৪২০
৮,৪০০	৮,৫০০	৪৫০	৬৩,০০০	৬৪,০০০	১,৪৩৫
৮,৫০০	৮,৬০০	৪৫৫	৬৪,০০০	৬৫,০০০	১,৪৫০
৮,৬০০	৮,৭০০	৪৬০	৬৫,০০০	৬৬,০০০	১,৪৬৫
৮,৭০০	৮,৮০০	৪৬৫	৬৬,০০০	৬৭,০০০	১,৪৮০
৮,৮০০	৮,৯০০	৪৭০	৬৭,০০০	৬৮,০০০	১,৪৯৫
৮,৯০০	৯,০০০	৪৭৫	৬৮,০০০	৬৯,০০০	১,৫১০
৯,০০০	৯,১০০	৪৮০	৬৯,০০০	৭০,০০০	১,৫২৫
৯,১০০	৯,২০০	৪৮৫	৭০,০০০	৭১,০০০	১,৫৪০
৯,২০০	৯,৩০০	৪৯০	৭১,০০০	৭২,০০০	১,৫৫৫
৯,৩০০	৯,৪০০	৪৯৫	৭২,০০০	৭৩,০০০	১,৫৭০
৯,৪০০	৯,৫০০	৫০০	৭৩,০০০	৭৪,০০০	১,৫৮৫
৯,৫০০	৯,৬০০	৫০৫	৭৪,০০০	৭৫,০০০	১,৬০০
৯,৬০০	৯,৭০০	৫১০	৭৫,০০০	৭৬,০০০	১,৬১৫
৯,৭০০	৯,৮০০	৫১৫	৭৬,০০০	৭৭,০০০	১,৬৩০
৯,৮০০	৯,৯০০	৫২০	৭৭,০০০	৭৮,০০০	১,৬৪৫
৯,৯০০	১০,০০০	৫২৫	৭৮,০০০	৭৯,০০০	১,৬৬০
১০,০০০	১০,১০০	৫৩০	৭৯,০০০	৮০,০০০	১,৬৭৫

বিবাদীয় টাকা কি মূল্য বাহার অধিক হইলে	ওয়াহার অন- ধিক হইলে	যত রহস্য লাগে।	বিবাদীয় টাক কি মূল্য বাহার অধিক হইলে	ওয়াহার অন- ধিক হইলে	যত রহস্য লাগে।
১,০০,০০০	১০,৫০০০	১,৪৫০	২,৬০,০০০	২,৬৫,০০০	২,২৫০
১০,৫০০০	১,১০,০০০	১,৪৭৫	২,৬৫,০০০	২,৭০,০০০	২,২৭৫
১,১০,০০০	১,১৫,০০০	১,৫০০	২,৭০,০০০	২,৭৫,০০০	২,৩০০
১,১৫,০০০	১,২০,০০০	১,৫২৫	২,৭৫,০০০	২,৮০,০০০	২,৩২৫
১,২০,০০০	১,২৫,০০০	১,৫৫০	২,৮০,০০০	২,৮৫,০০০	২,৩৫০
১,২৫,০০০	১,৩০,০০০	১,৫৭৫	২,৮৫,০০০	২,৯০,০০০	২,৩৭৫
১,৩০,০০০	১,৩৫,০০০	১,৬০০	২,৯০,০০০	২,৯৫,০০০	২,৪০০
১,৩৫,০০০	১,৪০,০০০	১,৬২৫	২,৯৫,০০০	৩০০,০০০	২,৪২৫
১,৪০,০০০	১,৪৫,০০০	১,৬৫০	৩০০,০০০	৩০৫,০০০	২,৪৫০
১,৪৫,০০০	১,৫০,০০০	১,৬৭৫	৩০৫,০০০	৩,১০,০০০	২,৪৭৫
১,৫০,০০০	১,৫৫,০০০	১,৭০০	৩,১০,০০০	৩,১৫,০০০	২,৪০০
১,৫৫,০০০	১,৬০,০০০	১,৭২৫	৩,১৫,০০০	৩,২০,০০০	২,৪২৫
১,৬০,০০০	১,৬৫,০০০	১,৭৫০	৩,২০,০০০	৩,২৫,০০০	২,৪৫০
১,৬৫,০০০	১,৭০,০০০	১,৭৭৫	৩,২৫,০০০	৩,৩০,০০০	২,৪৭৫
১,৭০,০০০	১,৭৫,০০০	১,৮০০	৩,৩০,০০০	৩,৩৫,০০০	২,৫০০
১,৭৫,০০০	১,৮০,০০০	১,৮২৫	৩,৩৫,০০০	৩,৪০,০০০	২,৫২৫
১,৮০,০০০	১,৮৫,০০০	১,৮৫০	৩,৪০,০০০	৩,৪৫,০০০	২,৫৫০
১,৮৫,০০০	১,৯০,০০০	১,৮৭৫	৩,৪৫,০০০	৩,৫০,০০০	২,৫৭৫
১,৯০,০০০	১,৯৫,০০০	১,৯০০	৩,৫০,০০০	৩,৫৫,০০০	২,৬০০
১,৯৫,০০০	২,০০,০০০	১,৯২৫	৩,৫৫,০০০	৩,৬০,০০০	২,৬২৫
২,০০,০০০	২,০৫,০০০	১,৯৫০	৩,৬০,০০০	৩,৬৫,০০০	২,৬৫০
২,০৫,০০০	২,১০,০০০	১,৯৭৫	৩,৬৫,০০০	৩,৭০,০০০	২,৬৭৫
২,১০,০০০	২,১৫,০০০	২,০০০	৩,৭০,০০০	৩,৭৫,০০০	২,৬০০
২,১৫,০০০	২,২০,০০০	২,০২৫	৩,৭৫,০০০	৩,৮০,০০০	২,৬২৫
২,২০,০০০	২,২৫,০০০	২,০৫০	৩,৮০,০০০	৩,৮৫,০০০	২,৬৫০
২,২৫,০০০	২,৩০,০০০	২,০৭৫	৩,৮৫,০০০	৩,৯০,০০০	২,৬৭৫
২,৩০,০০০	২,৩৫,০০০	২,১০০	৩,৯০,০০০	৩,৯৫,০০০	২,৭০০
২,৩৫,০০০	২,৪০,০০০	২,১২৫	৩,৯৫,০০০	৪,০০,০০০	২,৭২৫
২,৪০,০০০	২,৪৫,০০০	২,১৫০	৪,০০,০০০	৪,০৫,০০০	২,৭৫০
২,৪৫,০০০	২,৫০,০০০	২,১৭৫	৪,০৫,০০০	৪,১০,০০০	২,৭৭৫
২,৫০,০০০	২,৫৫,০০০	২,২০০	৪,১০,০০০		৩,০০০
২,৫৫,০০০	২,৬০,০০০	২,২২৫			

২ তফসীল ।

অবধারিত ২য়ম ।

নম্বর ।

উপযুক্ত রসুম

টাকা

(ক) গবর্ণমেন্টের সঙ্গে যে ব্যক্তির ব্যাপার থাকে তিনি কষ্টম কি আবকারি কর্ম বিভাগের কার্যকারকে কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেটকে দিলে, ও সেই প্রার্থনা পত্রের মর্ম্ম কেবল সেই ব্যাপার লইয়া হইলে,

কিম্বা যে ব্যক্তি নিজ গবর্ণমেন্টের সহিত নিয়ম করিয়া মিয়াদী বন্দোবস্তমতে ভূমি ভোগকরে সে ভূমির রাজস্বসংক্রান্ত কোন কর্তৃপক্ষকে প্রার্থনাপত্র দিলে ওঁই প্রার্থনা পত্রের কি দরখাস্তের মর্ম্ম কেবল ঐ নিয়মের বিষয়ে হইলে,

কিম্বা কোন স্থানের পারিপাটা কি সোর্ঠব করণার্থ যে আইন যৎকালে প্রচলিত হয় এমত কোন আইনক্রমে যিনি মুনিসিপল কমিশনার হন তাঁহাকে ঐ প্রার্থনাপত্র কি দরখাস্ত দেওয়া গেলে ও সেই প্রার্থনা পত্র কি দরখাস্ত কেবল সেই পারিপাটা কি সোর্ঠবকার্য সম্পর্কীয় হইলে,

১। প্রার্থনাপত্র
কি দরখাস্ত ।

এক আনা

কিম্বা যে মোকদ্দমার বিবাদীয় টাকা কি বিষয়ের মূল্য পঞ্চাশ টাকার ম্যান হয় এমত মোকদ্দমা-সংক্রান্ত ঐ দরখাস্ত মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাপন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালতভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে, কিম্বা ১৮৫৯ সালের ৩ আইন মতে দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট আদালত স্বরূপ সৈন্যাবাস স্থানের যে মাজিষ্ট্রেট উপবিষ্ট হন তাঁহাকে, কিম্বা ১৮৬৫ সালের ১১ আইন কিম্বা ১৮৬৮ সালের ১৬ আইনের ২০ ধারামতে সংস্থাপিত ক্ষুদ্র মোকদ্দমার কোন আদালতে, কিম্বা কালেক্টর সাহেবকে কি রাজস্বসংক্রান্ত অন্য কর্তৃপক্ষকে দেওয়া গেলে,

নম্বর।

উপস্থিত রক্ষম

১। প্রার্থনাপত্র কি
দরখাস্ত।

কিষা কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসংক্রান্ত আদালতের কি বোর্ডের কি কার্যসম্পাদক কর্তৃপক্ষের কোন নিষ্পত্তির কি ডিক্রীর কি আজ্ঞার কিষা ঐ আদালতের কি কার্যালয়ের কাগজ পত্রের অন্তর্গত অন্য লেখার প্রতিলিপি কি অনুবাদ পাইবার নিমিত্ত ঐ দরখাস্ত উক্ত কোন আদালতে কি বোর্ডে কি কার্যকারককে দেওয়া গেলে,

(খ) পোলীসের কর্মকারকেরা ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য বিধানের আইনমতে যে অপরাধ হেতুক পরওয়ানা বিনা ধৃত করিতে পারে ঐ দরখাস্তে তন্নিম্ন কোন অপরাধের আবেদন কি অভিযোগ লেখা থাকিলে ও তাহা কোন ফৌজদারী আদালতে দেওয়া গেল,

কিষা দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্ব সংক্রান্ত আদালতে কিষা কালেক্টর সাহেবকে, কিষা কালেক্টর সাহেবের তুল্য কি হান ক্ষমতাপন্ন রাজস্বসংক্রান্ত অন্য কার্যকারককে কিষা কোন মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কার্যসম্পাদকতা পদসম্পর্কে তাঁহাকে দেওয়া গেলে, ও এই আইনে তাহার বিধানান্তর না হইলে,

কিষা আদালতে রাজস্ব কি খাজনা গচ্ছিত করণার্থ, *

কিষা ভূম্যধিকারী প্রজাকে ক্ষতিপূরণের যত টাকা দিবেন আদালতকর্তৃক তাহার নির্ণয় করণার্থ,

(গ) প্রধান কমিস্যনর সাহেবকে, কিষা রাজস্বসংক্রান্ত কার্যের তত্ত্বাবধায়ক প্রধান অন্য কর্তৃপক্ষকে কি কার্যসম্পাদক কর্তৃপক্ষকে কিষা রাজস্বসংক্রান্ত কিদায়ের সায়েরী কমিস্যনর সাহেবকে, কিষা দেশ খণ্ডের কর্মসম্পাদনাধিকারী কোন প্রধান কর্তৃপক্ষকে দেওয়া গেলে ও এই আইনে বিধানান্তর না হইলে,

(ঘ) হাইকোর্টে উপস্থিত করা গেলে ...

এক আনা

আট আনা

এক টাকা

দুই টাকা

নথ্য।

উপযুক্ত
রসুম

টাকা

২। পাপরস্বরূপ মোকদ্দমা করিবার অনু-
মতির প্রার্থনাপত্র ...

... আট আনা

৩। পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনু-
মতির প্রার্থনাপত্র ...

(ক) জিলা আদালতে দেওয়া গেলে ...

... এক টাকা

(খ) কমিস্যনর সাহেবকে কিম্বা হাইকোর্টে

দেওয়া গেলে ...

... দুই টাকা

৪। বর্তমান অধিকার বলবৎ রাখিবার, কিম্বা আইনের ধারাক্রমে না হইয়া যে ব্যক্তি প্রকারান্তরে অধিকার চ্যুত হইয়াছে তাহার অধিকার প্রদানার্থ কোন মোকদ্দমার মামলদার দেয় আদালতের প্রতি বিচারাপিত্য দানার্থ

১৮৩৮ সালের ১৬ আইন কিম্বা বোম্বাইয়ের ১৮৬৪ সালের ৫ আইনমতে অধিকার প্রাপণার্থ মোকদ্দমায় আবেদনপত্র কি আপীলের মর্মান্বকপত্র

... আট আনা

৫। ভোগ স্বত্বস্থাপন কি অপ্রমাণ করিবার মোকদ্দমায় আবেদনপত্র কি আপীলের মর্মান্বকপত্র।

৬। দর্শন প্রতিভূর নিবন্ধপত্র কিম্বা এই আইনেতে নিবন্ধস্থচক অন্য যে নিদর্শনপত্রের প্রকারান্তরের বিধান হয় নাই, তাহা কোন আদালতের কিম্বা রাজকার্য সম্পাদক কর্তৃপক্ষের আদেশমতে দেওয়া গেলে ...

নম্বর।

উপস্থিত
রসুম

৭। বিবাহবন্ধন বি-
লোপনার্থ ভারতবর্ষীয়
আইনের ৪৯ ধারামতে
কার্যে প্রবর্তনের অঙ্গী-
কার পত্র।

টাকা
আট
আনা

৮। ভারতবর্ষীয় ইন্-
কম ট্যাক্সের আইনমত
ট্যাক্স বিষয়ে আপত্তি-
সূচক দরখাস্ত ...

দুই টাকা

৯। ভারতবর্ষীয় ইন্-
কম ট্যাক্সের আইনের
২১ ধারামতে আপী-
লের দরখাস্ত ...

এক টাকা

কোন এক মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্তে (ক)
হাইকোর্ট ভিন্ন কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী
আদালতে কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত কোন আদালতে
কিম্বা কোন কালেক্টর কি মাজিস্ট্রেট সাহেবের সম্মু-
খে, কিম্বা এই নম্বরের (খ) ও (গ) প্রকরণের লিখিত
কার্যকারক ভিন্ন রাজকার্য সম্পাদক অন্য কর্তৃপক্ষের
সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে ...

আট আনা

১০। মোক্তারনামা
কি ওকালতনামা ...

(খ) রাজস্বসংক্রান্ত কি দায়েরমায়েরী কি কর্তৃ-
মের কমিশ্যনর সাহেবের কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান
কি কার্যসম্পাদনের কর্তৃপক্ষ ভিন্ন দেশখণ্ডের কার্যসম-
্পাদনাধিকারি কোন কর্তৃপক্ষের সম্মুখে উপস্থিত
করা গেলে ...

এক টাকা

(গ) হাইকোর্টে কি প্রধান কমিশ্যনর সাহেবের
কি রেবেনিউ বোর্ডের কি রাজস্বসংক্রান্ত কার্যের
তত্ত্বাবধায়ক কি কার্যসম্পাদক অত্র প্রধান কর্তৃপক্ষের
সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে ...

দুই টাকা

১১। আপীলের যে
মর্মান্বকপত্র। আবেদন-
পত্র অগ্রাহ্য করবার
আজ্ঞার উপর কি ডি-
ক্রীর কি তত্ত্বাবধায়ক
বৎ আজ্ঞার উপর এ
আপীল না হইলে এবং

(ক) হাইকোর্ট ভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতে
কিম্বা হাইকোর্ট ভিন্ন কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত প্রধান
তত্ত্বাবধায়ক কি কার্যসম্পাদক কর্তৃপক্ষ ভিন্ন রাজস্ব-
সংক্রান্ত কোন আদালতে কিম্বা কার্যসম্পাদক
কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থিত করা গেলে। ...

আট
আনা

নম্বর।	উপর্যুক্ত রস্ম
(খ) হাইকোর্টে কিম্বা প্রধান কমিশ্যনর র সাহেবে নিকটে কিম্বা রাজস্ব সংক্রান্ত প্রধান তত্ত্বাবধায়ক কি কার্যাসম্পাদক অন্য কর্তৃপক্ষের নিকটে উপস্থিত করা গেলে	টাকা
১২। কেবিরগাট (অর্থাৎ চরমপত্রের প্রামাণিকপত্র প্রভৃতি না দিবার প্রার্থনা- পত্র।)	দুই টাকা
১৩। ১৮৫৯ সালের ১০ আইনের ২৬ ধারা- মতে কিম্বা বঙ্গীয় ১৮৬২ সালের ৬ আ- ইনের ৯ ধারামতে কি- ম্বা বঙ্গীয় ১৮৬৯ সা- লের ৮ আইনের ৩৭* ধারামতে প্রার্থনাপত্র।	পাঁচ টাকা
১৪। খ্রীষ্টিয় ধর্ম- বলম্বি এদেশীয় ব্যক্তি- দের বিবাহবন্ধন বি- লোপ করণার্থ ১৮৬৬ সালের আইনমত মো- কদ্দমায় যে দরখাস্ত হয় তাহা।	...
১৫। জীপাইবার মোকদ্দমায় আবেদন- পত্র কিম্বা আপীলের মর্মান্বকপত্র।	...
১৬। জব্বা নিরূপণা- ধিকারিত সম্পর্কীয় নিবন্ধপত্র।	আট টাকা
১৭। নিম্ন লিখিত প্রত্যেক মোকদ্দমায় আবেদনপত্র কিম্বা আপীলের মর্মান্বক- পত্র।	...

* ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট ব্যবস্থাপন বিভাগ ১নং ৭০। ২৬ এপ্রিল তারিখের ২নং
বিজ্ঞাপন দেখ।

নম্বর।

উপযুক্ত রসুম

(১) পেটেন্টপত্র দ্বারা স্থাপিত আদালতভিন্ন কোন দেওয়ানী আদালতের কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত কোন আদালতের সরাসরী নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা পরিবর্তন কি অন্যথা করণার্থ

(২) যে রেজিষ্টারী বহিতে রাজস্বদারি মহালের ভূম্য-ধিকারিদের নাম লেখা আছে তল্লিখিত কোন কথা পরিবর্তন করণার্থ কি উঠাইয়া দেওনার্থ

(৩) নির্দেশস্বচক ডিক্রীজাত কোন উপকার প্রার্থনা হইয়া ঐ ডিক্রী প্রাপণার্থ

(৪) ডিক্রী অন্যথা করণার্থ

(৫) পোষাপুত্র গ্রহণ কার্য অন্যথা করণার্থ

(৬) এবং অন্য যে সকল মোকদ্দমায় টাকা ধরিয়া বিবাদীয় বিষয়ের মূল্য নিরূপণ হইতে না পারে ও এই আইনে যাছার বিধানান্তর হয় নাই তাহার

১৮। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যবিধানের আইনের ৩২৬ ধারামত প্রার্থনাপত্র

১৯। ঐ আইনের ৩২০ ধারামত নিয়মপত্র

২০। ক্রীমস্বল্প খণ্ডনার্থ ভারতবর্ষীয় আইনের ৪৪ ধারার মত দরখাস্ত ভিন্ন ঐ আইনমত কোন দরখাস্ত এবং ঐ আইনের ৫৫ ধারামতে আপীলের মর্মান্বকপত্র।

২১। পারসীদের বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ বিয়েক ১৮৬৫ সালের আইনমত আবেদন পত্র কি আপীলের মর্মান্বকপত্র।

টাকা

দশ টাকা

বিশ টাকা

তৃতীয় তফসীল।

১৮৭০ সালের ১৪ আইন দ্বারা রদ।

মন্ত্রিপরিষদভিত্তিক ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের এই আইন ১৮৭৭ সালের জুলাই মাসের ১৯ তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেব কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

১৮৭৭ সালের ১৫ আইন।

ভারতবর্ষীয় মিয়াদবিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন।

মোকদ্দমার মিয়াদবিষয়ক ও অন্য২ কার্যের বিধান করণার্থ আইন।

হেতু—

মোকদ্দমা ও আপীল ও কোন২ প্রার্থনাপত্র আদালতে উপস্থিত কার-
বার মিয়াদবিষয়ক আইন সংশোধন করা, এবং ভোগাধিকারক্রমে স্বাচ্ছন্দ্য-
ভোগ স্বত্বের ও অন্য সম্পত্তির স্বামিত্ব প্রাপণের বিধান করা বিহিত, এই
হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম ভাগ।

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নামের কথা।

১ ধারা। এই আইন “ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন”
নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

বাণপকতার কথা।

তাহা ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমুদয় দেশে ব্যাপ্ত হইবে, কিন্তু ২ ও ৩
ধারার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের কোন কথা নিম্নলিখিত মোকদ্দমার
প্রতি বর্ত্তিবে না,—

(ক) খ্রীপ্রত্যক্ষাখ্যান বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইনমত মোকদ্দমার প্রতি।

(খ) মাস্ত্রাজদেশীয় ১৮৩১ সালের ৬ আইনমত মোকদ্দমার প্রতি।

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

এই আইন ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিবস অবধি প্রচ-
লিত হইবে ইতি।

যে ২ আইন রহিত হইবে তদ্বিষয়ক কথা।

২ ধারা। উক্ত দিবসাবধি এই আইনের প্রথম তফসীলে যত দূর নির্দিষ্ট হইল তত দূর, ঐ তফসীলের উল্লিখিত আইন রহিত হইবে।

১৮৭১ সালের ৯ আইনের উল্লেখের কথা।

যে ২ স্বত্বপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা প্রবল রাখার কথা।

১৮৭২ সালের ৯ আইনের ২৫ ধারা প্রবল রাখিবার কথা।

কিন্তু ভারতবর্ষীয় মিয়াদবিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনের প্রতি যে ২ উল্লেখ থাকে, তাহা এই আইনের প্রতি উল্লেখ বলিয়া পাঠ করিতে হইবে। ও সেই আইন কিম্বা তদ্বারা রহিত করা কোন বিধানক্রমে যে স্বত্ব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে কিম্বা নালিশ করিবার ৭ বছর নির্ধারিত হইল, এই আইনের ১১-১৩ আইনের কোন কথাক্রমে পূর্বোক্ত স্বত্বের বিঘ্ন, বা মোকদ্দমাত্ত স্বত্ব পুনঃপ্রবল হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে না। ও এই আইনের কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় চুক্তি বিষয়ক আইনের ২৫ ধারার ব্যতিক্রম হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

যে ২ মোকদ্দমার নিমিত্ত এই আইনের নির্দ্ধারিত মিয়াদ ১৮৭১ সালের ৯ আইনের নির্দ্ধারিত মিয়াদের কম হইল তদ্বিষয়ের কথা।

এই আইনে ডাবান্তুরের কথা থাকিলেও, এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলের ১৪৬ নম্বরের উল্লিখিত কোন "মোকদ্দমার নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় মিয়াদবিষয়ক ১৮৭১ সালের উক্ত আইনে যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত হইল, ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসের ১ প্রথম দিবসাবধি পাঁচ বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে সেই মিয়াদ গত না হইলে, ঐ তারিখ অবধি সেই পাঁচ বৎসরের মধ্যে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে। এবং অন্য কোন মোকদ্দমার নিমিত্ত এই আইনের নির্দ্ধারিত মিয়াদ ভারতবর্ষীয় মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনের নির্দ্ধারিত মিয়াদের কম হইলে, যদি ঐ মোকদ্দমার নিমিত্ত সেই আইনের নির্দ্ধারিত মিয়াদ ১৮৭৭ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিবসাবধি দুই বৎসর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে গত না হয়, তবে সেই দুই বৎসরের মধ্যে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে ইতি।

অর্থ করিবার ধারা।

৩ ধারা। এই আইনগত বিষয় বিবেচনায় কিম্বা পূর্বাধার কথা ধরিয়া বিপরীত ভাব দৃষ্ট না হইলে, বাদী অন্য যে ব্যক্তি হইতে বা যাঁহার দ্বারা মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হন, "বাদী" শব্দে তিনিও গণ্য। যে ব্যক্তি হইতে কি যাঁহার দ্বারা প্রার্থক প্রার্থনা করিবার স্বত্ব প্রাপ্ত হন, "প্রার্থক" শব্দের মধ্যে

তিনিও গণ্য। ও যে ব্যক্তি হইতে বা যাহার দ্বারা প্রতিবাদির নামে অভিযুক্ত হওয়ার দায় ঘটে “প্রতিবাদী” শব্দের মধ্যে তিনিও গণ্য।

চুক্তি দ্বারা উৎপাদিত স্বত্বভিন্ন যে স্বত্বক্রমে এক ব্যক্তি অন্যের মৃত্তিকার কোন অংশ কিম্বা অন্যের ভূমিজাত কিম্বা ভূমিতে সংলগ্ন কি স্থিত কোন বিষয় স্থানান্তর কি স্থায় লভ্যার্থে প্রয়োগ করিতে স্বত্ববান হন, “স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব” শব্দে সেই স্বত্বও গণ্য।

‘বিল অফ এক্সচেঞ্জ’ শব্দে ছুত্তী ও চ্যাকও গণ্য,

নির্দিষ্ট কোন কার্য্য করা গেলে, কিম্বা বিংয়বিশেষে নির্দিষ্ট কার্য্য করা না গেলে এই প্রতিজ্ঞা ব্যর্থ হইবে এই মর্ম্মের নিয়মে কোন ব্যক্তি যে নিদর্শনপত্র করিয়া অন্যকে টাকা দিতে আপনাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন, “প্রতিজ্ঞাপত্র” শব্দের মধ্যে সেই নিদর্শনপত্রও গণ্য।

নিরূপিত সময়ে কি দাতব্য ~~বিল~~ কি এই অঙ্গীকারপত্র দেখাইলেই অমুককে একেবারে নির্দ্ধারিত এত টাকা দিব বলিয়া নিদর্শনপত্র ~~বিল~~ অঙ্গীকার করেন “অঙ্গীকারপত্র” শব্দে সেই নিদর্শনপত্র জানিতে হইবে।

বেনামিদার, কিম্বা বন্ধকের টাকা শোধ হইলে পর যে বন্ধকগ্রহীতা অধিকার করিতে থাকেন, এবং অন্যায়কারি যে ব্যক্তি স্বত্বব্যতীত অধিকার করেন, ইহারা ‘ট্রুস্তী’ শব্দের মধ্যে গণ্য নহেন,

‘মোকদ্দমা’ শব্দের মধ্যে আপীল কি প্রার্থনাপত্র গণ্য নয়।

পূর্ব্বাপর কথায় যে দলীলের বা যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উল্লেখ হয় সেই দলীল সম্পাদনের বা সেই ডিক্রীতে কি আজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করণের সময়ে ও স্থানে দলীল রেজিষ্টরী করণের যে আইন প্রবল থাকে, ‘রেজিষ্টরী’ শব্দেতে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে সেই আইনমতে নিয়মিতরূপে রেজিষ্টরী করা বুঝাইবে।

‘ভিন্নদেশ’ শব্দে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষভিন্ন কোন দেশ বুঝাইবে।

কোন কার্য্য উপযুক্ত অবধানতা ও মনোযোগক্রমে না করা গেলে, তাহা ‘সরলভাবে’ করা গেল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

দ্বিতীয় ভাগ।

মোকদ্দমা ও আপীল ও প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার
মিয়াদের বিধি।

মিয়াদ গত হইলে পর মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করা গেলে
ডিসমিস করিবার কথা।

৪ ধারা। এই আইনের দ্বিতীয় তফসীলে যে মোকদ্দমার কি আপীলের কি

প্রার্থনাপত্রের নিমিত্ত যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত হইল, সেই মিয়াদ গত হইলে পর উক্ত কোন মোকদ্দমা প্রভৃতি উপস্থিত করা গেলে, মিয়াদ অতীত হইয়াছে বলিয়া আপত্তি না হইলেও, ৫ অবধি ২৫ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারার বিধান প্রবল মানিয়া, মোকদ্দমা ডিসমিস করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।—আবেদনপত্র যে সময়ে উপস্থিত কার্য্যকারককে দেওয়া যায়, তাহাই সচরাচর মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময়। পাপরের মোকদ্দমা হইলে, পাপর-স্বরূপে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র যে সময়ে নথীতে দেওয়া যায় সেই সময়টি, এবং আদালত কর্তৃক কোন কোম্পানির কার্য্য বন্ধ করণকালে তদ্বিপক্ষে দাওয়া হইলে, দাওয়াদার যে সময়ে রাজকীয় সন্থিধায়কের নিকট আপনার দাওয়া প্রেরণ করেন সেই সময়টি মোকদ্দমা উপস্থিত করণের সময় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হইলে পর মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়। প্রতিবাদী মিয়াদ গত হইল বলিয়া আপত্তি করিলেন না, ও বাদির পক্ষে ডিক্রী হইল। প্রতিবাদী আপীল করেন। আপীল আদালতের সেই মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে হইবে।

(খ) নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হইলে পর আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহা গ্রাহ্য হইয়া রেজিষ্টারী করা গেলেও আপীল ডিসমিস করিতে হইবে।

মিয়াদ অতীত হওনকালে আদালত বন্ধ থাকিলে তদ্বিবয়ক উপবিধি।

৫ ধারা। আদালত যে দিনে বন্ধ থাকে এমত দিনে কোন মোকদ্দমা কি আপীল কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত মিয়াদ ফুরাইলে, আদালত যে দিনে পুনশ্চ খোল্য যাইবে ঐ মোকদ্দমা কি আপীল কি প্রার্থনাপত্র সেই দিনে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

আপীল ও পুনরালোচনার প্রার্থনাপত্র বিবয়ক উপবিধি।

আপীল কিম্বা বিচারপত্র পুনরালোচনা হওনের প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হইলেও, আপেলান্ট কি প্রার্থক বিশিষ্ট কারণে সেই মিয়াদের মধ্যে আপীল কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিলেন না এই বিষয়ে আদালতের হস্তোধ জন্মাইলে, সেই আপীল কি প্রার্থনাপত্র গ্রাহ্য হইতে পারিবে ইতি।

মিয়াদবিবয়ক বিশেষ ও স্থানীয় আইনের কথা।

৬ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের কোন স্থানে বিশেষ কি স্থানীয় যে আইন এইক্ষেণে প্রবল আছে বা ভাবিকালে প্রচলিত হইবে, এমত কোন আইনে কোন মোকদ্দমা কি আপীল কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার বিশেষ মিয়াদ নির্দ্ধারিত থাকিলে, এই আইনের কোন কথাদ্বারা ঐ নির্দ্ধারিত মিয়াদের ব্যতিক্রম কি পরিবর্তন হইবে না ইতি।

ব্যবস্থামত অক্ষমতার কথা ।

৭ ধারা। মিয়াদ যে সময়াবধি ধরিতে হইবে, মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার স্বত্ববান ব্যক্তি সেই সময়ে অপ্রাপ্তব্যবহার কিম্বা বিকৃতমনা কিম্বা জড় হইলে, তদ্রূপ অবস্থায় না থাকিলে এই আইনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধারে তাঁহার ঐ মোকদ্দমা কি প্রার্থনা উপস্থিত করিবার যে মিয়াদ নির্দ্ধারিত আছে, তিনি ঐ অক্ষমতা রহিত হইবার সম্ভাব্যবধি সেই মিয়াদ ধরিয়া মোকদ্দমা কি প্রার্থনা উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

বিগুণ অক্ষমতার ও কএক প্রকারের অক্ষমতা ক্রমশঃ বর্তিলে তদ্বিষয়ের কথা ।

মিয়াদের হিসাব যে সময়াবধি ধরিতে হইবে সেই সময়ে যদি তাঁহার তদ্রূপ দ্বিবিধ অক্ষমতা হয়, কিম্বা এক প্রকারের অক্ষমতা রহিত হইতে না হইতে যদি তাঁহার অন্য প্রকারের অক্ষমতা ঘটে, তৎকালে অক্ষমতা না ঘটিলে পূর্বোক্ত সময়াবধি যে মিয়াদ চলিত, উভয় প্রকারের অক্ষমতা রহিত হওয়ার পর সেই মিয়াদ ধরিয়া মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

যদি তাঁহার সেই অক্ষমতা মরণ পর্য্যন্ত থাকে, তবে স্থলাভিষিক্তে পূর্বোক্ত সময়াবধি যে মিয়াদ চলিত, ঐ ব্যক্তির স্বার্থপক্ষে যিনি আইনমত স্থলাভিষিক্ত হন তিনি তাঁহার মরণকালাবধি সেই মিয়াদ ধরিয়া মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

স্থলাভিষিক্তের অক্ষমতা বিষয়ক কথা ।

উক্ত ব্যক্তির মরণের তারিখে যদি ঐ স্থলাভিষিক্তের প্রতি তদ্রূপ কোন অক্ষমতা বর্তে, তাহা হইলে এই ধারার প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকরণের বিধি বর্তিবে ।

ক্রয় করণের অগ্রসত্ত্ব প্রবল করণার্থ মোকদ্দমায় এই ধারার কোন কথা বর্তে না । ও মোকদ্দমা বা প্রার্থনাপত্র যে মিয়াদের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে, ঐ ব্যক্তির অক্ষমতা রহিত হওয়ার কিম্বা অক্ষম ব্যক্তির মরণের সময়াবধি সেই মিয়াদ তিন বৎসরের অধিক কাল যে বৃদ্ধি হইবে, এই ধারার কোন কথা দ্বারা এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি ।

উদাহরণ ।

(ক) আনন্দের অপ্রাপ্তব্যবহার কালে তাঁহার কোন নৌকার ভাড়া পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করণের স্বত্ব বর্তে । সেই সত্ত্ব বর্তিবার চারি বৎসর পর, তিনি প্রাপ্তব্যবহার হন । প্রাপ্তব্যবহার হওয়ার তারিখ অবধি তিন বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে পারিবেন ।

(খ) আনন্দের অপ্রাপ্তব্যবহার কালে তাঁহার প্রতি কোন মৃত ব্যক্তির দত্ত ধন পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করণের স্বত্ব বর্তিলে তিনি একাদশ বৎসর পরে প্রাপ্তব্যবহার হন । তৎসময়ে সাধারণ আইনমতে তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত

করিবার কেবল একবৎসর মিয়াদ থাকে কিন্তু এই ধারামতে আর দুই বৎসর বৃদ্ধি হইয়া প্রাপ্তব্যবহার হওয়ার তারিখ অবধি তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার সর্বস্বত্ব তিন বৎসর মিয়াদ থাকিবে।

(গ) যদুর অপ্রাপ্তব্যবহার হওয়ার কালে তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব বর্তে। বর্ত্তিবার পর কিন্তু প্রাপ্তব্যবহার হওয়ার পূর্বে তিনি কিণ্ড হন। তাঁহার কিণ্ডতা ও অপ্রাপ্তব্যবহারিতা দোষ যে তারিখে রহিত হয় সেই তারিখ অবধি তাঁহার পক্ষে মিয়াদ চলিবে।

(ঘ) হরের অপ্রাপ্তব্যবহার কালে তাঁহার মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব বর্তে। প্রাপ্তব্যবহার হওয়ার পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয় ও ওদীর অপ্রাপ্তব্যবহার সম্ভান যহ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। যহ যে তারিখে প্রাপ্তব্যবহার হন সেই তারিখ অবধি তাঁহার পক্ষে মিয়াদ চলিবে।

(ঙ) পুত্রপৌত্রাদিক্রমে যে পদ ধারণ হইয়া থাকে, আনন্দের সেই পদ পাইবার জন্যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার এক বাস্তব ছয় বৎসর পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হন। প্রাপ্তব্যবহার হওয়ার পূর্বে তাঁহার স্বাস্থ্য প্রাপ্তির সময়াবধি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার ছয় বৎসর মিয়াদ আছে। এই ধারামতে সেই মিয়াদ বৃদ্ধি হইবে না।

(চ) প্রজার স্থানে আনন্দ নামক ভূম্যধিকারির কোন ভূমির অধিকার পাইবার স্বত্ব বর্তে, কিন্তু তিনি জড়। ঐ স্বত্ব বর্ত্তিবার সময়াবধি তিন বৎসর গত হইলে তিনি সেই জড় বহু মরেন। সাধারণ আইনমতে আনন্দের মরণের পর তাঁহার স্বার্থপক্ষে স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার নয় বৎসর মিয়াদ আছে। স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি যে সময়ে স্থলাভিষিক্তের পদ প্রাপ্ত হন সেই সময়ে তাঁহার প্রতি অযোগ্যতা না বর্ত্তিলে এই ধারামতে সেই মিয়াদ বৃদ্ধি হইবে না।

সাধারণ মহাজনদের মধ্যে এক ব্যক্তির অক্ষমতার কথা।

৮ ধারা। সাধারণ অনেক মহাজনের কি দাওয়াদারের মধ্যে এক ব্যক্তি উক্ত প্রকারে অক্ষম হইলে, ও তাঁহার সম্মতি না থাকিলেও স্বর্ণের শোধপত্র দেওয়া যাইতে পারিলে, তাঁহাদের সকলের পক্ষে মিয়াদ চলিবে। কিন্তু তদ্রূপ শোধপত্র দেওয়া যাইতে না পারিলে, তাঁহাদের কোন একজন অন্যদের সম্মতি বিনা শোধপত্র দিবার সক্ষম না হওন পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোন ব্যক্তির পক্ষে ঐ মিয়াদ চলিবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম ও চন্দ্র ও দিননাথ যে কুঠীর অংশী আছেন আনন্দ ঐ কুঠীর নিকট স্বামী। উক্ত তিন জনের মধ্যে বলরাম কিণ্ডমনা ও অপ্রাপ্তব্যবহার। কিন্তু ইহাদের সম্মতি বিনা দিননাথ ঐ স্বর্ণের শোধপত্র দিতে সক্ষম। এমন স্থলে বলরাম ও চন্দ্র ও দিননাথ ঐ তিন ব্যক্তিরই পক্ষে মিয়াদ চলিবে।

(খ) ইশান ও পবন ও গগন যে কুঠীর অংশী আছেন আনন্দ ঐ কুঠীর নিকট স্বামী। ইশান ও পবন কিণ্ডমনা ও গগন অপ্রাপ্তব্যবহার। ইশান বা পবন যত

কাল প্রকৃতিস্থ না হন বা গগন যত কাল প্রাপ্তব্যবহার না হন ততকাল তাঁহাদের পক্ষে মিয়াদ চলিবে না।

মিয়াদ চলিতে থাকিবার কথা।

৯ ধারা। মিয়াদ একবার চলিতে লাগিলে তৎপরে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার কোন অযোগ্যতা কি অক্ষমতা হেতুক স্থগিত হইবে না।

কিন্তু মহাজনের দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্বপত্র খাতককে দেওয়া গিয়া থাকিলে ঐ দ্রব্য নিরূপণাধিকার কার্য যত দিন চলে, ঋণ আদায় করণার্থ মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত মিয়াদ তত দিন স্থগিত থাকিবে ইতি।

বিশেষ নামধারির ও তাঁহার স্থলাভিষিক্তের নামে মোকদ্দমার কথা।

১০ ধারা। কোন ব্যক্তির নিকট নির্দ্ধিষ্ট কোন কার্যের নিমিত্ত সম্পত্তি ন্যস্ত থাকিলে, ইহার পূর্ব ভাগে ভাবাত্মক কথা থাকিলেও, তাঁহার কি তদীয় আইনমত স্থলাভিষিক্তদের বা (মূল্যবান পারিতোষিকের মত) অর্পণপ্রাপ্ত গ্রহিতা হন তদ্বিধ) অন্য যাহার প্রতি ঐ সম্পত্তি অর্পিত হয়, তাঁহার হস্তগত ঐ সম্পত্তির মন্ধান লওনার্থে তাঁহার কি তাঁহাদের নামে কোন মিয়াদের সীমাক্রমে মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার বাধা হইবে না ইতি।

ভিন্ন দেশে কৃতচুক্তিমূলক মোকদ্দমার কথা।

১১ ধারা। ভিন্ন দেশে চুক্তি করা গেলে ও ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে তদ্বিষয়ের মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে, সেই মোকদ্দমায় এই আইনের নির্দ্ধিষ্ট বোধ বর্তিবে।

ভিন্ন দেশীয় মিয়াদবিষয়ক আইনের কথা।

ভিন্ন দেশে চুক্তি করা গেলে, তাহার উপর যদি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, তবে মিয়াদ বিষয়ক ভিন্নদেশীয় বিধিক্রমে চুক্তি লোপ না হইয়া থাকিলে, এবং উভয় পক্ষ ঐ বিধির নির্দ্ধারিত তাবৎ কাল সেই দেশে বাস না করিলে, সেই বিধি ঐ মোকদ্দমার প্রতিবাদস্বরূপ হইবে না ইতি।

তৃতীয় ভাগ।

মিয়াদ নিরূপণ করণ বিষয়ক বিধি।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব যে দিনে বর্ত্তে তাহা না ধরিবার কথা।

১২ ধারা। কোন মোকদ্দমার কি আপীলের কি প্রার্থনাপত্রের নির্দ্ধারিত

মিষাদের হিসাব করিতে গেলে, ঐ মিষাদ যে দিনাবধি চলিবে সেই দিন ধরিতে হইবে না।

আপীল ও কোনও প্রার্থনাপত্রসম্পর্কে দিন না ধরিবার কথা।

আপীলের, এবং পাণ্ডিত্যরূপ আপীল করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্রের, এবং বিচারপত্রের পুনরালোচনা হওয়ার প্রার্থনাপত্রের নির্দ্ধারিত মিষাদের হিসাব করিতে হইলে, যে বিচারের বিষয়ে আপত্তি হয় তাহা প্রচার হওয়ার দিন, এবং যে ডিক্রীর বা দণ্ডাজ্ঞার বা আজ্ঞার উপর আপীল করা যায়, কিম্বা যাহার পুনরালোচনা করিতে চেষ্টা হয়, সেই ডিক্রীপ্রভৃতির নকল পাইবার যত সময় প্রয়োজন, সেই সময় ধরিতে হইবে না।

ডিক্রীর উপর আপীল হইলে কিম্বা পুনরালোচনা হওয়ার চেষ্টা হইলে, সেই ডিক্রী যে বিচারমূলক হয় সেই বিচার পরে নকল পাইতে যত সময় প্রয়োজন তাহা ধরিতে হইবে না।

নিষাংগা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনাপত্রের নির্দ্ধারিত মিষাদের হিসাব করিতে হইলে, ঐ নিষাংগাপত্রের নকল পাইবার যত সময় প্রয়োজন তাহা ধরিতে হইবে না ইতি।

ব্রিটেনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে প্রতিবাদির না থাকার কাল না ধরিবার কথা।

১৩ ধারা। কোন মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত মিষাদের হিসাব করিতে হইলে, প্রতিবাদির ভারতবর্ষের মধ্যে না থাকার সময় মিষাদের মধ্যে ধরা যাইবে না ইতি।

যাহার এলাকা নাই এমত আদালতে সরল ভাবে কার্যানুষ্ঠান করিবার সময় ভাগ করিবার কথা।

১৪ ধারা। প্রথম উপস্থিত করা কিম্বা আপীলী মোকদ্দমা বিচার করিবার যে আদালত বিচারাধিপত্যের অভাবে কিম্বা তদ্রূপ অন্য কারণে মোকদ্দমার বিচার করিতে অক্ষম হন, বাদী এমত আদালতে সরল মনে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে পর, যদি সেই প্রতিবাদির নামে, নালিশ করিবার সেই হেতুমূলক অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত করেন, তবে মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত মিষাদের হিসাব করিতে হইলে, বাদী যে সময়ে ঐ প্রথম মোকদ্দমা যত্নক্রমে চালাইতে ছিলেন সেই সময় ঐ মিষাদের মধ্যে ধরিতে হইবে না।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২০ ধারামতে আজ্ঞা হইলে তদ্রূপে দিন ভাগ করিবার কথা।

দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ২০ ধারা মত আজ্ঞাক্রমে মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য স্থগিত করা গেলে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করণের ও আনুষ্ঠানিক কার্য তদ্রূপে স্থগিত করণের তারিখের মধ্যে

যত সময়, ও যে আদালতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত হইল তথাহইতে অন্য যে আদালতে মোকদ্দমা পুনরায় উপস্থিত করা যাইবে তথায় যাইতে যত সময় প্রয়োজন, ঐ মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত মিয়াদের হিসাব করণে সেই সময় ধরিতে হইবে না ইতি।

প্রার্থনাপত্রের বিষয়ে তদ্রূপ দিন ত্যাগ করিবার কথা।

কোন প্রার্থনাপত্রের নির্দ্ধারিত মিয়াদের হিসাব করিতে হইলে, বিচারাদিপত্যের অভাবপ্রযুক্ত কিম্বা তদ্রূপ অন্য কারণে যে আদালত উপকার করিতে অক্ষম, প্রার্থক সরলভাবে সেই আদালতের নিকট যে সময়ে সেই উপকার পাইবার অন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই সময় ঐ মিয়াদের মধ্যে ধরিতে হইবে না।

প্রথম ব্যাখ্যা।—পূর্ক্স মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র যে সময়ে উপস্থিত ছিল বা করা যাইতেছিল সেই সময় ত্যাগ করিতে গেলে, ঐ মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র যে দিনে উপস্থিত করা যায় ও যে দিনে সেই মোকদ্দমার কি প্রার্থনাপত্রের আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হয়, সেই দুই দিন ধরিতে হইবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—আপীল উপস্থিত করা গেলে বাদী বিচারাদিপত্য নাই বলিয়া সেই আপীলের আপত্তি করিলে, এই ধারার অর্থমতে মোকদ্দমা চালাইতেছেন বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

নিবেদনসূচক বা অন্য আজ্ঞা দ্বারা মোকদ্দমার আরম্ভ করণ স্থগিত থাকিলে সেই সময় না ধরিবার কথা।

১৫ ধারা। কোন নিবেদন কিম্বা আজ্ঞাক্রমে মোকদ্দমার উপস্থিত করণ স্থগিত হইলে, ঐ মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত মিয়াদের হিসাব করিতে গেলে, এ নিবেদন কিম্বা আজ্ঞা প্রবল থাকার সময়, ও যে দিনে ঐ আজ্ঞা প্রচার করা বা করা গেল, ও যে দিনে তাহা উঠাইয়া লওয়া গেল, সেই দিন ধরিতে হইবে না ইতি।

ডিক্রীমত খাতক যে সময়ে ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রয় অসিদ্ধ করিতে চেষ্টা করেন সেই সময় ত্যাগ করিবার কথা।

১৬ ধারা। ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হইলে ক্রেতা অধিকার পাইবার যে মোকদ্দমা করেন সেই মোকদ্দমার নির্দ্ধারিত মিয়াদের হিসাব করিতে হইলে, ডিক্রীমত খাতক যত দিন ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার কার্য্যানুষ্ঠান করেন তত দিন ধরিতে হইবে না ইতি।

মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্ব না বর্ত্তিতে মৃত্যু হইলে তাহার কলের কথা।

১৭ ধারা। কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিলে যদি মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে স্বত্ববান হইতেন, তবে ঐ স্বত্ব বর্ত্তিবার পূর্ক্সে মরিলে, মৃত

ব্যক্তির স্বার্থপক্ষে আইনমত যে স্থলাভিষিক্ত মোকদ্দমা বা প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারেন এমত স্থলাভিষিক্ত হওনের সময়াবধি মিয়াদের হিসাব ধরিতে হইবে।

কোন ব্যক্তি জীবিত থাকিলে যদি তাঁহার নামে মোকদ্দমা বা প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার স্বত্ব বর্ত্তিত, তবে ঐ স্বত্ব বর্ত্তিবার পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হইলে, বাদী ঐ মৃত ব্যক্তির আইনমত যে স্থলাভিষিক্তের নামে মোকদ্দমা বা প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিতে পারেন এমত স্থলাভিষিক্ত হওনের সময়াবধি মিয়াদের হিসাব ধরিতে হইবে।

ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব প্রবল করণের বা স্থাবর সম্পত্তির অধিকার কিম্বা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ্য পদ পাইবার মোকদ্দমার প্রতি এই ধারার পূর্ব্ব ভাগের কোন কথা বর্ত্তে না ইতি।

প্রতারণার ফলের কথা।

১৮ ধারা। কোন ব্যক্তির মোকদ্দমা বা প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার স্বত্ব থাকিলেও, প্রতারণাক্রমে সেই স্বত্ব কিম্বা তাহা যে অধিকার মূলক হয় তাহা তাঁহা হইতে গুপ্ত রাখা গেলে,

কিম্বা তদ্রূপ স্বত্ব স্থাপন করণার্থে যে দলীল আবশ্যক হয় তাহা তাঁহার নিকট হইতে প্রতারণাক্রমে গুপ্ত রাখা গেলে,

(ক) যে ব্যক্তি ঐ প্রতারণার অপরাধী কি তৎসহায় হয় তাহার নামে, কিম্বা

(খ) সরলভাবে ও মূল্যবান পারিতোষিক প্রযুক্ত বিনি দাওয়াদার হন তদন্তর, যে ব্যক্তি তাহার দ্বারা দাওয়া করে তাহার নামে,

মোকদ্দমা বা প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার মিয়াদ এইরূপে ধরিতে হইবে।

ঐ প্রতারণাদ্বারা যে ব্যক্তির হানি হয়, তিনি যে সময়ে তাহা প্রথম জানিতে পাইলেন, কিম্বা দলীল লুক্কায়িত করা গেলে তিনি প্রথম যে সময়ে তাহা প্রকাশ করিবার কিম্বা বলক্রমে প্রকাশ করাইবার উপায় পান সেই সময়াবধি ঐ মিয়াদ ধরিতে হইবে ইতি।

স্বীকারপত্রের ফলের কথা।

১৯ ধারা। কোন সম্পত্তির কি স্বত্বের নিমিত্ত মোকদ্দমা কি প্রার্থনাপত্র উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত মিয়াদ গত হওনের পূর্বে, যাঁহার উপর ঐ সম্পত্তির কি স্বত্বের দাওয়া হয় তাঁহার, কিম্বা যাঁহার দ্বারা স্বত্বের কি দাওয়ার উদ্ভব হয় সেই ব্যক্তির স্বাক্ষরিত কোন লিখনে যদি তিনি সেই সম্পত্তি কি স্বত্ব সম্পর্কে আপনাকে দায়ী বলিয়া স্বীকার করেন তবে ঐ স্বীকারপত্রে যে সময়ে স্বাক্ষর করা যায়, সেই সময়াবধি মূল দায়ের ভাবানুসারে নূতন মিয়াদ চলিবে।

সেই স্বীকার পত্রে তারিখ না থাকিলে, তাহাতে স্বাক্ষর করিবার সময়ের বাচনিক প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু ঐ পত্রের মর্মেণের বাচনিক প্রমাণ গ্রাহ্য হইবে না।

প্রথম ব্যাখ্যা।—উক্ত স্বীকারপত্রে সম্পত্তির কি স্বত্বের বখাৰ্খ ভাব নির্দিষ্ট না থাকিলেও, কিম্বা টাকা শোধ করিবার কি দিবার কি কার্য সাধন কি সম্পত্ত্যাদি ভোগ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, কিম্বা সেই টাকা দিব না কি শোধ করিব না কিম্বা সেই কর্ম করিব না বা ভোগ করিতে দিব না এমত কথা লেখা থাকিলেও, কিম্বা তৎসহিত অন্য বিপরীত দাওয়া ব্যক্ত করা গেলেও, কিম্বা সম্পত্তির কি স্বত্বের স্বত্ববান ব্যক্তিভিন্ন অন্য ব্যক্তির নামে লেখা গেলেও, এই ধারার কার্যাপক্ষে ঐ স্বীকারপত্র প্রচুর হইবে।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি নিজে স্বাক্ষর করিলে কিম্বা এতৎকার্যাপক্ষে তাঁহার নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকারক স্বাক্ষর করিলে, “স্বাক্ষর” শব্দে সেই স্বাক্ষর জানিতে হইবে ইতি।

ঋণাদির ক্ষুদ্র বলিয়া ঐ ক্ষুদ্র দিবার ফলের কথা।

২০ ধারা। ঋণ শোধ করিবার কিম্বা মৃত ব্যক্তির নিরূপিত ধন দিবার ভার যে ব্যক্তির প্রতি বর্তে, তিনি কিম্বা এতৎকার্যাপক্ষে তাঁহার নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকারক, নির্দ্ধারিত মিয়াদ অতীত হওয়ার পূর্বে ঐ ঋণের কি ধনের উপর ক্ষুদ্র বলিয়া ক্ষুদ্র দিলে,

মূল টাকার একাংশ দিবার ফলের কথা।

অথবা খাতক কিম্বা এতৎকার্যাপক্ষে তাঁহার নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকারক নির্দ্ধারিত মিয়াদ অতীত হওয়ার পূর্বে মূল ঋণের কিয়দংশ দিলে,

উক্ত ক্ষুদ্র কি টাকা দিবার সময়াবধি মূল দায়ের ভাবানুসারে নূতন মিয়াদ চলিতে লাগিবে।

পরন্তু মূল ঋণের একাংশ দেওয়া গেলে প্রয়োজন যে ঐ টাকা যে ব্যক্তি দিলেন টাকা দেওয়ার কথা তাঁহার নিজ হস্তাক্ষরে লেখা থাকে।

বন্ধকী ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য পাওয়া স্বীকার করণের ফলের কথা।

বন্ধকী ভূমি বন্ধকগ্রহীতার অধিকারে থাকিলে ঐ ভূমির উৎপন্ন দ্রব্য পাই-লাম বলিয়া যে স্বীকারপত্র দেওয়া যায় তাহা এই ধারার কার্যাপক্ষে টাকা দেওয়া হইল বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

সাধারণ অনেক চুক্তিকারক প্রভৃতির মধ্যে এক জন স্বীকারপত্র বা টাকা দিলেও অন্যের দায়ী হইতে না পারিবার কথা।

২১ ধারা। অনেক জন যোঁতায় চুক্তিকারক কি অংশী কি উইলক্রমে নিরূপিত কার্য সম্পাদক কি বন্ধকগ্রহীতা থাকিলে, তাঁহাদের মধ্যে এক কি এক জন, বা তাঁহার কি তাঁহাদের পক্ষ কর্মকারক, টাকা প্রাপ্তির স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর

করিলেন বা টাকা দিলেন কেবল এই কারণে, ১৯ ও ২০ ধারার কথাক্রমে তাঁহাদের মধ্য অন্য ব্যক্তিদারী হইবেন না ইতি।

অন্যের পরিবর্তে বা মৃতন বাদির কি প্রতিবাদির নাম লিখিবার ফলের কথা।

২২ ধারা। মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে পর যদি কোন বাদির কি প্রতিবাদির পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির নাম লেখা কিম্বা মৃতন ব্যক্তির নাম সংযোগ করা যায়, তবে যে সময়ে ঐ ব্যক্তিকে এক পক্ষ করা যায় তাঁহার পক্ষে মোকদ্দমা সেই সময়াবধি উপস্থিত করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

প্রথম বাদী মরিলে সেই স্থলের উপবিধি।

পরন্তু বাদী মরিলে ও তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি সেই মোকদ্দমা চালাইতে থাকিলে, মৃত বাদীর দ্বারা মোকদ্দমা যে সময়ে উপস্থিত করা যায়, তাঁহারও পক্ষে মোকদ্দমা সেই সময়াবধি উপস্থিত করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে।

প্রথম প্রতিবাদী মরিলে তদ্বিবয়ক উপবিধি।

আরো প্রতিবাদী মরিলে ও তাঁহার আইনমত স্থলাভিষিক্তের নামে মোকদ্দমা চলিতে থাকিলে, মৃত প্রতিবাদীর নামে মোকদ্দমা যে সময়ে উপস্থিত করা যায়, তাঁহার পক্ষেও মোকদ্দমা কেই সময়াবধি উপস্থিত করা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

চুক্তিভঙ্গ বা অন্যায় কার্য চলনের কথা।

২৩ ধারা। চুক্তি ক্রমশই ভঙ্গ হইতে থাকিলে, ও চুক্তিভিন্ন অন্যায় কার্য ক্রমশই চলিতে থাকিলে, ঐ চুক্তিভঙ্গ বা বিষয়বিশেষে ঐ অন্যায় চলন সময়ের প্রত্যেক মুহূর্ত্ত অবধি নূতন মিয়াদ চলিতে লাগে ইতি।

বিশেষ হানি না হইলে যে কার্য লইয়া মোকদ্দমা হইতে না পারে সেই কার্য।

হেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দমার কথা।

২৪ ধারা। কোন ক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃত প্রস্তাবে বিশেষ হানি না হইলে যদি মোকদ্দমা উপস্থিত করণের হেতুর উদ্ভব না হয়, তবে সেই ক্রিয়াজন্য হানি পূরণের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে হইলে, ঐ হানি যে সময়ে ঘটে সেই সময়াবধি ঐ মোকদ্দমার মিয়াদের হিসাব ধরিতে হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ কোন ক্ষেত্রের উপরিভাগের অধিকারী। বলরাম অন্তর্ভাগের অধিকারী। তিনি সেই ভূমির অন্তর খনন করিয়া করলা বাহির করেন, তাহাতে প্রথমে ভূমির উপরিভাগের হানি দেখা গেল না, পশ্চাৎ উপরিস্থ ভূমি ক্রমে বসিয়া যায়। আনন্দ বলরামের নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে চাহিলে, সেই বসিয়া যাইবার সময়াবধি মিয়াদ চলে।

(খ) গ্লানিসূচক কোন কথা দ্বারা বিশেষ হানি না জন্মাইলে স্বজ্ঞ সেই কথা হেতুক নালিশ হইতে পারে না । কিন্তু আনন্দ বলরামের বিষয়ে এমন কথা কহিলে ও প্রকাশ করিলে চন্দ্র বলরামকে কেরাগীর কর্তব্য দিতে অস্বীকার করিলেন । বলরাম সেই গ্লানিসূচক কথাহেতুক আনন্দের নামে হানিপূরণের মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে, চন্দ্রের অস্বীকার করণের সময়াবধি ঐ মিয়াদ আরম্ভ হয় তৎপূর্বে নয় ।

নিদর্শনপত্রের উল্লিখিত সময়ের হিসাবের কথা ।

২৫ ধারা । এই আইনের কার্য্যপক্ষে সকল নিদর্শনপত্র গ্রেগরিয়ন কালেণ্ডার নামক ইংরাজী পঞ্জিকামত সন ও মাস ধরিয়া লেখা গেল বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি ।

উদাহরণ

(ক) এক জন হিন্দু অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া ঐ পত্রের তারিখ অবধি চারি মাসে টাকা শোধ করিতে অঙ্গীকার করিয়া কেবল বাঙ্গালা তারিখ লিখিলেন । ইংরাজী পঞ্জির হিসাবমতে ঐ পত্রের তারিখ ধরিয়া, চারি মাস গত হইলে পর সেই পত্রের উপর মোকদ্দমার মিয়াদ চলিবে ।

(খ) কোন হিন্দু এক বৎসরের মধ্যে টাকা ফিরিয়া দিবার ঋণ লিখিয়া কেবল বাঙ্গালা তারিখ দেন । এমন স্থলে ইংরাজী পঞ্জির হিসাবমতে ঐ ঋণের তারিখ ধরিয়া তদবধি এক বৎসর গত হইলে পর ঐ ঋণের উপর মোকদ্দমা করিবার মিয়াদের হিসাব চলিবে ।

চতুর্থ ভাগ ।

অধিকার দ্বারা স্বামিত্ব প্রাপ্তির বিধি ।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগরূপ স্বত্বপ্রাপ্তির কথা ।

২৬ ধারা । যদি কোন বাটীর সঙ্গেই সেই বাটিতে প্রবেশের পথ, ও সেই বাটীর নিমিত্ত আলো ও বায়ুর ব্যবহার বিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্যভোগরূপে অবিচ্ছেদ স্বত্বস্বরূপে ভোগ হইয়া থাকে,

ও কোন ব্যক্তি কোন পথের কি জলপ্রণালীর কিম্বা কোন জলের ব্যবহার অথবা অন্য কোন স্বাচ্ছন্দ্যভোগ স্বত্বের দাওয়া করিলে, যদি তিনি স্বাচ্ছন্দ্যভোগ ও স্বত্বস্বরূপে অবিচ্ছেদে বিশ বৎসর পর্য্যন্ত স্পষ্টতঃ কি অবাধিত হইয়া শাস্ত্র-ভাবে ও প্রকাশরূপে ঐ স্বত্ব ভোগ করিয়া থাকেন;

তবে সেই প্রবেশের পথ, ও আলোর ও বায়ুর ব্যবহারের, ও পথের, ও জল-প্রণালীর, ও জল ব্যবহারের বা অন্য স্বাচ্ছন্দ্যভোগের প্রতি তাঁহার যে স্বত্ব আছে তাহা ও অলঙ্ঘনীয় হইবে ।

উক্ত বিশ ২ বৎসরের দুই মিয়াদের কথা লইয়া আপত্তি থাকিলে, ঐ আপত্তির মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব দুই বৎসরের মধ্যে যেন ঐ মিয়াদের অবসান হয় এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—দাওয়ারাভিন্ন কোন ব্যক্তির কার্য্য দ্বারা বাধা হওয়া প্রযুক্ত অধিকার কি ভোগ প্রকৃত প্রস্তাবে রহিত না হইলে, এবং দাওয়ারা ভাহার নোটিস পাইলে পর ও সেই বাধা কে করিয়াছেন বা কাহার অনুমতিতে করা গিয়াছে ইহার নোটিস পাইলে পর এক বৎসর পর্য্যন্ত সেই বাধা স্বীকার না করিলে বা তাহাতে সম্মত না হইলে, এই দ্বারা অর্থানুসারে স্বত্বভোগের বিচ্ছেদ হয় না ইতি।

উদাহরণ।

(ক)—পথ স্বত্বের বাধা হইয়াছে বলিয়া ১৮৮১ সালে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়। প্রতিবাদী ঐ বাধা স্বীকার করেন কিন্তু পথস্বত্ব স্বীকার করেন না। বাদী ১৮৬০ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ অবধি ১৮৮০ সালের জানুয়ারি মাসের ১ তারিখ পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে শান্তভাবে ও প্রকাশরূপে ঐ পথস্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন ইহার প্রমাণ করিয়া, স্বাচ্ছন্দ্যভোগরূপে ও স্বত্বস্বরূপে ঐ স্বত্বের অধিকারের দাওয়া করেন। বাদী ডিক্রী পাইবার স্বত্ববান।

(খ)—১৮৮১ সালে সেই প্রকারের অন্য মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে, বাদী ১৮৫৮ সাল অবধি ১৮৭৮ সাল পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত মতে স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছেন কেবল ইহার প্রমাণ করেন। এই স্থলে ঐ স্বত্বভোগি ব্যক্তি মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার অব্যবহিত পূর্ব দুই বৎসরের মধ্যে সেই স্বত্বের ব্যবহার করিবার প্রমাণ না করাতে মোকদ্দমা ডিসমিস হইবে।

(গ)—উক্ত অন্য মোকদ্দমায় বাদী দেখাইলেন যে, বিশ বৎসর পর্য্যন্ত শান্তভাবে ও প্রকাশ রূপে ঐ স্বত্ব ভোগ করিলেন, কিন্তু উক্ত বিশ বৎসরের মধ্যে কোন এক সময়ে বাদী প্রতিবাদির নিকট সেই স্বত্ব ভোগকরিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন, প্রতিবাদী ইহার প্রমাণ করিলে, মোকদ্দমা ডিসমিস করিতে হইবে।

কোন ব্যক্তির কিয়ৎকালীন অধিকারের পর যিনি অধিকারী হইবেন তাহার সপক্ষ বিধি।

২৭ ধারা। পরন্তু যে ভূমির কি জলের উপর বা যাহা হইতে কোন স্বাচ্ছন্দ্য-স্বত্ব ভোগ করা যায় বা উৎপন্ন হয়, যদি সেই ভূমি কি জল কেবল যাবজ্জীবনের নিমিত্ত, কিম্বা ঐ স্বাচ্ছন্দ্যস্বত্ব প্রদানের সময়াবধি তিন বৎসরের অধিক কএক বৎসর মিয়াদের নিমিত্ত প্রবল কোন স্বার্থের বলে ভোগ হইয়া থাকে, তবে সেই স্বার্থ বা মিয়াদ রহিত হইলে ঐ ভূমিতে কি জলে যে ব্যক্তির অধিকার জন্মে তিনি সেই স্বার্থ কি মিয়াদ রহিত হওয়ার পর তিন বৎসরের মধ্যে ঐ দাওয়ার আপত্তি করিলে, শেযোক্ত বিশ বৎসর মিয়াদের হিসাব করণে ঐ স্বার্থ বা মিয়াদের চলন সময় ঐ স্বাচ্ছন্দ্যভোগের মধ্যে ধরিতে হইবে না ইতি।

উদাহরণ।

বলরামের ভূমির উপর পঞ্চস্বত্ব আছে ইহা নির্ণয় করণার্থে আনন্দ মোকদমা উপস্থিত করিয়া পঁচিশ বৎসর অবধি সেই স্বত্বভোগের প্রমাণ করেন। পরন্তু সেই ভূমিতে চন্দ্রমণী নামী হিন্দু বিধবার জীবনপর্যন্ত অধিকার থাকাত্তে উক্ত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে তিনি দশ বৎসর ভোগ করিলেন তাঁহার মরণান্তর বলরামের অধিকার জন্মে। ও চন্দ্রমণীর মরণের পর দুই বৎসরের মধ্যে বলরাম আনন্দের সেই স্বত্বের দাওয়ার আপত্তি করেন। বলরাম ইহা প্রমাণ করিলে মোকদমা ডিসমিস করিতে হইবে, যেহেতু এই ধারার বিধানানুসারে আনন্দ কেবল পঞ্চদশ বৎসর ভোগের প্রমাণ করিলেন।

সম্পত্তিতে স্বত্ব লোপের কথা।

২৮ ধারা। কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন সম্পত্তির অধিকার পাইবার মোকদমা উপস্থিত করিবার যে মিয়াদ এতৎক্রমে নির্দ্ধারিত হইল সেই মিয়াদ গত হইলে পর সেই সম্পত্তিতে সেই ব্যক্তির স্বত্ব লোপ হইবে ইতি।

প্রথম তফসীল।

আইনের সাল ও নম্বর	নাম	যত দূর রহিত হইল।
১৮৬৫ সা. ১০ আ. ...	ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিক বিষয়ক আইন।	৩২১ ধারার এই ২ কথা, “চরমপত্রকারি ব্যক্তির মৃত্যু অবধি দুইবৎসরের মধ্যে কিম্বা চরমদানের বিষয় সমর্পণ অবধি একবৎসরের মধ্যে।”
১৮৭১ সা. ৯ আ. ...	ভারতবর্ষীয় মিয়াদবিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন।	সম্পূর্ণ আইন।
১৮৭৭ সা. ১০ আ. ...	দেওয়ানী মোকদমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইন।	৫৯৯ ধারা ও ৬০১ ধারার এই ২ কথা, আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে।”

দ্বিতীয় তফসীল।

(৪ ধারা দেখ।)

প্রথম ভাগ।—মোকদ্দমা।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১। (পতিত ভূমির উপর দাওয়া নির্ণয় করি- বার বিধান করণার্থ) ১৮৬৩ সালের ২৩ আইনমতে রেবিনিউ বোর্ড যে মীমাংসা করেন তাহার প্রতি- বাদ করণার্থ মোকদ্দমা	প্রথমখণ্ড।— ত্রিশ দিন। ত্রিশ দিন...	মীমাংসার নোটিস যে সময় বাদিকে দেওয়া যায় তদবধি।
২। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তদনুসারে করা বা না করা গেল বলিয়া কোন কার্য করণ প্রযুক্ত কিম্বা না করণ প্রযুক্ত হানি পূরণার্থ মোকদ্দমা	দ্বিতীয়খণ্ড।— নব্বই দিন। নব্বই দিন...	যে সময়ে ঐ কার্য করা যায় কি ক্রটি হয় তদবধি।
৩। স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার নিমিত্ত বিশেষ উপকার বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনের ৯ ধারামত মোকদ্দমা	তৃতীয় খণ্ড।— ছয় মাস ছয় মাস...	যে সময়ে বেদখল করা যায় তদবধি।
৪। (রেলরোড ও রাজকীয় অন্যান্য কার্যে যে কর্মকারকেরা নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদের মুনিব- দের সঙ্গে বিবাদ হইলে) সেই বিবাদ দ্বারা নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণার্থ) ১৮৬০ সালের ৯ আইনের ১ ধারামত মোকদ্দমা	ঐ ...	যে বেতনের কি ভাড়ার কি মজুরীর দাওয়া হয় তাহা যে তারিখে দেনা পড়ে সেই তারিখ অবধি।
৫। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালীবিষয়ক আইনের (ক্রেয়বিজ্রেয় নিদর্শনপত্রের উপর সরা- সরী কার্য প্রণালীবিষয়ক) ৩৯ অধ্যায়মত মোকদ্দমা	ঐ ...	যে নিদর্শনপত্রের উপর নালিশ হয় তাহার টাকা যে দিনে দেনা পড়ে তদবধি।
৬। রাজব্যবস্থা কি আইন বা উপবিধিমত অর্থ কি সম্পত্তিদণ্ড বিষয়ক মোকদ্দমা	চতুর্থখণ্ড।— এক বৎসর। এক বৎসর...	অর্থদণ্ড কি সম্পত্তি- দণ্ড যে দিনে বর্তে তদবধি।
৭। ঘরের চাকরের কি কর্মকারকের কি মজু- রের যে বেতনের বিধান এই তফসীলের ৪ প্রকরণে হয় নাই তাহা পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	বেতন যে দিনে দেনা পড়ে তদবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে।
	চতুর্থখণ্ড।— এক বৎসর।	
৮। হোটেলের, কিম্বা আহারাদি ও বাস করিবার নিমিত্ত গৃহের রক্ষকের বিক্রীত আহারীয় বা পানীয় দ্রব্যের মূল্য পাইবার মোকদ্দমা	এক বৎসর...	আহারীয় বা পানীয় দ্রব্য যে দিনে দেওয়া যায় তদবধি।
৯। বাস্তার ভাড়া পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	ভাড়া যে সময়ে দেয়া পড়ে সেই সময়াবধি।
১০। ক্রয় করিবার অগ্রস্বত্ব আইনমূলক কি সাধারণ আচার কিম্বা বিশেষ চুক্তিমূলক হইলেও তাহা প্রবল করিবার মোকদ্দমা	ঐ ...	যে বিক্রয় দ্বা করিতে চেষ্টা হয় তৎকালে যে তারিখে বিক্রীত সমুদয় সম্পত্তির অধিকার করেন তদবধি, কিম্বা যে দ্রব্য বিক্রয় করা গেল তাহা অধিকার করিয়া লওয়া যাইতে না পারিলে বিক্রয়পত্র রেজিস্ট্রী করণের সময়াবধি।
১১। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ২৮০, ২৮১, ২৮২; বা ৩৩৫ ধারামত আজ্ঞা বাহ্যার বিপক্ষে করা যায়, সেই আজ্ঞার উল্লিখিত সম্পত্তিতে কি তাহার আধুনিক অধিকার করিতে তাঁহার স্বত্ব স্থাপনার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	আজ্ঞার তারিখ অবধি।
১২। নিম্নলিখিত কোন বিক্রয় অসিদ্ধ করিবার মোকদ্দমা,—	ঐ ...	যে দিনে বিক্রয় সিদ্ধ করা যায়, কিম্বা উক্ত মোকদ্দমা উপস্থিত করা না গেলে যে দিনে প্রকারণের চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হইত, তদবধি।
(ক) দেওয়ানী আদালতের ডিক্রী জারীক্রমে বিক্রয়		
(খ) কালেক্টর সাহেবের কিম্বা রাজস্বসংক্রান্ত অন্য কার্যকারকের ডিক্রী কি আজ্ঞাক্রমে বিক্রয়		
(গ) গবর্ণমেন্টের বাকী রাজস্বের নিমিত্ত কিম্বা ঐ বাকীর ন্যায় অন্য যে দাওয়া আদায় হইতে পারে তন্নিমিত্ত বিক্রয়		
(ঘ) হাল বাকীর নিমিত্তে পত্তনী তাগুকের বিক্রয় ব্যাখ্যা।—এই প্রকরণে হাল বাকীর নিমিত্তে মধ্যবর্তি অন্য যে পাট্টাই জমী বিক্রয় হইতে পারে “পত্তনী” শব্দে তাহাও গণ্য।		

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১৩। মোকদ্দমাভিন্ন কোন আনুষ্ঠানিক কার্যে দেওয়ানী আদালত যে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করেন তাহা মতান্তর কি অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা	চতুর্থ খণ্ড।— এক বৎসর, (চলিতেছে) এক বৎসর...	যে আদালত ঐ মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই আদালতের শেষ নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার তারিখ অবধি।
১৪। গবর্ণমেন্টের কোন কার্যকারক আপনায় রাজকীয় পদোপলক্ষে যে কার্য কি আজ্ঞা করেন, এই তফসীলে অন্য স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, তাহা অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	ঐ ক্রিয়ার কি আজ্ঞার তারিখ অবধি।
১৫। গবর্ণমেন্টের বাকী রাজস্বের নিমিত্তে রাজস্বসংক্রান্ত কর্তৃপক্ষেরা স্বাবর সম্পত্তি ক্রোক করিলে কি তাহার পাট্টা দিলে কি হস্তান্তর করিলে তাহা অসিদ্ধ করণার্থে গবর্ণমেন্টের নামে মোকদ্দমা	ঐ ...	ক্রোক কি পাট্টা কি হস্তান্তর কার্য যে সময়ে করা যায় তদবধি।
১৬। রাজস্বের কর্তৃপক্ষেরা বাকী রাজস্বের, কিম্বা অন্য যে দাওয়া বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইতে পারে তাহার দাওয়া করিলে, আপত্তি করণ পূর্বক যে টাকা দেওয়া যায় তাহা ফিরিয়া পাইবার নিমিত্তে গবর্ণমেন্টের নামে মোকদ্দমা	ঐ ...	টাকা যে সময়ে দেওয়া যায় তদবধি।
১৭। রাজকীয় কার্যের নিমিত্তে ভূমি গ্রহণ করা গেলে গবর্ণমেন্টের নামে হানি পূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	হানিপূরণের টাকা নির্ণয় হওয়ার তারিখ অবধি।
১৮। ভূমি গ্রহণ কার্য সমাধা না হইলে, হানি পূরণার্থ উক্ত প্রকারের মোকদ্দমা	ঐ ...	সমাধা করিতে অস্বীকার করিবার তারিখ অবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিলাদ।	যে অবধি মিলাদ চলে।
	চতুর্থ খণ্ড।— একবৎসর (চলিতেছে) একবৎসর...	
১৯। অকারণে কারাবদ্ধ হওয়ার হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা		কারাবদ্ধনের সমাপ্তি অবধি।
২০। (কোন২ অন্যায় ক্রিয়াহেতুক মৃত ব্যক্তির চরমপত্রে লিখিত কর্মসাধকদের ও ঐক্যনিরূপণাধিকারিদের ও স্থলাভিষিক্তদের নালিশ করিবার ও তাহাদের নামে নালিশ হইবার ক্ষমতা দানার্থ) ১৮৫৫ সালের ১২ আইনমতে মৃত ব্যক্তির উইলক্রমে নিরূপিত কর্মসাধকদের বা ঐক্যনিরূপণাধিকারিদের বা স্থলাভিষিক্তদের মোকদ্দমা	এ ...	অন্যায়গ্রস্ত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখ অবধি।
২১। (যে অন্যায় ক্রিয়ার বিষয়ে নালিশ হইতে পারে তদ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু প্রযুক্ত পরিবারের যে হানি হয় সেই হানি পূরণের বিধান করণার্থ) ১৮৫৫ সালের ১৩ আইনমতে মৃত ব্যক্তির উইলক্রমে নিরূপিত কর্মসাধকদের কি ঐক্যনিরূপণাধিকারিদের কি স্থলাভিষিক্তদের মোকদ্দমা	এ ...	হত ব্যক্তির মরণের তারিখ অবধি।
২২। ব্যক্তির অঙ্গের অন্য হানিপ্রযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	এ ...	হানি হওয়ার সময়াবধি।
২৩। ঈর্ষাপূর্বক অভিযোগ হেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	এ ...	বাদিকে নির্দোষ করণের, কিম্বা প্রকারান্তরে অভিযোগের মোকদ্দমা সমাপ্ত হওয়ার সময়াবধি।
২৪। লিখিত অপবাদপ্রযুক্ত হানিপূরণার্থমোকদ্দমা	এ ...	অপবাদসূচক কথা প্রকাশ হওয়ার সময় অবধি।
২৫। বাচনিক অপবাদ প্রযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	এ ...	অপবাদসূচক কথা কহিবার সময়াবধি। কিম্বা কথাই নালিশের যোগ্য না হইলে, তজ্জাত বিশেষ হানি যে সময়ে ঘটে সেই সময়াবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
২৬। বাদির চাকরাণীকে কি কন্যাকে ভুলাইয়া জেষ্ঠ করণদ্বারা কর্ষে বঞ্চিত হওয়াতে হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	চতুর্থ খণ্ড।— একবৎসর (চলিতেছে) এক বৎসর	কর্ষে বঞ্চিত হওয়ার সময়াবধি।
২৭। বাদির সঙ্গে অন্য ব্যক্তির যে চুক্তি হইল তাহা ভঙ্গ করিবার প্ররতি দেওন হেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	চুক্তি ভঙ্গের তারিখ অবধি।
২৮। বেআইনীমতে কি অনিয়মিতরূপে কি অতিরিক্ত ভাবে ক্রোক করণ প্রযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	ক্রোকের তারিখ অবধি।
২৯। আইনমত পরওয়ানাক্রমে অস্থাবর দ্রব্য অন্যায়মতে ক্রোক করণপ্রযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	ক্রোকের তারিখ অবধি।
৩০। মাল হারাইল কি হানি করিল বলিয়া বাহকের নামে হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	পঞ্চম খণ্ড।— দুই বৎসর দুই বৎসর	যে সময়ে হারাগ গেল কি হানি হইল তদবধি।
৩১। দ্রব্য দিবার বিলম্বপ্রযুক্ত বাহকের নামে হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	যে সময়ে ঐ দ্রব্য পৌছাইয়া দেওয়া উচিত ছিল তদবধি।
৩২। কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট কার্যে দ্রব্যের ব্যবহার করিবার স্বত্ত্বান হইয়া, অন্য কার্যে প্রয়োগ করিলে তাঁহার নামে মোকদ্দমা	ঐ ...	ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যে সময়ে ঐ সম্পত্তি অন্য কার্যে প্রয়োগ হওয়ার কথা জানিতে পান তদবধি।
৩৩। (কোনই অন্যায় ক্রিয়াহেতুক মৃত ব্যক্তির চরমপত্রক্রমে নিরূপিত কর্মসাধকদের ও দ্রব্যনিরূপণাধিকারিদের ও স্থলাভিষিক্তদের নালিশ করিবার ও তাঁহাদের নামে নালিশ হইবার ক্ষমতা প্রদানার্থ) ১৮৫৫ সালের ১২ আইনমতে মৃত ব্যক্তির উইলক্রমে নিরূপিত কর্মসাধকের কি দ্রব্যনিরূপণাধিকারির কি অন্য স্থলাভিষিক্তের নামে মোকদ্দমা	ঐ ...	যে অন্যায় কার্যের নালিশ হয় তাহা যে সময়ে করা যায় তদবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
	পঞ্চম খণ্ড।— দুই বৎসর (চলিতেছে)	
৩৪। জীকে ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা	দুই বৎসর	যে দিনে জীকে ফিরিয়া পাইবার দাওয়া হইয়া অগ্রাহ্য হয় তদবধি।
৩৫। দাম্পত্য স্বত্ব পুনশ্চ পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	স্বামী বা স্ত্রী প্রাপ্তব্যবহার ও সুস্থমনা হইয়া দাম্পত্যস্বত্ব পুনশ্চ প্রদানের আদেশ করিলেও যে দিনে অগ্রাহ্য হন তদবধি।
৩৬। চুক্তিভিন্ন, এবং এই আইনে যদ্বিষয়ের স্পষ্ট বিধান হয় নাই, এমত কোন অপক্রিয়া বা কর্তব্য কর্ম অনুচিতমতে করণ বা কর্তব্য কর্ম না করণ হেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	যে সময়ে সেই অপক্রিয়া করা, বা কর্তব্য কর্ম অনুচিতমতে করা যায়, বা কর্তব্য কর্ম করা না যায় তদবধি।
	ষষ্ঠ খণ্ড।— তিনবৎসর।	
৩৭। পথ কি জলপ্রণালী অবরোধ করা প্রযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা।	তিনবৎসর...	অবরোধের তারিখ অবধি।
৩৮। জলপ্রণালী অন্যমুখ করণ প্রযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ	অন্যমুখ করণের তারিখ অবধি।
৩৯। স্থাবর সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ প্রযুক্ত হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ	অনধিকার প্রবেশ করণের তারিখ অবধি।
৪০। গ্রামস্থত্ব কিম্বা একক ভোগ্য অন্য স্বত্ব লঙ্ঘন হেতু হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ	ঐ স্বত্ব লঙ্ঘনের তারিখ অবধি।
৪১। অপচয় নিবারণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ ...	অপচয় আরম্ভ হওনাবধি।
৪২। নিষেধমুচক আজ্ঞা অন্যায়মতে প্রাপ্ত হওয়াতে হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ	নিষেধ রহিত হওনাবধি।
৪৩। ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইনের ৩২০ বা ৩২১ ধারামতে, উইলক্রমে নিরূপিত কার্যসম্পাদক বা দ্রব্যনিরূপণাধিকারী উইলক্রমে প্রাপ্য ধন বা স্থিত যাহাকে দিলেন বা বিলি করিলেন তাঁহার স্থানে বলপূর্বক তাহা ফিরিয়া প্রাপণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ	ঐ ধন দেওনের বা বিলি করণের তারিখ অবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
৪৪। অভিভাবক যে বিক্রয় করিলেন, প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে সেই বিক্রয় অসিদ্ধ করণার্থে নাবালগের মোকদ্দমা।	ষষ্ঠ খণ্ড।— তিন বৎসর (চলিতেছে) তিনবৎসর...	নাবালগের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার তারিখ অবধি।
৪৫। বঙ্গদেশীয় নিম্নলিখিত কোন আইনমতে যে মীমাংসা হয় তাহার প্রতিবাদ করণার্থ মোকদ্দমা ১৮২২ সালের ৭ আইন, ১৮২৫ সালের ৯ আইন ও ১৮৩৩ সালের ৯ আইন	ঐ	মোকদ্দমার শেষ মীমাংসা কি আজ্ঞা হওয়ার তারিখ অবধি।
৪৬। উক্ত মীমাংসাপত্রে যে সম্পত্তির উল্লেখ হয় ঐ পত্রক্রমে আবদ্ধ ব্যক্তির ঐ সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	মোকদ্দমার শেষ মীমাংসা কি আজ্ঞা হওয়ার তারিখ অবধি।
৪৭। কোজদারী মোকদ্দমার কার্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ৪০ অধ্যায়মতে, অথবা বোম্বাইয়ের মামলৎ দারদের আদালত বিষয়ক আইনমতে সম্পত্তির অধিকার বিষয়ক যে আজ্ঞা করা যায় সেই আজ্ঞাক্রমে আবদ্ধ ব্যক্তির কিবা তদধীন দাওয়াদারের ঐ আজ্ঞার উল্লিখিত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা	ঐ	মোকদ্দমার শেষ আজ্ঞার তারিখ অবধি।
৪৮। নির্দিষ্ট অস্থাবর দ্রব্য হারাণ গেলে, কিবা চৌর্যদ্বারা কি কুটিলভাবে অন্যায়রূপে প্রয়োগ করণ বা রূপান্তর করণদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া গেলে তাহা ফিরিয়া প্রাপণার্থ, কিবা অন্যায়মতে গ্রহণ করিয়া আটক রাখণ হেতুক হানিপূরণ প্রাপণার্থ মোকদ্দমা,	ঐ	ঐ সম্পত্তি কান্ডার অধিকারে আছে, সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বভাবান ব্যক্তি যে তারিখে ইহা প্রথমে অবগত হন সেই তারিখ অবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
৪৯। নির্দিষ্ট অন্য অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্যার্থ, বিধা তাহা অন্য়মতে লওন কি তাহার হানি করণ কি অন্য়মতে আটক রাখণ প্রযুক্ত হানি-পূরণার্থ মোকদ্দমা	ষষ্ঠ খণ্ড।— তিন বৎসর (চলিতেছে) তিনবৎসর...	সম্পত্তি যে সময়ে অন্য়মতে লওয়া যায় কি তাহার হানি হয় কিম্বা যে ব্যক্তি আটক রাখে তাহার সেই দ্রব্যের অধিকার প্রাপণ যে সময়ে আইনবিরুদ্ধ হয় সেই সময় অবধি।
৫০। গোক ছোড়াপ্রভৃতির কি গাড়ীর কি নৌ কার কি ঘরের জিনিসপত্রের ভাড়ার নিমিত্ত মোকদ্দমা	ঐ ...	ভাড়া দেয়া পড়িবার সময় অবধি।
৫১। দ্রব্য কোন স্থানে পল্লছাইতে হইবে বলিয়া অগ্রিম দেওয়া গেলে, অবশিষ্ট টাকা পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	দ্রব্য যে সময়ে পল্লছাইয়া দেওয়া উচিত সেই সময়াবধি
৫২। দ্রব্য বিক্রয় হইয়া ক্রেতাকে দেওয়া গেলে কিন্তু মূল্যদিবার সময় নির্দ্ধারিত না থাকিলে ঐ মূল্য পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ	দ্রব্য দেওয়ার তারিখ অবধি।
৫৩। দ্রব্য বিক্রয় হইয়া ক্রেতাকে দেওয়া গেলে, ও মূল্য দিবার সময় নির্দ্ধারিত থাকিলে ঐ মূল্য পাইবার মোকদ্দমা	ঐ	নির্দ্ধারিত সময় গত হওয়ার দিনাবধি।
৫৪। হুণ্ডীদ্বারা মূল্য দিবার নিয়ম করিয়া দ্রব্য বিক্রয় হইয়া ক্রেতাকে দেওয়া গেলেও হুণ্ডী দেওয়া যায় নাই বলিয়া মূল্য পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	প্রস্তাবিত হুণ্ডীর মিয়াদ গত হওয়ার সময়াবধি।
৫৫। বাদী প্রতিবাদীর নিকট ব্লক কিম্বা ক্ষেত্র-ফসল বিক্রয় করিলে ও মূল্য দিবার সময় নির্দ্ধারিত না থাকিলে ঐ মূল্য পাইবার মোকদ্দমা	ঐ	বিক্রয়ের তারিখ অবধি
৫৬। মজুরী দিবার সময় নির্দ্ধারিত না হইয়া প্রতিবাদীর আদেশমতে বাদী কোন কর্ম করিলে ঐ মজুরীর নিমিত্ত মোকদ্দমা	ঐ	কর্ম সমাপ্ত হওয়ার সময়াবধি।
৫৭। খণের শোধ পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	খণ দেওয়ার সময়াবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
	ষষ্ঠ খণ্ড।— তিন বৎসর (চলিতেছে)	
৫৮। ঋণদাতা ঐ টাকার চ্যাক দিয়া থাকিলে সেই প্রকারের মোকদ্দম।	তিন বৎসর...	চ্যাকের টাকা গ্রহণের সময়াবধি।
৫৯। দাওয়া হইলেই ফিরিয়া দেওয়া যাইবে এই নিয়মে যে ঋণ দেওয়া যায় তাহা পাইবার নিমিত্ত মোকদ্দম।	ঐ	ঋণ দেওনের সময়াবধি।
৬০। দাওয়া হইলেই ফিরিয়া দেওয়া যাইবে এই নিয়মে যে টাকা গচ্ছিত করা যায় তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দম।	ঐ	দাওয়া করণের সময়াবধি।
৬১। প্রতিবাদির নিমিত্ত টাকা দেওয়াতে বাদির প্রাপ্য ঐ টাকা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দম।	ঐ	টাকা দেওনের সময়াবধি।
৬২। বাদির নিমিত্ত প্রতিবাদী টাকা পাইলে প্রতিবাদির স্থানে বাদির প্রাপ্য বলিয়া তন্নিমিত্ত মোকদ্দম।	ঐ	প্রতিবাদির ঐ টাকা পাওনের সময়াবধি।
৬৩। প্রতিবাদির স্থানে বাদির প্রাপ্য টাকার উপর শ্রুদ বলিয়া পাওনা টাকার নিমিত্ত মোকদ্দম।	ঐ	শ্রুদ দেনা পড়িবার সময়াবধি।
৬৪। বাদির ও প্রতিবাদির মধ্যে লেখা যোখা হইয়া প্রতিবাদির স্থানে বাদির পাওনা বলিয়া টাকা পাইবার মোকদ্দম।	ঐ	হিসাব যে সময়ে লিখিত হইয়া প্রতিবাদির দ্বারা কিম্বা তৎপক্ষে নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্যকারকের দ্বারা স্বাক্ষর করা যায়, সেই সময়াবধি। কিন্তু পূর্বে কৌতুমতে স্বাক্ষর করা কোন পত্রে ভাবিকালে টাকাদেওন বিষয়ে উভয়পক্ষের নিয়ম থাকিলে, সেই কাল উপস্থিত হওনাবধি।
৬৫। নির্দ্ধারিত সময়ে কিম্বা নির্দ্ধারিত কোন ব্যাপার ঘটিলে কোন ক্রিয়া করিবার প্রতিজ্ঞা হইলে সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দম।	ঐ	নির্দ্ধারিত সময় উপস্থিত হওন কিম্বা ঐ ব্যাপার ঘটনের সময়াবধি।
৬৬। টাকা দিবার দিন নির্দ্ধিষ্ট হইলে একি তিজাপত্রের উপর মোকদ্দম।	ঐ	উক্ত নির্দ্ধিষ্ট দিনাবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৬৭। তদ্রূপ দিন নির্দিষ্ট না থাকিলে একি প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর মোকদ্দমা	ষষ্ঠ খণ্ড।— তিন বৎসর (চলিতেছে) তিনবৎসর...	প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিবার তারিখ অবধি।
৬৮। নিয়মাধীন প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর মোকদ্দমা	ঐ	নিয়মভঙ্গ হওনাবধি।
৬৯। যে হুতীর কি অঙ্গীকারপত্রের তারিখের পর নির্দ্ধারিত সময়ে টাকা দেনা হয় তাহার উপর মোকদ্দমা	ঐ	হুতীর কি অঙ্গীকার- পত্রের টাকা যে সম- য়ে দেনা পাড়ে তদ- বধি।
৭০। সময় নির্দ্ধারিত না হইয়া, দেখান গেলেই বা তৎপরে হুতীর টাকা দেয় হইলে, সেই হুতীর উপর মোকদ্দমা	ঐ	হুতী দেখাইবার সম- য়াবধি।
৭১। হুতী সাধারণ গেলে ও নির্দিষ্ট স্থলে তাহার টাকা দেয় হইলে তাহার উপর মোকদ্দমা	ঐ	সেই স্থানে হুতী দে- খাইবার সময়াবধি।
৭২। হুতী কি অঙ্গীকারপত্র দেখাইবার পর কিছা টাকার দাওয়া হইলে পর নির্দ্ধারিত সময়ে টাকা দেয় হইলে তাহার উপর মোকদ্দমা	ঐ	নির্দ্ধারিত সময়ের অবসান অবধি।
৭৩। হুতীর কি অঙ্গীকারপত্রের টাকার দাওয়া হইলেই দিতে হইলে, ও মোকদ্দমা করিবার স্বত্বের বাধা কি বিলম্বকরণস্বত্ব কোন লিপি সন্দেহ না থাকিলে, তাহার উপর মোকদ্দমা	ঐ	হুতীর বা অঙ্গীকার পত্রের তারিখ অবধি।
৭৪। অঙ্গীকারপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের টাকা কিস্তিক্রমে দিতে হইলে তাহার উপর মোকদ্দমা	ঐ	প্রথম কিস্তি দেওনের মিয়াদ গত হওন সম- য়ে টাকার যে অংশ দেয় হয় তৎসম্পর্কে ঐ মিয়াদ গত হওনের সময়াবধি, ও অন্যান্য কিস্তির নিমিত্ত ঐ কিস্তির মিয়াদ গত হওয়ার সময়াবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৭৫। অঙ্গীকারপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের টাকা কিস্তি করিয়া দিবার ও কোন এক কিস্তির টাকা দিতে ক্রটি হইলে সমুদয় একেবারে দিতে হইবার নিয়ম থাকিলে, ঐ অঙ্গীকারপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের উপর মোকদ্দমা	ষষ্ঠ খণ্ড।— তিন বৎসর (চলিতেছে)	প্রথম ক্রটি হওনের সময়াবধি, কিন্তু টাকা প্রাপণীয় কি নিবন্ধ গৃহীতা ঐ নিয়ম জন্মা উপকার উপেক্ষা করিলে, তৎপশ্চাৎ যে ক্রটি হইলে ঐ উপকারের উপেক্ষা না করেন সেই ক্রটির সময়াবধি
৭৬। কোন ব্যক্তি অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া বিশেষ ঘটনার পর টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তিকে দিবার নিয়মে তৃতীয় ব্যক্তিকে দিলে সেই অঙ্গীকারপত্রের উপর মোকদ্দমা	তিনবৎসর...	ঐ ... টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তিকে অঙ্গীকারপত্র দেওনের সময়াবধি।
৭৭। ভিন্নদেশীয় হুণ্ডী অগ্রাহ্য হইলেও তাহার উপর প্রটেষ্ট করা ও নোটিস দেওয়া গেলে, সেই হুণ্ডীর উপর মোকদ্দমা	ঐ ...	নোটিস দেওনের সময়াবধি।
৭৮। কোন হুণ্ডী অঙ্গীকার হওয়া প্রযুক্ত অগ্রাহ্য হইলে ঐ হুণ্ডীলেখকের নামে টাকা প্রাপণীয় ব্যক্তির মোকদ্দমা	ঐ ...	সাকরিয় দিবার অন্তিম তারিখ অবধি।
৭৯। কোন ব্যক্তি ঋণগ্রহণপত্র স্বীকার করিলে ঐ পত্রলেখকের নামে তাহার মোকদ্দমা	ঐ ...	পত্রস্বীকারকারী যে সময়ে ঐ পত্রের টাকা দেন সেই সময়াবধি।
৮০। এই তফসীলে যে হুণ্ডীর কি অঙ্গীকারপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের স্পষ্ট বিধান হয় নাই তাহার উপর মোকদ্দমা।	ঐ ...	হুণ্ডীর কি অঙ্গীকারপত্রের কি প্রতিজ্ঞাপত্রের টাকা দেনা পড়িবার সময়াবধি।
৮১। মুখ্য ঋণির নামে প্রতিভূর মোকদ্দমা	ঐ ...	মহাজনকে প্রতিভূর টাকা দেওনের সময়াবধি।
৮২। সহপ্রতিভূর নামে প্রতিভূর মোকদ্দমা	ঐ ...	প্রতিভূ যে সময়ে আপন অংশের অধিক টাকা দেন তদবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
৮৩।। হানিহইতে মুক্তকরণহুচক অন্য কোন চুক্তির উপর মোকদ্দমা	ষষ্ঠ খণ্ড।— তিন বৎসর (চলিতেছে) তিনবৎসর...	বাদির প্রাকৃত প্রস্তাবে যে সময়ে হানি হয় সেই সময়াবধি।
৮৪। মোকদ্দমার কিম্বা কোন বিশেষ কার্যের নিমিত্ত খরচা দিবার সময়ের কোন স্পষ্ট নিয়ম না থাকিলে, সেই খরচা পাইবার নিমিত্ত মোক্তারের কি উকীলের মোকদ্দমা	ঐ ...	ঐ মোকদ্দমা কি কার্য সমাপ্ত হওয়ার সময়াবধি, অথবা (মোক্তার কি উকীল উপযুক্তমতে ঐ মোকদ্দমা কি কার্য করিতে নিরস্ত হইলে) ঐ নিরস্ত হওয়ার তারিখ অবধি।
৮৫। দুই পক্ষের লেনা দেনার চলিত হিসাব থাকিলে ও উভয়ের পরস্পর টাকা দানাদান হইলে, বাকীর নিমিত্ত মোকদ্দমা	ঐ ...	শেষ যে দফা স্বীকার হইল বা বাহার প্রমাণ হইল তাহা যে বৎসরে হিসাবে লেখা যায়, সেই বৎসরের অবসান অবধি হিসাবের লিখনমতে বৎসর ধরিতে হইবে।
৮৬। বিমাপত্রদাতাদিগকে ঐ পত্রগ্রাহকের মৃত্যুর কি তাঁহার ক্ষতি হওয়ার প্রমাণ দেওয়া গেলে বা তাঁহার সেই প্রমাণ প্রাপ্ত হইলে পর ঐ পত্রের অঙ্গীকৃত টাকা দেনা হইলে, ঐ বিমাপত্রের উপর মোকদ্দমা	ঐ ...	বাদির কি অন্য ব্যক্তির দ্বারা কি স্থানে বিমাপত্রদাতা দিগকে উক্ত মৃত্যুর কি ক্ষতির প্রমাণ দেওনের, কিম্বা বিমাপত্রদাতাদের ঐ প্রমাণ পাওনের সময়াবধি।
৮৭। বিমাদাতাদের ইচ্ছানুসারে বিমাপত্র ব্যর্থ হইতে পারিলে, বিমাপত্রগ্রাহকের অগ্রিম দত্ত টাকা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা	ঐ	বিমাপত্রদাতা যে সময়ে ঐ পত্র ব্যর্থ করিতে স্থির করেন সেই সময়াবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
	ষষ্ঠ খণ্ড তিনবৎসর (চলিতেছে)	
৮৮। নিজেস্ব পক্ষ কর্তৃককারকের হিসাব পাই- বার নিমিত্তে তাঁহার নামে মোকদ্দমা	তিনবৎসর	ঐ কর্তৃকারতা পদ থাকন কালে হিসাব দিবার আদেশ হইলে তাহা দিতে অস্বীকার করণের সময়াবধি, কি- ম্বা তদ্রূপ আদেশ না হইলে ঐ কর্তৃকারক- তা পদ রহিত হওনের সময়াবধি। ঐ
৮৯। কোন ব্যক্তির পক্ষ কর্তৃককারক তাঁহার পক্ষে অস্থাবর সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া হিসাব না দিলে ঐ কর্তৃকারকের নামে মুখ্য ব্যক্তির মোকদ্দমা	ঐ	ঐ
৯০। তাচ্ছল্য কি অহিতাচার হেতুক কর্তৃকার- কদের নামে মুখ্য ব্যক্তিদের অন্য মোকদ্দমা	ঐ ...	বাদী যে সময়ে ঐ তাচ্ছল্যের কি অহি- তাচারের কথা অবগত হন সেই সময়াবধি।
৯১। যে নিদর্শনপত্রের প্রকারান্তরের বিধান হয় নাই, তাহা রহিত অসিদ্ধ করণার্থ মোকদ্দমা	ঐ	যে রুত্তান্তহেতুর বা- দির সেই নিদর্শনপত্র রহিত কি অসিদ্ধ করি বার স্বত্ব জন্মে, তিনি যে সময়ে সেই রুত্তান্ত অবগত হন তদবধি।
৯২। কোন নিদর্শনপত্র দেওয়া গেলে বা রেজিস্ট্রী করা গেলে তাহা কৃত্রিম বলিয়া নির্ণয় করণার্থ মোকদ্দমা	ঐ	বাদী যৎকালে ঐ পত্র দেওনের কি রেজিস্ট্রী করণের কথা অবগত হইলেন তৎকালাবধি।
৯৩। বাদির বিপক্ষে নিদর্শনপত্র প্রবল করণের উদ্যোগ হইলে তাহা কৃত্রিম বলিয়া নির্ণয় করণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	ঐ উদ্যোগ করণের তারিখ অবধি।
৯৪। বাদী ক্ষিপ্তমনা হইয়া যে সম্পত্তি হস্তান্তর করিলেন তন্নিমিত্ত মোকদ্দমা	ঐ ...	বাদী যে সময়ে প্রকৃ- তিস্থ হইয়া ঐ হস্তান্তর করণের জ্ঞান প্রাপ্ত হন সেই সময়াবধি।
৯৫।—প্রত্যারণাক্রমে ডিক্রী প্রাপ্ত হওয়া গেলে ঐ ডিক্রী অসিদ্ধ করিবার, কিম্বা প্রত্যারণা হইয়াছে বলিয়া অন্য উপকার পাইবার মোকদ্দমা	ঐ	অন্যারণাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ প্রত্যারণা জানিতে পাইলে তদবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
	ষষ্ঠ খণ্ড।— তিনবৎসর। (চলিতেছে)	
৯৬। ভ্রম হইয়াছে বলিয়া উপকার পাইবার মোকদ্দম।	তিনবৎসর...	বাদির সেই ভ্রম জ্ঞাত হওয়ার সময়াবধি।
৯৭। বর্তমান যে নিয়ম পশ্চাৎ ব্যর্থ হয় সেই নিয়মানুযায়ি দত্ত টাকা পাইবার মোকদ্দম।	ঐ	ব্যর্থ হওয়ার তারিখ অবধি।
৯৮। ট্রফীর বিশ্বাসঘাতকতাদ্বারা হানি হইলে তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় সাধারণ সম্পদহইতে ঐ হানিপূরণ পাইবার মোকদ্দম।	ঐ	ট্রফীর মরণের তারিখ অবধি, কিম্বা তৎকালে হানি না ঘটিলে হানি হইবার তারিখ অবধি।
৯৯। সাধারণ ডিক্রীক্রমে একজনের অংশাংশমতে টাকা দিবার আজ্ঞা হইলে, এক ব্যক্তি সমুদয় টাকা দিয়া, কিম্বা সাধারণ মহালের অংশীদের নিকট যে রাজস্ব পাওনা থাকে এক জন অংশী সমুদয় দিয়া, অন্যদের নিকট আপনার অংশ পাইবার মোকদ্দম।	ঐ	বাদী যে তারিখে আপনার দেয় অংশের অধিক টাকা দিলেন সেই তারিখ অবধি।
১০০। মৃত ট্রফীর সম্পদহইতে তাঁহার সহট্রফীর অংশ পাইবার দাওয়া প্রবল করণার্থ মোকদ্দম।	ঐ	অংশ পাইবার অথ যে সময়ে বর্তে সেই সময়াবধি।
১০১। নাবিকের বেতন পাইবার মোকদ্দম।	ঐ	নৌকাদির যে যাত্রায় ঐ বেতন পাওনা হয় সেই যাত্রার শেষ হওনাবধি।
১০২। এই তফসীলে যে বেতন বিধায়ক অন্য স্পষ্টবিধান না থাকে সেই বেতন পাইবার মোকদ্দম।	ঐ	বেতন দেনা পড়িবার সময়াবধি।
১০৩। মুসলমানের মহর মুঅজ্জল পাইবার মোকদ্দম।	ঐ ...	ঐ মহর (অথাৎ ঘোঁতুক ধন) পাইবার দাওয়া হইয়া তাহা দিতে অস্বীকার হইবার সময়াবধি; অথবা বিবাহ সম্বন্ধ থাকিলে ঐ ধন পাইবার দাওয়া না হইলে, মৃত্যু কি ত্যাগপত্র দ্বারা সেই সম্বন্ধ লোপ হওনের সময়াবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
১০৪। মুসলমানদের মহর মওয়জ্জল পাইবার মোকদ্দমা।	যষ্ঠ খণ্ড— তিন বৎসর (চলিতেছে) তিনবৎসর...	মৃত্যু কি ভ্যাগপত্র দ্বারা বিবাহসম্বন্ধ লোপ হওনের সময়াবধি।
১০৫। বন্ধকের ঋণ শোধ হইলে পর বন্ধকগ্রহীতার আদায় করা অতিষিক্ত টাকা পাইবার নিমিত্ত বন্ধকদাতার মোকদ্দমা।	ঐ	বন্ধকদাতার ঐ বন্ধকী সম্পত্তি পুনরধিকার করণের সময়াবধি।
১০৬। অংশিত্ত ব্যবসায়ের লোপ হইলে হিসাব ও লভ্যের অংশ পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ	অংশিত্ত লোপ হওনের তারিখ অবধি।
১০৭। অবিতত্ত পরিবারের সাধারণ সম্পত্তির কার্যাদ্যক্ষ ঐ সম্পত্তির উপলক্ষে টাকা দিলে আপনার অংশ ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ	টাকা দিবার তারিখ অবধি।
১০৮। পাট্টাদার পাট্টার নিয়ম বিরুদ্ধে বন্ধাদি ছেদন করিলে তাহার মূল্য পাইবার নিমিত্ত পাট্টাদাতার মোকদ্দমা।	ঐ	বন্ধাদি কাটিবার সময়াবধি।
১০৯। প্রতিবাদী অন্যায়মতে বাদির স্থাবর সম্পত্তির উপস্থিত গ্রহণ করিলে তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ	উপস্থিত গ্রহণের সময়াবধি। অথবা ডিক্রীক্রমে বাদিকে বেদখল করা গেলে পর আপীল হইয়াসেই ডিক্রী অন্যথা করা গেলে, তাহার পুনরধিকার পাইবার সময়াবধি।
১১০। বাকী খাজানার নিমিত্ত মোকদ্দমা।	ঐ	বাকী দেনা পড়িবার সময়াবধি।
১১১। ক্রীত স্থাবর সম্পত্তির মূল্য না দেওয়া প্রযুক্ত ঐ সম্পত্তির উত্তর বিক্রেতার দাওয়া প্রবল করণার্থ মোকদ্দমা।	ঐ	বিক্রয় সিদ্ধ করণের নির্দ্ধারিত সময়াবধি, অথবা বিক্রয়সিদ্ধ হইবার নির্দ্ধারিত সময়ের পর স্বত্ব স্বীকার হইলে ঐ স্বীকার করণের তারিখ অবধি।
১১২ কোন রাজব্যবস্থা কি আইনমতে যে কোম্পানি রেজিস্ট্রী করা যায়, তাহার টাকা পাইবার আদেশপত্রক্রমে মোকদ্দমা।	ঐ	আদেশ পত্রানুসারে টাকা দেয় হওয়ার তারিখ অবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিরাদ।	যে অবধি মিরাদ চলে
	ষষ্ঠ খণ্ড।— তিন বৎসর চলিতেছে।	
১১৩। চুক্তিমত নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করিবার মোকদ্দমা	তিনবৎসর...	সেই কার্য সাধন করিবার নির্দ্ধারিত তারিখঅবধি, কিম্বা তারিখ নির্দ্ধারিত না থাকিলে বাদী যে সময়ে ঐ কর্য করিতে অস্বীকার হওয়ার কথা জানিতে পাইলেন সেই সময়াবধি।
১১৪। চুক্তি ব্যর্থ করিবার মোকদ্দমা	ঐ ...	যে রত্তান্তহেতুক বাদির ঐ চুক্তি ব্যর্থ করিবার স্বজ্ঞ জ্ঞা, তাহার সেই রত্তান্ত অবগত হওয়ার সময়াবধি।
১১৫। স্পষ্টতঃ কি ভাবতঃ কোন চুক্তি থাকিলে, কিন্তু লিখিত হইয়া রেজিষ্টরী করা না গেলে, ও এই আইনে তাহার বিশেষ বিধান না থাকিলে, সেই চুক্তি ভঙ্গহেতুক হানি পূরণার্থ মোকদ্দমা	ঐ ...	চুক্তি ভঙ্গ হওয়ার সময়াবধিকিম্বা (ক্রমশঃ ভঙ্গ হইলে) যে অংশ ভঙ্গ হওনপ্রযুক্ত মোকদ্দমা হয় সেই অংশ ভঙ্গ হওনের সময়াবধি অথবা (চুক্তি ভঙ্গের কার্য নিয়ত চলিলে তৎসমাপ্ত হওয়ার সময়াবধি।
	সপ্তম খণ্ড।—	
	ছয় বৎসর।	
১১৬। লিখিত ও রেজিষ্টরী করা চুক্তি ভঙ্গ হেতুক হানিপূরণার্থ মোকদ্দমা	ছয় বৎসর...	সেই প্রকারের চুক্তি রেজিষ্টরী না হইলে যে সময় অবধি তাহার উপর মোকদ্দমার মিরাদ চলিত সেই সময়াবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
১১৭। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালী-বিষয়ক আইনে “ভিন্নদেশীয় বিচার” শব্দের যে অর্থ নির্ণয় হইল অদনুসারে ভিন্নদেশীয় বিচারের উপর মোকদ্দমা ১১৮। কথিত দত্তক গ্রহণ অসিদ্ধ বা দত্তক-গ্রহণ করা যায় নাই ইহার নির্ণয়পত্র প্রাপণার্থ মোকদ্দমা ১১৯। দত্তকগ্রহণ সিদ্ধ বলিয়া নির্ণয়পত্র প্রাপণার্থ মোকদ্দমা ১২০। এই তফসীলের অন্য স্থানে যে মোকদ্দমার মিয়াদ নির্দ্ধারিত হয় নাই তাহা	সপ্তমখণ্ড।— ছয় বৎসর। (চলিতেছে) ছয় বৎসর... ঐ ঐ ঐ ...	বিচারপত্রের তারিখ অবধি। বাদী যে সময়ে কথিত দত্তক গ্রহণের কথা জানিতে পান সেই সময়াবধি। দত্তকস্বরূপ ঐ পুত্রের যে স্বত্ব থাকে তৎ-প্রতি হস্তক্ষেপণ হওয়ার সময়াবধি। মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার স্বত্বের উদ্ভব হওয়ার সময়াবধি।
১২১। গবর্ণমেন্টের বাকী রাজস্বের নিমিত্ত সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে, কিম্বা বাকী খাজানার নিমিত্ত পত্তনী তালুক কি বিক্রয় অন্য ভূমি বিক্রয় হইলে, দায় কি পেটাও পাট্টাইতে তাহা মুক্ত করণার্থ মোকদ্দমা ১২২। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে যে ডিক্রী পাওয়া গেল তাহার, কি মুচলকার উপর মোকদ্দমা ১২৩। কোন ব্যক্তির উইলক্রমে প্রাপ্য ধন কিম্বা তাহার দত্ত ধনের অবশিষ্টাংশের এক অংশ, কিম্বা কোন ব্যক্তি উইল না লিখিয়া মরিলে তাহার সম্পত্তির বিভাজ্য অংশ প্রাপণার্থ মোকদ্দমা	অষ্টমখণ্ড।— দ্বাদশ বৎসর দ্বাদশ বৎসর ঐ ... ঐ ...	বিক্রয় যে সময়ে চূড়ান্ত ও সিদ্ধান্ত হয় সেই সময়াবধি। বিচারপত্রের কি মুচলকার তারিখ অবধি। ঐ ধন কি অংশ যে সময়ে দেয় কি অপর্ণীয় হয় সেই সময়াবধি।
১২৪। পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ্য পদ পাইবার মোকদ্দমা	ঐ ...	প্রতিবাদী যে সময়ে বাদীর বিপক্ষভাবে ঐ পদাধিকার করেন সেই সময়াবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
		ব্যাখ্যা।—পুত্রপোভী দিক্রমে ভোগ্য পদের লভ্য সচরাচর পাইবা- র সময়াবধি, অথবা লভ্য না থাকিলে ঐ পদের কৰ্ম সচরাচর নিষ্পাদন করিবার সা- ময়্যাবধি, ঐ পদের অ- ধিকার হয়।
১২৫। হিন্দু কি মুসলমান স্ত্রী ভূমি হস্তান্তর করিলে, তাঁহার জীবনপর্যন্ত কিম্বা পুনশ্চ বিবাহ না করণ পর্যন্তর সেই হস্তান্তর কার্য্য সিদ্ধ, পশ্চাৎ বার্ষ হয়, এই মর্ম্মের আজ্ঞা প্রাপণার্থে, মোকদ্দমা যে তারিখে উপস্থিত করা যায় সেই তারিখে ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হইলে যিনি ঐ ভূমির অধিকারপাইবার স্বত্ববান ঐ হিন্দু কি মুসলমান স্ত্রীর জীবৎমানে ঐ ব্যক্তির সেই মোকদ্দমা	অষ্টমখণ্ড।— দ্বাদশ বৎসর (চলিতেছে) দ্বাদশ বৎসর	হস্তান্তর করণের তা- রিখ অবধি।
১২৬। পিতাকর্তৃক পৈতৃক সম্পত্তির হস্তান্তর কার্য্য অসিদ্ধ করণার্থে মিভাক্ষরার মতাবলম্বি হিন্দুর মোকদ্দমা	ঐ ...	হস্তান্তরক্রমে সম্পা- ত্তিগ্রহীত যে সময়ে সম্পত্তির অধিকার ক- রেন সেই সময়াবধি।
১২৭। সাধারণ পরিবারীয় সম্পত্তির অংশ পাইবার স্বত্ব প্রবল করণার্থে ঐ সম্পত্তিহইতে বহিস্কৃত ব্যক্তির মোকদ্দমা	ঐ	বাদী যে সময়ে বহি- কৃত হওয়ার কথা জা- নিতো পান সেই সম- য়াবধি।
১২৮। ভরণপোষণের বাকীর নিমিত্ত হিন্দুর মোকদ্দমা	ঐ	বাকী যে সময়ে দেনা পড়ে তদবধি।
১২৯। ভরণপোষণের স্বত্ব নির্ণয়ার্থে হিন্দুর মোকদ্দমা	ঐ	যে সময়ে ঐ স্বত্ব অ- স্বীকার করা যায় তদ- বধি।
১৩০। নিজের ভূমি পুনঃপ্রাপ্তি করিবার কিম্বা কর ধার্য্য করিবার মোকদ্দমা	ঐ	ভূমির পুনঃপ্রাপ্তি করি বার কি কর ধার্য্য করিবার স্বত্ব যে সময়ে বর্ত্তে তদবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
	অষ্টমখণ্ড— দ্বাদশ বৎসর (চলিতেছে)	
১৩১। নিয়মিত সময়ান্তরে যে স্বত্ব বর্তে সেই স্বত্ব স্থাপন করিবার মোকদ্দম।	দ্বাদশ বৎসর	বারি সেই স্বত্বভোগে যে প্রথমবার অস্বীকার করা যায় তদবধি।
১৩২। স্থাবর সম্পত্তির উপর যে টাকার দায় থাকে তাহা বলক্রমে প্রাপণার্থে মোকদ্দম।	ঐ	যে টাকার নিমিত্ত মোকদ্দম উপস্থিত করা যায় তাহা দেয় হওনের সময়াবধি।
ব্যাখ্যা।—যে রুত্তি ও প্রাপ্য টাকা মালিকানা ও হুক নামে খ্যাত হয়, এই প্রকরণের কার্যাপক্ষে তাহাও স্থাবর সম্পত্তির উপর দায় বলিয়া জ্ঞান হইবে।		
১৩৩। অস্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কি বিশ্বাস পূর্বক ন্যস্ত কি গচ্ছিত করা কি বোধে রাখা গেলে, পরে ঐষ্ট্রীর কি ন্যাসধারির কি বোধগ্রহীতার স্থানে মূল্যবান জব্ব দিয়া ক্রয় করা গেলে, সেই জব্ব ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দম।	ঐ	ঐ ক্রয় করিবার তারিখ অবধি।
১৩৪। স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর কি বিশ্বাস পূর্বক ন্যস্ত করা কি বন্ধক দেওয়া গেলে, পরে ঐষ্ট্রীর কি বন্ধকগ্রহীতার স্থানে মূল্যবান জব্ব দিয়া ক্রয় করা গেলে, তাহা ফিরিয়া পাইবার মোকদ্দম।	ঐ ...	ঐ
১৩৫। রাজকীর চার্টার দ্বারা স্থাপিত আদালতভিন্ন কোন আদালতে, বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার জন্য বন্ধকগ্রহীতার মোকদ্দম।	ঐ ...	যে সময়ে বন্ধকদাতার অধিকারের স্বত্বের শেষ হয় তদবধি।
১৩৬। আপোঁসে বিক্রয়ের তারিখে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রেতার অধিকারে না থাকিলে, তাহার অধিকার পাইবার জন্যে ক্রেতার মোকদ্দম।	ঐ	বিক্রেতার অধিকার পাইবার স্বত্ব প্রথম যে সময়ে বর্তে তদবধি।
১৩৭। ডিক্রী জারীকমে বিক্রয় হওনের তারিখে সম্পত্তি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে না থাকিলে ক্রেতার পূর্বোক্তরূপ মোকদ্দম।	ঐ	ডিক্রীমত খাতকের অধিকার পাইবার স্বত্ব প্রথম যে সময়ে বর্তে তদবধি।
১৩৮ ডিক্রীজারীকমে বিক্রয় হওনের তারিখে ভূমি ডিক্রীমত খাতকের অধিকারে থাকিলে ঐ ভূমির অধিকার প্রাপণার্থে ক্রেতার মোকদ্দম।	ঐ	বিক্রয়ের তারিখ অবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
	অষ্টমখণ্ড— দ্বাদশ বৎসর (চলিতেছে)	
১৩৯। প্রজার স্থানে ভূম্যধিকারির দখল ফিরিয় পাইবার মোকদ্দমা।	দ্বাদশ বৎসর	প্রজারূপ অবস্থা র- হিত হওনাবধি।
১৪০। কোন ব্যক্তির ভোগ করিবার সময়- বসানে যে ব্যক্তির ভোগাধিকার হয়, কিম্বা উক্ত সময়বসানে ভূম্যধিকারীভিন্ন যে ব্যক্তির ভোগা- ধিকার বর্তে, কিম্বা উইল ক্রমে যে ব্যক্তি ভাবী ঘটনাধীনে সম্পত্তির অধিকারী হইবেন, স্থাবর সম্পত্তি পাইবার জন্যে উক্ত অন্যতর ব্যক্তির মোকদ্দমা।	ঐ	তাহার স্বামিহু যে সময়ে বর্তে তদবধি।
১৪১। হিন্দু বা মুসলমান জ্ঞীর মরণান্তে স্থাবর সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান হিন্দু কি মুস- লমানের পূর্বোক্তরূপ মোকদ্দমা।	ঐ	ঐ জ্ঞীর মরণাবধি।
১৪২। স্থাবর সম্পত্তি বাদির দখলে থাকিতে তাহাকে বেদখল করা গেলে, অথবা আপনি দখল স্থগিত করিলে পর, তাহার সেই সম্পত্তি পাইবার মোকদ্দমা।	ঐ	বেদখল হওয়ার বা দখল স্থগিত হওয়ার তারিখ অবধি।
১৪৩। ঐনিয়মের উল্লিখিত দণ্ডহেতুক কি নিয়ম ভঙ্গপ্রযুক্ত বাদির অধিকার বর্তিলে পূর্বোক্তরূপ মোকদ্দমা।	ঐ	উল্লিখিত দণ্ড বর্তি- বার কি নিয়মভঙ্গ হওয়ার সময়াবধি।
১৪৪। এই তফসীলে যাহার বিশেষ বিধান হয় নাই এমত স্থাবর সম্পত্তি কি তদ্রূপ স্বার্থ পাই- বার মোকদ্দমা।	ঐ	প্রতিবাদির অধিকা- র যে সময়ে বাদির বিপক্ষ হয় সেই সম- য়াবধি।
১৪৫। ন্যাসধারণের কি বন্ধক গ্রহীতার নামে ন্যাস্ত কি বন্ধকী অস্থাবর দ্রব্য পাইবার মোকদ্দমা।	নবম খণ্ড— ত্রিশ বৎসর ত্রিশবৎসর	ন্যাস্ত করণের বা বন্ধক দেওনের তারিখ অ- বধি।
১৪৬। রাজকীয় চার্টারদ্বারা স্থাপিত আদাল- তের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ ক্ষমতা পক্ষে তাহার সম্মুখে বন্ধকদাতার স্থানে বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তির অধিকার প্রাপ্যার্থে বন্ধক গ্রহীতার মোকদ্দমা।	ঐ	বন্ধকী আসল খণ্ডের কি প্রদেব কোন অংশ তৎপূর্ব যে সময়ে দে- ওয়া যায় তদবধি।

মোকদ্দমার বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
১৪৭। বন্ধকী সম্পত্তি উদ্ধার করণের স্বত্ব রহিত করণার্থে বা বিক্রয় করণার্থে বন্ধকগ্রহীতার মোকদ্দমা। ১৪৮। বন্ধকী স্থাবর সম্পত্তি উদ্ধার করিবার বা তাহার অধিকার পাইবার নিমিত্ত বন্ধকগ্রহীতার নামে মোকদ্দমা।	দশমখণ্ড।— বাইট বৎসর বাইট বৎসর এ ...	বন্ধকক্রমে রক্ষিত টাকা যে সময়ে দেনা পড়ে তদবধি। উদ্ধার করিবার কি অধিকার পাইবার স্বত্ব যে সময়ে বর্ত্তে সেই সময়াবধি। কিন্তু ব্রিটনীয় বর্ণা-দেশের মধ্যে স্থাবর সম্পত্তি থাকিলে, ও ১৮৬৩ সালের মে মাসের প্রথম দিবসের পূর্বে তাহার বন্ধকী-পত্র সম্পাদন হইলে, বন্ধকীশত্রক্রমে সম্পত্তি উদ্ধার করিবার যে সকল দাওয়া তদদেশে উত্থাপন হয়, উক্ত দিবসের অব্যবহিত পূর্বে মিয়াদের যে বিধি প্রবল ছিল এ দাওয়ার পক্ষেসেই বিধি মানিতে হইবে।
১৪৯। ভারতবর্ষের পক্ষে মন্ত্রিসভাধিক্তিত শ্রীযুত ফ্রেট সেক্রেটারী সাহেবের দ্বারা বা তৎসপক্ষীয় কোন মোকদ্দমা।	এ ...	সাধারণ ব্যক্তি সেই মোকদ্দমা উপস্থিত করিলে এই আইনমতে যে সময়াবধি মিয়াদ চলিত সেই সময়াবধি।

দ্বিতীয় ভাগ।—আপীলের মিয়াদ।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
১৫০। সেশন জজ সাহেব প্রাগদণ্ডের আজ্ঞা করিলে, ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে এ আজ্ঞার উপর আপীল	মাতৃদিন ...	দণ্ডের আজ্ঞারকারিত্ব অবধি।

আপীলের বর্ণনা ।	মিয়াদ ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
১৫১। কলিকাতা ও মাদ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্ট মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাপক্ষে কার্য্য করিয়া যে ডিক্রী কি আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল	বিশ দিন...	ডিক্রীর কি আজ্ঞার তারিখ অবধি ।
১৫২। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিবয়ক আইনমতে জিলার জজ সাহেবের আদালতে আপীল	ত্রিশ দিন	যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি ।
১৫৩। ঐ আইনের ৩০১ ধারামতে হাই কোর্টে আপীল	ঐ	সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি
১৫৪। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমতে হাই কোর্টে ভিন্ন অন্য আদালতে আপীল	ঐ	যে দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি ।
১৫৫। ১৫০ ও ১৫৭ নং প্রকরণের নির্দ্ধারিত স্থলভিন্ন সেই আইনমতে হাই কোর্ট আপীল	ষাইট দিন...	ঐ ঐ
১৫৬। ১৫১ ও ১৫৩ নং প্রকরণের নির্দ্ধারিত স্থলভিন্ন দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিবয়ক আইনমতে হাই কোর্টে আপীল	নব্বই দিন...	যে ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি
১৫৭। নির্দোষ করণের বিচারের উপর ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনমত আপীল	ছয় মাস...	যে বিচারের উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি ।

তৃতীয় ভাগ—প্রার্থনাপত্রের মিয়াদ ।

প্রার্থনা পত্রের বর্ণনা ।	মিয়াদ ।	যে অবধি মিয়াদ চলে
১৫৮। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য প্রণালীবিবয়ক আইনমতে মীমাংসা অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনাপত্র	দশ দিন...	মীমাংসা আদালতে অর্পণ হওয়ার সময়াবধি ।
১৫৯। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিবয়ক আইনের ৩৯ অধ্যায়মতে উপস্থিত হইয়া মোকদ্দমার উত্তর দেওনের অনুমতি পাইবার প্রার্থনাপত্র	ঐ	সমন জারী করণের সময়াবধি ।
১৬০। পুনরালোচনার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ হইলে ঐ আইনের ৩২৯ ধারামতে তাহা পুনরায় নথীর শামিল করিবার আজ্ঞা হওয়ার প্রার্থনাপত্র	পঞ্চদশ দিন	পুনরালোচনার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ হওয়ার সময়াবধি ।
১৬১। ঐ আইনের ২৫৮ ধারামতে ডিক্রীদানের স্থানে টাকা দেওয়ার কি হিসাব নিষ্পত্তি হওয়ার সার্টিফিকেট বলপূর্ব্বক লওনের আজ্ঞা হওয়ার প্রার্থনাপত্র	ঐ	টাকা দেওয়ার কি হিসাব নিষ্পত্তি হওয়ার সময়াবধি ।

আপীলের বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১৬২। কলিকাতা ও মাদ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাই কোর্ট মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে যে বিচার করেন তাহার পুনরালোচনার নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র	বিশদিন ..	ডিক্রীর কি আজ্ঞার তারিখ অবধি।
১৬৩। জেটি প্রযুক্ত মোকদ্দমা ডিসমিস হইলে সেই ডিসমিসহওয়ার আজ্ঞা অসিদ্ধ করণের আজ্ঞার নিমিত্তে বাদির প্রার্থনাপত্র	ত্রিশ দিন...	ডিসমিস হওয়ার তারিখ অবধি।
১৬৪। একপক্ষমাত্র উপস্থিত থাকিতে যে বিচার হয় তাহা অসিদ্ধ করিবার আজ্ঞার নিমিত্ত প্রতিবাদির প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	বিচার প্রবল করণের কোন পরওয়ানা জারী হওনের তারিখ অবধি।
১৬৫। কোন ব্যক্তিকে স্থাবর সম্পত্তিহইতে বেদখল করা গেলে ও তিনি ডিক্রীদারের কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে নীলামে খরীদারের সেই সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ত্ব বিষয়ে আপত্তি করিলে, দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যাপ্রণালীবিষয়ক আইনমতে তাহার প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	বেদখল হওয়ার তারিখ অবধি।
১৬৬। ডিক্রী জারীক্রমে যে নীলাম হয় তাহার ঘোষণা হওয়ার কিম্বা তাহা চালাইবার কার্যে দাঁড়ার ব্যতিক্রম হওয়াপ্রযুক্ত ঐ নীলাম অসিদ্ধ করিবার প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	নীলামের তারিখ অবধি।
১৬৭। যে স্থাবর সম্পত্তির ডিক্রী হয় বা ডিক্রীজারীক্রমে নীলাম হয় তাহার দখল পাইবার বল পূর্বক বাধা বা প্রতিবন্ধকতা হেতুক কিম্বা ডিক্রীদারকে কি ঐ সম্পত্তির ক্রেতাকে দখল দেওনে বেদখল করণহেতুক নালিশের প্রার্থনাপত্র।	ঐ ...	ঐ বাধা বা প্রতিবন্ধকতা বা বেদখল করিবার তারিখ অবধি।
১৬৮। কার্যানুষ্ঠান না হওয়াতে আপীল ডিসমিস হইলে তাহা পুনরাবগাহ করিবার প্রার্থনাপত্র।	ঐ ...	ডিসমিস হওনের তারিখ অবধি।
১৬৯। একপক্ষ মাত্রের উপস্থানে আপীল প্রবণ হওয়াতে রিস্পাণ্ডেণ্টের তাহা পুনশ্চ প্রবণ করিবার প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	আপীলক্রমে যে ডিক্রী হয় তাহার তারিখ অবধি।
১৭০। পাপরস্বরূপ আপীল করিবার অনুমতির প্রার্থনাপত্র।	ঐ ...	যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।

প্রার্থনাপত্রে বর্ণনা।	মিয়াদ।	যে অবধি মিয়াদ চলে।
১৭১। কোন ব্যক্তি আপনাকে মৃত বাদীর আইনমত স্থলাভিষিক্ত বলিয়া দাওয়া করিলে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৬৩ বা ৩৬৫ ধারামতে তাঁহার প্রার্থনাপত্র	ষাইট দিন...	বাদির মরণের তারিখ অবধি।
১৭২। যে ব্যক্তির সম্পত্তিগত স্বার্থ বিক্রয় করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই সম্পত্তিতে ঐ ব্যক্তির আইনমতে বিক্রয়ের স্বার্থ নাই বলিয়া ঐ বিক্রয় অসিদ্ধ করণার্থে ডিক্রীজারীক্রমে নীলামে যিনি ক্রেতা হন তাঁহার প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	নীলামের তারিখ অবধি।
১৭৩। ১৬২ প্রকরণের নির্দিষ্ট স্থলভিন্ন বিচারপত্রের পুনরালোচনার নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র	নব্বই দিন...	ডিক্রীর কি আজ্ঞার তারিখ অবধি।
১৭৪। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৩৫৩ ধারামতে স্বর্ণ শোধ করণক্ষম ডিক্রীমত খাতকের মহাজনের প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	তফসীল প্রকাশ হওয়ার তারিখ অবধি।
১৭৫। ডিক্রীর টাকা কিস্তি করিয়া দিবার নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র	ছয় মাস ...	ডিক্রীর তারিখ অবধি।
১৭৬। দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ৫১৬ কি ৫২৫ ধারামতে আদালতে মীমাংসাপত্র অর্পণ করণার্থ প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	মীমাংসার তারিখ অবধি।
১৭৭।—মন্ত্রিসভাধিকৃতিতী শ্রীজীমতী মহারাজার নিকট আপীল গ্রাহ্য হওনের প্রার্থনাপত্র	ঐ ...	যে ডিক্রীর উপর আপীল হয় তাহার তারিখ অবধি।
১৭৮। এই তফসীলের অন্য স্থানে কিম্বা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য প্রণালীবিষয়ক আইনের ২৩০ ধারায় যে প্রার্থনাপত্রের মিয়াদ নির্দ্ধারিত হয় নাই এমত প্রার্থনাপত্র	তিন বৎসর ...	প্রার্থনা করিবার স্বত্ব বর্ত্তিবার সময় অবধি।
১৭৯। ১৮০ নম্বরে কিম্বা দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৩০ ধারায় কোন আওয়ানী আদালতের যে ডিক্রী কি আজ্ঞা জারী করিবার বিধান হয় নাই, তন্নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র	ঐকিম্বা ডিক্রী কি আজ্ঞার সংশ্লিষ্ট অথবা প্রতি লিপি	১। ডিক্রীর কি আজ্ঞার তারিখ অবধি। ২। যদি আপীল হই- রেজিস্ট্রী হইয়া থাকে তবে আপী- ল আদালতের শেষ হয় বৎস। ডিক্রীর কি আজ্ঞার তারিখ অবধি। বা

প্রার্থনাপত্রের বর্ণন।

মিলাদ

যে অবধি মিলাদ চলে

৩। যদি ডিক্রীর পুনরালোচনা হইয়া থাকে তবে সেই পুনরালোচনামতে নিষ্পত্তির তারিখ অবধি। কিম্বা

৪। যদি নিম্নলিখিত প্রার্থনা করা গিয়া থাকে, তবে আইন অনুসারে উপস্থিত আদালতের নিকট ডিক্রী কি আজ্ঞা জারী হওনের, বা জারী করণের সাহা-য্যার্থে কোন উপায় হওনের প্রার্থনাপত্রের তারিখ অবধি। কিম্বা

৫। যদি নিম্নলিখিত নোটিস প্রচার করা গিয়া থাকে, তবে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যপ্রণালীবিষয়ক আইনের ২৪৮ ধারামতে নোটিস জারী হওয়ার তারিখ অবধি। অথবা

৬। ডিক্রী কি আজ্ঞামতে নির্দিষ্ট তারিখে টাকা দিবার আজ্ঞা থাকিলে, যদি সেই টাকা দেওয়া প্রবল করণের নিমিত্ত প্রার্থনাপত্র হইয়া থাকে, তবে সেই নির্দিষ্ট তারিখ অবধি।

প্রথম ব্যাখ্যা।—যদি ডিক্রী কি আজ্ঞা পৃথকরূপে দুই কি তদধিক ব্যক্তির সপক্ষে হইয়া থাকে, ও যে বিষয় লইয়া ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা হয়, তাহার যে অংশ যাঁহাকে দিতে হইবে ইহা যদি নির্দিষ্ট থাকে, তবে এই প্রকরণের ৪৮ফায় যে প্রার্থনাপত্রের উল্লেখ হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহারা বা যাঁহাদের স্থলাভিষিক্তেরা ঐ প্রার্থনা করেন কেবল তাঁহাদের পক্ষে সফল হইবে। কিন্তু যদি ডিক্রী কি আজ্ঞা সাধারণমতে দুই কি তদধিক ব্যক্তির সপক্ষে হইয়া থাকে, তবে তাঁহাদের মধ্যে এক কি কএক জন কিম্বা তাঁহার কি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তেরা ঐ প্রার্থনা করিয়া থাকিলে, তাঁহাদের সকলের পক্ষে সফল হইবে।

যদি ডিক্রী কি আজ্ঞা পৃথকরূপে দুই কি তদধিক ব্যক্তির বিপক্ষে হইয়া থাকে, ও যে বিষয় লইয়া ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা হয় তাহার যে অংশ যাঁহার দিতে হইবে ইহা যদি নির্দিষ্ট থাকে, তবে যে ব্যক্তিদের বিপক্ষে প্রার্থনা করা যায় কেবল তাঁহাদের কিম্বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তদের বিপক্ষে তাহা সফল হইবে। কিন্তু যদি ডিক্রী কি আজ্ঞা সাধারণমতে দুই কি

প্রার্থনাপত্রের বর্ণনা ।	মিয়াদ ।	যে অবধি মিয়াদ চলে ।
১৮০। রাজকীয় চা-দ্বাদশ বৎসর টরদ্বারা স্থাপিত কোন আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বি- চার করিবার সাধারণ ক্ষমতানুসারে কার্য্য ক- রিয়া যে বিচার কি ডিক্রী কি আজ্ঞা ক- রেন তাহা, কিছা মন্ত্ৰি- সভাধিস্তিতা জিজ্ঞাসিতী মহারাজার আজ্ঞাপ্রবল করিবার প্রার্থনাপত্র ।		উদধিক ব্যক্তির বিপক্ষে হইয়া থাকে তবে তাঁহাদের এক কি কএক জনের কিছা তাঁহার কি তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তের বিপক্ষে প্রার্থনা করা গেলে সকলেরই বিপক্ষে সফল হইবে । দ্বিতীয় ব্যাখ্যা।—দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য- প্রণালী—বিষয়ক আইনের ২২৬ বা ২২৭ ধারামতে কিছা প্রকারান্তরে ডিক্রী কি আজ্ঞা জারী করা যে আদালতের কর্তব্য “উপযুক্ত আদালত” শব্দে সেই আদালত জানিতে হইবে । এ বিচার বা ডিক্রী বা আজ্ঞা প্রবল করণের স্বত্ব- বান ব্যক্তির সেই স্বত্ব ত্যাগ করিবার আধুনিক অধিকার যে সময়ে বর্ত্তে সেই সময়াবধি । পরন্তু যদি সেই বিচার কি ডিক্রী কি আজ্ঞা পুনঃস্থাপ- ন হইয়া থাকে, কিছা তদ্বারা যে মূল টাকা প্রতি- জ্ঞাত হয়, যে ব্যক্তি সেই টাকার কিছা শ্রদের দায়ী হন তিনি কিছা তাঁহার সপক্ষ কর্ম্মকারক যদি ঐ টাকা পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে কিছা তাঁহার সপক্ষ কর্ম্ম- কারককে সেই মূল টাকার কিয়দংশ কিছা ঐ টাকার উপর শ্রদ দিয়া থাকেন, কিছা সেই টাকা পাইবার স্বত্ব স্বীকার সূচক পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিয়া দেন, তবে সেই ডিক্রীর পুনঃস্থাপনের কিছা সেই টা- কা দেওনের কি স্বত্ব স্বীকার করণের তারিখাবধি কিছা ইহার অন্যতর কার্য্য শেষবার যে তারিখে করা যায় সেই তারিখাবধি ঐ দ্বাদশ বৎসরের হিসাব ধরিতে হইবে ।

নিম্নলিখিত আইন ১৮৭৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১৪ তারিখে মহিমবর
শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবকর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে।

১৮৭৭ সালের ৩ তৃতীয় আইন।

রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ভারতবর্ষীয়
১৮৭৭ সালের আইন।

দলীল রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক আইন।

হেতুবাদ।

দলীল রেজিস্ট্রী করণবিষয়ক আইন সংশোধন করা বিহিত, এই হেতুক নিম্ন-
লিখিত বিধান করা গেল।

প্রথম ভাগ।

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নামে কথ্য।

১ ধারা। এই আইন “রেজিস্ট্রী করণবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭৭ সালের আইন”
নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

ব্যাপকতার কথা।

স্থানবিশেষের গবর্ণমেন্ট সময়ে মন্ত্রিসভাধিজিত শ্রীযুত গবরনর জেনরল সাহেবের
অনুমতি গ্রহণপূর্বক এই আইনের বিধান হইতে যে২ জিলা বা দেশখণ্ড মুক্ত করেন
তদ্বিন্ন, এই আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমস্ত দেশে প্রচলিত হইয়া,

যে অবধি প্রচলিত হইবে তাহার কথা।

১৮৭৭ সালের আগ্রিল মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রবল করা যাইবে ইতি।

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

২ ধারা। উক্ত তারিখ অবধি ১৮৭১ সালের ৮ আইন রহিত হইবে।

পরন্তু উক্ত আইন বা সেই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনমতে যে
সকল নিয়োগ ও জ্ঞাপনপত্র করা গেল ও যে সকল ডিষ্ট্রিক্ট সব-ডিষ্ট্রিক্ট
স্থাপন করা গেল ও যে সকল কার্যালয় স্থাপিত হইল ও ফীর যে সকল টেবিল
প্রস্তুত হইল তাহা, এবং যে সকল বিধি ও আজ্ঞা করা গেল এই আইনের বিধানের
সহিত যত দূর অসঙ্গত না হয় তত দূর সেই আজ্ঞা ও বিধি এই আইনমতে করা
গিয়াছে ও স্থাপন ও প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

১৮৭৭ সালের অপ্রিল মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব প্রচারিত কোন আইনে পূর্বোক্ত আইনের কিম্বা সেই আইনক্রমে রহিত কোন বিধানের উল্লেখ হইলে, ঐ বিধানানুযায়ি যে ধারা এই আইনে হইয়াছে উক্ত আইনে যেন সেই ধারার উল্লেখ হইল এই জ্ঞানে তাহা পাঠ করিতে হইবে ইতি।

অর্থ করণের ধারা।

৩ ধারা। পূর্বাধার কথাদ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে এই আইনগত,

“পাট্টা।”

“পাট্টা” শব্দে অনুলিপি ও কবুলিয়ৎ এবং চাব কি দখল করিবার প্রতিজ্ঞাপত্র ও পাট্টা দিবার সম্মতিপত্র গণ্য।

“স্বাক্ষর।” “স্বাক্ষরিত।”

কোন লিপিতে যে চেরা সহী থাকে “স্বাক্ষর” ও “স্বাক্ষরিত” শব্দে তাহাও গণ্য ও ঐ দুই শব্দ তৎপ্রতিও খাটে।

“স্থাবর সম্পত্তি।”

“স্থাবর সম্পত্তি” শব্দে ভূমি, ঘর, পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ্য রত্তি, বস্ত্র স্বত্ব আলোক-স্বত্ব, খেয়ার স্বত্ব, মৎস্য ধরিবার স্বত্ব, ও ভূমি হইতে উৎপন্ন অন্য কোন লাভ এবং ভূমিতে সংযুক্ত জব্য ও ভূমিতে সংযুক্ত কোন জব্যে চিরবদ্ধ জব্যও গণ্য। কিন্তু বাহা-দুরী কাঠের রক্ষ ও ক্ষেত্রস্থ ফসল ও ঘাস গণ্য নয়।

“অস্থাবর সম্পত্তি।”

“অস্থাবর সম্পত্তি” শব্দে বাহাদুরী কাঠের রক্ষ ও ক্ষেত্রস্থ ফসল ও ঘাস ও রক্ষস্থ ফল ও রস এবং স্থাবর সম্পত্তি ভিন্ন অন্য সকল প্রকারের সম্পত্তি গণ্য।

“বহী”

“বহী” শব্দে বহীর কোন অংশ গণ্য এবং বহী কিম্বা বহীর একাংশ করিবার অভিপ্রায়ে যত তা কাগজ একত্র বদ্ধ হয় তাহাও গণ্য।

“পৃষ্ঠলিপি।” “পৃষ্ঠলিখিত।”

কোন দলীল এই আইনমতে রেজিষ্টরী করিবার জন্যে আনীত হইলে, রেজি-ফ্টর কার্য্যকারক তাহার উপশ্রে বা আবরকপত্রে যে কথা লিখিয়া দেন “পৃষ্ঠ-লিপি” ও “পৃষ্ঠলিখিত” এই দুই শব্দে ঐ কথাও গণ্য ও ঐ কথার প্রতি ঐ দুই শব্দ খাটে।

“অপ্রাপ্ত ব্যবহার।”

যে ব্যক্তি যে ব্যবস্থার অধীন থাকেন তিনি সেই ব্যবস্থামতে ব্যবহার প্রাপ্ত না হইলে “অপ্রাপ্ত ব্যবহার” শব্দে তাঁহাকে বুঝাইবে।

“স্থলাভিযুক্ত।”

“স্থলাভিযুক্ত” শব্দে অপ্রাপ্ত ব্যবহারের অভিভাবক এবং ক্ষিপ্ত কি জড় ব্যক্তির কমিটি কিম্বা বৈধমত অন্য রক্ষক গণ্য।

“উপরি বর্ণনা।”

“উপরি বর্ণনা” শব্দে নির্দিষ্ট ব্যক্তির বাসস্থান ও রুত্তি ও ব্যবসায় ও শ্রেণী, ও উপাধি থাকিলে সেই উপাধি, ও এদেশীয় ব্যক্তি হইলে তাঁহার যে জাতি হয় তাহা, এবং তাঁহার পিতার নাম, কিম্বা সামান্যতঃ অমুকের পুত্র বলিয়া মাতার নাম উল্লেখ করিয়া পরিচয় দেওয়া গেলে, তাঁহার মাতার নাম বুঝাইবে।

“জিলার আদালত।”

“জিলার আদালত” শব্দে দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার সাধারণ ক্ষমতাবিশিষ্ট হাই কোর্ট ও গণ্য।

“ডিষ্ট্রিক্ট” “সব ডিষ্ট্রিক্ট।”

“ডিষ্ট্রিক্ট” ও “সব-ডিষ্ট্রিক্ট” শব্দে এই আইনের নির্দ্ধারিত প্রদেশ ও উপপ্রদেশ বুঝাইবে ইতি।

২ দ্বিতীয় ভাগ।

রেজিস্ট্রী কর্মকারকদের বিধি।

রেজিস্ট্রী কার্যের ইনস্পেক্টর জেনরলের কথা।

৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আপনার শাসিত দেশের নিমিত্ত রেজিস্ট্রী সমস্ত কার্যের তত্ত্বাবধারকস্বরূপ ইনস্পেক্টর জেনরল নামে এক জন কর্মকারককে নিযুক্ত করিবেন।

অথবা ঐ স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সেই পদে ব্যক্তি বিশেষকে নিযুক্ত না করিয়া সময়েই অন্য কার্যকারককে কিম্বা কার্যকারকদিগকে তৎকার্যে নিযুক্ত করিয়া এই আইনদ্বারা সেই ইনস্পেক্টর জেনরলের প্রতি যে সকল ক্ষমতা ও কার্য অপিত হইল, নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাঁহার কি তাঁহাদের সেই ক্ষমতামতে সেই কর্ম করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

গিফুদেশের ব্রাঞ্চ ইনস্পেক্টর জেনরলের কথা।

বোম্বাইয়ের মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ত্রিযুত গবর্ণর সাহেব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ত্রিযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক সিদ্ধদেশের ব্রাঞ্চ ইনস্পেক্টর জেনরলের পদে এক জন কার্যকারককে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। পশ্চাৎপ্রদেশে ইনস্পেক্টর জেনরলের প্রতি বিধি প্রণয়ন করিবার যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তন্মিত্ত তিনি এই আইনমতে ইনস্পেক্টর জেনরলের সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

কোন ইনস্পেক্টর জেনরল কিম্বা সিক্সদেশের ব্রাঞ্চ ইনস্পেক্টর জেনরেল ঐ পদ ধারণ করিয়াও গবর্ণমেন্টের অধীন অন্য পদ ধারণ করিতে পারিবেন ইতি।

ডিষ্ট্রিক্টের ও সব-ডিষ্ট্রিক্টের কথা।

৫ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই আইনের কার্যপক্ষে ডিষ্ট্রিক্ট ও সবডিষ্ট্রিক্ট নিরূপণ করিবেন, এবং তাহার সীমা নির্দিষ্ট করিবেন ও সময়েই সেই সীমা পরিবর্তন করিতে পারিবেন।

এই ধারামতে নিরূপিত ডিষ্ট্রিক্ট ও সবডিষ্ট্রিক্ট ও তৎসীমা ও ঐ সীমার পরিবর্তন হইলে তাহার জ্ঞাপনপত্র স্থানীয় গবর্ণমেন্টের রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

জ্ঞাপনপত্রে সীমা পরিবর্তনের যে তারিখ নির্দিষ্ট থাকে সেই তারিখ অবধি ঐ সীমার পরিবর্তন সফল হইবে ইতি।

রেজিষ্ট্রারদের ও সব রেজিষ্ট্রারদের কথা।

৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় কার্যকারকদিগকে কিম্বা উপযুক্ত জ্ঞান করিলে, অন্য ব্যক্তিদিগকে পূর্বোক্তমতে নিরূপিত ডিষ্ট্রিক্টের রেজিষ্ট্রারস্বরূপ ও সব-ডিষ্ট্রিক্টের সব-রেজিষ্ট্রারস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

রেজিষ্ট্রারী ও সব রেজিষ্ট্রারী আফিসের কথা।

৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে রেজিষ্ট্রারী আফিস নামে কার্যালয় স্থাপন করিবেন। ও প্রত্যেক সব-ডিষ্ট্রিক্টে সব-রেজিষ্ট্রারী কিম্বা জাইন্ট সব-রেজিষ্ট্রারী আফিস নামে কার্যালয় স্থাপন করিবেন, এবং রেজিষ্ট্রারী আফিসে তদধীন কোন সব-রেজিষ্ট্রারের আফিস ভুক্ত করিতে পারিবেন।

ও যে সব-রেজিষ্ট্রারের আফিস তদ্রূপে ভুক্ত হয়, তিনি যে রেজিষ্ট্রারের অধীন হন আপনাদিগের ক্ষমতার ও কর্তব্য কর্মের অতিরিক্ত ঐ রেজিষ্ট্রারের সকল বা কোনই ক্ষমতানুসারে তাঁহারও কর্তব্য কর্ম নির্বাহ করণার্থে তাঁহাকে অনুমতি দিতে পারিবেন।

পরন্তু তদ্রূপ অনুমতি হইলেও সব-রেজিষ্ট্রার এই আইনমতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল হইলে তিনি সেই আপীল শুনিতে পারিবেন নাই ইতি।

রেজিষ্ট্রারী আফিসের ইনস্পেক্টরদের কথা।

৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রেজিষ্ট্রারী আফিসের ইনস্পেক্টর নামে পরিদর্শকদিগকে নিযুক্ত করিয়া সময়েই তাঁহাদের কর্তব্য কর্ম নিরূপণ করিতে পারিবেন। উক্ত প্রত্যেক ইনস্পেক্টর ইনস্পেক্টর-জেনরলের অধীন থাকিবেন ইতি।

সেনানিবেশ স্থান সব-ডিষ্ট্রিক্ট বা ডিষ্ট্রিক্ট বলিয়া নির্দিষ্ট হইবার কথা।

৯ ধারা। যে সেনানিবেশ স্থানে কাণ্টনমেন্ট মাজিষ্ট্রেট থাকেন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আজ্ঞা করিলে সেই স্থান এই আইনের কার্যপক্ষে ডিষ্ট্রিক্ট অথবা সব-ডিষ্ট্রিক্ট হইবে। ও সেই মাজিষ্ট্রেট নাহেব ঐ ডিষ্ট্রিক্টের বা বিষয়বিশেষে ঐ সব-ডিষ্ট্রিক্টের রেজিষ্ট্রার বা সব-রেজিষ্ট্রার হইবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ব্রিটেনীয় ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন সেনানিবেশ স্থান এই আইনের কার্যপক্ষে সব-ডিষ্ট্রিক্ট কিম্বা ডিষ্ট্রিক্ট বলিয়া নির্দিষ্ট করিলে, সব-ডিষ্ট্রিক্ট হইলে সেই সেনানিবেশ স্থানের ও তথাকার সব-রেজিষ্ট্রারের উপলক্ষে কোন্ কর্তৃপক্ষেরা ডিষ্ট্রিক্ট রেজিষ্ট্রার ও ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট হইলে তথাকার রেজিষ্ট্রারের উপলক্ষে কোন্ কর্তৃপক্ষ ইনস্পেক্টর জেনরল হইবেন, তিনি এই কথাও নির্দেশ করিবেন ইতি।

১০ ধারা। ডিষ্ট্রিক্ট হইতে রেজিষ্ট্রারের অনুপস্থানের কিম্বা তাঁহার পদশূন্য হওয়ার কথা।

১০ ধারা। রাজধানী যে ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে ধরা যায় তাহার রেজিষ্ট্রার ভিন্ন কোন রেজিষ্ট্রার স্বীয় ডিষ্ট্রিক্টের রাজকীয় কর্ম ভিন্ন অন্য কার্যার্থে অনুপস্থিত হইলে, কিম্বা তাঁহার পদ কিয়ৎকালের নিমিত্ত শূন্য থাকিলে,

ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব যে ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করেন, কিম্বা তিনি কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত না করিলে, রেজিষ্ট্রারের আফিস যে জিলার আদালতের বিচারায়ী হইবার মধ্যে থাকে সেই আদালতের জজ সাহেব যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন,

তিনি ঐ রেজিষ্ট্রারের অনুপস্থান কালে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত কাল ঐ শূন্য পদে কর্মকারককে নিযুক্ত না করেন তত কাল রেজিষ্ট্রার হইবেন।

রাজধানী যে ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে ধরা যায়, এমত ডিষ্ট্রিক্টের রেজিষ্ট্রার আপন ডিষ্ট্রিক্টের রাজকীয় কর্মভিন্ন অন্য কার্যার্থে অনুপস্থিত হইলে, কিম্বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাঁহার পদ শূন্য হইলে,

ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব যে ব্যক্তিকে সেই পদে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ রেজিষ্ট্রারের অনুপস্থিত কালে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত কাল ঐ শূন্য পদে কর্মকারককে নিযুক্ত না করেন তত কাল রেজিষ্ট্রার হইবেন ইতি।

রেজিষ্ট্রার স্বীয় ডিষ্ট্রিক্টের কর্মোপলক্ষে উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

১১ ধারা। কোন রেজিষ্ট্রার আপন ডিষ্ট্রিক্টের কোন কর্মোপলক্ষে কার্যালয়ে উপস্থিত না থাকিলে, তিনি আপনার অনুপস্থানকালে ৩৮ ও ৭২ ধারার উল্লিখিত কর্মভিন্ন রেজিষ্ট্রারের সকল কর্ম নির্বাহ করণার্থে আপন ডিষ্ট্রিক্টের কোন সব রেজিষ্ট্রারকে বা অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

সব-রেজিষ্ট্রার অনুপস্থিত থাকিলে কি তাঁহার পদ শূন্য হইলে তাহার কথা।

১২ ধারা। কোন সব রেজিষ্ট্রার অনুপস্থিত হইলে কিম্বা কিয়ৎকালের নিমিত্ত তাঁহার পদ শূন্য থাকিলে, ডিষ্ট্রিক্টের রেজিষ্ট্রার সেই পদে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন তিনি, তাঁহার অনুপস্থানকালে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যত কাল ঐ শূন্য পদে কর্মকারককে নিযুক্ত না করেন তত কাল, সব-রেজিষ্ট্রার হইবেন ইতি।

১০, ১১, ১২ ধারামতে যে নিয়োগ করা যায় গবর্ণমেন্টে তাহার রিপোর্ট করিবার কথা।

১৩ ধারা। ১০, ১১ কি ১২ ধারামতে যে নিয়োগ করা যায়, ইনস্পেক্টর জেনরল

সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকট সেই নিয়োগের রিপোর্ট করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট যেমন আজ্ঞা করেন তেমনি ঐ রিপোর্ট বিশেষ কি সাধারণ হইবে।

রেজিষ্টারী কার্যকারকদিগকে স্থানান্তর ও কিয়ৎকাল বা চিরকাল

অবসর করণের কথা।

এই আইনের বিধানমতে যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যায়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে কর্ম হইতে স্থগিত রাখিতে কিম্বা স্থানান্তর করিতে কিম্বা অবসর করিতে ও তাঁহার স্থানে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

রেজিষ্টারী কর্মকারকদের পারিশ্রমিকের ও আমলাগণের কথা।

১৪ ধারা। এই আইনমতে যে রেজিষ্টারী কার্যকারকেরা নিযুক্ত হন, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে২ তাঁহাদের যে বেতন উপযুক্ত বোধ করেন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমোদনক্রমে তাঁহাদের সেই বেতন নিরূপণ করিতে পারিবেন, কিম্বা ফীর দ্বারা অথবা অংশতঃ ফীর দ্বারা অংশতঃ বেতন দ্বারা তাঁহাদের পারিশ্রমিক পাইবার বিধান করিতে পারিবেন।

এই আইনমত নানা কার্যালয়ে যত জন আমলা থাকা উচিত, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ইতি।

রেজিষ্টারী কার্যকারকদের মোহরের কথা।

১৫ ধারা। সকল রেজিষ্টার ও সব-রেজিষ্টার মোহর ব্যবহার করিবেন, তাহাতে ইঙ্গরেজী ভাষায় ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অন্য যে ভাষা নির্দিষ্ট করেন সেই ভাষায় এই কথা খোদা থাকিবে, “অমুক স্থানের রেজিষ্টারের, (কিম্বা সব-রেজিষ্টারের) মোহর” ইতি।

রেজিষ্টারী বহীর কথা।

১৬ ধারা। এই আইনের কার্য পক্ষে যে সকল বহী আবশ্যিক হয় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রেজিষ্টারী প্রত্যেক কার্যকারকের কার্যালয়ের নিমিত্তে সেই সকল বহী দিবেন।

পাঠ।

ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতিক্রমে সময়ে২ যে সকল পাঠ নির্দিষ্ট করেন, উক্ত প্রকারে দত্ত বহীতে সেই সকল পাঠ থাকিবে। এবং সেই সকল বহীর পৃষ্ঠাঙ্ক ক্রমান্বয়ে ছাপা হইবে। ও যে কার্যকারকের আফিস হইতে ঐ সকল বহী বাহির হয় প্রত্যেক বহীতে যত পৃষ্ঠা থাকে তিনি নামপত্রে তাহার সংখ্যা লিখিবেন।

অদহনীয় বাক্সের কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক রেজিষ্টারের কার্যালয়ে অদহনীয় এক২টা বাক্স দিবেন এবং কোন ডিষ্ট্রিক্টে যে২ দলীল রেজিষ্টারী করা যায়, প্রত্যেক ডিষ্ট্রিক্টে ঐ দলীলের কাগজপত্র নির্দিষ্ট রক্ষা করিবার বিহিত বিধান করিবেন ইতি।

৩ তৃতীয় ভাগ।

রেজিস্ট্রী করণোপযুক্ত দলীলের বিধি।

যে২ দলীল রেজিস্ট্রী করিতেই হইবে তাহার কথা।

১৭ ধারা। ১৮৬৪ সালের ১৬ আইন কিম্বা ১৮৬৬ সালের ২০ আইন কিম্বা ১৮৭১ সালের ৮ আইন কিম্বা এই আইন যে তারিখে যে প্রদেশে প্রচলিত করা গেল কি করা যাইবে সেই তারিখে কি তৎপরে সেই প্রদেশের অন্তর্গত সম্পত্তি বিষয়ক নিম্ন-লিখিত যে২ দলীল সম্পাদন করা যায়, তাহা রেজিস্ট্রী করিতেই হইবে, বিশেষতঃ—

(ক)। স্থাবর সম্পত্তির দানপত্র।

(খ)। উইল ভিন্ন যে নিদর্শনপত্রের মধ্যমাসারে কি ফলস্বরূপে স্থাবর কোন সম্পত্তিতে বর্তমান কি ভবিষ্যৎকালে একশত টাকার কি তদুর্দ্ধ মূল্যের বর্তমান ভোগ কি সম্ভাবিত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক কি দায় সৃষ্ট হয় কি নির্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা যায় সেই নিদর্শনপত্র।

(গ)। পূর্বোক্ত কোন অধিকার কি স্বত্ব কি সম্পর্ক সৃষ্ট কি নির্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করণ প্রযুক্ত যে পারিতোষিক গ্রহণ কি দান করা যায় উইল ভিন্ন তাহা পাইবার কি দত্ত হইবার স্বীকারপত্র।

(ঘ)। স্থাবর সম্পত্তির বৎসর বৎসরের কি এক বৎসরের অধিক কালের পাট্টা কি বার্ষিক খাজানা কি ভাড়া নিরূপণের পাট্টা।

কিন্তু কোন জিলার কিম্বা জিলার কোন বিভাগের মধ্যে সম্পাদিত যে পাট্টামতে পাঁচ বৎসরের অধিক কালের নিয়ম না করা যায় ও বার্ষিক খাজানা কি ভাড়া পঞ্চাশ টাকার অধিক না হয়, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে অনুজ্ঞাপত্র প্রকাশ করিয়া এই ধারার পূর্ব ভাগের কথার মধ্যে সেই পাট্টা না ধরিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্র।

(ঙ)। কোন সাধুখাতকী প্রতিজ্ঞাপত্রের প্রতি,

ও ভূমিসংক্রান্ত কোম্পানির শ্যার ও ঋণদানপত্রের হস্তান্তরকরণপত্র না ধরিবার কথা।

(চ)। ও জাইন্ট স্টক কোম্পানির সমুদয় মূলধন কি তাহার একাংশ স্থাবর সম্পত্তি হইলেও সেই কোম্পানীর শ্যার সম্পর্কীয় কোন দলীলের প্রতি,

(ছ) তদ্রূপ কোন কোম্পানির দত্ত কোন ঋণদানপত্রের পৃষ্ঠলিপির প্রতি কি ঐ পত্র হস্তান্তরকরণপত্রের প্রতি,

যে দলীলদ্বারা অন্য দলীল পাইবার স্বত্বমাত্র জন্মে তাহা।

(জ) যে দলীলের দ্বারা স্থাবর সম্পত্তিতে একশত টাকার কি তাহার অধিক মূল্যের কোন স্বত্বের কি অধিকারের কি সম্পর্কের সৃষ্টি কি নির্দেশ কি নিরূপণ, কি সঙ্কোচ, কি বিলোপ না হইয়া, অন্য যে দলীল সম্পাদন হইলে সেই স্বত্বের কি অধিকারের কি সম্পর্কের সৃষ্টি বা নির্দেশ বা নিরূপণ বা সঙ্কোচ বা বিলোপ হয়, সেই দলীল প্রাপ্ত হইবার স্বত্ব মাত্র যে দলীলের দ্বারা সৃষ্ট হয় তাহার প্রতি।

- (ব) আদালতের ডিক্রী ও আজ্ঞা, ও মীমাংসার প্রতি।
 (ঞ) গার্বমেন্টের স্থাবর সম্পত্তি দানপত্রের প্রতি।
 (ট) রাজস্বের কার্যকারীদের কৃত বর্টনপত্রের প্রতি।
 (ঠ) ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমতে প্রতিপোষক প্রতিভুক্ত যে সাট্‌ফিকট ও দলীল দেওয়া যায় তৎপ্রতি।
 এই ধারার (খ) ও (গ) প্রকরণের কোন কথা থাকে না।

দত্তকপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্রের কথা।

১৮৭২ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিনের পর পোষাপুত্র গ্রহণ করিবার যে অনুমতিপত্র সম্পাদিত হয় কিন্তু উইলক্রমে দেওয়া না যায়, তাহাও রেজিষ্টারি করিতে হইবে ইতি।

যে প্রকারের নিদর্শনপত্র রেজিষ্টারী করা স্বেচ্ছাধীন তাহার কথা।

১৮ ধারা। নিম্নলিখিত কোন দলীল এই আইনমতে রেজিষ্টারী হইতে পারিবে।
 বিশেষতঃ

(ক) (দানপত্র ও উইল ভিন্ন) যে নিদর্শনপত্রের মর্থানুসারে কি ফলস্বরূপে স্থাবর সম্পত্তিতে বর্তমানে কি ভবিষ্যতে একশত টাকার মূল মূল্যের বর্তমান ভোগ্য কি সম্ভাবিত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক সৃষ্ট হয় কি নির্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা যায় সেই নিদর্শনপত্র।

(খ) উক্ত কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক সৃষ্ট কি নির্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি লোপ করণপ্রযুক্ত যে পারিতোষিক গ্রহণ কি দান করা যায় তাহা পাইবার কি দত্ত হইবার স্বীকারপত্র।

(গ) স্থাবর সম্পত্তির এক বৎসরের অনধিক কালের পাট্টা ও ১৭ ধারার বজ্জিত পাট্টা।

(ঘ) উইল ভিন্ন যে নিদর্শনপত্রের মর্থানুসারে কি ফলস্বরূপে অস্থাবর সম্পত্তিতে কোন স্বত্ব কি অধিকার কি সম্পর্ক সৃষ্ট হয় কি নির্দেশ কি সমর্পণ কি সঙ্কোচ কি বিলোপ করা যায়।

(ঙ)। উইল।

(চ) ১৭ ধারায় আর যে দলীল রেজিষ্টারী করিবার আদেশ না থাকে ইতি।

রেজিষ্টারী কার্যকারকের অব্যবহিত ভাষায় দলীল লিখিত হইলে তাহার কথা।

১৯ ধারা। কোন দলীল রেজিষ্টারী হইবার জন্যে নিয়মমতে আনা গেলে, কিন্তু যে ভাষায় লেখা হইয়াছে রেজিষ্টারীকার্য্য করক তাহা বুঝিতে না পারিলে, এবং সেই ভাষা জিলার মধ্যে সাধারণমতে প্রচলিত না থাকিলে, জিলার মধ্যে সাধারণমতে প্রচলিত ভাষায় ঐ দলীলের যথার্থ অনুবাদ এবং তাহার যথার্থ প্রতিলিপি সঙ্গে না দেওয়া গেলে, তিনি ঐ দলীল রেজিষ্টারী করিতে অস্বীকার করিবেন ইতি।

দলীলের কোন অংশে কাক থাকিলে কি কোন শব্দ চাঁচা কি দুই পংক্তির মধ্যে লেখা গেলে কি পরিবর্তন হইলে তাহার কথা।

২০ ধারা। কোন দলীলের দুই পংক্তির মধ্যে কোন শব্দ লেখা আছে কিবা কোন

স্থানে ফাক আছে কি চাঁচা গিরাছে কি পরিবর্তন হইরাছে দুই হইলে যাহারা ঐ দলীল সম্পাদন করেন তাহারা আপনাদের স্বাক্ষরক্রমে কি নামের আদ্যক্ষর লিখিয়া দুই পক্ষের মধ্যে লেখা সেই শব্দ কিম্বা সেই ফাক কিম্বা সেই চাঁচা কি পরিবর্তিত শব্দ স্বীকার না করিলে রেজিস্ট্রার কার্য্যকারক আপনার বিবেচনামতে ঐ দলীল রেজিস্ট্রারি করণার্থে গ্রহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। যদি সেই দলীল রেজিস্ট্রারি করেন তবে রেজিস্ট্রারি করণসময়ে দুই পক্ষের মধ্যে কোন শব্দ লিখিত হওন, কি ফাঁক থাকন কি চাঁচন কি পরিবর্তনের স্মারক কথা রেজিস্ট্রারি বহিতে লিখিবেন ইতি।

ভূমি খণ্ড নির্ণয়ের কথা।

২১ ধারা। (ক) স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক উইলভিন্ন কোন দলীলে ঐ সম্পত্তি নির্ণয় করিবার উপযুক্ত বর্ণনা না থাকিলে, তাহা রেজিস্ট্রারি করণার্থে গ্রহ্য হইবে না।

(খ) নগরস্থিত কোন ঘর যে পথের অভিমুখ হয় সেই পথের কি রাস্তার (নামোন্মোখে) উত্তর প্রভৃতিদিশে আছে, ও এইক্ষণে অমুক তদাধ্যে বাস করিতেছেন কি পূর্বে করিতেন এই কথার লিখিয়া, ও সেই পথের কি রাস্তার ধারের ঘর সকলের নম্বর থাকিলে সেই ঘরের নম্বর লিখিয়া ঐ ঘর বর্ণিত হইবে। অন্য ঘর কি ভূমি হইলে যদি নাম থাকে, তবে তাহার নাম, ও তাহা দেশসংক্রান্ত অমুক বিভাগের অন্তর্গত, ও তাহার আড়ে দীর্ঘ এত পরিমাণ, ও চতুঃসীমা অমুক পথ কি সম্পত্তি ও এইক্ষণে অমকের অধিকারে আছে, এই কথার লিখিয়া ঐ ঘরের কি ভূমির বর্ণনা করা যাইবে। এবং হইতে পারিলে গবর্ণমেন্টের মাণের কি জরীপী নক্সার উল্লেখ করিতে হইবে,

যে দলীলে মাপ ও নকশা থাকে তাহার কথা।

(গ) উইলভিন্ন সম্পত্তিঘটিত কোন দলীলে ঐ সম্পত্তির মাপ কি নক্সা থাকিলে ঐ মাণের কি নক্সার যথার্থ প্রতিলিপি সঙ্গে না দিলে, অথবা যদি সম্পত্তি ভিন্ন ডিক্রিটে থাকে, তবে যত ডিক্রিটে আছে মাণের কি নক্সার তত খানি যথার্থ প্রতিলিপি সঙ্গে না দিলে, সেই দলীল রেজিস্ট্রারি হইবার জন্যে গ্রহ্য হইবে না ইতি।

ঘরের ও ভূমির বর্ণনাবিষয়ক বিধিতে কার্য্য না হইলে তাহার কলের কথা।

২২ ধারা। ২১ ধারার (খ) প্রকরণের বিধানমতে কার্য্য না হইলেও দলীল যে সম্পত্তিসম্পর্কীয় হয়, যদি সেই দলীলে সেই সম্পত্তি নির্ণয় করণোপযুক্ত বর্ণনা থাকে, তবে তাহা রেজিস্ট্রারি করিবার প্রতিবন্ধক হইবে না ইতি।

৪ চতুর্থ ভাগ।

দলীল আনিবার সময়ের কথা।

দলীল উপস্থিত করিবার সময়ের কথা।

২৩ ধারা। ২৪ ও ২৫ ও ২৬ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া উইলভিন্ন কোন দলীল সম্পাদন করিবার তারিখ অবধি চারি মাসের মধ্যে,

কিন্তু ডিক্রী কি আজ্ঞার প্রতিলিপি হইলে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞা হওয়ার তারিখ-অবধি চারি মাসের মধ্যে, কিন্ত তাহার উপর আপীল হইতে পারিলে যে দিনে চূড়ান্ত আজ্ঞা হয় সেই দিনাবধি চারি মাসের মধ্যে রেজিষ্টরী করিবার জন্যে উপযুক্ত কর্তৃকারকের নিকটে না আনা গেলে তাহা রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য হইবে না।

কিন্তু কোন দলীলে ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন সময়ে স্বাক্ষর করিলে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বাক্ষর করিবার তারিখ অবধি ক্রমশঃ চারি মাসের মধ্যে তাহা রেজিষ্টরী ও পুনঃ-রেজিষ্টরী করিবার জন্যে আনা যাইতে পারিবে ইতি।

রেজিষ্টরী করিতে অগত্যা বিলম্ব হইলে তাহার উপবিধি।

২৪ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে কোন দলীল সম্পাদিত হইলেও কিন্ত ডিক্রী কি আজ্ঞার প্রতিলিপি করা গেলেও যদি অত্যন্ত প্রয়োজনবশতঃ কিন্ত অনিবার্য ঘটনা হেতুক তাহা রেজিষ্টরী করিবার পূর্বোক্ত কাল অতীত হওনের পূর্বে রেজিষ্টরী করিবার জন্যে আনা না যায়, তবে তাহা আনিতো আর চারি মাসের অধিক বিলম্ব না হইলে, রেজিষ্টরী করিবার জন্যে উপযুক্ত যত কী লাগে তাহার দশ শতকের অনধিক অর্থদণ্ড দেওয়া গেলে রেজিষ্ট্রার ঐ দলীল রেজিষ্টরী হইবার জন্যে গ্রাহ্য হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ আজ্ঞা হইবার প্রার্থনা সব-রেজিষ্ট্রারকে দেওয়া যাইতে পারিবে। তিনি যে রেজিষ্ট্রারের অধীন হন তাঁহার নিকট তৎক্ষণাৎ পাঠাইবেন ইতি।

ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে যে দলীল সম্পাদিত হয় তাহার কথা।

২৫ ধারা। ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের বহির্ভূত স্থানে কোন দলীল সম্পর্কীয় সকল বা কোন ব্যক্তির দ্বারা সেই দলীল সম্পাদিত হওয়ার ভাব দর্শাইলে, রেজিষ্টরী করিবার যে সময় পূর্বে নির্দিষ্ট হইয়াছে যদি সেই সময় অতীত হইবার পর সেই দলীল রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা যায়, তবে

(ক) ঐ দলীল তদ্রূপে সম্পাদিত হইয়াছে, এবং

(খ) ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে আনীত হইবার পর চারি মাসের মধ্যে রেজিষ্টরী করিবার জন্যে উপস্থিত করা গিয়াছে,

রেজিষ্টরী কার্যকারক ইহা স্বত্বাধমতে জানিলে রেজিষ্টরী করিবার উপযুক্ত কী লইয়া রেজিষ্টরী করিবার জন্যে ঐ দলীল গ্রাহ্য করিতে পারিবেন ইতি।

দলীল আনিবার শেষ দিন ছুটির দিন হইলে তাহার কথা।

২৬ ধারা। এই আইনে কোন দলীল উপস্থিত করিবার যে মিয়াদ নিরূপণ হইল, তাহার শেষ দিনে যদি রেজিষ্টরী আফিস বন্দ থাকে, তবে ঐ আফিস যে দিনে পুনশ্চ খোলা যায় সেই দিন এই আইনের কার্যপক্ষে ঐ মিয়াদের শেষ দিন বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

উইল কোন সময়ে আনা যাইতে কি গচ্ছিত হইতে পারিবার কথা।

২৭ ধারা। উইল নিম্নলিখিত বিধানমতে কোন সময়েই রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত আনা যাইতে কি গচ্ছিত হইতে পারিবে ইতি।

৫ পঞ্চম ভাগ।

রেজিস্ট্রি করিবার স্থানের বিধি।

ভূমি সম্পর্কীয় দলীল রেজিস্ট্রি করিবার স্থানের কথা।

২৮ ধারা। এই ভাগে প্রকারান্তরের বিধি, না থাকিলে ১৭ ধারার (ক) (খ) (গ) (ঘ) প্রকরণের ও ১৮ ধারার (ক) (খ) (গ) প্রকরণের উল্লিখিত প্রত্যেক দলীল যে সম্পত্তি বিষয়ক হয়, সেই সম্পত্তির সমুদয় কি কোন অংশ যে সব-রেজিস্ট্রারের সব-ডিক্রীক্টের অন্তর্গত থাকে তাঁহার আফিসে সেই দলীল রেজিস্ট্রি করিবার জন্যে আনা হইবে ইতি।

অন্য২ দলীল রেজিস্ট্রি করিবার স্থানের কথা।

২৯ ধারা। ২৮ ধারাতে যে২ দলীলের উল্লেখ হইল তন্মিহ্ন এবং ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি ভিন্ন প্রত্যেক দলীল যে সব-রেজিস্ট্রারের সব-ডিক্রীক্টের মধ্যে সম্পাদন করা যায় তাঁহারই আফিসে, অথবা যে ব্যক্তির ঐ দলীল সম্পাদন করেন ও তদনুসারে দাওয়া রাখেন তাঁহার সকলই স্থানীয় সেই গবর্ণমেন্টের অধীন অন্য রেজিস্ট্রারের কার্যালয়ে তাহা রেজিস্ট্রী করিতে চাহিলে, তথায় রেজিস্ট্রী করিবার জন্যে উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

ডিক্রী কি আজ্ঞা যে সব-ডিক্রীক্টে করা যায়, ঐ ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি রেজিস্ট্রী করিবার জন্যে সেই সব-ডিক্রীক্টের সব-রেজিস্ট্রারের আফিসে আনা যাইতে পারিবে, অথবা সেই ডিক্রীতে কি আজ্ঞাতে স্থাবর সম্পত্তির সম্পর্ক না থাকিলে ঐ ডিক্রীমত দাওয়াদার সমস্ত ব্যক্তি স্থানীয় সেই গবর্ণমেন্টের অধীন অন্য যে সব-রেজিস্ট্রারের আফিসে ঐ প্রতিলিপি রেজিস্ট্রী করাইতে চাহেন তাহা তথায় রেজিস্ট্রী করা যাইতে পারিবে ইতি।

রেজিস্ট্রার কর্তৃক রেজিস্ট্রী হইবার কথা।

৩০ ধারা। (ক) কোন রেজিস্ট্রারের অধীন সব-রেজিস্ট্রারের দ্বারা যে দলীল রেজিস্ট্রী হইতে পারে, সেই রেজিস্ট্রার আপন বিবেচনামতে তাহা গ্রাহ্য করিয়া রেজিস্ট্রী করিতে পারিবেন।

রাজধানীর ও লাহোরের রেজিস্ট্রারের দ্বারা রেজিস্ট্রি করিবার কথা।

(খ) ২৮ ধারার উল্লিখিত দলীল যে সম্পত্তি সম্পর্কীয় হয় তাহা ব্রিটনীর ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে স্থানে থাকুক রাজধানী যে ডিক্রীক্টের অন্তর্গত থাকে, ঐ ডিক্রীক্টের এবং লাহোর ডিক্রীক্টের রেজিস্ট্রার স্থানের স্থানের অপেক্ষা না করিয়া সেই দলীল লইয়া রেজিস্ট্রী করিতে পারিবেন ইতি।

সাধারণ ব্যক্তির বাসিতে রেজিস্ট্রী করণের কি গচ্ছিত করণার্থে গ্রাহ্য করণের কথা।

৩১ ধারা। যে দলীল রেজিস্ট্রী বা গচ্ছিত করিবার নিমিত্তে গ্রাহ্য করা যে কর্তৃকারকের কর্তব্য, এই আইন অনুসারে সেই দলীল সচরাচর কেবল তাঁহার আফিসে রেজিস্ট্রী কি গচ্ছিত করিতে হইবে।

কিন্তু বিশেষ কারণ দর্শান গেলে ঐ কার্য্যকারক দলীল রেজিষ্টরী করণেছু কিম্বা উইল গচ্ছিত করণেছু ব্যক্তির বাসস্থানে গিয়া সেই দলীল কি উইল রেজিষ্টরী কি রক্ষা করিবার নিমিত্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন ইতি।

৬ যষ্ঠ ভাগ।

রেজিষ্টরী করণার্থে দলীল আনিবার বিধি।

রেজিষ্টরী করণার্থে কে দলীল আনিবেন তাঁহার কথা।

৩২ ধারা। ৩১ ও ৮৯ ধারার লিখিত স্থলভিন্ন, কোন দলীল এই আইনমতে রেজিষ্টরী করিতে হইলে তাহার রেজিষ্টরী করা আবশ্যক কি স্বেচ্ছাধীন হইলেও, ঐ দলীল সম্পাদক কি তৎক্রেমে দাওয়াদার কোন ব্যক্তি, কিম্বা ডিক্রীর কি আজ্ঞার প্রতিলিপি হইলে ঐ ডিক্রী কি আজ্ঞামত কোন দাওয়াদার।

কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কি অসৈন,

কিম্বা নিম্নলিখিতমতে সম্পাদিত ও যথার্থ বলিয়া স্বাক্ষরিত মোক্তারনামাক্রমে ঐ ব্যক্তির কি তদীয় স্থলাভিষিক্তদের কি অসৈনের নিয়মিতরূপে নিযুক্ত মোক্তার ঐ দলীল রেজিষ্টরী করিবার উপযুক্ত কার্যালয়ে আনিবেন ইতি।

৩২ ধারার কার্য্যপক্ষে মোক্তারনামা স্বীকৃত হইবার কথা।

৩৩ ধারা। ৩২ ধারার কার্য্যপক্ষে কেবল নিম্নলিখিত প্রকারের মোক্তারনামা গ্রাহ্য হইবে, বিশেষতঃ

(ক) এই আইন যৎকালে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের যে দেশে প্রচলিত হয় মোক্তারনামা সম্পাদনকালে মুখ্য ব্যক্তি ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সেই স্থানে থাকিলে যে ডিষ্ট্রিক্টের কি সব-ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে বাস করেন তথাকার রেজিষ্ট্রার কি সব-রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত মোক্তারনামা।

(খ) মুখ্য ব্যক্তি পূর্বোক্তকালে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের অন্য দেশে থাকিলে, কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত মোক্তারনামা।

(গ) মুখ্য ব্যক্তি তৎকালে ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে বাস না করিলে, নোটারি পাবলিকের কিম্বা কোন আদালতের কি জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ব্রিটনীয় কনসলের কি প্রতিনিধি কনসলের কিম্বা ব্রিটিশমতী মহারাজার কি ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত মোক্তারনামা।

যাহারা পীড়িত কি কারাবদ্ধ কিম্বা আদালতে প্রবেশন হইতে মুক্ত

তাঁহাদের গণ্ডে উপবিধি।

কিন্তু এই ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণের লিখিত মোক্তারনামা সম্পাদন করিবার

জানো নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের প্রতি কোন রেজিস্ট্রী আফিসে কিম্বা আদালতে উপস্থিত হইবার আদেশ হইবে না।

উপস্থিত হইতে গেলে যে ব্যক্তিদের কায়িক দুর্বলতাহেতুক প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর রোগ সস্তাবনা,

যাঁহার। দেওয়ানী কি কোর্জদারী কোন পরওয়ানার বলে কারাবদ্ধ আছেন,

আইনদ্বারা যাঁহার। স্বয়ং আদালতে প্রবেশনহইতে মুক্ত আছেন।

উক্ত প্রত্যেক স্থলে যাঁহাকে মুখ্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয় তিনি স্বেচ্ছাক্রমে মোক্তারনামা সম্পাদন করিয়াছেন, রেজিস্ট্রার কিম্বা বিষয়বিশেষে সব-রেজিস্ট্রার কি মাজিস্ট্রেট ইহা সন্দোহমতে জ্ঞাত হইলে, পূর্বোক্ত আফিসে কি আদালতে ঐ মুখ্য ব্যক্তির স্বয়ং আসিবার আদেশ না করিয়া তাহাতে স্বাক্ষররূপে স্বাক্ষর করিতে পারিবেন।

ঐ মোক্তারনামা স্বেচ্ছাক্রমে সম্পাদন করা গিয়াছে কি না, ইহার প্রমাণ পাইবার জন্যে যাঁহাকে মুখ্য ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়, রেজিস্ট্রার কি সব-রেজিস্ট্রার কি মাজিস্ট্রেট স্বয়ং তাঁহার বাটীতে, কিম্বা তিনি যে কারাগারে বদ্ধ আছেন তথায় গিয়া, তাঁহার পরীক্ষা করিতে পারিবেন, কিম্বা তাঁহার পরীক্ষা করণার্থে আমীনকে পাঠাইতে পারিবেন।

এই ধারার লিখিত কোন মোক্তারনামা ইহার পূর্ব লিখিত ব্যক্তির কি আদালতের সম্মুখে সম্পাদিত ও তৎকর্তৃক স্বাক্ষরিত হইল ঐ পত্রের অভিযুগেই এই ভাব প্রকাশ হইলে, অন্য প্রমাণ বিনা উপস্থিত করণ দ্বারাই সপ্রমাণ হইবে ইতি।

রেজিস্ট্রী করণের পূর্বে রেজিস্ট্রী কার্য্যকারক যে সন্ধান লইবেন তাঁহার কথা।

৩৪ ধারা। এই ভাগের এবং ৪১, ৪৩, ৪৫, ৬৯, ৭৫, ৭৭, ৮৮, ও ৮৯ ধারার লিখিত বিধান প্রবল মানিয়া, যে ব্যক্তির। কোন দলীল সম্পাদন করেন তাঁহার। কিম্বা তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তের। কি আফিসের। কিম্বা পূর্বোক্তরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের। ২৩, ২৪, ২৫ ও ২৬ ধারামতে দলীল উপস্থিত করিবার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে রেজিস্ট্রী কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত না হইলে, এই আইনমতে ঐ দলীল রেজিস্ট্রী করা যাইবে না।

কিন্তু যদি অত্যন্ত প্রয়োজন বশতঃ কিম্বা অনিবার্য্য ঘটনা হেতুক উক্ত সকল ব্যক্তি উপস্থিত না হয়, তবে উপস্থিত হইতে চারি মাসের অধিক বিলম্ব না করিলে, ২৪ ধারা মতে অর্থদণ্ড দেয় হইলে তাঁহারা সেই দণ্ডের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রী করিবার উপযুক্ত ফীর দশগুণের অধিক অর্থদণ্ড দিলে রেজিস্ট্রার সেই দলীল রেজিস্ট্রী করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

উক্ত ব্যক্তির। এক সময়ে কি তিনই সময়ে উপস্থিত হইতে পারিবেন।

তাহা হইলে (ক) সেই দলীল যাঁহাদের দ্বারা সম্পাদিত হইবার মত দেখায় তাঁহাদেরই দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে কি না রেজিস্ট্রী কার্য্যকারক ইহার সন্ধান লইবেন, ও

(খ) তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আদরা ঐ দলীল সম্পাদন করিয়াছি বলিয়া

যে ব্যক্তির। স্বীকার করেন তাঁহার। যথার্থই সেই ব্যক্তি ইহা হ্রদ্বোধমতে জানিয়া লইবেন,

এবং (গ) কোন ব্যক্তি অন্যের স্থলাভিষিক্ত কি আঁসেন কি মোক্তারস্বরূপ উপস্থিত হইলে তাঁহার তদ্রূপে উপস্থিত হইবার অধিকার আছে কি না ইহা হ্রদ্বোধমতে জানিয়া লইবেন।

এই ধারার উপবিধিমতে যে অনুমতির কথা আছে তজ্জন্যে প্রার্থনাপত্র সব-রেজিষ্ট্রারের নামে দেওয়া যাইতে পারিবে ও তিনি যে রেজিষ্ট্রারের অধীন হন তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট পাঠাইবেন।

ডিক্রীর কি আজ্ঞার নকলের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটেনা ইতি।

দলীল সম্পাদন স্বীকার হইলে ইতিকর্তব্যতার কথা।

৩৫ ধারা। যাঁহার। দলীল সম্পাদন করেন তাঁহার। সকলেই নিজে রেজিষ্ট্রারী কার্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ও তাঁহার পরিচিত হইলে, অথবা তাঁহার। আপনাদিগকে যে ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেন সত্যই সেই ব্যক্তি, এই কথা অন্যরূপে নিশ্চিত জানিলে, এবং সকলে ঐ দলীলের সম্পাদনকার্য্য স্বীকার করিলে,

কিছা কোন ব্যক্তি স্থলাভিষিক্ত কি আঁসেন কি মোক্তার দ্বারা উপস্থিত হইয়া সেই স্থলাভিষিক্ত কি আঁসেন কি মোক্তার দলীলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার করিলে,

অথবা যে ব্যক্তি দলীল সম্পাদন করিলেন তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কি আঁসেন রেজিষ্ট্রার কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ দলীল সম্পাদনের কার্য্য স্বীকার করিলে,

রেজিষ্ট্রারী কার্য্যকারক ৫৮ অবধি ৬১ পর্য্যন্ত সমস্ত ধারার আদেশানুসারে ঐ দলীল রেজিষ্ট্রারী করিবেন।

যাঁহার। রেজিষ্ট্রারী কার্য্যকারকের সম্মুখে উপস্থিত হন তাঁহার। যে ব্যক্তি বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেন প্রকৃত সেই ব্যক্তি ইহা হ্রদ্বোধমতে জানিবার অভিপ্রায়ে কিছা এই আইনের লক্ষিত অন্য কোন কারণে, তিনি আপন আকিসে উপস্থিত কোন ব্যক্তির পরীক্ষা লইতে পারিবেন।

দলীল সম্পাদনকার্য্য স্বীকার না হইলে ইতিকর্তব্যতার কথা।

দলীল যে ব্যক্তিদের দ্বারা সম্পাদন হইবার মত দেখায় তাঁহার। সকলে কি তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি সেই দলীল সম্পাদন করা অস্বীকার করিলে,

কিছা উক্ত ব্যক্তিকে অপ্রাপ্ত ব্যবহার কি জড় কি ক্রিপ্তমনা বলিয়া বোধ হইলে,

কিছা যাঁহার দ্বারা সম্পাদন হইবার মত দেখায় সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে ও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত বা আঁসেন সেই দলীলের সম্পাদন কার্য্য স্বীকার না করিলে,

রেজিষ্ট্রারী কার্য্যকারক ঐ দলীল রেজিষ্ট্রারী করিতে অস্বীকার করিবেন। কিন্তু ঐ কার্য্যকারক রেজিষ্ট্রার হইলে তিনি এই আইনের দ্বাদশ ভাগের নির্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

৭ম প্তম ভাগ।

দলীল সম্পাদকদিগকে ও সাক্ষিদগিকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত
করাইবার বিধি।

সম্পাদকের কি সাক্ষির উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন হইলে ইতিবর্তব্যতার কথা।

৩৬ ধারা। কোন ব্যক্তি রেজিষ্টরী করিবার জন্যে দলীল আনিয়া, কিম্বা যে দলীল তজ্রপে আনা বাইতে পারে তৎক্রমে দাওয়া করিয়া, ঐ দলীল রেজিষ্টরী করণার্থে অন্য ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া কি তাঁহার সাক্ষ্য গ্রহণ করা আবশ্যক বলিয়া ঐ ব্যক্তির উপস্থিত হওয়ার বাঞ্ছা করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে কি যে আদালতকে নিরূপণ করেন রেজিষ্টরী কার্য্যকারক উচিত বোধ করিলে তাঁহার প্রতি, ঐ ব্যক্তির নামে সমন দিয়া সমনের আদেশমতে স্বয়ং কিম্বা নিয়মিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তারের দ্বারা ঐ সমনের লিখিত সময়ে রেজিষ্টরী আফিসে উপস্থিত করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন ইতি।

কার্য্যকারকের বা আদালতের ঐ সমন দিবার ও জারী করাইবার কথা।

৩৭ ধারা। তজ্রপ স্থলে পেয়াদার যে ফী লাগে ঐ কার্য্যকারক বা আদালত তাহা পাইলে, তদনুসারে সমন দিয়া যে ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন তাঁহাকে দেওয়াইবেন ইতি।

বাঁহারা রেজিষ্টরী আফিসে প্রবেশন হইতে মুক্ত তাঁহাদের কথা।

৩৮ ধারা। রেজিষ্টর আফিসে উপস্থিত হইতে গেলে কাস্তিক ছুর্দলতাগ্রন্থক কোন ব্যক্তির প্রাণাণক্ষা কি গুরুতর ক্লেশ সম্ভাবনা হইলে,

কিম্বা দেওয়ানী কি কোজদারী পরওয়ানার বলে কারাবদ্ধ থাকিলে।

ও আইনক্রমে স্বয়ং আদালতে প্রবেশনহইতে মুক্ত হইলেও পশ্চাৎ লিখিত বিধান না থাকিলে রেজিষ্টরী আফিসে বাঁহাদের স্বয়ং আসিবার আজ্ঞা হইতে পারিত,

সেই ব্যক্তির তজ্রপে উপস্থিত হওয়ার আদেশ হইবে না।

উক্ত প্রত্যেক স্থলে, রেজিষ্টরী কার্য্যকারক আপনি সেই ব্যক্তির বাটীতে কিম্বা সে যে কারাগারে বদ্ধ আছে তথায় গিয়া, তাহার পরীক্ষা করিবেন কিম্বা পরীক্ষা করণার্থ আমীনকে পাঠাইবেন ইতি।

এই আইনমত সমন ও আমীন ও সাক্ষিদের বিধি।

৩৯ ধারা। দেওয়ানী আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে সমনের ও আমীনের ও সাক্ষিদগিকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার ও তাঁহাদের পারিশ্রমিকের যে বিধি যৎকালে প্রচলিত থাকে, পূর্ব্বোক্ত স্থল ব্যতীত এবং পরিবর্তনীয় কথা পরিবর্তন করিয়া সেই বিধি এই আইনের বিধানমতে দত্ত কোন সমনের কি আমীনের প্রতি এবং উপস্থিত হওনার্থে সমন করা কোন ব্যক্তির প্রতি বর্ত্তিবে ইতি।

৮ অষ্টম ভাগ।

উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র উপস্থিত করিবার বিধি।

যাঁহার উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র উপস্থিত করিতে স্বত্ববান
তাঁহাদের কথা।

৪০ ধারা। উইলসম্পাদক কিম্বা তাঁহার মরণোত্তর উইলের নিরূপিত কর্মসাধক বলিয়া কি প্রকারান্তরে দাওয়াদার কোন ব্যক্তি ঐ উইল রেজিস্ট্রী করণার্থে কোন রেজিস্ট্রারের বা সব-রেজিস্ট্রারের নিকট আনিতে পারিবেন।

পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্রদাতা কিম্বা তাঁহার মরণোত্তর ঐ পত্র গ্রহীতা কিম্বা ঐ পোষ্যপুত্রই সেই অনুমতিপত্র রেজিস্ট্রী করণার্থে কোন রেজিস্ট্রারের বা সব-রেজিস্ট্রারের নিকটে আনিতে পারিবেন ইতি।

উইল ও পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার কথা।

৪১ ধারা। কোন উইলসম্পাদক কিম্বা পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিবার অনুমতিপত্রদাতা সেই উইল বা অনুমতিপত্র রেজিস্ট্রী করিবার জন্যে উপস্থিত করিলে তাহা অন্য দলীলের ন্যায় রেজিস্ট্রী করা যাইতে পারিবে।

অন্য কোন ব্যক্তি সেই উইল কিম্বা পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতিপত্র উপস্থিত করিবার অধিকারী হইয়া তাহা রেজিস্ট্রী করিবার জন্যে উপস্থিত করিলে,

(১) ঐ উইল কিম্বা বিষয়বিশেষে ঐ অনুমতিপত্র সম্পাদকের কি দাতার দ্বারা স্বার্থই সম্পাদন করা গেল,

(২) ও ঐ সম্পাদকের কি দাতার মৃত্যু হইয়াছে এবং

(৩) যে ব্যক্তি ঐ উইল কি অনুমতিপত্র উপস্থিত করেন ৪০ ধারামতে তাঁহার সেই উইল কি অনুমতিপত্র উপস্থিত করিবার অধিকার আছে, রেজিস্ট্রী কার্য্যকারক এই সকল কথা হ্রোধমতে জানিলে তাহা রেজিস্ট্রী করা যাইবে ইতি।

৯ নবম ভাগ।

উইল গচ্ছিত করিবার বিধি।

উইল গচ্ছিত করিবার কথা।

৪২ ধারা। উইলের সম্পাদক মোহর করা খামের ভিতর উইল দিয়া ঐ খামের উপর ঐ সম্পাদকের নাম, ও তৎপক্ষে কর্মকারক থাকিলে তাঁহার নাম, ও দলীলের ভাব লিখিয়া, স্বয়ং কিম্বা স্বপক্ষে নিয়মিত ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকারকের দ্বারা কোন রেজিস্ট্রারের নিকটে গচ্ছিত করিতে পারিবেন ইতি।

উইল গচ্ছিত করা গেলে ইতিকর্তব্যতার কথা।

৪৩ ধারা। রেজিষ্ট্রার তজ্রপ খাম পাইলে, যে ব্যক্তি তাহা উপস্থিত করেন তিনি ঐ উইলের সম্পাদক কিম্বা তাঁহার সপক্ষে কর্মকারক, রেজিষ্ট্রার ইহা হৃদোধ-মতে জানিলে ঐ খামের উপর লিখিত কথা আপনার ৫ নং রেজিষ্ট্রারী বহীতে নকল করিয়া লইবেন। ও তাহা যে বৎসরে যে মাসে যে দিনে যে ঘটায় উপস্থিত করা গেল ও পাওয়া গেল এই কথা ও উইলসম্পাদকের কিম্বা তাঁহার সপক্ষে কর্মকারকের জননাতা বিষয়ে যে২ ব্যক্তির সাক্ষ্য দিলেন তাঁহাদের নাম ও খামের মোহরে যে কথ লেখা আছে তাহা যে পর্যন্ত পাঠ করিতে পারিলেন সেই পর্যন্ত তাহা ঐ রেজিষ্ট্রারী বহীতে ও সেই খামে লিখিবেন।

পরে রেজিষ্ট্রার আপনার অদহনীয় বাক্সে সেই খাম অর্পণ করিয়া রাখিবেন ইতি।

৪২ ধারামতে যে মোহরাক্ত খাম গচ্ছিত করা যায় তাহা ফিরিয়া লইবার কথা।

৪৪ ধারা। উইলসম্পাদক তজ্রপ খাম গচ্ছিত করিলে পর তাহা ফিরিয়া লইতে চাহিলে, যে রেজিষ্ট্রারের নিকটে গচ্ছিত করা গেল তাঁহার স্থানে তিনি স্বয়ং কিম্বা স্বপক্ষে নিয়মিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকারকের দ্বারা ঐ খাম পাইবার প্রার্থনা করিবেন, এবং প্রার্থক প্রকৃতই উইলসম্পাদক কি তৎপক্ষে কর্মকারক, রেজিষ্ট্রার ইহা হৃদোধ-মতে জানিলে তাঁহাকে সেই প্রার্থনানুসারে খাম ফিরিয়া দিবেন ইতি।

গচ্ছিতকারী ব্যক্তির যত্ন হইলে ইতিকর্তব্যতার কথা।

৪৫ ধারা। উইলসম্পাদক ৪২ ধারামতে মোহরাক্ত খাম গচ্ছিত করিয়া মরিলে যে রেজিষ্ট্রারের কাছে ঐ খাম গচ্ছিত থাকে তাঁহার নিকটে তাহা খুলিবার প্রার্থনা হইলে, উইলসম্পাদক মরিয়াছে ইহা হৃদোধমতে জানিলে তিনি সেই প্রার্থকের সাক্ষ্যে সেই খাম খুলিবেন, এবং প্রার্থকের স্বরূপে আপন ৩ নম্বরের বহীতে ঐ উইলের কথার প্রতিলিপি করাইবেন।

পুনশ্চ গচ্ছিত করিবার কথা।

সেই প্রতিলিপি করা গেলে পর রেজিষ্ট্রার মূল উইল কি অনুমতিপত্র পুনরায় গচ্ছিত করিয়া রাখিবেন ইতি।

১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ২৫৯ ধারার বল রক্ষার কথা।

৪৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইনের ২৫৯ ধারার বিধান, অথবা কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে কোন উইল উপস্থিত করাইবার ক্ষমতা পূর্বোক্ত কোন কথাক্রমে থর হইবে না। কিন্তু তজ্রপ আজ্ঞা করা গেলে যদি ৪৫ ধারামতে পূর্বে নকল না করা গিয়া থাকে তবে রেজিষ্ট্রার খাম খুলিয়া আপনার ৩ নং বহীতে ঐ উইলের প্রতিলিপি করাইবেন এবং মূল উইল পূর্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে আদালতে প্রেরণ করা গিয়াছে ঐ প্রতিলিপিতে এই মর্মের কথা লিখিবেন ইতি।

১০ দশম ভাগ।

রেজিষ্টরী করিবার ও না করিবার ফলের কথা।

রেজিষ্টরী দলীল যে সময় অবধি প্রবল হইবে তাহার কথা।

৪৭ ধারা। রেজিষ্টরী করিবার কোন আজ্ঞা না থাকিলে ও দলীল রেজিষ্টরী না হইলে যে সময়াবধি প্রবল হইত, রেজিষ্টরী দলীল সেই সময় অবধি প্রবল হইবে, রেজিষ্টরী করিবার সময় অবধি নয় ইতি।

সম্পত্তিবিষয়ক দলীল রেজিষ্টরী করা গেলে যে স্থলে বাচনিক নিয়মাপেক্ষা
কলবৎ হইবে তাহার কথা।

৪৮ ধারা। স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তিবিষয়ক কোন নিয়ম কি নির্দেশ বাক্য মুখে উচ্চারিত হইয়াও তৎসময়ে কি তৎপরেই অধিকার না দেওয়া গেলে, ঐ সম্পত্তিবিষয়ক যে দলীল এই আইনমতে নিয়মিতরূপে রেজিষ্টরী করা যায়, উইলভিন্ন সেই দলীল ঐ বাচনিক নিয়মের কি নির্দেশবাক্যের বিপক্ষে সফল করা যাইবে ইতি।

যে দলীল রেজিষ্টরী করা আবশ্যক তাহা রেজিষ্টরী না করিবার ফলের কথা।

৪৯ ধারা। ১৭ ধারার যে২ দলীল রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হইয়াছে তাহা এই আইনের বিধানমতে রেজিষ্টরী না করা গেলে, স্থাবর সম্পত্তির পক্ষে ঐ দলীলের কোন ফল হইবে না।

ও তদ্বারা পোষাপুত্র গ্রহণ করিবার ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না,

ও ঐ দলীল সেই সম্পত্তি কিম্বা সেই ক্ষমতা প্রদান করণ সম্পর্কীয় কোন ব্যাপারের প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে না ইতি।

ভূমিবিষয়ক যে দলীল রেজিষ্টরী করা স্বেচ্ছাধীন, তাহা রেজিষ্টরী হইলে, রেজিষ্টরী না হওয়া দলীল অপেক্ষা প্রবল হইবার কথা।

৫০ ধারা। ১৭ ধারার (ক) (খ) (গ) ও (ঘ) প্রকরণে ও ১৮ ধারার (ক) ও (খ) প্রকরণে যে২ প্রকারের দলীল বাক্য হইয়াছে তাহা নিয়মিতমতে রেজিষ্টরী করা গেলে ডিক্রী কিম্বা আজ্ঞাভিন্ন সেই সম্পত্তি বিষয়ক যে দলীল রেজিষ্টরী হয় নাই, তাহা রেজিষ্টরী দলীলের তুল্য ভাবের হইলে কি না হইলেও, তল্লিখিত সম্পত্তি সম্পর্কে ঐ রেজিষ্টরী দলীল সেই সম্পত্তি বিষয়ক রেজিষ্টরী না করা দলীলের বিপক্ষে বলবৎ হইবে।

১৭ ধারার উপবিধিক্রমে যে২ পাট্টা বর্জিত হইল তৎপ্রতি ও ঐ ধারার (ঙ) (চ) (ছ) (জ) (ঝ) (ঞ) (ট) (ঠ) প্রকরণের উল্লিখিত দলীলের প্রতি এই ধারার উপরি ভাগের কোন কথা খাটে না।

ব্যাখ্যা।—রেজিষ্টরী না করা দলীল যে স্থানে যে সময়ে সম্পাদন করা যায়, যদি সেই স্থানে ও সেই সময়ে ১৮৬৪ সালের ১৬ আইন কিম্বা ১৮৬৬ সালের ২০ আইন

প্রবল হইয়া থাকে, তবে “রেজিষ্টরী না করা” এই কথাতে সেই আইনমতে রেজিষ্টরী না করা বুঝাইবে। উক্ত দলীল যদি ১৮৭১ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিনের পর সম্পাদন হইয়া থাকে তবে ১৮৭১ সালের ৮ আইন বা এই আইনমতে রেজিষ্টরী না করা বুঝাইবে ইতি।

একাদশ ভাগ।

রেজিষ্টরী কার্যকারকদিগের কর্তব্য কর্মের

ও ক্ষমতার বিধি।

(ক) রেজিষ্টরী বহী ও সূচীপত্র সম্পর্কীয় বিধি।

নানা কার্যালয়ে যে২ রেজিষ্টরী বহী রাখিতে হইবে তাহার কথা।

৫১ ধারা। নিম্নলিখিত বহী নিম্নলিখিত নানা কার্যালয়ে রাখিতে হইবে, বিশেষতঃ

রেজিষ্টরী সকল আফিসে,

১ নং বহী।—স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক উইলভিন্ন দলীলের রেজিষ্টর।

২ নং বহী।—রেজিষ্টরী করিতে অস্বীকার করিবার হেতুর লিপি পুস্তক।

৩ নং বহী।—উইলের ও পোষাপুত্রগ্রহণের অনুমতিপত্রের রেজিষ্টর। ও

৪ নং বহী।—বিবিধ রেজিষ্টর।

ও ৫ নং বহী।—গচ্ছিত উইলের রেজিষ্টর।

রেজিষ্ট্রারদের আফিসে রাখিতে হইবে।

স্থাবর সম্পত্তি বিষয়ক উইল ভিন্ন যে সকল দলীল কি মর্যাজ্ঞাপত্র ১৭ ও ১৮ ও ৮৭ ধারামতে রেজিষ্টরী করা যায় তাহা ১ নং বহীতে লিখিত বা অর্পিত হইবে।

১৮ ধারার (ঘ) ও (চ) প্রকরণমতে রেজিষ্টরী করা যে সকল দলীল স্থাবরসম্পত্তি সম্পর্কীয় নয় তাহা ৪ নং বহীতে লিখিতে হইবে।

সব-রেজিষ্ট্রারের অফিস রেজিষ্ট্রারের আফিসের সহিত তুলিত হইয়া এক করা গেলে, তাহাতে একই প্রস্থ বহীর অধিক রাখা প্রয়োজন এই ধারার পূর্ব ভাগের কোন কথায় এমত জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

দলীল আনা গেলে তাহার পৃষ্ঠলিপির কথা।

দলীলের নিদিষ্ট রসীদের কথা।

রেজিষ্টরী করিবার নির্দিষ্ট গ্রাফ হইলে তাহার নকল করিবার কথা।

৫২ ধারা। রেজিষ্টরী করিবার জন্য যে দলীল আনা যায়, সেই দলীল উপস্থিত করণ কালে তাহার পৃষ্ঠে উপস্থিত করিবার দিন ও ঘণ্টা ও স্থান লিখিত হইবে, ও তদুপস্থিতকারি প্রত্যেক ব্যক্তির তাহাতে স্বাক্ষর করিতে হইবে। যে ব্যক্তি ঐ

দলীল আনেন রেজিষ্টারি কার্যকারক তাঁহাকে ঐ দলীলের রসীদ দিবেন। এবং ৩২ ধারার বিধান প্রবল মানিয়া তজ্জপ প্রত্যেক দলীল যেক্রমে আনা যায় অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া ঐ দলীলের প্রতিলিপি করিবার উপযুক্ত পুস্তকে সেই ক্রমানুসারে তাহার প্রতিলিপি করিতে হইবে।

ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব সময়ে ২ যে কাল নিরূপণ করেন ও যে নিয়ম করেন উক্ত সকল বহী সেই কালে ও সেই নিয়মমতে যথার্থ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইবে ইতি।

বহীর লিখিত ভিত্তি সকল কথার আনুক্রমিক নম্বর দিবার কথা।

৫৩ ধারা। প্রতি বৎসরের আরম্ভাবধি শেষ পর্যন্ত উক্ত প্রত্যেক বহীর লিখিত দলীলের ক্রমশঃ একাদি নম্বর দেওয়া যাইবে। প্রতিবৎসরের আরম্ভে ১ নম্বর আরম্ভ হইবে ইতি।

প্রচলিত সূচীপত্র ও ভগ্নলিখিত বিষয়ের কথা।

৫৪ ধারা। পূর্বলিখিত বহী যে সকল কার্যালয়ে থাকে সেই কার্যালয়ে সেই পুস্তকের লিখিত সকল কথার তাৎকালীন সূচীপত্র প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। এবং রেজিষ্টারী কার্যকারক কোন দলীলের প্রতিলিপি করিলে কিম্বা মর্ফাস্বকপত্র অর্পণ করিলে পর ঐ দলীল বিষয়ক সূচীপত্র সাধ্যমতে তৎকালেই লিখিতে হইবে ইতি।

রেজিষ্টারী কার্যকারকদের দ্বারা সেই সূচীপত্র প্রস্তুত হইবার কথা।

৫৫ ধারা। সকল রেজিষ্টারী আফিসে তজ্জপ চারি খানি সূচীপত্র প্রস্তুত করা যাইবে, তাহা ১ নং সূচীপত্র ও ২ নং সূচীপত্র ও ৩ নং সূচীপত্র ও ৪ নং সূচীপত্র নামে খ্যাত হইবে।

১ নং বহীতে যে দলীলের প্রতিলিপি করা যায়, যে মর্ফাস্বকপত্র অর্পিত হয়, ঐ উইলের অনুমতিপত্রের যে ব্যক্তি তাহা সম্পাদন করেন এবং তদনুসারে যে ব্যক্তি দাওয়া রাখেন ১ নং সূচীপত্রে তাঁহাদের নাম ও উপরি বর্ণনা লিখিতে হইবে।

ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব সময়ে ২ উক্ত প্রত্যেক দলীল ও মর্ফাস্বকপত্র বিষয়ে ২১ ধারার লিখিত যে বর্ণনা লিখিতে আদেশ করেন, তাহা ২নং সূচীপত্রে লিখিতে হইবে।

৩ নং বহীতে যে উইল ও অনুমতিপত্র লেখা গেল, ৩নং সূচীপত্রে সম্পাদকের, ও তৎক্রমে কার্য সাধক বলিয়া ও অন্য যে ব্যক্তিদিগকে নিযুক্ত করা গেল তাঁহাদের, ও উইল সম্পাদকের কিম্বা অনুমতিপত্র দাতার মরণের (পূর্বে নয়) পরে ঐ পত্রানুসারে দওয়াদার প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও উপরি বর্ণনা লিখিতে হইবে।

৪ নং বহীতে যে দলীলের প্রতিলিপি করা যায় তাহা যে ব্যক্তির সম্পাদন করেন ও তদনুসারে যে সকল ব্যক্তি দাওয়া রাখেন, ৪ নং সূচীপত্রে তাঁহাদের নাম ও উপরি বর্ণনা লিখিতে হইবে।

সূচীপত্রে অন্য বর্ণনা লিখিবার কথা।

ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব সময়ে সময়ে উক্ত ১ ও ২ ও ৩ ও ৪ নং সূচীপত্রে

জন্ম যে বর্ণনা লিখিতে আদেশ করেন, তাহাও তিনি যে পাঠ নিরূপণ করেন সেই পাঠে লেখা যাইবে ইতি।

১ ও ২ ও ৩ নং সূচীপত্রে যে কথা লেখা থাকে তাহার প্রতিলিপি রেজিষ্ট্রারের নিকটে সব-রেজিষ্ট্রারের পাঠাইবার কথা।

৫৬ ধারা। ইনস্পেকটর জেনরল সাহেব সময়ে ২ যে ২ সময় নিরূপণ করেন সব-রেজিষ্ট্রার সেই সময় ব্যবধানকালে ১ ও ২ ও ৩ নং সূচীপত্রে যে সকল কথা লেখেন তিনি যে রেজিষ্ট্রারের অধীন ছন তাঁহার নিকটে সেই ২ সময়ে তাহার এককোটা প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়ে প্রতিলিপি রাখিবার কথা।

রেজিষ্ট্রার সেই প্রতিলিপি পাইলে আপনার আকীসে রাখিয়া রাখিবেন ইতি।

কোন ২ রেজিষ্ট্রারি বহি ও সূচীপত্র দৃষ্ট করিতে রেজিষ্ট্রারী কর্মকারকদের অনুমতি দিবার এবং ভল্লিখিত কথার শংসিত প্রতিলিপি দিবার কথা।

৫৭ ধারা। রেজিষ্ট্রারী বহী দৃষ্টি করিবার জন্য যত ফী লাগে, কোন ব্যক্তি তাহা অগ্রিম দিয়া ১ ও ২ নম্বরের বহী এবং ১ নং বহীর সূচীপত্র দেখিতে প্রার্থনা করিলে, তাহা কোন সময়ে অবাধিতরূপে দেখিতে পাইবেন। এবং ঐ রেজিষ্ট্রারী বহীর লিখিত কোন কথার প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে ৩২ ধারার বিধানের বশে তাঁহাকে ঐ প্রতিলিপি দেওয়া যাইতে পারিবে।

৩ নং বহীতে ও তৎসম্পর্কীয় চুক্তিপত্রে যে ২ কথা লেখা আছে যাহারা ঐ ২ কথার উল্লিখিত দলীল সম্পাদন করিলেন তাঁহাদিগকে, কিম্বা তাঁহাদের সপক্ষ কর্মকারকদিগকে, ও সেই ২ দলীল সম্পাদকদের মৃত্যুর (পূর্বে নয়) পরে ঐ নকল পাইবার প্রার্থক কোন ব্যক্তিকে, সেই বিধান প্রবল মানিয়া, ঐ ২ নকল দেওয়া যাইবে।

৪ নম্বরের বহীর এবং তৎসম্পর্কীয় সূচীপত্রের লিখিত কথা যে দলীল সম্পর্কীয় হয়, সেই দলীল সম্পাদক কিম্বা তদনুসারে দাওয়াদার কোন ব্যক্তিকে কিম্বা তাহার সপক্ষ কর্মকারককে কিম্বা জ্বলাভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেই বিধানানুসারে ঐ ২ বহীর ও সূচীপত্রের কথার প্রতিলিপি দেওয়া যাইতে পারিবে। এই ধারামতে ৩ ও ৪ নং বহীতে সেই লিখিত কথার যে অব্বেষণ করা প্রয়োজন হয়, কেবল রেজিষ্ট্রারী কার্যকারক তাহা করিবেন।

এই ধারামতে যে সকল প্রতিলিপি দেওয়া যায় তাহা রেজিষ্ট্রারী কার্যকারক দ্বারা স্বাক্ষরিত ও মোহরাস্থিত হইবে ও তাহা মূল দলীলের অন্তর্গত কথার প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে ইতি।

(খ) রেজিষ্ট্রারি করিবার নিমিত্ত গ্রাহ্য হইলে কার্যপদ্ধতির কথা।

রেজিষ্ট্রারী করিবার জন্য যে দলীল গ্রাহ্য হয় তাহার পৃষ্ঠে লিখিতব্য কথা।

৫৮ ধারা। ডিক্রী কি আজার প্রতিলিপি কিম্বা ভূমির উৎকর্ষসাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমতে সার্টিফিকেটের যে প্রতিলিপি রেজিষ্ট্রারী করিবার নিমিত্ত

কালেক্টর সাহেবের দ্বারা পাঠান যায় তত্ত্বি কোন দলীল রেজিষ্টরী করিবার জন্যে আদ্য হইলে, তাহার পৃষ্ঠে সময় ২ পশ্চাৎ লিখিত কথা লিখিতে হইবে।

(ক)। যে ব্যক্তির ঐ দলীল সম্পাদন করা স্বীকার করেন তাঁহাদের প্রত্যেক জনের স্বাক্ষর ও উপরি বর্ণনা। কোন ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত কি আদ্যে কি মোক্তার ঐ দলীল সম্পাদন করা স্বীকার করিলে সেই স্থলাভিষিক্তের কি আদ্যে কি মোক্তারের স্বাক্ষর ও উপরি বর্ণনা।

(খ)। এই আইনের কোন বিধানমতে সেই দলীল সম্পর্কে যে ২ ব্যক্তির পরীক্ষা করা যায় তাঁহাদের স্বাক্ষর ও উপরি বর্ণনা।

(গ)। ঐ দলীল সম্পাদনকরণ সম্পর্কে রেজিষ্টরী কার্যকারকের সাক্ষাৎ টাকা কি জবাবদি দেওয়া গেলে এবং সেই সম্পাদন সম্পর্কে তাঁহার সাক্ষাৎ সম্পূর্ণ পারিতোষিক কি একাংশের প্রাপ্তি স্বীকার হইলে তাহা।

কোন ব্যক্তি দলীল করিয়াছি স্বীকার করিয়াও তাহার পৃষ্ঠলিপি করিতে অস্বীকার করিলে রেজিষ্টরী কার্যকারক তাহা রেজিষ্টরী করিবেন, কিন্তু ঐ ব্যক্তি অস্বীকার করিলেন এই মর্মের কথা সেই সময়ে ঐ দলীলের পৃষ্ঠে লিখিবেন ইতি।

পৃষ্ঠলিপির সেই কথায় রেজিষ্টরী কার্যকারকের তারিখ লিখিবার ও স্বাক্ষর করিবার কথা।

৫৯ ধারা। ৫২ ও ৫৮ ধারার লিখিতমতে রেজিষ্টরী কার্যকারকের সাক্ষাৎ এক দিনে এক দলীল সম্পর্কীয় যত পৃষ্ঠলিপি করা যায়, ঐ কার্যকারক সেই সকল পৃষ্ঠলিপিতে লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ইতি।

দলীল রেজিষ্টরী করা গেল এই কথায় এবং প্রতিলিপি যে বহীর যে পৃষ্ঠায় যে নম্বর দিয়া লেখা যায় তাহার সর্টিফিকেটের কথা।

৬০ ধারা। রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা কোন দলীলের প্রতি ৩৪ ও ৩৫ ও ৫৮ ও ৫৯ ধারায় যে ২ বিধান খাটে সেই ২ বিধানানুযায়ী কার্য সমাধা হইলে রেজিষ্টরী কার্যকারক ঐ দলীলের পৃষ্ঠে “Registered” এই শব্দ সম্বলিত সর্টিফিকেট লিখিবেন, এবং যে বহীতে দলীলের প্রতিলিপি করা গেল সেই বহীর নং ও পৃষ্ঠা লিখিবেন।

রেজিষ্টরী কার্যকারক ঐ সর্টিফিকেটে স্বাক্ষর করিয়া মোহর দিয়া তারিখ লিখিবেন, পরে ঐ দলীল এই আইনের বিধানমতে উপযুক্তরূপে রেজিষ্টরী করা গেল ও ৫৯ ধারার উল্লিখিত পৃষ্ঠলিপিতে যে ২ ব্রহ্মান্ত লেখা আছে তাহা তদনুযায়ী বধ্যার্থ হইয়াছে সেই সর্টিফিকেট ইহার প্রমাণস্বরূপে আদ্য হইবে ইতি।

পৃষ্ঠলিপির ও সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি করিবার কথা।

৬১ ধারা। তৎপরে রেজিষ্টরী বহীর পৃষ্ঠার পার্শ্বভাগে ৫৯ ও ৬০ ধারার লিখিত ও উল্লিখিত পৃষ্ঠলিপির ও সর্টিফিকেটের প্রতিলিপি করিতে হইবে, এবং ২১ ধারার বে ম্যাপের কি নকশার কথা আছে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া গেলে তাহাও ১ নং বহীতে দেওয়া যাইবে।

দলীল কিরির দিবার কথা।

তাহা হইলে পর দলীলের রেজিষ্টারীকার্য সমাপ্ত হইল জ্ঞান হইবে। ও যে ব্যক্তি তাহা রেজিষ্টারী করিবার জন্যে আনিলেন তাঁহাকে ঐ দলীল কিরিয়া দেওয়া যাইবে, কিম্বা তিনি যদি ৫২ ধারার লিখিত রসীদে ঐ দলীল গ্রহণার্থে অন্য ব্যক্তির নাম লিখিয়া দেন, তবে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে ইতি।

রেজিষ্টারী কার্য্যকারকের অবদিত ভাষায় দলীল উপস্থিত করা গেল যাহা

কর্তব্য তাহার কথা।

৬২ ধারা। কোন দলীল ১৯ ধারামতে রেজিষ্টারী হইবার জন্যে উপস্থিত করা গেল মূলপত্রের মর্ম্ম বিবেচনায় তাহা যে বহীতে লেখা উচিত সেই বহীতে ঐ দলীলের অনুবাদের প্রতিলিপি করা যাইবে এবং ১৯ ধারার উল্লিখিত প্রতিলিপির সহিত রেজিষ্টারী আকিসে গাঁথিয়া রাখা যাইবে।

৫৯ ও ৬০ ধারাতে যে পৃষ্ঠলিপির ও সর্টিফিকেটের কথা আছে তাহা মূলপত্রের পৃষ্ঠে লেখা যাইবে এবং ৫৭, ৬৪, ৬৫, ও ৬৬ ধারাতে অন্য যে প্রতিলিপি ও মর্ম্মাত্মকপত্র করিবার আদেশ আছে তাহা করিবার জন্যে ঐ অনুবাদ মূল দলীলের তুল্য জ্ঞান হইবে ইতি।

শপথ করাইবার ক্ষমতার কথা।

৬৩ ধারা। প্রত্যেক রেজিষ্টারী কার্য্যকারক এই আইনের বিধানমতে কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লওন সময়ে বিহিত বোধ করিলে তাঁহাকে শপথ করাইতে পারিবেন।

বর্ণনাপত্রের মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

আরো তদ্রূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যে কথা কহেন, তিনি বিহিত বোধ করিলে সেই কথার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবেন, ও ঐ ব্যক্তির নিকটে সেই কথা পাঠ করা যাইবে। যদি সেই ব্যক্তির অবদিত ভাষায় লেখা গিয়া থাকে, তবে তিনি যে ভাষা জানেন সেই ভাষায় তাঁহার নিকটে অর্থ করিয়া দেওয়া যাইবে। ও তিনি সেই মর্ম্মের লিপি শুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিলে রেজিষ্টারী কার্য্যকারক তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

সেই মর্ম্মলিপি তদ্রূপে স্বাক্ষরিত হইলে, তাহা ঐ লিপির প্রকাশিত ব্যক্তি-দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছিল ও ঐ লিপির প্রকাশিত গতিকে করা গিয়াছিল ঐ লিপি ইহার প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে ইতি।

(গ) সব-রেজিষ্ট্রারের বিশেষ কর্ম্মের বিধি।

যে ভূমি অনেক সব-ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে থাকে তদ্বিবরক দলীল রেজিষ্টারী করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৬৪ ধারা। কোন সব-রেজিষ্ট্রারের নিজ সব-ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে যে স্থাবর সম্পত্তির সমুদয়ংশ না থাকে তিনি উইলভিন্ন তদ্বিবরক অন্য দলীল রেজিষ্টারী

করিলে উক্ত কথার এবং ঐ দলীলের পৃষ্ঠলিপির ও সার্টিফিকেট থাকিলে তাহার মর্যাদাকপত্র লিখিয়া আপনি যে রেজিষ্ট্রারের অধীন হইয়া সম্পত্তির কোন অংশ সেই রেজিষ্ট্রারের অধীন অন্য যে সকল সব-রেজিষ্ট্রারের সব-ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনের নিকট পাঠাইবেন। ও সেই প্রত্যেক সব-রেজিষ্ট্রার আপনার ১ নং বহীতে ঐ মর্যাদাকপত্র অর্পণ করিবেন ইতি।

যে ভূমি অনেক জিলার অন্তর্গত থাকে তৎসম্পর্কীয় দলীল হইতে তদ্বিবরক কার্যপ্রণালীর কথা।

৬৫ ধারা। যে স্থাবর সম্পত্তি দুই কি তদধিক ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত থাকে, সব-রেজিষ্ট্রার তৎসম্পর্কীয় উইলভিন্ন অন্য দলীল রেজিষ্ট্রারী করিলে, আপনার সব-ডিষ্ট্রিক্ট যে ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে থাকে তদ্বিন্ন ঐ সম্পত্তির কোন অংশ অন্য যে ২ ডিষ্ট্রিক্টে থাকে তাহার রেজিষ্ট্রারের নিকটে তিনি ঐ দলীলের ও তৎপৃষ্ঠ-লিপির ও সার্টিফিকেট থাকিলে তাহার প্রতিলিপি এবং ২১ ধারার লিখিত মাপ কি নকশা থাকিলে তাহার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

রেজিষ্ট্রার তাহা পাইয়া আপনার ১ নং বহীতে ঐ দলীলের প্রতিলিপি, এবং মাপ কি নকশা পাইলে তাহাও অর্পণ করিয়া, আপনার অধীন যে ২ সব-রেজিষ্ট্রারের সব-ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনের নিকটে ঐ দলীলের মর্যাদাকপত্র পাঠাইবেন। প্রত্যেক সব-রেজিষ্ট্রার ঐ মর্যাদাকপত্র প্রাপ্ত হইয়া আপনার ১ নং বহীতে অর্পণ করিবেন ইতি।

(ঘ) রেজিষ্ট্রারের বিশেষ কর্মের বিধি।

অস্থাবরবিসয়ক দলীল রেজিষ্ট্রারী করিলে ইতিকর্তব্যতার কথা।

৬৬ ধারা। রেজিষ্ট্রার উইলভিন্ন স্থাবর সম্পত্তি বিবরক কোন দলীল রেজিষ্ট্রারী করিলে পর ঐ সম্পত্তির কোন অংশ আপনার অধীন যে প্রত্যেক সব-রেজিষ্ট্রারের সব-ডিষ্ট্রিক্টে থাকে তাহাদের প্রত্যেক জনের নিকটে ঐ দলীলের মর্যাদাকপত্র পাঠাইবেন।

অন্য যে রেজিষ্ট্রারের ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ থাকে, তাহার নিকটেও তিনি ঐ দলীলের প্রতিলিপি, ও ২১ ধারার লিখিত মাপ কি নকশা থাকিলে তাহাও পাঠাইবেন।

সেই রেজিষ্ট্রার ঐ প্রতিলিপি প্রাপ্ত হইলে, আপনার ১ নং বহীতে তাহা অর্পণ করিয়া আপনার অধীন যে ২ সব-রেজিষ্ট্রারের সব-ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে ঐ সম্পত্তির কোন অংশ থাকে তাহাদের নিকটেও ঐ প্রতিলিপির মর্যাদাকপত্র পাঠাইবেন।

প্রত্যেক সব-রেজিষ্ট্রার এই ধারামতে কোন মর্যাদাকপত্র প্রাপ্ত হইলে আপনার ১ নং বহীতে তাহা অর্পণ করিবেন ইতি।

৩০ ধারার (খ) প্রকরণমতে রেজিষ্ট্রারী করিলে কার্যপ্রণালীর কথা।

৬৭ ধারা। ৩০ ধারার (খ) প্রকরণমতে কোন দলীল রেজিষ্ট্রারী করা গেলে, ঐ

দলীল যে সম্পত্তি সম্পর্কীয় হয় সেই সম্পত্তির কোন অংশ যে রেজিষ্ট্রারের ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে থাকে ঐ দলীলের ও তাহার পৃষ্ঠলিপির ও তদ্বিষয়ক সার্টিফিকেটের প্রতিলিপি পাঠান যাইবে। ঐ রেজিষ্ট্রার ঐ প্রতিলিপি পাইলে ৬৬ ধারার ১ প্রকরণের নির্দিষ্ট প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন ইতি।

(চ) রেজিষ্ট্রারদিগের ও ইনস্পেক্টর জেনরলদিগের তত্ত্বাবধানের ক্ষমতার বিধি।

সব-রেজিষ্ট্রারদিগের উপর রেজিষ্ট্রারের তত্ত্বাবধান ও কর্তৃত্ব করিবার কথা।

৬৮ ধারা। যে সব-রেজিষ্ট্রারের আফিস যে ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে থাকে তিনি সেই ডিষ্ট্রিক্টের রেজিষ্ট্রারের তত্ত্ব ও কর্তৃত্বাধীনে আপনপদের কর্তব্য্য কর্য্য করিবেন।

রেজিষ্ট্রারের অধীন কোন সব-রেজিষ্ট্রার যে কার্য্য করেন কি কতব্য্য যে কর্য্য না করেন তৎসম্পর্কে, কিম্বা যে বহীতে কি যে আফিসে দলীল রেজিস্ট্রী করা যায় তৎসম্পর্কীয় কোন ভ্রম সংশোধনার্থে রেজিষ্ট্রার (অভিযোগ প্রমাণপূর্ব্বক কি অন্য কারণে) যে আজ্ঞা আবশ্য্যক জ্ঞান করেন, এই আইনের সজ্ঞত এমত কোন আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন ইতি।

ইনস্পেক্টর জেনরলের রেজিষ্ট্রারী আফিসের তত্ত্বাবধান করিবার ও বিধিপ্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

৬৯ ধারা। ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব সাধারণমতে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের শাসিত দেশান্তর্গত সকল রেজিস্ট্রী আফিসের তত্ত্বাবধারণ করিবেন। এবং পশ্চাৎ লিখিত বিবরে সময়ে ২ এই আইনের সজ্ঞত বিধি করিতে পারিবেন।

বহী ও কাগজপত্র ও দলীল নির্ঝিয়ে রক্ষা করিবার এবং যে ২ বহী ও কাগজেপত্র ও দলীল আর রাখিবার আবশ্য্যক না হয় তাহা নষ্ট করিবার বিধি।

প্রত্যেক জিলায় যে ভাষা চলিত বলিয়া জ্ঞান হইবে তাহা নিরূপণার্থ বিধি।

যে ২ প্রদেশ ২১ ধারামতে স্বীকৃত হইবে তাহা অবধারণ করিবার বিধি।

২৪ ও ৩৪ ধারামতে যে ২ দণ্ড ধার্য্য হইবে তাহার বিধান করিবার বিধি।

৬৩ ধারামতে রেজিস্ট্রী কার্য্যকারকের প্রতি স্বীয় বিবেচনামতে কার্য্য করিবার যে ক্ষমতা অর্পণ করা গেল তদনুযায়ি কার্য্যের বিধান।

রেজিস্ট্রী কার্য্যকারকেরা যে পাঠানুসারে দলীলের মর্য্যাদাকপত্র লিখিবেন তাহার বিধান।

৫১ ধারামতে রেজিষ্ট্রারেরা ও সব-রেজিষ্ট্রারেরা আপন ২ আফিসে যে ২ বহী রাখেন তাহাতে তাহার যথার্থ বলিয়া করূপে স্বাক্ষর করিবেন ইহার বিধান।

১ ও ২ ও ৩ ও ৪ নম্বরের হুচীপত্রে যে ২ বর্ণনা লিখিতে হইবে তাহা নির্দেশ করণার্থ বিধি।

রেজিস্ট্রী আফিসে যে ২ দিনে ছুটী হইবে তাহার বিধি।

এবং সাধারণ্যে আপনাদের অধীন রেজিষ্ট্রার ও সব-রেজিষ্ট্রারদিগের কার্য্য সম্পাদনের বিধান করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রণীত বিধি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদনার্থে অর্পিত হইবে, ও অনুমোদিত হইলে পর রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে, তাহা হইলে এই আইনের অন্তর্গত হওয়ার তুল্য বলবৎ হইবে ইতি।

অর্থদণ্ড ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

৭০ ধারা। ২৪ বা ৩৪ ধারামতে যে অর্থদণ্ড আদায় করা যায় এবং রেজিস্ট্রারী করিবার উপযুক্ত যত টাকা ফী লাগে এই দুইয়ের যত বিশেষ হয় ইনস্পেক্টর জেনেরল সাহেব আপনার বিবেচনামতে তৎসমুদয় কিম্বা তাহার কিয়দংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন ইতি।

১২ দ্বাদশ ভাগ।

রেজিস্ট্রারী করিবার অস্বীকারের বিধি।

রেজিস্ট্রারী না করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিতে হইবার কথা।

৭১ ধারা। যে সম্পত্তি লইয়া দলীল হয় তাহা রেজিস্ট্রারী কার্য্যকারকের সব-ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে নয় বলিয়া তিনি ঐ দলীল রেজিস্ট্রারী করিতে অস্বীকার করিলে,

তদ্রূপ অস্বীকারসূচক আজ্ঞা করিয়া, আপনার ২ নং বহোতে ঐ আজ্ঞা করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া, সেই দলীলের পৃষ্ঠে “রেজিস্ট্রারী করিতে অসম্মত” এই কথা লিখিবেন। ঐ দলীল সম্পাদক কিম্বা তৎক্রমে দাওয়ারদার কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে, রেজিস্ট্রার অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে সেই লিপিবদ্ধ হেতুর প্রতিলিপি দিবেন।

নিম্নলিখিত বিধানানুসারে উক্ত পৃষ্ঠলিপিবদ্ধ দলীল রেজিস্ট্রারী করিবার আজ্ঞা না হইলে ও যতকাল না হয় রেজিস্ট্রারী কোন কার্য্যকারক তত কাল রেজিস্ট্রারী করিবার জন্যে ঐ দলীল গ্রাহ্য করিবেন না ইতি।

সব-রেজিস্ট্রারের রেজিস্ট্রারী করিতে অস্বীকারসূচক আজ্ঞা রেজিস্ট্রার কর্তৃক পরিবর্ত

কি সংশোধিত হইতে পারিবার কথা।

৭২ ধারা। স্বাক্ষর করি নাই এই মর্মে কথ্য হেতুক রেজিস্ট্রারী করিতে অসম্মত হওয়ার স্থলভিন্ন, কোন দলীল রেজিস্ট্রারী করা আবশ্যক কিম্বা কাম্য হইলেও যদি সব-রেজিস্ট্রার তাহা রেজিস্ট্রারী করণার্থে গ্রাহ্য করিবার অস্বীকারসূচক আজ্ঞা করিতে থাকেন তবে তিনি যে রেজিস্ট্রারের অধীন হন, তাঁহার নিকটে ঐ আজ্ঞার তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের মধ্যে ঐ আজ্ঞার উপর আপীল হইতে পারিবে এবং রেজিস্ট্রার সেই আজ্ঞা পরিবর্তন কি সংশোধন করিতে পারিবেন।

রেজিষ্ট্রারের আজ্ঞাক্রমে ঐ দলীল রেজিষ্টরী করিবার আদেশ থাকিলে, ও সেই আজ্ঞা হওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে রেজিষ্টরী করিবার জন্যে ঐ দলীল নিয়মিতরূপে উপস্থিত করা গেলে, সব-রেজিষ্ট্রার সেই আজ্ঞা পালন করিবেন, তাহা হইলে তিনি যত দূর পারেন তত দূর ৫৮ ও ৫৯ ও ৬০ ধারার নির্দ্ধারিত প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন। ও সেই দলীল যেন রেজিষ্টরী করিবার জন্যে প্রথমমেই নিয়মিতরূপে উপস্থিত করণকালে রেজিষ্টরী করা গেল ঐ রেজিষ্টরী কার্য্য এমতে প্রবল হইবে ইতি।

দলীলে সাক্ষর করি নাই এই কথা প্রযুক্ত সব-রেজিষ্ট্রার রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইলে, প্রার্থনাপত্রের কথা।

৭৩ ধারা। দলীল দৃষ্টে তাহা যে ব্যক্তির সম্পাদিত হইল বলিয়া বোধ হয় সেই ব্যক্তি বা তাহার স্থলাভিষিক্ত বা আইন তাহা সম্পাদন করেন নাই বলা প্রযুক্ত সব-রেজিষ্ট্রার ঐ দলীল রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইলে,

সেই অসম্মতিসূচক আজ্ঞা করা গেলে পর ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই দলীল-ক্রমে কোন দাওয়াদার কিম্বা তদীয় স্থলাভিষিক্ত কি আইন কি পূর্বোক্তমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যোক্তার সেই দলীল রেজিষ্টরী করাইবার স্বত্ব স্থাপন করণার্থে, ঐ সব-রেজিষ্ট্রার যে রেজিষ্ট্রারের অধীন হন তাহার নিকট প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

ঐ প্রার্থনাপত্র লিখিয়া দিতে হইবে, ও তৎসঙ্গে ৭১ ধারামত লিপিবদ্ধ হেতুর প্রতিলিপি দেওয়া যাইবে, এবং আইনক্রমে যজ্ঞপে আবেদনপত্রের সত্যাকরণ কথা লিখিতে হয়, প্রার্থক তজ্ঞপে সেই পত্র লিখিত বর্ণনায় সত্যাকরণ কথা লিখিবেন ইতি।

ঐ প্রার্থনাপত্র পাইলে রেজিষ্ট্রারের ইতিবৃত্তবাত্তার কথা।

৭৪ ধারা। তজ্ঞপ স্থলে, এবং রেজিষ্টরী করিবার জন্যে রেজিষ্ট্রারের নিকট দলীল উপস্থিত করা গেলে পূর্বোক্তমতে স্বাক্ষর না করার কথা হওনস্থলেও, তিনি সুবিধামতে ত্বরায় এই বিষয়ের অনুসন্ধান লইবেন,

(ক) দলীল সম্পাদন করা গিয়াছে কি না।

(খ) যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে প্রার্থক কিম্বা বিষয়বিশেষে দলীল রেজিষ্টরী করণার্থ উপস্থিতকারি ব্যক্তি সেই আইনের বিধানমতে কার্য্য করাতে সেই দলীল রেজিষ্টরী করিবার যোগ্য হইল কি না ইতি।

রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৭৫ ধারা। সেই দলীল সম্পাদন করা গিয়াছে ও উক্ত আইনের আদেশানুসারে কার্য্য হইয়াছে রেজিষ্ট্রার ইহা নির্ণয় করিলে সেই দলীল রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন,

সেই আজ্ঞা হইলে পর ত্রিশ দিনের মধ্যে সেই দলীল রেজিষ্টরী করিবার জন্যে নিয়মিতরূপে উপস্থিত করা গেলে রেজিষ্টরী কার্য্যকারক ঐ আজ্ঞামতে কর্য্য করি-

বেন। এমত স্থলে ৫৮ ও ৫৯ ও ৬০ ধারার নির্দিষ্ট প্রণালীমতে সত দূর পারেন তত দূর কার্য করিবেন।

এ দলীল রেজিষ্টরী করিবার জন্যে প্রথমে নিয়মিতরূপে উপস্থিত করণকালেই রেজিষ্টরী করা গেলে যে ফল হইত এই আজ্ঞানুসারে রেজিষ্টরী করার সেই ফল হইবে।

রেজিষ্ট্রার ৭৪ ধারামত কোন অনুসন্ধান লওয়ার জন্যে দেওয়ানী আদালতের ন্যায় সাক্ষীদের নামে সমন দিয়া তাঁহাদিগকে বলপূর্বক উপস্থিত করাইতে, ও বলক্রমে তাঁহাদের সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, ও তজ্জপ অনুসন্ধান লওয়ার সমুদায় খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ যাহার দিতে হইবে ইহারও আদেশ করিতে পারিবেন, এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্যবিধানের আইনমত মোকদ্দমায় এই খরচার আজ্ঞা হইলে তাহার ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে ইতি।

রেজিষ্ট্রার অসম্মত হইলে তদ্বিষয়ক কথা।

৭৬ ধারা। (ক) যে সম্পত্তি লইয়া দলীল হইয়াছে তাহা রেজিষ্ট্রারের ডিষ্ট্রিক্টের অন্তর্গত নয়, কিম্বা দলীলখানি সব-রেজিষ্ট্রারের আফিসে রেজিষ্টরী করা কর্তব্য, এই কারণে তিন্ন কোন রেজিষ্ট্রার অন্য কারণে দলীল রেজিষ্টরী করিতে অসম্মত হইলে কিম্বা

(খ) ৭২ কি ৭৫ ধারামতে দলীল রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা করিতে অসম্মত হইলে,

তিনি সেই অসম্মতিহুচক আজ্ঞা করিয়া আপনার ২ নং বহীতে এই আজ্ঞার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন, ও যে ব্যক্তি এই দলীলে স্বাক্ষর করিলেন তিনি কিম্বা এই দলীলমতে দাওয়াদার কোন ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে তিনি অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তাঁহাকে এই লিপিবদ্ধ হেতুর নকল দিবেন।

এই কিম্বা ৭২ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায় তাহার উপর আপীল নাই ইতি।

অসম্মত হইলে মোকদ্দমার কথা।

৭৭ ধারা। রেজিষ্ট্রার ৭২ কি ৭৬ ধারামতে দলীল রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা দিতে অসম্মত হইলে, এই দলীলমত কোন দাওয়াদার কিম্বা তাহার স্থলাভিষিক্ত কি আর্টসন কি তৎপক্ষে কর্তৃকারক এই অসম্মতিহুচক আজ্ঞা হওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে দলীল যে আফিসে রেজিষ্টরী করিতে চেষ্টা হইয়াছিল সেই আফিসে যে দেওয়ানী আদালতের আদৌ মোকদ্দমার বিচার করিবার এলাকার সীমার মধ্যে থাকে সেই আদালতে, এই মর্মে ডিক্রী প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে, এই ডিক্রী হওয়ার পর ত্রিশ দিনের মধ্যে এই দলীল রেজিষ্টরী করিবার জন্যে নিয়মমতে উপস্থিত করা গেলে, সেই আফিসে তাহা রেজিষ্টরী করিবার আজ্ঞা হয়। তজ্জপে যে দলীল উপস্থিত করা যায়, ৭৫ ধারার দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণের উল্লিখিত বিধানের শব্দ প্রয়োজনমতে মতান্তর করিলে, সেই বিধান এই দলীলের প্রতি খাটিবে, ও এই আইনে তাবাত্তরের কথা থাকিলেও সেই দলীল এই মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে ইতি।

ত্রয়োদশভাগ।

রেজিষ্টরী ও অনুসন্ধান ও প্রতিলিপি করিবার ফীর বিধি।

স্থানীয় গবর্ণমেন্টকর্তৃক কী অবধারিত হইবার কথা।

৭৮ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের জীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতির অপেক্ষায় পশ্চাৎ লিখিত কার্যের ফী নিরূপণ করিয়া ফর্দ প্রস্তুত করিবেন বিশেষতঃ—

দলীল রেজিষ্টরী করিবার,
রেজিষ্টরী বহীতে অন্বেষণ করিবার,
রেজিষ্টরী করণ সময়ে কি তৎপূর্বে কি পরে হেতুর কি লিখিত কথার কি দলীলের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিবার কি দিবার।

এবং নিম্নলিখিত কার্যের অন্য বা উপরি ফীর ফর্দ প্রস্তুত করিবেন বিশেষতঃ—

৩০ ধারামতে রেজিষ্টরী করিবার,

অমীন পাঠাইবার,

অনুবাদ অর্পণ করিবার,

কোন ব্যক্তির নিজ বাস স্থানে যাইবার,

দলীল নিরাপদে রক্ষা করিবার ও ফিরিয়া দিবার ফী।

এবং স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই আইনের কার্য সকল করণার্থে অন্য যেই বিষয় আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহার ফী নিরূপণ করিবেন।

কী পরিবর্তনের কথা।

স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্বোক্ত সম্মতির অপেক্ষায় সময়েই সেই ফর্দ পরিবর্তন করিতে পারিবেন ইতি।

ফী প্রচার করিবার কথা।

৭৯ ধারা। তদ্রূপে যে ফী দিতে হইবে তাহার ফর্দ রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে এবং ইঙ্গলণ্ডীয় ও জিলার প্রচলিত ভাষায় ঐ ফর্দের একই খান ঐ প্রত্যেক রেজিষ্টরী আফিসে সাধারণের দৃষ্টির জন্যে থাকিবে ইতি।

দলীল উপস্থিত করণসময়ে ফী দিবার কথা।

৮০ ধারা। এই আইনমতে দলীল রেজিষ্টরী করিবার জন্যে যে ফী লাগে তাহা দলীল উপস্থিত করণ কালেই দিতে হইবে ইতি।

চতুর্দশ ভাগ।

দণ্ডের বিধি।

হানি করণাভিপ্রায়ে অশুদ্ধরূপে দলীলের প্রতিলিপি কি পৃষ্ঠলিপি কি অনুবাদ
কি রেজিষ্টরী করিবার দণ্ডের কথা।

৮১ ধারা। এই আইনমতে নিযুক্ত যে২ রেজিষ্টরী কার্যকারকের প্রতি, ও এই আইনের কার্যপক্ষে তাঁহার কার্যালয়ে নিযুক্ত যে২ ব্যক্তির প্রতি এই আইনের বিধানমতে আনীত কি গচ্ছিত কোন দলীলের পৃষ্ঠলিপি কি প্রতিলিপি কি অনুবাদ কি রেজিষ্টরী করণের ভার অর্পিত হয়, ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে হানি শব্দের যে অর্থ করা গিয়াছে তিনি তদনুসারে অন্য ব্যক্তির হানি করণের কল্পনায় কি হানি হইবার সম্ভাবনা জানিয়া যাহা অশুদ্ধ বলিয়া জানেন কি বোধ করেন এমত অশুদ্ধরূপে ঐ পৃষ্ঠলিপি কি প্রতিলিপি কি অনুবাদ কি রেজিষ্টরীকার্য্য করিলে, তাঁহার সাত বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ড হইবে ইতি।

অন্য২ অপরাধের দণ্ডের কথা।

৮২ ধারা। কোন ব্যক্তি নিম্নলিখিত কোন অপরাধ করিলে তাহার সাত বৎসরের অনধিক কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড হইতে পারিবে।

রেজিষ্টরী কার্য্যকারকের সম্মুখে মিথ্যা উক্তি করিবার দণ্ডের কথা।

(ক) কোন কার্য্যকারক এই আইনমতে কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন এমত সময়ে এই আইনমত অনুষ্ঠানিক কিম্বা আনুসঙ্গিক কার্য্যে কোন ব্যক্তি শপথ করিয়া বা না করিয়া ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন মিথ্যা বর্ণনা করিলে তাহা লিপিবদ্ধ হউক বা নাই হউক সেই মিথ্যা বর্ণনা করণাপরাধ।

অযথার্থ প্রতিলিপি কি অনুবাদ অর্পণ করিবার দণ্ডের কথা।

(খ) ১৯ কি ২১ ধারামত আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা পূর্ব্বক কোন রেজিষ্টরী কার্য্যকারককে কোন দলীলের অযথার্থ প্রতিলিপি কি অনুবাদ কিম্বা ম্যাপের কি নক্শার অযথার্থ প্রতিলিপি দিলে সেই অপরাধ।

আপনাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া পরিচয় দেওনের দণ্ডের কথা।

(গ) আপনাকে অন্য ব্যক্তি বলিয়া আপনারি পরিচয় দিয়া সেই কাঙ্ক্ষনিকভাবে কোন দলীল উপস্থিত করিলে কিম্বা কোন কথা স্বীকার করিলে কিম্বা বর্ণনা করিলে, কিম্বা কোন সমন বাহির করাইলে কি আমীন প্রেরণ করাইলে, কিম্বা এই আইন অনুযায়ি আনুষ্ঠানিক কি আনুসঙ্গিক কোন কার্য্যে অন্য কর্ম্ম করিলে সেই অপরাধ।

এই আইনের নির্দিষ্ট অপরাধের সহায়তা করিবার দণ্ডের কথা।

(ঘ) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনেতে সহায়তা শব্দের যে অর্থ করা গিয়াছে

কোন ব্যক্তি সেই অর্থানুসারে এই আইনক্রমে দণ্ডনীয় কোন কার্যের সহায়তা করিলে, সেই অপরাধ ইতি।

রেজিষ্টারী কার্যাকারকর্তৃক অভিযোগ উপস্থাপিত হইতে পারিবার কথা।

৮৩ ধারা। রেজিষ্টারী কার্যাকারক স্বীয় পদের কর্তব্য সম্পাদন কালে এই আইনের নির্দিষ্ট কোন অপরাধ অবগত হইলে, যে দেশের কি ডিষ্ট্রিক্টের কি সব-ডিষ্ট্রিক্টের মধ্যে সেই অপরাধ হইয়া থাকে সেই দেশাদির ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের কিয়া বিষয়বিশেষে সিদ্ধুর ব্রাঞ্চ ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের কিয়া রেজিষ্টারের কি সব-রেজিষ্টারের দ্বারা অথবা তাঁহার অনুমতিক্রমে ঐ অপরাধের অভিযোগ উপস্থাপিত করা যাইতে পারিবে।

এই আইনমতে যে সকল অপরাধের দণ্ড হইতে পারে, অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের যাদৃশ ক্ষমতা থাকে তাহার অন্যান্য ক্ষমতামত কার্যকারী কোন আদালতের বা কার্যাকারকের দ্বারা সেই অপরাধের বিচার হইতে পারিবে।

পরন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎকালীন সেই আইনমতে উক্ত আদালতের বা কার্যাকারকের যত দূর ক্ষমতা থাকে এই আইনমতে দণ্ড ধার্য্যকরণে তিনি সেই ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য করিবেন না।

রাজধানীর সীমার বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করা গেলে, এই আইনমতে যে সকল অর্থদণ্ড ধার্য্য হয় তাহা কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধানের আইনের নির্দিষ্টমতে আদায় হইতে পারিবে। ঐ সীমার অন্তর্গত স্থানে ঐ অপরাধ করা গেলে ঐ নগরের পোলীসের কার্য্যবিধায়ক যে আইন যে সময়ে প্রচলিত থাকে তাহার নির্দিষ্টমতে ঐ দণ্ড আদায় হইতে পারিবে ইতি।

রেজিষ্টারী কার্য্যাকারকদিগকে রাজকীয় কার্য্যাকারক জ্ঞান হইবার কথা।

৮৪ ধারা। এই আইনমতে যে২ রেজিষ্টারী কার্য্যাকারক নিযুক্ত হন তাঁহারা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অর্থানুযায়ী রাজকীয় কার্য্যাকারক বলিয়া জ্ঞান হইবেন।

উক্ত রেজিষ্টারী কার্য্যাকারক কোন ব্যক্তিকে আজ্ঞা করিলে সেই ব্যক্তি আইনমতে তাঁহাকে কোন কথার সজ্ঞান জ্ঞানাইতে আবদ্ধ হইবেন। এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারাতে “মোকদ্দমার কার্য্য” যে শব্দ আছে তাহার মধ্যে এই আইন অনুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য ধরিতে হইবে।

কোর্জদারী মোকদ্দমার কার্য্যবিধান বিষয়ক আইনের ৪৩৫ ও ৪৩৬ ধারার অর্থানুসারে রেজিষ্টারকে আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে, সব-রেজিষ্টারকে নয় ইতি।

পঞ্চদশ ভাগ।

বিবিধ বিধি।

যে দলীলের দাওয়া না হয় তাহা নষ্ট করিবার কথা।

৮৫ ধারা। উইলভিন্ন কোন দলীল রেজিষ্টরী কার্যালয়ে দুই বৎসরের অধিক কাল থাকিলেও যদি কেহ তাহার দাওয়া না করে তবে নষ্ট করা যাইতে পারিবে ইতি।

রেজিষ্টরী কার্যকারক স্বীয় শপদোপলক্ষে সরলভাবে যে কার্য করেন কি করিতে অস্বীকার করেন তজ্জন্যে দায়ী না হইবার কথা।

৮৬ ধারা। রেজিষ্টরী কার্যকারক স্বীয় শপদোপলক্ষে সরলভাবে যে কার্য করেন কি করিতে অস্বীকার করেন, তজ্জেক্ষে তাহার নামে মোকদ্দমা কি দাওয়া কি দাবী হইতে পারিবে না ইতি।

রেজিষ্টরী কার্যকারকের নিয়োগ কি কার্যপ্রণালীতে ত্রুটি হইলেও তাহার কৃত কার্য অসিদ্ধ না হইবার কথা।

৮৭ ধারা। কোন রেজিষ্টরী কার্যকারক এই আইনানুসারে কিম্বা এই আইন দ্বারা রহিত করা কোন আইনানুসারে সরলভাবে যে কর্ম করেন, তাহার নিযুক্ত হওনের কি কার্যপ্রণালীর ত্রুটি হইয়াছে এইমাত্র কারণে তাহার সেই কর্ম অসিদ্ধ জ্ঞান হইবে না ইতি।

গবর্ণমেণ্টের কার্যকারকদিগের কি রাজকীয় কোনও কার্যকারকদিগের সম্পাদিত লিপি রেজিষ্টরী করিবার কথা।

৮৮ ধারা। গবর্ণমেণ্টের কোন কার্যকারক কিম্বা বৃহদ্দেশীয় কি মাস্ত্রাজ কি বোম্বাইয়ের আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরল সাহেব কিম্বা রাজকীয় কোন ট্রবী রাজকীয় আর্মেনী অথবা হাইকোর্টের শরিফ কি রিসীবর কি রেজিষ্ট্রার আপনার রাজকীয় শপদোপলক্ষে কোন লিপি সম্পাদন করিলে, সেই লিপি রেজিষ্ট্রার করণসম্পর্কীয় কোন কার্য সম্পাদনকালে, এই আইনে ভাবাস্ত্রের বিধান থাকিলেও তাহার স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা কোন রেজিষ্টরী আফিসে উপস্থিত হইবার কিম্বা ৫৮ ধারার লিখিত-মতে স্বাক্ষর করিবার আবশ্যক হইবে না।

কিন্তু কোন লিপি তজ্জপে সম্পাদিত হইলে তাহা রেজিষ্টরী করিবার জন্যে যে রেজিষ্টরী কার্যকারকের নিকটে আনা যায়, তিনি উপস্থিত বোধ করিলে তদ্বিষয়ের সন্ধান প্রাপ্যার্থে গবর্ণমেণ্টের কোন সেক্রেটারীকে কিম্বা বিষয় বিশেষে গবর্ণমেণ্টের ঐ কার্যকারককে কি আডমিনিষ্ট্রেটর জেনরলকে কিম্বা রাজকীয় ট্রবীকে কি রাজকীয় আর্মেনী কি শরিফকে কি রিসীবরকে কি রেজিষ্ট্রারকে তদ্বিষয়ের জিজ্ঞাসা করিতে পারিবেন, এবং তাহা সম্পাদন হইয়াছে স্বাধোদগত জ্ঞাত হইলে ঐ লিপি রেজিষ্টরী করিবেন ইতি।

রেজিস্ট্রী করণ বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭৭ সালের ৩ আইন । ৩৩

ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমত সার্টিফিকেট

বিষয়ক কথা ।

৮৯ ধারা। যে কার্যাকারক ভূমির উৎকর্ষ সাধন বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমতে সার্টিফিকেট দেন, উৎকর্ষ সাধনীয় ভূমি কি তাহার কোন অংশ কিম্বা যে ভূমি প্রতিপোষক জামিনস্বরূপ দেওয়া যাইবে তাহার কোন অংশ যে রেজিস্ট্রী কার্যাকারকের এলাকার সীমার মধ্যে থাকে, তাহার নিকট ঐ কার্যাকারক ঐ সার্টিফিকেটের নকল পাঠাইবেন, ও সেই রেজিস্ট্রী কার্যাকারক আপনার ১ নং বহীতে ঐ সার্টিফিকেট অর্পণ করিবেন ইতি ।

এই আইনের বিধানের বহিভূত দলীলের কথা ।

গবর্ণমেন্টের দ্বারা কি তৎপক্ষে সম্পাদিত কোন দলীল বহিভূত হইবার কথা ।

৯০ ধারা। এই আইনের কিম্বা ১৮৭১ সালের ৮ আইনের কিম্বা সেই আইনক্রমে রহিত করা কোন আইনের কোন কথাক্রমে নিম্নলিখিত কোন দলীল কি ম্যাপ রেজিস্ট্রী করিবার যে আজ্ঞা হইল কিম্বা কোন সময়েই যে হইল এমত জান করিতে হইবে না ।

(ক) কোন কার্যাকারক ভূমির রাজস্বের বন্দোবস্ত করণ কিম্বা সেই বন্দোবস্ত সংশোধন করণ কার্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহার দত্ত কি প্রাপ্ত কি স্বাক্ষরিত যে দলীল ঐ বন্দোবস্তের কাগজপত্রের একাংশ হয় সেই দলীল ।

(খ) কোন কার্যাকারক গবর্ণমেন্টের পক্ষে কোন ভূমি জরীপ করণ কার্যে কিম্বা তৎসংশোধন কার্যে নিযুক্ত থাকিলে তাহার দত্ত কি প্রাপ্ত কি স্বাক্ষরিত যে দলীল ও ম্যাপ ঐ জরীপী কার্যসম্পর্কীয় কাগজপত্রের একাংশ হয় সেই দলীল ।

(গ) পাটওয়ারিরা কি অন্য কার্যাকারকেরা আমসম্পর্কীয় কাগজপত্র প্রস্তুত করণের ভারপ্রাপ্ত হইলে তাহারা যৎকালে যে আইন প্রবল থাকে তদনুসারে বা নিয়মিত সময়ান্তরে রাজস্বসংক্রান্ত কার্যালয়ে যে দলীল অর্পণ করেন সেই দলীল ।

(ঘ) গবর্ণমেন্টকর্তৃক ভূমি কি ভূমিগত কোন সম্পর্ক প্রদান কি সমর্পণ করিবার তাবাজ্ঞা কি তৎপ্রমাণার্থ সনদ, ও ইনামপত্র ও অন্যান্য দলীল ।

কিন্তু ৪৮ ও ৪৯ ধারার তাৎপর্যা লক্ষ্য করিয়া উক্ত সকল দলীল ও ম্যাপ এই আইনের বিধানানুসারে রেজিস্ট্রী করা গেল বলিয়া জান করিতে হইবে ইতি ।

ঐ দলীলের সমালোচনার ও প্রতিপত্তির কথা ।

৯১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে ২ এতৎপক্ষে যে বিধি করেন, এবং অগ্রিম যে কী নির্দ্ধার্য করেন কোন ব্যক্তি তদনুসারে কার্য করিয়া ৯০ ধারার (ক) (খ), ও (গ) প্রকরণের উল্লিখিত কোন দলীল ও ম্যাপ এবং (ঘ) প্রকরণের উল্লিখিত দলীলের কোন রেজিস্ট্রী দেখিতে চাহিলে দেখিতে পাইবেন, এবং উক্ত বিধিমতে কার্য করিয়া ঐ দলীলের প্রতিলিপি প্রার্থনা করিলে তাহাও তাহাকে দেওয়া যাইবে ইতি ।

রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক বর্মীয় বিধি দৃঢ় করিবার কথা।

৯২ ধারা। ব্রিটনীয় বর্মাদেশে রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক যে সকল বিধি প্রবল
হইয়া আসিতেছে তাহা আইনের তুল্য বলবৎ ছিল বলিয়া জ্ঞান হইবে। এবং কোন
কার্য্যকারক কি অন্য ব্যক্তি উক্ত কোন বিধিমতে যে কোন কার্য্য করিয়া থাকেন
তদ্ব্যতীত তাঁহার নামে কোন মোকদ্দমা কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইতে পারিবে না
ইতি।

মহিমবর শ্রীযুত গবরনর জেনেরল সাহেব ১৮৭২ সালের আশ্রিল মাসের ২৫ তারিখে মস্তিসতাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবরনর জেনেরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইন অনুমোদন করিয়াছেন।

১৮৭২ সালের ১ আইন।

চুক্তিবিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন।

হেতুবাদ।

চুক্তিবিষয়ক আইনের কোন২ অংশের অর্থ নির্ণয় ও সংশোধন করা বিহিত এই হেতুক নিম্নলিখিত বিধান করা গেল।

পরিভাষা।

সংক্ষেপ নাম।

১ ধারা। এই আইন “চুক্তি বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইন” নামে খ্যাত হইতে পারিবে।

যতদূর ব্যাপ্ত হইবে ও যে সময়াবধি প্রবল হইবে তাহার কথা।

এই আইন ব্রিটনীয় ভারতবর্ষের সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত হইয়া ১৮৭২ সালের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিবসাবধি প্রচলিত হইবে।

যে২ আইন রহিত হইল তাহার কথা।

এই আইনের তফসীলে যে২ আইনের উল্লেখ হইয়াছে তফসীলের তৃতীয় ঘরে যত দূর নির্দিষ্ট হইল সেই২ আইন তত দূর রহিত করা গেল। কিন্তু ইঙ্গলণ্ডের যে২ ব্যবস্থা ও এদেশীয় যে২ আইন এই ধারাক্রমে স্পষ্টরূপে রহিত করা যায় নাই, এবং বাণিজ্যকার্যে যে আচার কি রীতি ও চুক্তিঘটিত অথবা যে নিয়ম চলে তাহা এই আইনের বিধানের অসঙ্গত না হইলে, এই আইনের কোন কথাতে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না ইতি।

অর্থকরণের ধারা।

২ ধারা। এই আইনের মধ্যে পূর্বাঙ্গের কথার দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে নিম্নলিখিত শব্দের ও কথার নিম্নলিখিত ভাব ধরিতে হইবে।

“প্রস্তাব।”

(ক)—কোন ব্যক্তি কোন কার্য করণ কিম্বা কার্য না করণ বিষয়ে অন্যের

সম্মতি পাইবার অপেক্ষায় সেই কর্ম করিতে কিম্বা সেই কর্ম না করিতে আপনার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, তিনি প্রস্তাব করেন ইহা বলা যায়।

অঙ্গীকার।

(খ)—যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায় তিনি তদ্বিষয়ে সম্মতি স্বীকার করিলে ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য হইল বলা যায়। প্রস্তাব গ্রাহ্য হইলেই অঙ্গীকার হয়।

অঙ্গীকারকারি ও অঙ্গীকারগ্রহীতা।

(গ)—যে ব্যক্তি প্রস্তাব করেন তাঁহাকে অঙ্গীকারকারি বলা যায়। যে ব্যক্তি প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন তাঁহাকে অঙ্গীকারগ্রহীতা বলা যায়।

প্রবৃত্তি।

(ঘ)—অঙ্গীকারগ্রহীতা কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তি যদি অঙ্গীকার কারির ইচ্ছামতে কোন কর্ম করিয়া থাকেন কিম্বা করিতে নিরস্ত হইয়া থাকেন কিম্বা করেন বা করিতে নিরস্ত হন কিম্বা করিতে কি করণ হইতে নিরস্ত থাকিতে অঙ্গীকার করেন, তবে সেই কার্য ও সেই নিরস্ত হওন ও সেই অঙ্গীকারটি অঙ্গীকারের নিমিত্ত প্রবৃত্তি বলা যায়।

করার।

(ঙ)—প্রত্যেক অঙ্গীকার এবং যে২ অঙ্গীকার শ্রেণী পরস্পরের প্রবৃত্তি স্বরূপ হয় তাহাই করার।

পরস্পর অঙ্গীকার।

(চ)—যে২ অঙ্গীকার পরস্পরের কি প্রবৃত্তির একাংশ স্বরূপ হয় তাহা পরস্পর অঙ্গীকার বলা যায়।

অসিদ্ধ করার।

(ছ)—করার আইনমতে প্রবল করা যাইতে না পারিলে তাহা অসিদ্ধ বলা যায়।

চুক্তি।

(জ)—করার আইনমতে প্রবল করা যাইতে পারিলে চুক্তি হয়।

অসিদ্ধেয়।

(ঝ)—কোন করার আইন অনুসারে ঐ করার সংক্রান্ত এক বা অধিক ব্যক্তির স্বেচ্ছামতে প্রবল করা যাইতে পারিলে কিন্তু অন্যের বা অন্যেরদের স্বেচ্ছামতে করা যাইতে না পারিলে সেই চুক্তি অসিদ্ধেয়।

অসিদ্ধ চুক্তি ।

(ক)—কোন চুক্তি আইনক্রমে আর প্রবল করা যাইতে না পারিলে
ষদবধি তাহা প্রবল করা যাইতে না পারে তদবধি অসিদ্ধ হয় ইতি ।

প্রথম অধ্যায়।

প্রস্তাব জ্ঞাত করণ ও গ্রাহ ও অন্যথা করণ বিষয়ক বিধি ।

প্রস্তাব জ্ঞাত করণ ও গ্রাহ ও অন্যথাকরণ বিষয়ক কথা ।

৩ ধারা । যে ব্যক্তি প্রস্তাব করেন বা প্রস্তাব গ্রাহ করেন বা অন্যথা করেন তাঁহার কোন কার্য্য করণ বা না করণ দ্বারা যদি ঐ প্রস্তাব করণের বা প্রস্তাব গ্রাহ বা অন্যথা করণের কথা জ্ঞাত করিবার অভিপ্রায় থাকে কিম্বা সেই কার্য্য করণ বা না করণ দ্বারা যদি ঐ কথা জ্ঞাত করা যায়, তবে তাঁহার সেই কার্য্য করণ বা না করণ দ্বারা সেই প্রস্তাব জ্ঞাত করা গেল বা প্রস্তাব গ্রাহ করণের বা অন্যথা করণের কথা জ্ঞাত করা গেল এমত জ্ঞান হইবে ইতি ।

জ্ঞাত করণ কার্য্য যে সময়ে সম্পন্ন হয় তাহার কথা ।

৪ ধারা । যাঁহার নিকট প্রস্তাব করা যায় তিনি যে সময়ে তাহা জানিতে পান সেই সময়ে ঐ প্রস্তাব জ্ঞাতকরণকার্য্য সম্পন্ন হয় ।

গ্রাহ করণের কথা ।

যে সময়ে প্রস্তাবকারির উদ্দেশে নির্গত হইয়া প্রস্তাব গ্রহীতার ক্ষমতার বহির্ভূত হয় প্রস্তাবকারির পক্ষে সেই সময়ে,

ও যে সময়ে প্রস্তাবকারির জ্ঞান গোচর হয় গ্রহীতার পক্ষে সেই সময়ে জ্ঞাত করা সম্পন্ন হয় ।

অন্যথা করণের কথা ।

যাঁহার নিকট জ্ঞাত করা যাইবে তাঁহার উদ্দেশে যে সময়ে নির্গত হইয়া অন্যথাকারির ক্ষমতার বহির্ভূত হয় সেই সময়ে অন্যথাকারির পক্ষে ।

ও যাঁহার নিকট জ্ঞাত করা যায় তাঁহার জ্ঞানগোচর হইলেই তাঁহার পক্ষে জ্ঞাত করণ সম্পন্ন হয় ইতি ।

উদাহরণ ।

(ক) আনন্দ বলরামের নিকট পত্র লিখিয়া এত টাকা মূল্যের ঘর বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন ।

বলরাম পত্র পাইলেই প্রস্তাব জানাইবার কার্য সম্পন্ন হইল ।

(খ) বলরাম ডাকযোগে পত্র পাঠাইয়া আনন্দের প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন ।

পত্র ডাকে দেওয়া গেলেই আনন্দের পক্ষে,

আনন্দ পত্র পাইলেই বলরামের পক্ষে,

ঐ গ্রাহ্য করণের কথা সম্পন্ন হইল ।

(গ) আনন্দ টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আপনার প্রস্তাব অগ্রাধা করেন ।

টেলিগ্রাম প্রেরণ হইলেই আনন্দের পক্ষে ঐ অগ্রাধা করণ কার্য সম্পন্ন হইল ।

বলরাম পাইলেই তাহা বলরামের পক্ষের সম্পন্ন হয় ।

বলরাম টেলিগ্রাম পাঠাইয়া আপনার গ্রাহ্য করণের কার্য অগ্রাধা করেন ।

টেলিগ্রাম প্রেরণ হইলেই বলরামের পক্ষে ঐ অগ্রাধা করণ কার্য সম্পন্ন হয়

আনন্দ তাহা পাইলেই তাহারও পক্ষে সম্পন্ন হয় ।

প্রস্তাব ও গ্রাহ্য করণের কথা অন্যথা করিবার কথা ।

৫ ধারা । প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবার কথা জ্ঞাত করা সম্পন্ন হইবার পূর্বে প্রস্তাবকারির পক্ষে ঐ প্রস্তাবের অগ্রাধা হইতে পারিবে পশ্চাৎ নয় ।

গ্রাহ্য করণের কথা জ্ঞাত করণ সম্পন্ন হইবার পূর্বে ঐহীতার পক্ষে ঐ গ্রাহ্য করণ অগ্রাধা হইতে পারিবে পশ্চাৎ নয় ইতি ।

উদাহরণ ।

আনন্দ ডাকযোগে পত্র পাঠাইয়া বলরামের নিকট আপনার ঘর বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করেন ।

বলরাম ডাকযোগে পত্র পাঠাইয়া ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করেন ।

বলরামের সেই গ্রাহ্যকরণপত্র ডাকে দিবার পূর্বে কি সেই সময়েই আনন্দ আপনার প্রস্তাব অগ্রাধা করিতে পারিবেন তাহার পর নয় ।

বলরামের গ্রাহ্যকরণপত্র যে সময়ে আনন্দের নিকট পৌঁছে তাহার পূর্বে কি সেই সময়েই বলরাম আপনার সেই গ্রাহ্যকরণপত্র অন্যথা করিতে পারিবেন তাহার পর নয় ।

অন্যথা ঘেরপে করা যায় তাহার কথা ।

৬ ধারা । প্রস্তাব এই প্রকারে অন্যথা করা যাইতে পারিবে ।

(১) অপর ব্যক্তিকে প্রস্তাবকারীর অন্যথা করণের কথা জ্ঞাত করণ দ্বারা ।

(২) প্রস্তাবে গ্রাহ্য করিবার সময় নির্দিষ্ট থাকিলে সেই সময় অতীত হওন

দ্বারা। যদি সময় নির্দিষ্ট না থাকে তবে যুক্তিসিদ্ধ সময় গত হইলেও গ্রাহ্য করণের কথা জ্ঞাত না করণ দ্বারা।

(৩) গ্রাহ্য করণের পূর্বে কোন নিয়ম পালন করা কর্তব্য হইলে গ্রাহ্যকারির সেই নিয়ম পালন না করণ দ্বারা।

(৪) গ্রাহ্যকারির দ্বারা গ্রাহ্য হওনের পূর্বে যদি তিনি প্রস্তাবকারির মৃত্যুর কি ক্ষিপ্তমনা হওয়ার কথা জানিতে পান, তবে প্রস্তাবকারির ঐ মৃত্যু কি ক্ষিপ্তমনা হওন দ্বারা ইতি।

গ্রাহ্য করা নিরপেক্ষ হওয়ার আবশ্যিকতার কথা।

৭ ধারা। প্রস্তাব যেন অঙ্গীকার হয় এই নিমিত্ত

(১) গ্রাহ্য করা নিরপেক্ষ ও নিয়ম বীন হওয়া আবশ্যিক।

(২) প্রস্তাব কিরূপে গ্রাহ্য হইবে প্রস্তাবেতেই ইহা নির্দিষ্ট না থাকিলে নিয়মিত ও যুক্তিসিদ্ধ কোন প্রকারে তাহা প্রকাশ করা আবশ্যিক। প্রস্তাব কিরূপে হইবে যদি প্রস্তাবেতেই ইহা নির্দিষ্ট থাকে কিন্তু তদ্রূপে গ্রাহ্য না হইয়া থাকে, তবে প্রস্তাবকারিকে সেই গ্রাহ্য হওনের কথা জ্ঞাত করা গেলে পর তিনি যুক্তিসিদ্ধ মতে কিছু কাল অপেক্ষা করিয়া নির্দিষ্ট মতে তাঁহার প্রস্তাব গ্রাহ্য হইবার ও প্রকারান্তরে না হইবার দৃঢ় আদেশ করিতে পারিবেন। না করিলে তিনি সেই গ্রাহ্য করণটি স্বীকার করিলেন ইতি।

নিয়ম পালন করণ বা প্রকৃতি স্বীকার করণ দ্বারা গ্রাহ্য করণের কথা।

৮ ধারা। প্রস্তাবের নিয়মানুসারে কার্য করা গেলে কিবা প্রস্তাবের সহিত পরস্পর অঙ্গীকারের উপলক্ষে প্রবৃত্তির প্রসঙ্গ হইলে সেই প্রবৃত্তিস্বীকার করা ই ঐ প্রস্তাব গ্রাহ্য করা হয় ইতি।

স্পষ্ট ও ভাবতঃ অঙ্গীকারের কথা।

৯ ধারা। প্রস্তাব করা কিবা কোন অঙ্গীকার গ্রাহ্য করা বাচনিক হইলে ঐ অঙ্গীকার স্পষ্ট বলা যায়। প্রস্তাব করা কি গ্রাহ্য করা বচনভিন্ন অন্য প্রকারে করা গেলে ঐ অঙ্গীকার ভাবতঃ করা গেল ইহা বলা যায় ইতি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

চুক্তির ও অনিচ্ছেয় চুক্তির ও অসিদ্ধকরণের কথা।

যে করার চুক্তি হয় তাহার কথা

১০ ধারা। চুক্তি করিবার সক্ষম ব্যক্তির আশ্রয়দেয় স্বাধীন সম্মতিমতে

বৈধ প্রকৃতিহেতুক বৈধ অভিপ্রায়ে যে করার করেন তাহা এই আইনক্রমে অসিদ্ধ বলিয়া স্পষ্ট প্রকাশ না হইলে সেই করার চুক্তি হয়।

লিখনক্রমে কিম্বা সাক্ষিদের সাক্ষাৎ চুক্তি করিতে হইবে ত্রিটনীয় ভারতবর্ষে এই মর্মেণের কোন আইন প্রবল থাকিলে ও এই আইনক্রমে তাহা স্পষ্টরূপে রহিত করা না গেলে, এই আইনের কোন কথা দ্বারা উক্ত আইনের কিম্বা দলীল রেজিস্ট্রারী করণ বিষয়ক কোন আইনের বৈরুতি হইবে না ইতি।

চুক্তি করিবার ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের কথা।

১১ ধারা। কোন ব্যক্তি যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করেন তদনুসারে প্রাপ্ত ব্যবহার হইলে ও স্বেচ্ছমনা হইলে ও যে ব্যবস্থা মান্য জ্ঞান করেন তদনুসারে চুক্তি করিবার অযোগ্য না হইলে তিনি চুক্তি করিতে সক্ষম হন ইতি।

চুক্তি সংক্রান্ত কার্য পক্ষে স্বেচ্ছমনা কাছাকাছে বলা যায় তদ্বিষয়ের কথা।

১২ ধারা। কোন ব্যক্তি চুক্তি করিবার সময়ে তাহা বুঝিতে সক্ষম হইলে এবং তাহার স্বার্থপক্ষে ঐ চুক্তির যে ফল হইবে স্বেচ্ছানমতে এই বিয়ের বিচার করিতে পারিলে চুক্তির কার্য পক্ষে তাহাকে স্বেচ্ছমনা বলা যায়।

কোন ব্যক্তি প্রায় নিয়ত বিকৃতমনা বিস্ত্র কোন কোন সময়ে প্রকৃতিস্থ হইলে প্রকৃতিস্থ হওনকালে চুক্তি করিতে পারিবেন।

কোন ব্যক্তি প্রায় নিয়ত প্রকৃতিস্থ ও কদাচিত বিকৃতমনা হইলে বিকৃতমনা হওনকালে চুক্তি করিতে পারিবেন না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) পাগলাগারদে কোন-ব্যক্তি কোন কোন সময়ে স্বেচ্ছমন হইয়া থাকে সেই সেই সময়ে তিনি চুক্তি করিতে পারিবেন।

(খ) প্রকৃতিস্থমনা ব্যক্তি জুরবেগে প্রলাপ বাক্য কহিলে কিম্বা মদ খাইয়া উন্মত্ত হওয়া প্রযুক্ত চুক্তির নিয়ম বুঝিতে না পারিলে কিম্বা তাহার স্বার্থপক্ষে চুক্তির ফল হইবে স্বেচ্ছানমতে ইহার বিচার করিতে না পারিলে তাহার সেই বিকার বা উন্মত্ততা যত কাল থাকে তত কাল তিনি চুক্তি করিতে পারিবেন না।

সম্মতির অর্থের কথা।

১৩ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তি কোন বিষয়ের সমান ভাব ধরিয়া একাবাক্য হইলে তাহারদের সম্মতি আছে বলা যায় ইতি।

স্বাধীন সম্মতির অর্থের কথা।

১৪ ধারা। (১) ১৫ ধারার নির্দিষ্ট ভাবানুসারে বল প্রকাশ, কিম্বা

(২) ১৬ ধারার নির্দিষ্ট ভাবানুসারে অবিহিত প্রতিপত্তির বলে, কিম্বা

(৩) ১৭ ধারার নির্দিষ্ট ভাবানুসারে প্রতারণাক্রমে, কিম্বা

(৪) ১৮ ধারার নির্দিষ্ট ভাবানুসারে অথবা সন্ধান দ্বারা, কিম্বা

(৫) ২০ ও ২১ ও ২২ ধারার বিধান বশে তুলক্রমে সম্মতি না হইলে তাহা স্বাধীন সম্মতি বলা যায়।

পূর্বোক্তি বল প্রকাশ কি অবিহিত প্রতিপত্তি কিবা প্রতারণা কি অযথাসম্মান কিবা তুল না হইলে যদি সম্মতি না হইত তবে সেই বল প্রভৃতিদ্বারা সম্মতি হইয়াছে বলা যায় ইতি।

বলপ্রকাশের অর্থ।

১৫ ধারা। কোন ব্যক্তিকে কোন করার করাইবার নিমিত্ত তাঁহার প্রতি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের নিষিদ্ধ কোন ক্রিয়া করা গেলে কি করিবার ভয় দর্শান গেলে কিবা কোন ব্যক্তির, হানিজনকরূপে কোন সম্পত্তি বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখা গেলে কি রাখিবার ভয় দর্শান গেলে তাহাই বলপ্রকাশ বলা যায়।

ব্যাখ্যা।—যে স্থানে বলপ্রকাশ হয় ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন সেই স্থানে প্রবল থাকিলে বা না থাকিলেও তাহা অকিঞ্চিৎকর ইতি।

উদাহরণ।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে যে ক্রিয়া ভয় দর্শাওনের তুল্য হয় আনন্দ মহাসাগরে গমনশীল কোন ইঙ্গলণ্ডীয় জাহাজে এমত ক্রিয়া করিয়া বলরামকে কোন করার করান।

পরে আনন্দ কলিকাতায় চুক্তিভঙ্গের অপরাধে বলরামের নামে নালিশ করেন।

আনন্দ যে ক্রিয়া করিয়াছিলেন তাহা ইঙ্গলণ্ডীয় ব্যবস্থামতে অপরাধ না হইলেও এবং ঐ ক্রিয়া যে সময়ে যে স্থানে করা গেল সেইসময়ে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৫০৬ ধারা সেইস্থানে প্রচলিত না থাকিলেও আনন্দ বলপ্রকাশ করিয়াছেন।
অবিহিত প্রতিপত্তির অর্থের কথা।

১৬ ধারা। নিম্নলিখিত স্থলে অবিহিত প্রতিপত্তি ক্রমে কার্য্য হয় ইহা বলা যায়,

(১) কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যের বিশ্বাস থাকিলে কিবা সেই অন্যের উপর স্বার্থভঃ বা দুষ্টভঃ তাঁহার ক্ষমতা থাকিলে যদি সেই ব্যক্তি সেই অন্যের অপেক্ষা কোন লাভ পাইবার উদ্দেশে সেই বিশ্বাসের কি ক্ষমতার প্রভাবে কোন কার্য্য করেন অথচ সেই বিশ্বাস কি ক্ষমতা না থাকিলে তাহার সেই লাভ হইতে পারিত না এমন স্থলে।

(২) বার্ত্তব্য কিবা পীড়া কি শারীরিক কি মানসিক দুঃখপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির মন দুর্বল হইলে, যদি অন্য ব্যক্তি তাহার প্রতি বিশেষ মতে আচরণ করিয়া কোন কার্য্য বিষয়ে তাহার সম্মতি প্রাপ্ত হন কিন্তু সেই আচরণ বলপ্রকাশ করার তুল্য না হইলেও তাঁহার সেই আচরণ না হইলে তিনি সম্মত হইতেন না এমন স্থলে, ইতি।

প্রতারণা শব্দের অর্থের কথা।

১৭ ধারা। চুক্তির এক পক্ষকে কিম্বা তাহার সপক্ষ কর্মকারককে প্রবঞ্চনা করিবার কিম্বা তাঁহাকে সেই চুক্তির একপক্ষ করিতে লওয়াইবার অভিপ্রায়ে সেই চুক্তির অন্য পক্ষ কিম্বা তাহার সম্মতিতে অন্য ব্যক্তি কিম্বা তাহার কর্মকারক নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করিলে প্রতারণা শব্দে সেই কার্য্য বুঝায় ও গণ্য হয়।

(১) কোন একটি কথা সত্য নয় ও কোন ব্যক্তি তাহা সত্য জ্ঞান না করিলেও যথার্থ বলিয়া তাহার উদ্দেশ্য করিলেন।

(২) কোন ব্যক্তি কোন বৃত্তান্ত জানিলে কি বিশ্বাস করিলেও কোন কার্য্য দ্বারা তাহা গোপনে রাখিলে।

(৩) কার্য্য করিবার সম্পূর্ণ না করিয়াও সেই কার্য্যের অঙ্গীকার করিলে।

(৪) যদ্বারা প্রবঞ্চনা হইতে পারে এমন অন্য কোন কর্ম করিলে।

(৫) আইনে যে ক্রিয়া কিম্বা কার্য্যের যে ক্রটি স্পষ্টরূপে প্রতারণাঘটিত বলিয়া প্রকাশ হইল তাহা করিলে।

ব্যাখ্যা।—যে বৃত্তান্তদ্বারা কোন ব্যক্তির কোন চুক্তি করিবার ইচ্ছা ন্যূন বা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা সেই বৃত্তান্ত বিষয়ে কেবল মৌনীর থাকাই প্রতারণা নয় কিন্তু যে ব্যক্তি ভ্রমরূপে মৌনীর থাকেন বিশ্বাসের ভাবগতিক বিবেচনায় তাহার কথা কহাই কর্তব্য কিম্বা তাহার মৌনীর থাকাই কথা কহার তুল্য হইলে তাহার সেই মৌনীর থাকাই প্রতারণা হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বদনমণী দুই জনে একটি ঘোড়া ক্রয় করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ঘোড়ার কোন অঙ্গ অক্ষুণ্ণ আনন্দ ইহা জানিয়া বদনমণীকে তাহা জানাইল না। এই স্থলে আনন্দের প্রতারণা হয় নাই।

(খ) বদনমণী আনন্দের কন্যা সম্প্রতি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়াছেন। এমন স্থলে পিতা হওয়া প্রযুক্ত ঘোড়ার অক্ষুণ্ণ হওয়ার কথা আনন্দের জ্ঞাত করা কর্তব্য।

(গ) বদনমণী আনন্দকে এই কথা কহেন, তুমি সেই ঘোড়া অক্ষুণ্ণ না কহিলে আমি তাহা স্বেচ্ছা জানিব। আনন্দ কথা কহিল না। এই স্থলে আনন্দের মৌনীর থাকাই কথা কহার তুল্য হইল।

(ঘ) আনন্দ ও বলরাম নামক দুই জন বণিক কোন চুক্তি করেন। দ্রব্যের মূল্য পরিবর্তন হইয়াছে আনন্দ গোপনে ইহা জানিতে পাইলেন। বলরাম তাহা জানিতে পাইলে ঐ চুক্তি করেন কি না সন্দেহ। এই স্থলে আনন্দ তাহাকে ঐ কথার সন্ধান জানাইতে আবদ্ধ নহেন।

অর্থঃ সন্ধানের কথা।

১৮ ধারা। অর্থঃ সন্ধান শব্দে নিম্ন লিখিত কথা বুঝায় ও সেই কথা গণ্য।

(১) কোন ব্যক্তি যে বিষয়ের সন্ধান জানিয়াছেন তাহা সত্য নহে কিন্তু তিনি তাহা সত্য জ্ঞান করেন। অথচ সন্ধানের মৰ্মানুসারে যত দূর তাবে তাহা কহিতে পারিতেন তদধিক বলক্রমে তাহা নিশ্চয় ভাবে কহিলে তাহা অথবা সন্ধান হয়।

(২) প্রবঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ভিন্ন কর্তব্য কর্ম উল্লঙ্ঘন হইলে অন্য ব্যক্তির হানিজনক কিম্বা তাঁহার অধীন অন্য দাওয়াদারের হানিজনক প্রাপ্ত হইয়া আপনার কিম্বা আপন অধীন কোন দাওয়াদারের লাভ হইলে ঐ কর্তব্য কর্ম উল্লঙ্ঘন দোষ অথবা সন্ধান হয়।

(৩) হানিজন্যইবার অভিপ্রায় না থাকিলেও যে বিষয় লইয়া করার হয় সেই বিষয়ে ঐ করারের এক পক্ষের প্রাপ্তি জ্ঞান অথবা সন্ধান হয় ইতি।

স্বাধীন সম্মতিভিন্ন যে করার হয় তাহা অসিদ্ধ হয়ওয়ার কথা।

১৯ ধারা। বলপ্রকাশকরণ দ্বারা কিম্বা অবিহিত প্রতিপত্তির বলে কিম্বা প্রতারণা কি অথবা সন্ধানদ্বারা কোন ব্যক্তিকে করার করিতে সম্মত করাইলে, তদ্রূপে যে ব্যক্তির সম্মতি পাওয়া গেল ঐ করার তাঁহার স্বেচ্ছানুসারে অসিদ্ধ হয় চুক্তি হয়।

প্রতারণা কি অথবা সন্ধানদ্বারা যে ব্যক্তির সম্মতি পাওয়া গেল তিনি বিহিত বোধ করিলে যেন ঐ চুক্তিতেই কার্য সাধন হয় এবং উক্ত সন্ধান যথার্থ হইলে তাঁহার যে অবস্থা হইত যেন সেই অবস্থা হয় দূর প্রতিজ্ঞা ছইয়া ইহার দাওয়া করিতে পারিবেন।

বর্জিত স্থল।—যদি অথবা সন্ধান দ্বারা কিম্বা ১৭ ধারার নির্দ্ধারিত অর্থানুসারে প্রতারণাঘটিত মৌনী থাকনদ্বারা সেই ব্যক্তির সম্মতি পাওয়া গেলেও তাঁহার সম্মতি পাওয়া গেল তিনি সামান্য যত্ন করিলেই যদি সন্ধানের বাথার্থ্য জানিতে পারিতেন, তবে সেই চুক্তি অসিদ্ধ নয়।

ব্যাখ্যা।—প্রতারণা ক্রিয়া বাহার পক্ষে করা গেল ও অথবা সন্ধান বাহার নিকট জ্ঞাত করা গেল চুক্তির বিষয়ে, তাঁহার সম্মতি যদি সেই প্রতারণা ক্রিয়ার কিম্বা অথবা সন্ধানের দ্বারা না হইয়া থাকে, তবে তৎপ্রযুক্ত চুক্তি অসিদ্ধ নয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা করিয়া বলেন যে আমার কুঠীতে বৎসর ৫০০/ মণ নীল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এইপ্রকারে বলরামকে ঐ কুঠী ক্রয় করিতে লওয়ান। বলরামের ইচ্ছা হইলে ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হয়।

(খ) আনন্দের কুঠীতে বৎসর ২ ৫০০/ মণ নীল প্রাপ্ত হইয়া থাকে আনন্দ

অথবাসন্ধান দ্বারা বলরামের এই ভ্রমাত্মক বিশ্বাস জন্মান। বলরাম কুঠীর হিসাব খাতা দেখিয়া জানিতে পাইলেন যে কেবল ৪০০/ মণ নীল প্রাপ্ত হইয়াছে তাহার পর বলরাম ঐ কুঠী ত্রয় করেন। এমন স্থলে আনন্দের অথবাসন্ধান প্রযুক্ত ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হয় নয়।

(গ) আনন্দের সম্পত্তির উপর কোন দায় নাই আনন্দ প্রতারণাভাবে বলরামকে এইকথা জানাইলে বলরাম সম্পত্তি ত্রয় করিয়া দেখিলেন ঐ সম্পত্তির উপর বন্ধকের দায় আছে। এই স্থলে বলরাম ঐ চুক্তি অসিদ্ধ করিতে পারিবেন অথবা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বন্ধক পরিশোধ করণপূর্বক ঐ চুক্তির নিয়ম পালন হইবার দাওয়া করিতে পারিবেন।

(ঘ) বলরাম আনন্দের সম্পত্তিতে কোন ষাতির আকরের লক্ষণ দেখিয়া আনন্দ তাহা জানিতে না পান এমন উপায় করিয়া আনন্দের নিকট সেই কথা গোপন করিয়া রাখেন আনন্দের অনবগতি প্রযুক্ত বলরাম ন্যূন মূল্যে ঐ সম্পত্তি ত্রয় করিতে পাইলেন। এই স্থলে আনন্দের ইচ্ছা হইলে চুক্তি অসিদ্ধ হয়।

(ঙ) বলরামের মৃত্যু হইলে সম্পত্তিতে আনন্দের উত্তরাধিকারিত্ব হইবে। বলরামের মৃত্যু হইলে, চন্দ্র ইহার সন্ধান পাইয়া আনন্দের নিকট তাহা গোপনে রাখিয়া ঐ সম্পত্তিতে তাঁহার যে স্বার্থ আছে তাহা বিক্রয় করিতে লওয়ান। আনন্দের ইচ্ছামতে সেই বিক্রয় অসিদ্ধ হয়।

বৃত্তান্তঘটিত বিষয়ে উভয় পক্ষের ভ্রম থাকিলে করার অসিদ্ধ হইবার কথা।

২০ ধারা। করার সম্পর্কে যে বৃত্তান্ত গুরুতর হয় যদি করারের উভয় পক্ষ সেই বৃত্তান্ত বিষয়ে ভ্রান্ত হন, তবে সেই করার অসিদ্ধ।

ব্যাখ্যা।—যে বিষয় লইয়া করার হয় যদি তাহার মূল্যের বিষয়ে ভ্রম থাকে, তবে তাহা বৃত্তান্তঘটিত ভ্রম জ্ঞান হইবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) জাহাজের বোঝাই কোন দ্রব্যসামগ্রী ইঙ্গুলও হইতে বোঝাইয়ে আনীত হইতেছে এই অনুভবে আনন্দ বলরামকে সেই দ্রব্য বিক্রয় করেন। শেষে দৃষ্ট হয় যে সেই চুক্তি হইবার পূর্ব দিবসে ঐ দ্রব্যবাহি জাহাজ তগ্ন হইয়াছিল ও দ্রব্য নষ্ট হইল কিন্তু চুক্তিকার কোন পক্ষ তাহা জানিতেন না। চুক্তি অসিদ্ধ হইল।

(খ) আনন্দ বলরামের নিকটে ঘোড়া ত্রয় করিবার করার করেন। পরে দৃষ্ট হইল যে ঐ করার হওনের সময়ে উভয় পক্ষের অজ্ঞাতসারে ঘোড়া মৃত ছিল। করার অসিদ্ধ হইল।

(গ) বলরামের জীবন পর্য্যন্ত আনন্দ কোন সম্পত্তির অধিকারী হইয়া চন্দ্রকে

তাহা বিক্রয় করিতে সম্মত হন। ঐ চুক্তি করণ সময়ে বলরাম মৃত ছিলেন কিন্তু উভয় পক্ষ তাহা জানিতেন না। ঐ করার অসিদ্ধ।

ব্যবস্থাঘটিত ভ্রমের ফলের কথা।

২১ ধারা। ত্রিটনীয় ভারতবর্ষের মধ্যে যে আইন প্রবল থাকে তৎসম্পর্কে ভ্রম হওয়াতে চুক্তি করা গেল বলিয়া ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হইবে না। কিন্তু ত্রিটনীয় ভারতবর্ষে যে আইন প্রবল নহে, তদ্বিষয়ে ভ্রম হইলে বৃত্তান্তঘটিত ভ্রমের তুলা ফল হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) ভারতবর্ষীয় মিয়াদের আইনদ্বারা বিশেষ কোন স্থল আদায় হইতে পারিবে না ভ্রান্তিক্রমে এমনত বিস্থাপন হইলে আনন্দ ও বলরাম পরস্পর কোন চুক্তি করেন। সেই চুক্তি অসিদ্ধ হইতে পারিবে না।

(খ) ফ্রান্স দেশে হুত্তীর বিষয়ে যে বিধি চলিত আছে তৎসম্পর্কে কোন ভ্রান্তি হওয়াতে আনন্দ ও বলরাম পরস্পর চুক্তি করেন। সেই চুক্তি অসিদ্ধ হইতে পারিবে।

বৃত্তান্ত ঘটিত বিষয়ে এক পক্ষের ভ্রান্তি প্রযুক্ত চুক্তি অসিদ্ধের না হইবার কথা।

২২ ধারা। বৃত্তান্তঘটিত বিষয়ে চুক্তির একপক্ষের কোন ভ্রান্তি থাকা প্রযুক্ত চুক্তি করা গেল কেবল ইহা বলিয়া চুক্তি অসিদ্ধ হইতে পারিবে না ইতি।

যে প্রযুক্তি ও যে উদ্দেশ্য বৈধ ও যাহা অবৈধ তাহার কথা।

২৩ ধারা। করারের প্রযুক্তি কি উদ্দেশ্য বৈধ হয়।

কিন্তু,

যদি আইনদ্বারা নিষিদ্ধ হয়, কিম্বা,

সেই করারের ভাব বিবেচনায় যদি তাহা করা গেলে কোন আইনের বিধানের অন্যথা হয় কিম্বা

যদি প্রভাবপ্রাপ্তি হয়, কিম্বা

যদি তদ্বারা অন্য ব্যক্তির কি তাহার সম্পত্তির হানি হয় কিম্বা ভাবতঃ হানি হয় কিম্বা

যদি আদালত তাহা নীতিবিরুদ্ধ কিম্বা রাজনৈয়ম বিরুদ্ধ জ্ঞান করেন,

তবে উক্ত প্রত্যেক স্থলে করারের প্রযুক্তি কিম্বা উদ্দেশ্য অবৈধ বলা যায়। যে করারের উদ্দেশ্য কি প্রযুক্তি অবৈধ হয় তাহা অসিদ্ধ ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ১০,০০০ টাকা মূল্যে বলরামের নিকট আপনার ঘর বিক্রয়

করিতে করার করিলেন। এই স্থলে আনন্দের ঘর বিক্রয় করণস্থলেক অঙ্গীকারের নিমিত্তে বলরামের ১০,০০০ টাকা দেওনরূপ অঙ্গীকার প্রযুক্তি হয়। এবং বলরামের ১০,০০০ টাকা দেওনরূপ অঙ্গীকারের নিমিত্তে আনন্দের ঘর বিক্রয় করণরূপ অঙ্গীকার প্রযুক্তি হয় এই প্রযুক্তি বৈধ।

(খ) চন্দের স্থানে বলরামের ১০০০ টাকা পাওনা আছে হয় মাসের অবসানে চন্দ্র ঐ টাকা না দিলে আনন্দ দিব বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। এই প্রযুক্তি বলরাম চন্দ্রকে অধিক সময় দিতে অঙ্গীকার করিলেন। এই স্থলে এক জনের অঙ্গীকারের নিমিত্ত অন্য জনের অঙ্গীকারটি প্রযুক্তি হয় ও তাহা বৈধ প্রযুক্তি।

(গ) বলরাম আনন্দকে কতক টাকা দিলে আনন্দ এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে অমুক যাত্রাকালে বলরামের জাহাজ ভগ্ন হইয়া নষ্ট হইলে আমি তাহাকে সেই জাহাজের মূল্য দিব। এই স্থলে আনন্দের অঙ্গীকার বলরামের সেই টাকা দেওনের প্রযুক্তি স্বরূপ। এবং বলরামের সেই টাকা দেওয়া আনন্দের অঙ্গীকারের প্রযুক্তিস্বরূপ হইল। এই প্রযুক্তি বৈধ।

(ঘ) আনন্দ বলরামের সম্মানকে প্রতিপালন করিতে অঙ্গীকার করেন তন্নিমিত্তে বলরাম আনন্দকে বৎসর ১০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। এই স্থলে প্রত্যেক জনের অঙ্গীকার অপর ব্যক্তির অঙ্গীকারের প্রযুক্তি স্বরূপ হয় সেই প্রযুক্তি বৈধ।

(ঙ) আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র প্রতারণাক্রমে যে ধন লাভ করেন তাহা আপনাদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইতে চুক্তি করেন। উদ্দেশ্যটি অবৈধ হওয়াতে সেই চুক্তি অসিদ্ধ।

(চ) আনন্দ বলরামকে রাজকীয় কর্ম করিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন তাহাতে বলরাম আনন্দকে ১০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। এই স্থলে প্রযুক্তি অবৈধ প্রযুক্তি চুক্তি অসিদ্ধ।

(ছ) আনন্দ কোন ভূম্যধিকারির গোমাশতা হইয়া কর্তার অজ্ঞাতসারে বলরামের স্থানে টাকা লইয়া বলরামকে ঐ কর্তার ভূমির পাড়া করিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন। এই স্থলে গোমাশতা কর্তার নিকট কোন বিষয় গুপ্ত রাখিয়া প্রতারণার ভাব প্রকাশ করাতে আনন্দের ও বলরামের মধ্যে ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হইল।

(জ) আনন্দ বলরামের নামে দস্যুতার অভিযোগ করিলেন, পরে বলরামের নিকট সেই অভিযোগ ভঙ্গ করিতে অঙ্গীকার করিলে বলরাম অপছত্ত দ্রব্যের মূল্য ফিরিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন উদ্দেশ্যটি অবৈধ হওয়াতে সেই চুক্তি অসিদ্ধ।

(ঝ) ব্যবস্থাপ্রণেতাদের কোন আইন ক্রমে বাকী রাজস্বের নিমিত্তে ভূমি নীলামে বিক্রয় হইলে বাকীদারের দ্বারা সেই ভূমি ক্রয় করা নিষিদ্ধ। সেই

আইনমতে আনন্দের ভূমি বিক্রয় হইবে। বলরাম আনন্দের সঙ্গে চুক্তি করিয়া ঐ ভূমির ক্রেতা হইয়া আপনি তাহার যে মূল্য দিবেন আনন্দের স্থানে সেই মূল্য পাইলে আনন্দকে সেই ভূমি ফিরিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন। সেই ব্যাপারে ফলিতার্থে বাকীদারই ক্রেতা হওয়াতে আইনের উদ্দেশ্য অন্যথা করা যায় এই হেতুক ঐ করার অসিদ্ধ হইল।

(ঞ) আনন্দ বলরামের মোক্তার হওয়াতে বলরামের সঙ্গে আপনার প্রতিপত্তির বলে চন্দ্রের কোন মঙ্গল করিবার অঙ্গীকার করেন চন্দ্র তদ্বিমিত্ত তাহাকে ১০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। সেই করার নীতিবিরুদ্ধ হওয়াতে অসিদ্ধ হয়।

(ট) আনন্দ বলরামের স্থানে টাকা লইয়া আপনার কন্যাকে তাহার উপপত্নীস্বরূপ দিতে অঙ্গীকার করেন। ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমতে কন্যাকে তদ্রূপে দেওয়ার দণ্ড নিরূপণ না হইলেও ঐ করার নীতিবিরুদ্ধপ্রযুক্ত অসিদ্ধ হয়।

অসিদ্ধ করার বিষয়ক বিধি।

প্রবৃত্তি ও উদ্দেশ্য অংশতঃ অবৈধ হইলে করার অসিদ্ধ হইবার কথা।

২৪ ধারা। এক কি অধিক উদ্দেশ্য ধরিয়া একি প্রবৃত্তির কোন অংশ কিম্বা একি উদ্দেশ্য ধরিয়া বহু প্রবৃত্তির মধ্যে একটি বা একটির কোন অংশ অবৈধ হইলে করার অসিদ্ধ হয় ইতি।

উদাহরণ।

বলরাম নীলের বৈধ ব্যবসায় ও অন্য২ দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসায় করেন আনন্দ সেই ব্যবসায়ের অধ্যক্ষতা করিবার অঙ্গীকার করিলে বলরাম তাহাকে বৎসর ১০,০০০ টাকা বেতন দিতে অঙ্গীকার করেন। এইস্থলে আনন্দের অঙ্গীকারের প্রবৃত্তি অংশতঃ অবৈধ হওয়াতে করার অসিদ্ধ হয়।

প্রবৃত্তি বিনা যে করার তাহা অসিদ্ধ হইবার কথা।

২৫ ধারা। প্রবৃত্তি বিনা যে করার করা যায় তাহা অসিদ্ধ। কিন্তু

যদি লিপিবদ্ধ হইয়া রেজিষ্টরী করা যায়।

(১) তাহা লিপিবদ্ধ হইয়া নিদর্শনপত্রাদি রেজিষ্টরী করিবার যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে সেই আইন অনুসারে রেজিষ্টরী করা গেলে এবং উভয় পক্ষের আসন্ন রুটস্থিতাপ্রযুক্ত নৈসর্গিক প্রাণয় হেতুক করা গেলে অথবা

যদি কৃত কোন কার্যের পারিশ্রমিক দানের অঙ্গীকার হয়।

(২) কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে অঙ্গীকারকারির নিমিত্ত পূর্বে কোন কর্ম করাতে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা অংশতঃ তাহার প্রতাপকার করিবার অঙ্গীকার হইলে

কিন্তু আইনমতে অঙ্গীকারকারির যে কর্ম অবশ্যকর্তব্য সেই কর্ম করিবার অঙ্গীকার হইলে, অথবা

যদি মেয়াদের আইনদ্বারা নির্দিষ্ট স্বগশোধের অঙ্গীকার হয়।

(৩) মোকদ্দমা করিবার মিয়াদ বিষয়ক আইন না থাকিলে মহাজন যে ঋণের সমুদয় টাকা কিনা একাংশ বলক্রমে আদায় করিতে পারিতেন সেই টাকা দিবার দায় যে ব্যক্তির প্রতি বর্তে তিনি কিনা তৎপক্ষে সাধারণ কি বিশেষভাবে ক্ষমতা-প্রাপ্ত তাঁহার কর্মকারক ঐ টাকা দিব বলিয়া অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিলে

পূর্বোক্ত অন্যতর স্থলে তদ্রূপ করার চুক্তি হয়।

১ ব্যাখ্যা।—কোন দ্রব্য দান করা গেলে এই ধারার কোন কথাক্রমে দাতার ও গ্রহীতার মধ্যে সেই দানের সিদ্ধতার ব্যাঘাত হইবে না।

২ ব্যাখ্যা।—অঙ্গীকারকারী স্বেচ্ছাক্রমে যে করারে সম্মত হন কেবল প্রবৃত্তির বৈষম্যপ্রযুক্ত তাহা অসিদ্ধ হয় না। কিন্তু অঙ্গীকারকারী স্বেচ্ছাক্রমে সম্মত হইলেন কি না আদালত এই কথা নিষ্পত্তি করণ কালে ঐ প্রবৃত্তির বৈষম্য বিবেচনা করিতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ প্রবৃত্তিবিনা বলরামকে ১০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। ঐ করার অসিদ্ধ।

(খ) আনন্দ নৈসর্গিক প্রণয়ের ও স্নেহের বলে আপনার সম্ভান বলরামকে ১০০০ টাকা দিবার অঙ্গীকার করেন ও সেই অঙ্গীকার লিপিবদ্ধ করিয়া রেজিষ্টারী করেন। ইহাই চুক্তি।

(গ) আনন্দ বলরামের টাকার পুটলি কুড়িয়া পাইয়া তাহাকে ফিরিয়া দিলে বলরাম তাহাকে ৫০ টাকা দিবার অঙ্গীকার করেন। ইহাই চুক্তি।

(ঘ) আনন্দ বলরামের শিশু সম্ভানের ভরণ পোষণ করেন ইহাতে আনন্দের যত টাকা খরচ হয় বলরাম তাহা দিতে অঙ্গীকার করেন। ইহাই চুক্তি।

(ঙ) আনন্দ বলরামের ১০০০ টাকা ধারেন কিন্তু মিয়াদের আইনপ্রযুক্ত ঐ ঋণ আদায় করিবার মোকদ্দমা করিতে পারেন না। আনন্দ সেই ঋণের উপলক্ষে বলরামকে ৫০০ টাকা দিবার অঙ্গীকারপত্র লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। ইহাই চুক্তি।

(চ) আনন্দ ১০০০ টাকা মূল্যের ঘোড়া ১০ টাকাতে বিক্রয় করিবার করার করেন ও স্বেচ্ছাক্রমে সেই করার করিতে সম্মত হইলেন। এই স্থলে প্রবৃত্তির বৈষম্য হইলেও ঐ করার চুক্তি হয়।

(ছ) আনন্দ ১০০০ টাকা মূল্যের ঘোড়া ১০ টাকাতে বিক্রয় করিবার

করার করেন কিন্তু স্বেচ্ছামতে ঐ করার করার করিতে সম্মত হইলেন ইহা অস্বীকার করিলেন । আনন্দ স্বেচ্ছাক্রমে সম্মত হইলেন কি না আদালত ইহার বিবেচনা করণ সময়ে ঐ প্রবৃত্তির বৈষম্য বিবেচনা করিবেন ।

বিবাহ নিবারণার্থ চুক্তি অসিদ্ধ হইবার কথা ।

২৬ ধারা । অপ্রাপ্ত ব্যবহার ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিবাহ নিবারণার্থ প্রত্যেক করার অসিদ্ধ হয় ইতি ।

ব্যবসায় নিবারণার্থ চুক্তি অসিদ্ধ হইবার কথা ।

২৭ ধারা । কোন করার দ্বারা কোন ব্যক্তির বৈধবৃত্তি কি বাণিজ্য কি কোন প্রকারের ব্যবসায় করিবার বাধা হইলে যত দূর তদ্রূপ বাধা হয় ঐ করার তত দূর অসিদ্ধ ।

ব্যবসায় সহকারে ক্রেতাবিক্রেতাদের অনুগ্রহ কার্য বিক্রয় হইলে ব্যবসায় না চালাইবার করারের বর্জনীয় কথা ।

১ বর্জনীয় কথা ।—কোন ব্যক্তি ব্যবসায় সহকারে ক্রেতাবিক্রেতাদের অনুগ্রহ কার্যও বিক্রয় করিলে ক্রেতা কিম্বা তাহার দ্বারা অন্য যে ব্যক্তি ক্রেতাবিক্রেতাদের অনুগ্রহ কার্যের অধিকার প্রাপ্ত হন তিনি যত কাল ঐ ব্যবসায় করেন তত কাল বিক্রেতা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তদ্রূপ ব্যবসায় চালাইবেন না ক্রেতার সঙ্গে এই মর্মে করার করিতে পারিবেন । পরন্তু ব্যবসায়ের ভাব বিবেচনায় আদালত যেন সেই সীমা যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন ।

অংশিত্ব লোপ করণের পূর্বে অংশিদের মধ্যে করারের কথা ।

২ বর্জনীয় কথা ।—কোন ব্যবসায়ের অংশিরা অংশিত্বের লোপ হইলে কি হইবার সম্ভাবনা থাকিলে পরস্পর এই প্রকারের করার করিতে পারিবেন যে, আমরা যে ব্যবসায়ের অংশী আছি পূর্বোক্ত বর্জনীয় কথার উল্লিখিত সীমার মধ্যে আমরা কয়েক জন কিম্বা কেহই সেই প্রকারের ব্যবসায় চালাইব না ।

অংশিত্ব প্রবল থাকন সময়ে ঐ করারের কথা ।

৩ বর্জনীয় কথা ।—কোন ব্যবসায়ের অংশিরা, যত কাল আমারদের অংশিত্ব থাকে তত কাল আমারদের অন্যতর ব্যক্তি কিম্বা আমরা সকলেই সেই অংশিত্ব সম্বন্ধীয় ব্যবসায় তিন্ন অন্য ব্যবসায় করিব না এই করার করিতে পারিবেন ইতি ।

মোকদ্দমা নিবারণার্থ করার অসিদ্ধ হইবার কথা ।

২৮ ধারা । যে করার নামাদ্বারা এক পক্ষ কোন চুক্তিক্রমে কিম্বা চুক্তি-সম্পর্কে সাধারণ আদালতে রীতিমতে মোকদ্দমা করিয়া আপনার স্বত্ব প্রবল করিতে নিরপেক্ষরূপে নিষিদ্ধ হন, কিম্বা যে করারনামা দ্বারা তাহার স্বত্ব প্রবল

করিবার সময়ের সীমা নিরূপণ হয় সেই করারদ্বারা যত দূর ঐ নিবেদন কি সীমা নিরূপণ থাকে তাহা ততদূর অসিদ্ধ হইবে।

বিবাদ হইলে সালিসীতে অর্পণ করিবার চুক্তির কথা।

১ বর্জনীয় কথা।—নির্দিষ্ট কোন বিষয় কিম্বা বিষয় শ্রেণী ধরিয়া আমাদের মধ্যে বিবাদ হইলে সেই বিবাদ সালিসীতে অর্পণ করা যাইবে ও সালিসীতে যত টাকা নির্দ্বার্য্য করেন লক্ষিত বিষয়ের উপলক্ষে তাহার অধিক টাকা আদায় করা যাইবে না। ছুই কি তদধিক ব্যক্তি এই মর্মে করার করিলে এই ধারাক্রমে সেই চুক্তি অবৈধ হইবে না। * * *

পূর্বে যে বিবাদ উঠিয়াছে তাহা অর্পণ করিবার চুক্তির কথা।

২ বর্জনীয় কথা।—ছুই কি তদধিক ব্যক্তির মধ্যে পূর্বে বিবাদ উপস্থিত হইলে যদি তাঁহারা সালিসীদের প্রতি সেই বিবাদ অর্পণ করিবার চুক্তিপত্র লিখিয়া দেন, তবে এই ধারাক্রমে সেই চুক্তি অবৈধ হইবে না এবং সালিসীতে মোকদ্দমা অর্পণ করণবিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তাহার কোন বিধানের ব্যতিক্রম হইবে না ইতি।

অনিশ্চিততা প্রযুক্ত করার বার্থ হইবার কথা।

২৯ ধারা। করারের অর্থ স্পষ্ট না হইলে ও স্পষ্ট করা যাইতে না পারিলে তাহা অসিদ্ধ হয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামের নিকট ‘এত টন তৈল’ বিক্রয় করিবার করার করিল কিন্তু কি প্রকারের তৈল লক্ষ হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিবার কথা না থাকাতে ঐ করার অনিশ্চিত বলিয়া অসিদ্ধ হইল।

(খ) আনন্দ বলরামের নিকট প্রসিদ্ধ বাণিজ্য দ্রব্য বলিয়া বিশেষ প্রকারের এক শত টন তৈল বিক্রয় করিবার করার করিলেন। এই স্থলে বাহাতে করার অসিদ্ধ হয় এমত অনিশ্চিত কথা নাই।

(গ) আনন্দ কেবল নারিকেল তৈল বিক্রয় করিয়া থাকেন ও বলরামের নিকট “এক শত টন তৈল” বলিয়া তৈল বিক্রয় করিবার করার করেন। কি প্রকারের তৈল বিক্রয় করিবেন তাহার ব্যবসায় দ্বারা ইহার লক্ষণ জানা যায় সুতরাং আনন্দ এক শত টন নারিকেল তৈল বিক্রয় করিবার চুক্তি করিলেন।

(ঘ) “রামনগরে আমার মরাইতে যত শস্য আছে” আনন্দ ইহা বলিয়া বলরামের নিকট লেই শস্য বিক্রয় করিতে করার করেন। এই স্থলে করার বাহাতে অসিদ্ধ হইতে পারে এমত অনিশ্চিত কথা নাই।

(ঙ) চন্দ্র মূল্য নিরূপণ করিলে আনন্দ বলরামের নিকট সেই মূল্যে এক সহস্র মণ চাউল বিক্রয় করিতে করার করেন। এই স্থলে মূল্য নিশ্চয় করা যাইতে পারে অতএব করার বাহাতে অসিদ্ধ হয় এমত অনিশ্চিততা নাই।

(চ) আনন্দ বলরামের নিকট ৫০০ কিষা ১০০০ টাকাতে আমার শাদা ঘোড়া বিক্রয় করিব বলিয়া করার করেন। ঐ দুই মূল্যের মধ্যে কোনটি দিতে হইবে ইহা নিশ্চিত না হওয়াতে ঐ করার অসিদ্ধ

বাজী রাখার করার অসিদ্ধ হইবার কথা।

৩০ ধারা। বাজী রাখা স্বরূপ যে করার করা যায় তাহা অসিদ্ধ। ও বাজী রাখা প্রযুক্ত কোন দ্রব্য পাওয়া যাইবে বলিয়া কিষা খেলার ফলস্বরূপ কি অন্য যে অনিশ্চিত বিষয় লক্ষ করিয়া বাজী রাখা যায় তাহার ফলস্বরূপ কোন ব্যক্তির নিকট পণ রাখা গিয়াছে বলিয়া তাহা পাইবার মোকদ্দমা উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না।

ঘোড়দৌড়ে কোন প্রকার পুরস্কারের পক্ষে বর্জনীয় কথা।

ঘোড়দৌড়ে যে ব্যক্তি কি ব্যক্তির জিতে তাহাকে কি তাহারদিগকে পাঁচ শত টাকার কি তাহার অধিক মূল্যের কোন রজত দ্রব্য কি পুরস্কার কি টাকা দিবার জন্যে যে চাঁদা করা যায় কি যে টাকা দেওয়া যায় কিষা চাঁদা করিবার কি টাকা দিবার যে করার করা যায় এই ধারার কোন কথা প্রযুক্ত তাহা অবৈধ বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯৪ক ধারার ব্যতিক্রম না হওয়ার কথা।

ঘোড় দৌড়সম্পর্কীয় যে ব্যাপারের প্রতি ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ২৯৪ক ধারা বর্ত্তে এই ধারার কোন কথা দ্বারা সেই ব্যাপার আইন বিহিত বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না ইতি।

তৃতীয় অধ্যায়।

নৈমিত্তিক চুক্তি বিষয়ক বিধি।

নৈমিত্তিক চুক্তির অর্থের কথা।

৩১ ধারা। যে কার্য্য করিবার চুক্তি করা যায় তাহার প্রতিপোষক কোন কার্য্য ঘটিলে কি না ঘটিলে ঐ কার্য্য করা কি না করা যাইবে এই মর্মে যে চুক্তি হয় তাহা নৈমিত্তিক ইতি।

উদাহরণ।

বলরামের গৃহ দগ্ধ হইলে আনন্দ তাহাকে ১০০০০ টাকা দিবেন। এই চুক্তি হয় নৈমিত্তিক।

কোন ঘটনার সাপেক্ষ যে চুক্তি হয় তাহা প্রবল করিবার কথা।

৩২। অনিশ্চিত ভাবি ব্যাপার ঘটিলে অমুক কার্য্য করা কি না করা যাইবে এই মর্মেণ্ডের নৈমিত্তিক চুক্তি যত কাল সেই ব্যাপার না ঘটে, তত কাল আইনদ্বারা প্রবল করণ যাইতে পারিবে না।

ঐ ব্যাপারটি অসাধ্য হইলে চুক্তি অসিদ্ধ হয় ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আমি চন্দ্রের উত্তরজীবী হইলে বলরামের ঘোড়া ক্রয় করিব আনন্দ বলরামের সঙ্গে এই চুক্তি করেন। আনন্দের বর্তমানে চন্দ্রের মৃত্যু না হইলে ঐ চুক্তি আইনদ্বারা প্রবল করণ যাইতে পারিবে না।

(খ) চন্দ্রের নিকট ঘোড়া বিক্রয় করিবার কথা হইয়াছে তিনি তাহা না নিলে বলরামের নিকট নির্দিষ্ট মূল্যে সেই ঘোড়া বিক্রয় করিব আনন্দ বলরামের সঙ্গে এই চুক্তি করে। চন্দ্র যতকাল সেই ঘোড়া ক্রয় করিতে অসম্মত না হন তত কাল আইনদ্বারা সেই চুক্তি প্রবল করণ যাইতে পারিবে না।

(গ) বদনমণী চন্দ্রকে বিবাহ করিলে আনন্দ তাহাকে কতক টাকা দিব বলিয়া চুক্তি করেন। বদনমণীকে বিবাহ না করিয়া চন্দ্রের মৃত্যু হইল। ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হইল।

কোন ব্যাপার না ঘটিবার সাপেক্ষ যে চুক্তি তাহা প্রবল করিবার কথা।

৩৩ ধারা। অনিশ্চিত ভাবি ব্যাপার না ঘটিলে অমুক কার্য্য করা কি না করা যাইবে এই মর্মেণ্ডের নৈমিত্তিক চুক্তি হইলে সেই ব্যাপার ঘটা অসাধ্য হইলে পর ঐ চুক্তি প্রবল করণ যাইতে পারিবে তৎপূর্বে নয় ইতি।

উদাহরণ।

অমুক জাহাজ কিরিয়া না আইলে আনন্দ বলরামকে এত টাকা দিবেন এই মর্মেণ্ডের করার করেন। জাহাজ ডুবিয়া গেল। জাহাজ যগ্ন হইলে পর ঐ চুক্তি প্রবল করা যাইতে পারিবে।

বর্তমান ব্যক্তির ভাবি আচরণ ঐ নৈমিত্তিক ব্যাপার হইলে তাহা যৎকালে

অসাধ্য জান হইবে তাহার কথা।

৩৪ ধারা। কোন ব্যক্তি অনির্দিষ্ট সময়ে যদ্রূপ আচরণ করিবে তাহার সাপেক্ষ চুক্তি হইলে, যদি তিনি পরে এমত কোন কার্য্য করেন যাহাতে নিরূপিত

সময়ের মধ্যে কিম্বা অন্যান্য আকস্মিক ব্যাপার না ঘটিলে তাঁহার তদ্রূপ আচরণ করা অসাধ্য হইতে পারে তাহা হইলে তাঁহার সেইরূপ আচরণ করাই অসাধ্য বলিয়া জ্ঞান হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম চন্দ্রমণিকে বিবাহ করিলে আনন্দ তাহাকে এত টাকা দিবার করার করেন।

চন্দ্রমণি দীননাথকে বিবাহ করেন। সুতরাং বলরামের সহিত চন্দ্রমণির বিবাহ অসাধ্য জ্ঞান হইবে। দীননাথের মৃত্যু হইলে পর বলরামের সহিত যদিও চন্দ্রমণির বিবাহ হওয়া অসাধ্য নয় তথাপি অসাধ্য জ্ঞান হইবে।

নিরূপিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যাপার ঘটিবার সাপেক্ষ যে চুক্তি তাহা যৎকালে অসিদ্ধ হইবে তাহার কথা।

৩৫ ধারা। অনিশ্চিত কোন বিশেষ ব্যাপার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঘটিলে অমুক কার্য্য করা কি না করা যাইবে, যদি এই মর্ম্মের নৈমিত্তিক চুক্তি করা যায়, তবে নিরূপিত সময় গত হইলেও সেই ব্যাপার না ঘটিলে কিম্বা নিরূপিত সময়ের পূর্বে ঐ ব্যাপার অসাধ্য হইলে সেই চুক্তি অসিদ্ধ হয়।

নিরূপিত সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যাপার না ঘটিবার সাপেক্ষ যে চুক্তি তাহা যৎকালে প্রবল করা যাইতে পারিবে তাহার কথা।

অনিশ্চিত কোন বিশেষ ব্যাপার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে না ঘটিলে অমুক কার্য্য করা কি না করা যাইবে যদি এই মর্ম্মের নৈমিত্তিক চুক্তি করা যায়, তবে সময় অতীত হইলেও সেই ব্যাপার না ঘটিলে কিম্বা সময় অতীত হইবার পূর্বে সেই ব্যাপার কখন ঘটবে না ইহা নিশ্চয় হইলে ঐ চুক্তি আইন দ্বারা প্রবল করা যাইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বৎসরের মধ্যে অমুক জাহাজ ফিরিয়া আইলে আনন্দ বলরামকে এত টাকা দিব বলিয়া অঙ্গীকার করেন। বৎসরের মধ্যে জাহাজ ফিরিয়া আইলে ঐ চুক্তি প্রবল করা যাইতে পারিবে। জাহাজ বৎসরের মধ্যে দগ্ধ হইলে ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হইবে।

অসাধ্য ব্যাপারের সাপেক্ষ যে করার তাহা অসিদ্ধ হওয়ার কথা।

(খ) অমুক জাহাজ বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া না আইলে আনন্দ বলরামকে এত টাকা দিব বলিয়া অঙ্গীকার করেন। জাহাজ বৎসরের মধ্যে ফিরিয়া না আইলে বা বৎসরের মধ্যে দগ্ধ হইলে ঐ চুক্তি প্রবল করা যাইতে পারিবে।

যাইবে এই মর্মেণের নৈমিত্তিক করার করা গেলে, ঐ করার করিবার সময়ে ঐ ব্যাপারটি উক্ত উভয় পক্ষের নিকট অসাধ্য বলিয়া জ্ঞাত হইলে কি না হইলেও ঐ করার অসিদ্ধ হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) দুই সরল রেখা দ্বারা কোন স্থান বেষ্টিত হইতে পারিলে আনন্দ বলরামকে ১০০০ টাকা দিব বলিয়া অঙ্গীকার করেন। ঐ করার অসিদ্ধ।

(খ) বলরাম আনন্দরে কন্যা চন্দ্রমণিকে বিবাহ করিলে আনন্দ তাহাকে ১০০০ টাকা দিবার করার করেন। ঐ করার করণ সময়ে চন্দ্রমণি মৃত্যু ছিল। করার অসিদ্ধ।

চতুর্থ অধ্যায়।

চুক্তিমতে কার্য্য করিবার কথা।

যে চুক্তিমতে করিতেই হইবে তাহার কথা।

চুক্তির উভয় পক্ষের দায়ের কথা।

৩৭ ধারা। এই আইনের কিম্বা অন্য কোন আইনের বিধানক্রমে যদি চুক্তিমতে কার্য্য না করা ত্যাগ বা ক্ষমা না হয়, তবে চুক্তির উভয় পক্ষের আপন২ অঙ্গীকারমতে কার্য্য করিতেই হইবে কিম্বা করিব বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে।

যাঁহারা অঙ্গীকার করেন সেই অঙ্গীকারমত কার্য্য সম্পাদন হইবার পূর্বে তাঁহাদের মরণ হইলে যদি চুক্তিপত্র দ্বারা ভাবান্তর দৃষ্ট না হয়, তবে তাঁহাদের স্থলাভিষিক্তেরা সেই অঙ্গীকারে বদ্ধ হন ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম ১০০০ টাকা দিলে আনন্দ নিরূপিত দিনে তাহাকে কএক দ্রব্য দিতে অঙ্গীকার করেন। সেই দিনের পূর্বে আনন্দের মৃত্যু হয়। বলরামের নিকট আনন্দের স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের সেই দ্রব্য আনিয়া দিতেই হইবে এবং আনন্দের স্থলাভিষিক্তদিগকে বলরামের ঐ ১০০০ টাকা দিতে হইবে।

(খ) আনন্দ নিরূপিত দিবসে নিরূপিত মূল্য লইয়া বলরামের নিমিত্ত চিত্রপট করিয়া দিতে অঙ্গীকার করেন। সেই দিনের পূর্বে আনন্দের মৃত্যু হয়। আনন্দের স্থলাভিষিক্তেরা ও বলরাম ঐ চুক্তি প্রবল করিতে পারিবেন না।

কার্য সম্পাদন করিবার প্রদত্ত গ্রাহ্য না করিবার ফলের কথা।

৩৮ ধারা। কোন ব্যক্তি ষাঁহার নিকট কোন কর্ম সাধন করিবার অঙ্গীকার করিলেন তাঁহার নিকট সেই কর্ম করিব বলিয়া স্বীকার করিলে যদি তাহা গ্রাহ্য না হয়, তবে অঙ্গীকারকারী ঐ কর্ম সাধন না হওয়া প্রযুক্ত দায়ী হন না ও চুক্তিমতে তাঁহার যে অধিকার থাকে তাতেও বঞ্চিত হন না।

তদ্রূপ প্রত্যেক স্বীকারবাক্য সম্পর্কে এই নিয়ম থাকা আবশ্যিক।

১। তাহা নিয়ম ব্যতীত হয়।

২। উপযুক্ত সময়ে ও স্থানে করা যায় এবং যে ব্যক্তি স্বীকার করেন তিনি অঙ্গীকার দ্বারা যে কার্য করিতে আবদ্ধ হন তাহা তৎস্থানেই তৎকালেই সম্পূর্ণরূপে সম্পাদন করিতে সক্ষম ও ইচ্ছুক আছেন, ষাঁহার নিকট স্বীকার করা যায় তিনি যে ভাবগতিকে ইহা নিশ্চয়মতে জানিতে যুক্তিমত সুযোগ পান এমন ভাবগতিকে ঐ স্বীকার করা যায়।

৩। ষাঁহার নিকট অঙ্গীকার করা যায়, তাঁহাকেই কোন দ্রব্য সমর্পণ করিয়া দিতে প্রস্তাব হইলে অঙ্গীকারকারী যে দ্রব্য দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হন সেই দ্রব্যই দিতে স্বীকার হইল ষাঁহার নিকট অঙ্গীকার করা যায় তাঁহারই ইহা দৃষ্টি করিবার যুক্তিসিদ্ধ সুযোগ থাকে।

সাধারণ স্বত্বযুক্ত অনেক ব্যক্তির মধ্যে অন্যতর ব্যক্তির নিকট স্বীকার করিবার আইনসম্পর্কীয় যে ফল হয় তাহাদের সমুদয় ব্যক্তির নিকট স্বীকার করিবার সেই ফল হইবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ ১৮৭৩ সালের মার্চ মাসের ১ তারিখে বলরামের কারখানায় ১০০ বস্তা বিশেষ প্রকারের তুলা দিবার চুক্তি করেন। এই ধারার কার্য সম্পাদন করিতে স্বীকার করিবার যে ফল ব্যক্ত হইয়াছে তদর্থে যে প্রকারের তুলা দিবার চুক্তি করা গিয়াছে তুলা, সেই প্রকারের ও ১০০ বস্তা আছে ইহা বলরামের হ্রদ্বোধমতে জানিবার বাহাতে যুক্তিসিদ্ধ সুযোগ হয় এমন ভাবগতিকে বলরামের কারখানায় আনন্দের সেই তুলা আনিয়া দিতে হইবে।

এক পক্ষ চুক্তিমতে সম্পূর্ণ কার্য সম্পাদন করিতে অস্বীকার করিলে তাহার ফলের কথা।

৩৯ ধারা। চুক্তির একপক্ষ সম্পূর্ণরূপে আপনার অঙ্গীকারমত কার্য করিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা আপনাকে আপনি অসমর্থ করিলে যে ব্যক্তির নিকট অঙ্গীকার করা যায় তিনি কথার বা কর্মের দ্বারা সেই চুক্তির প্রবল থাকন বিষয়ে সম্মতি প্রকাশ না করিলে, ঐ চুক্তি রহিত করিতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম নাট্যশালায় সম্পাদক আদরমণী নান্দী গায়িকা তাহার সঙ্গে এই করার করেন যে আগামি দুই মাসপর্যন্ত আমি প্রতিসপ্তাহে দুই রাত্রি তোমার নাট্যশালায় গান করিব। বলরামও তাহাকে প্রতিরাত্রি ১০০ টাকার হিসাবে পারিশ্রমিক দিতে অঙ্গীকার করেন। ষষ্ঠ রাত্রিতে গায়িকা আপন ইচ্ছাতেই আইলেন না। বলরাম তৎকালে সেই চুক্তি রহিত করিতে পারিবেন।

(খ) নাট্যশালায় সম্পাদক বলরামের সঙ্গে আদরমণী নান্দী গায়িকা এই করার করেন যে আগামি দুই মাসপর্যন্ত আমি প্রতিসপ্তাহে দুই রাত্রি তোমার নাট্যশালায় গান করিব। বলরামও তাহাকে প্রতিরাত্রি ১০০ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক দিতে অঙ্গীকার করেন। ষষ্ঠ রাত্রিতে গায়িকা আপন ইচ্ছাতেই আইলেন না। সপ্তম রাত্রিতে বলরাম তাহাকে গান করিতে দিলেন। এই কার্যদ্বারা তিনি ঐ চুক্তি প্রবল থাকন বিষয়ে আপনার অভিমত প্রকাশ করাতে ঐ চুক্তি রহিত করিতে পারেন না, কিন্তু আদরমণীর ষষ্ঠ রাত্রিতে গান না করাতে তাঁহার যে হানি হইয়াছে তিনি সেই হানিপূরণ পাইতে পারিবেন।

চুক্তিমত কার্য যাহার দ্বারা করা যাইবে তাহার কথা।

অঙ্গীকার মত কার্য কাহার করিতে হইবে তাহার কথা।

৪০ ধারা। চুক্তিতে যে অঙ্গীকার থাকে অঙ্গীকারকারী আপনি সেই অঙ্গীকারমত কার্য সম্পাদন করিবেন বিষয়ের তাবদৃষ্টে চুক্তির উভয় পক্ষের এই অভিপ্রায় জানা গেলে অঙ্গীকারকারীরই সেই অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে হইবে। স্থলান্তরে অঙ্গীকারকারী কিম্বা তাঁহার স্থলাভিষিক্তেরা ঐ কর্ম সম্পাদন করিবার জন্যে উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরামকে এত টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। তিনি আপনি বলরামের হাতে সেই টাকা দিয়া কিম্বা অন্যের দ্বারা দেওয়াইয়া সেই অঙ্গীকারমত কর্ম করিতে পারিবেন। টাকা দিবার নিরূপিত সময়ের পূর্বে আনন্দের মৃত্যু হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদেরই সেই অঙ্গীকারমত কার্য করিতে হইবে অথবা তাঁহারা তাহা করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ বলরামের নিমিত্ত চিত্রপট করিতে অঙ্গীকার করেন। তাহার সেই অঙ্গীকার নিজেই পূর্ণ করিতে হইবে।

তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা অঙ্গীকারমতে কর্ম গ্রহণ করিলে তাহার ফলের কথা।

৪১ ধারা। অঙ্গীকার গ্রহীতা তৃতীয় ব্যক্তির স্থানে অঙ্গীকারমত কার্য লইতে স্বীকার করিলে তৎপরে অঙ্গীকারকারির বিপক্ষে তাহা প্রবল করিতে পারিবেন না ইতি।

সাধারণের দায় পর্যায়ক্রমে প্রবল হইবার কথা।

৪২ ধারা। যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি সাধারণে অঙ্গীকার করেন তবে চুক্তিতে ভাবাস্তুর প্রকাশ না হইলে তাহারদের সাধারণের জীবিত কালে সকলে-রই, ও অন্যতর ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তি অবশিষ্ট ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের সহিত সাধারণে, ও অবশিষ্ট শেষ ব্যক্তির মরণোত্তর সকলের স্থলাভি-ষিক্ত ব্যক্তিদের সাধারণে সেই অঙ্গীকারমত কার্য করিতে হইবে ইতি।

সাধারণ অঙ্গীকারকারিদের অন্যতর ব্যক্তির দ্বারা বলপূর্বক ঐ অঙ্গীকারমত কার্য করাইবার কথা।

৪৩ ধারা। যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি সাধারণে অঙ্গীকার করেন তবে ভাবাস্তুরের স্পৃষ্ট করার না থাকিলে অঙ্গীকারগ্রহীতা অঙ্গীকারকারির কোন এক জনের দ্বারা বলক্রমে অঙ্গীকারমত সম্পূর্ণ কার্য সাধন করাইতে পারিবেন।

প্রত্যেক অঙ্গীকারকারির কর্মের একাংশ বলক্রমে লইবার ক্ষমতার কথা।

যদি দুই কি তদধিক জন সাধারণ অঙ্গীকারকারী থাকেন তবে চুক্তিতে ভাবা-স্তুর দৃষ্ট না হইলে প্রত্যেক জন অঙ্গীকারকারী বলক্রমে অন্য প্রত্যেক সহ অঙ্গী-কারকারির দ্বারা আপনার মত কর্মের সমানাংশ করাইয়া লইতে পারিবেন।

ক্রেটিদ্বারা হানি হইলে সেই হানি ভাগ করিয়া লইবার কথা।

দুই কি তদধিক জন সাধারণ অঙ্গীকারকারী ঐ সমানাংশে কর্ম দিতে ক্রেটি করিলে অবশিষ্ট অঙ্গীকারকারিরা সেই ক্রেটিজন্য হানির সমানাংশ স্বীকার করিবেন।

ব্যাখ্যা।—কোন ব্যক্তি ঋণির নিমিত্ত জামিন হইয়া সেই ঋণির পক্ষে টাকা দিলে এই ধারার কোন কথাক্রমে জামিনের সেই টাকা ফিরিয়া পাইবার বাধা হইবে না, এবং ঋণী আপনি সেই টাকা দিলে এই ধারার কোন কথাক্রমে জামিনের স্থানে সেই ঋণির টাকা পাইবার অধিকার থাকিবে না ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ বলরাম ও চন্দ্র এই তিন জন একত্রে দীননাথকে ৩০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। দীননাথ বলপূর্বক তাহারদের অন্যতর ব্যক্তির স্থানে ঐ টাকা লইতে পারিবেন।

(খ) আনন্দ বলরাম ও চন্দ্র এই তিন জন একত্রে দীননাথকে ৩০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। সমুদয় টাকা বলক্রমে চন্দ্রের নিকট হইতে লওয়া গেল। আনন্দ ঋণশোধ করিতে অক্ষম হইলেন কিন্তু তাহার সংস্থান হইতে ঋণের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত শোধ হইতে পারে। এই স্থলে চন্দ্র আনন্দের সম্পত্তি হইতে ৫০০ টাকা ও বলরামের স্থানে ১২৫০ টাকা পাইতে পারেন।

(গ) আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র একত্রে দীননাথকে ৩০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন। চন্দ্র কিছুই দিতে পারিলেন না। আনন্দের সমুদয় টাকা দিতে হইল। আনন্দ বলরামের স্থানে ১৫০০ টাকা পাইতে পারিবেন।

(ঘ) আনন্দ ও বলরাম ও চন্দ্র একত্রে দীননাথকে ৩০০০ টাকা দিতে অঙ্গীকার করেন কিন্তু আনন্দ ও বলরাম কেবল চন্দ্রের জামিন ছিলেন। চন্দ্র টাকা দিতে পারিলেন না। আনন্দের ও বলরামের স্থানে সমুদয় টাকা লওয়া গেল। তাঁহারা চন্দ্রের স্থানে তাহা ফিরিয়া পাইতে পারিবেন।

সাধারণ চুক্তিকারকের মধ্যে এক জনের মুক্ত হওয়ার ফলের কথা।

৪৪ ধারা। যদি দুই কি তদধিক ব্যক্তি সাধারণে অঙ্গীকার করিয়া থাকেন তবে অঙ্গীকার গ্রহীতা তাহাদের এক জনকে মুক্ত করিলেও সাধারণ অঙ্গীকারকারী কি সাধারণ অন্য অঙ্গীকারকারীগণ তৎপ্রযুক্ত মুক্ত হন না। এবং সাধারণ অন্য অঙ্গীকারকারির কি সাধারণ অন্য অঙ্গীকারকারিদের নিকট সাধারণ সেই অঙ্গীকারকারির যে দায় আছে তিনি তাহা হইতে মুক্ত হন না ইতি।

সাধারণ অধিকার পর্যায়েক্রমে প্রবল থাকার কথা।

৪৫ ধারা। যদি কোন ব্যক্ত অন্য দুই কি তদধিক ব্যক্তির নিকট সাধারণে অঙ্গীকার করেন, তবে চুক্তিতে ভাবাস্তুর প্রকাশনা হইলে, তাঁহাদের সাধারণের জীবদ্দশায় সেই অঙ্গীকারমত কার্য্য হইবার দাওয়া করিতে তাঁহাদেরই অধিকার আছে, তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি মরিলে ঐ মৃত ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত সহিত অবশিষ্ট ব্যক্তির কি ব্যক্তিদের সেই অধিকার থাকে, অবশিষ্ট শেষ ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পর সকল স্থলাভিষিক্তেরই সেই অধিকার থাকে ইতি।

উদাহরণ।

বলরাম ও চন্দ্র একত্রে আনন্দকে ৫০০০ টাকা ঋণ দিলে আনন্দ নির্দিষ্ট দিনে বলরামকে ও চন্দ্রকে সুদশুদ্ধ সেই টাকা দিতে অঙ্গীকার করিলেন। বলরামের মৃত্যু হইলে চন্দ্রের বর্তমানতায় বলরামের স্থলাভিষিক্ত চন্দ্রের সহযোগে আনন্দের সেই অঙ্গীকার পূর্ণ হইবার দাওয়া করিতে পারিবেন। এবং চন্দ্রের মৃত্যু হইলে বলরামের ও চন্দ্রের স্থলাভিষিক্তের প্রতি ঐ দাওয়া করিবার ক্ষমতা বর্তে।

অঙ্গীকারসাধনের সময়ের ও স্থানের বিধি।

যে স্থলে সময় নিরূপণ না হয়, এবং কর্মসাধনের আদেশ করিবার নিয়ম না থাকে এমন স্থলে অঙ্গীকারসাধনের সময়ের কথা।

৪৬ ধারা। কোন ব্যক্তি যাঁহার নিকটে অঙ্গীকার করিলেন তাঁহার আদেশ না হইলেও এবং সময়ের নিরূপণ না হইয়া কর্ম সাধন করা যাইবে, যদি চুক্তির এই নিয়ম থাকে, তবে যুক্তিমত সময়ের মধ্যে ঐ অঙ্গীকারসাধন করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—কোন সময় যুক্তিমত প্রত্যেক স্থলে এই প্রশ্ন বৃত্তান্তঘটিত প্রশ্ন হইবে ইতি।

সময় নিরূপণ হইলে এবং আদেশ করিবার প্রয়োজন না হইলে অঙ্গীকার পালনের স্থানের ও সময়ের কথা।

৪৭ ধারা। যে স্থলে অঙ্গীকারসাধন করিবার দিন নিরূপণ হয় ও অঙ্গীকার-গ্রহীতা আদেশ না করিলেও অঙ্গীকারকারী সেই কর্ম সম্পাদন করিতে অঙ্গীকার করেন, সেই স্থলে তিনি সেই দিনে কার্য্য করিবার নিয়মিত সময়ের মধ্যে কোন সময়ে ও অঙ্গীকারমত কার্য্য যে স্থানে সম্পাদন করা উচিত সেই স্থানে তাহা সম্পাদন করিতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ জানুআরি মাসের প্রথম দিবসে বলরামের আড়তে মাল আনাইয়া দিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। আনন্দ সেই দিনে বলরামের আড়তে সেই মাল আনিয়া দিলেন কিন্তু আড়ত বন্ধ করিবার নিরূপিত সময়ের পরে আনিলেন এই হেতুক গ্রাহ্য হইল না। অঙ্গীকারমতে আনন্দের কার্য্য হয় নাই।

নিরূপিত সময়ে ও স্থানে কর্ম সাধনের আদেশ করিতে হইবার কথা।

৪৮ ধারা। যদি অঙ্গীকার সাধন করিবার দিন নিরূপণ হয়, এবং অঙ্গীকারকারি ব্যক্তি অঙ্গীকার গ্রহীতার আদেশ না পাইলে তাহা সম্পাদন করিতে প্রতিজ্ঞা না করিয়া থাকেন তাহা হইলে উপযুক্ত সময়ে ও স্থানে অঙ্গীকার গ্রহীতার তৎসম্পাদন করিবার আদেশ করা কর্তব্য।

ব্যাখ্যা।—কোন সময় ও স্থান উপযুক্ত প্রত্যেক স্থলে এই প্রশ্ন বৃত্তান্ত-ঘটিত ইতি।

আদেশ না হইবার নিয়ম হইলে ও স্থান নিরূপণ না হইলে প্রতিজ্ঞা পালন হইবার স্থানের কথা।

৪৯ ধারা। যদি অঙ্গীকার গ্রহীতার আদেশভিন্ন অঙ্গীকার সম্পাদনের নিয়ম হইয়া থাকে এবং তৎসম্পাদনের কোন স্থান নির্দিষ্ট না থাকে, তবে অঙ্গীকারকারী

অঙ্গীকারগ্রহীতাকে অঙ্গীকারমত কার্য্য হইবার যুক্তিযুক্ত স্থান নিরূপণ করিতে প্রার্থনা করিবেন ও সেই স্থানে তাঁহার ঐ কর্ম্ম সাধন করিতে হইবে ইতি।

উদাহরণ।

আনন্দ নিরূপিত দিনে বলরামকে ১০০০ মণ পাট দিতে প্রতিজ্ঞা করেন। সেই পাট লইয়া রাখিবার উপযুক্ত স্থান নিরূপণ করিতে বলরামের নিকট আনন্দের প্রার্থনা করা উচিত, ও সেই স্থানে তাঁহার সেই পাট দিতে হইবে।

অঙ্গীকার গ্রহীতার নির্দ্ধারিত কি অনুমিত সময়ে ও প্রকারে কার্য্যসাধনের কথা।

৫^০ ধারা। অঙ্গীকার গ্রহীতা কর্ম্ম সাধন হইবার যে নিয়ম ও যে সময় নির্দ্ধারণ করেন বা অনুমতি দেন, অঙ্গীকৃত কর্ম্ম সেই নিয়মমতে ও সেই সময়ে সাধন হইতে পারিবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) বলরাম আনন্দের ২০০০ টাকা ধারেন। আনন্দ তাঁহাকে বলেন যে চন্দ্র নামক বণিকের নিকটে আমার নামে ঐ টাকা জমা করিয়া দেও সেই বণিকের নিকটে বলরামেরও টাকা আছে ও বলরাম তাঁহাকে বলেন যে ঐ টাকা আমার হিসাব হইতে তুলিয়া আনন্দের নামে জমা কর। চন্দ্র তাহা করিলেন। তাহার পর আনন্দ সেই খারিজদাখিলের কথা অবগত না হইলে চন্দ্র দেউলিয়া হন। বলরামের ঐ টাকা দেওয়া সফল হইল।

(খ) আনন্দ ও বলরাম পরস্পর ঋণী। তৎপ্রযুক্ত দুই জনের বাঁহার যত দেনা তাহা পাওনা হইতে কাটিয়া লইলে পর বলরামের স্থানে আনন্দের কিছু টাকা পাওনা থাকিলে বলরাম তাহা শোধ করিয়া নিষ্পত্তি করেন। এই কার্য্যের তাৎপর্য্য এই, আনন্দ ও বলরাম পরস্পর যত টাকা ধারিতেন তাহা শোধ হইয়াছে।

(গ) আনন্দ বলরামের ২০০০ টাকা ধারেন। ঐ ঋণ কম করিবার নিমিত্তে বলরাম আনন্দের কোন সামগ্রী গ্রহণ করিতে স্বীকার করেন। ঐ সামগ্রী সমর্পণ করা ঋণের একাংশ শোধ করিবার তুল্য।

(ঘ) বলরাম আনন্দের ১০০ টাকা ধারেন। আনন্দ তাঁহাকে ডাকযোগে ঐ টাকার নোট পাঠাইতে কহিলেন। বলরাম যৎকালে সেই টাকা পত্রে মুড়িয়া শিরো নামায় আনন্দের নাম লিখিয়া ঐ পত্র ডাকে দেন তৎকালেই ঋণশোধ হইল।

পরস্পর অঙ্গীকার মত কার্য্য হইবার কথা।

পরস্পর অঙ্গীকার হইলে অঙ্গীকার গ্রহীতা কর্ম্ম সাধন করিতে উদ্যত ও ইচ্ছুক না হইলে অঙ্গীকারকারীর কর্ম্ম করিতে আবদ্ধ না হওয়ার কথা।

৫১ ধারা। পরস্পর যে অঙ্গীকারমত একিকালে কার্য্য সাধারণ হইবে এমত

অঙ্গীকার লইয়া চুক্তি হইলে অঙ্গীকারগ্রহীতা আপনার কৃত অঙ্গীকারমতে কার্য্য করিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হইলে অঙ্গীকারকারির আপন অঙ্গীকারমত কর্ম্ম করা আবশ্যিক নাই ইতি ।

উদাহরণ ।

(ক) আনন্দ বলরামের নিকট কোন দ্রব্য সমর্পণ করিয়া দিবেন বলরাম সেই দ্রব্য পাইলেই তাহার মূল্য দিবেন পরস্পর এই চুক্তি হইল ।

বলরাম সেই দ্রব্য পাইবামাত্র তাহার মূল্য দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হইলে আনন্দের সেই দ্রব্য দিবার প্রয়োজন নাই ।

আনন্দ মূল্য পাইবামাত্র দ্রব্য দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হইলে বলরামের সেই মূল্য দিবার প্রয়োজন নাই ।

(খ) আনন্দ বলরামকে কএক দ্রব্য দিলে বলরাম কিস্তি করিয়া তাহার মূল্য দিবেন দ্রব্য পাইবামাত্র প্রথম কিস্তি দিবেন তাহারদের মধ্যে এই চুক্তি হইল ।

দ্রব্য দিলেই বলরাম প্রথম কিস্তির টাকা দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হইলে আনন্দের সেই দ্রব্য দিবার প্রয়োজন নাই ।

প্রথম কিস্তি দেওয়া গেলেই আনন্দ দ্রব্য দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক না হইলে বলরামের ঐ প্রথম কিস্তি দিবার প্রয়োজন নাই ।

পরস্পর অঙ্গীকারমত কার্য্য নিষ্পাদন করিবার ক্রমের কথা ।

৫২ ধারা । পরস্পর অঙ্গীকার হইলে তাহা যে ক্রমে নিষ্পাদন হইতে পারিবে চুক্তিতে ইহা স্পষ্টরূপে নির্দ্ধারিত হইলে কার্য্য সেই ক্রমে নিষ্পাদন করা যাইবে । চুক্তিতে সেই ক্রম স্পষ্ট নির্দ্ধারিত না থাকিলে ব্যাপারের ভাববিবেচনায় যে ক্রম প্রয়োজন হয় সেই ক্রমে নিষ্পাদিত হইবে ইতি ।

উদাহরণ ।

(ক) আনন্দ নির্দ্ধারিত মুদ্রায় বলরামের গৃহ নির্মাণ করিয়া দিবেন তাহারদের পরস্পর এই চুক্তি থাকিলে বলরামের সেই টাকা দিবার অঙ্গীকার নিষ্পাদন হইবার পূর্বে আনন্দের গৃহ নির্মাণ করিবার অঙ্গীকার পূর্ণ করিতে হইবে ।

(খ) আনন্দ নির্দ্ধারিত মূল্যে আপনার ব্যবসায় সংক্রান্ত দ্রব্য বলরামকে দিবেন ও বলরাম ঐ টাকার জামিন দিবার অঙ্গীকার করেন তাহারদের মধ্যে এই প্রকারে চুক্তি হইলে সেই জামিন না দেওয়া গেলে আনন্দের অঙ্গীকারমতে করিবার প্রয়োজন নাই কেননা ব্যাপারের ভাব বিবেচনায় আনন্দের দ্রব্য সমর্পণ করিয়া দিবার পূর্বে তাহার জামিন লওয়া প্রয়োজন ।

যে ব্যাপার ঘটিলে চুক্তি প্রবল হইতে পারে এক পক্ষ তাহা নিবারণ করিলে তাঁহার দায়ের কথা।

৫৩ ধারা। কোন চুক্তিতে উভয়পক্ষের পরস্পর অঙ্গীকার থাকিলে এবং চুক্তির এক পক্ষ অন্য পক্ষের অঙ্গীকার মত কার্য্য নিষ্পাদন করিবার বাধা দিলে যাহাকে বাধা দেওয়া গেল তাঁহার ইচ্ছামতে ঐ চুক্তি অসিদ্ধ হইতে পারিবে ও চুক্তিমত কার্য্য নিষ্পাদন না হওয়াতে তাঁহার ক্ষতি হইলে তিনি অন্য পক্ষের স্থানে সেই ক্ষতির পূরণ পাইতে পারিবেন ইতি।

উদাহরণ।

বলরাম ১০০০ টাকা লইয়া আনন্দের নিমিত্ত কোন কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া দিবেন উভয়ের এই মর্মে চুক্তি হইলে বলরাম তদনুসারে কার্য্য নিষ্পাদন করিয়া দিতে প্রস্তুত ও ইচ্ছুক আছেন কিন্তু আনন্দ বাধা দেন। এই স্থলে বলরামের ইচ্ছাতে ঐ চুক্তি অসিদ্ধ করা যাইতে পারিবে। ও অসিদ্ধ করিলে যদি ঐ কার্য্য সম্পাদন না হওয়া প্রযুক্ত তাঁহার হানি হইয়া থাকে, তবে আনন্দের স্থানে সেই হানির পূরণ পাইতে পারিবেন।

পরস্পর অঙ্গীকারঘটিত চুক্তিতে যে অঙ্গীকার প্রথম নিষ্পাদন করা কর্তব্য তাহার ক্রটির ফলের কথা।

৫৪ ধারা। উভয়পক্ষের পরস্পর অঙ্গীকার লইয়া চুক্তি হইলে ও তন্মধ্যে এক অঙ্গীকারমত কার্য্য নিষ্পাদন না হইলে অন্য অঙ্গীকারমত কার্য্য নিষ্পাদন হইতে পারিবে না বা তাহার নিষ্পাদন হইবার দাওয়া হইতে পারিবে না এমন স্থলে যদি শেষোক্ত অঙ্গীকারকারি ব্যক্তি আপনার অঙ্গীকৃত কার্য্য নিষ্পাদন না করেন, তবে তিনি অন্যের অঙ্গীকার পূরণ হইবার দাওয়া করিতে পারিবেন না এবং চুক্তিমত কার্য্য না হওয়াতে অন্য পক্ষের হানি হইলে তাঁহার সেই হানিপূরণ করিয়া দিতে হইবে ইতি।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ মাল যোগাইয়া দিয়া সেই মাল কলিকাতা হইতে মরীচ উপ-দ্বীপে লইয়া যাইবার জন্যে বলরামের জাহাজ ভাড়া করিয়া লন বলরাম সেই মাল লইয়া যাইবার মূল্য পান। পরে আনন্দ জাহাজে দিবার জন্যে মাল যোগাইয়া দিলেন না এমন স্থলে আনন্দ বলরামের অঙ্গীকারপূরণ হইবার দাওয়া করিতে পারেন না এবং চুক্তিমতে কার্য্য না করাতে বলরামের যে হানি হয় আনন্দের সেই হানিপূরণ করিতে হইবে।

(খ) আনন্দ বলরামের সঙ্গে নির্দ্ধারিত মূল্যে গৃহনির্মিতার কোন কর্ম্ম করিতে চুক্তি করেন উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত বত ভাড়া ও কড়িকাঠের আবশ্যক

বলরাম তাহা দিবেন। কিন্তু বলরাম ভাড়া কি কড়িকাঠ দিতে স্বীকার করিলেন না, সুতরাং কর্ম নিষ্পাদন করা যায় নাই। আনন্দের সেই কর্ম নিষ্পাদন করা আবশ্যিক নাই ও চুক্তিতে কার্য না হওয়াতে আনন্দের ক্ষতি হইলে বলরাম তাঁহার সেই ক্ষতিপূরণ করিতে আবদ্ধ আছেন।

(গ) কোন এক জাহাজের এক মাসের মধ্যে পঁছিব্বার সম্ভাবনা নাই সেই জাহাজে কয়েক প্রকারের বাণিজ্য দ্রব্য আনা যাইবে আনন্দ নির্দ্ধারিত মূল্যে বলরামকে সেই দ্রব্য দিবার অঙ্গীকার করেন ও বলরাম চুক্তির তারিখ অবধি সপ্তাহের মধ্যে ঐ বাণিজ্য দ্রব্যের মূল্য দিবার অঙ্গীকার করেন। বলরাম সপ্তাহের মধ্যে টাকা দিলেন না। আনন্দের সেই দ্রব্য দিবার অঙ্গীকার পালন করিবার আবশ্যিক নাই ও তাঁহার হানি হইলে বলরামের সেই হানিপূরণ করিতে হইবে।

(ঘ) আনন্দ বলরামের নিকট একশত বস্তা বাণিজ্য দ্রব্য বিক্রয় করিয়া কল্যা তাহা আনাইয়া দিবার অঙ্গীকার করেন। বলরাম মাসের মধ্যে তাহার মূল্য দিতে অঙ্গীকার করেন। আনন্দ আপন অঙ্গীকারমতে দ্রব্য আনিয়া দিলেন না, অতএব বলরামের টাকা দিবার অঙ্গীকার পালন করিবার আবশ্যিক নাই ও তাঁহার হানি হইলে আনন্দের সেই হানিপূরণ করিয়া দিতে হইবে।

সময় বিশেষে কার্যবিশেষ করিবার চুক্তি হইলে সেই সময়ে কার্যের ক্রটি হইবার ফলের কথা।

৫৫ ধারা। চুক্তির এক পক্ষ নির্দিষ্ট সময়ে কি তৎপূর্বে কোন কার্য করিতে কিম্বা নির্দিষ্ট সময়ে সময়ে কোন কার্য করিতে অঙ্গীকার করিলে যদি সেই সেই সময়ে ঐ কার্য না করা যায়, তবে সময় ঐ চুক্তির সারাংশের মধ্যে ধরিতে উভয় পক্ষের অভিপ্রায় থাকিলে অঙ্গীকার গ্রহীতার ইচ্ছামতে সেই চুক্তি কিম্বা তাহার যে অংশ পালন করিতে ক্রটি হইল সেই অংশ অসিদ্ধ হইতে পারিবে।

সময় ঐ চুক্তির সারাংশ স্বরূপ না হইলে ঐ কার্য সম্পাদন না হওয়ার ফলের কথা।

ঐ চুক্তির সারাংশের মধ্যে যদি উভয় পক্ষের সময় ধরিবার অভিপ্রায় না থাকে, তবে নির্দিষ্ট সময়ে কি তৎপূর্বে ঐ কার্য করিবার ক্রটি হইলেও চুক্তি অসিদ্ধের হয় না। কিন্তু যদি ঐ ক্রটির দ্বারা অঙ্গীকার গ্রহীতার হানি হইয়া থাকে, তবে অঙ্গীকারকারির স্থানে তাঁহার হানি পূরণ পাইবার অধিকার থাকিবে।

নির্দ্ধারিত সময় ভিন্ন অন্য সময়ে কার্যসামান্য গ্রাহ্য হইলে তাহার ফলের কথা।

যে সময়ে কার্য সম্পাদন করিবার ঐক্যবাক্য হয় অঙ্গীকারকারি সেই সময়ে অঙ্গীকারমত কার্য করিবার ক্রটি করাতে চুক্তি অসিদ্ধের হইলেও যদি অঙ্গীকার-গ্রহীতা ঐ করারের নির্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময়ে ঐ অঙ্গীকারমত কার্য গ্রহণ করেন, তবে নির্দ্ধারিত সময়ে সেই কর্ম না হওয়া প্রযুক্ত আমার যে হানি হই-